হৃষীকেশ সিরিজ—১৮

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা
১৯৪২

মূল্য—৬৲ টাকা

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মত এই খণ্ডেরও বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে সুবর্ণবণিক্ সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিজ্ঞাপিত আমার আরব্ধ কার্য শেষ হইল। যদি উপকরণ সংগৃহীত হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

বর্তমান খণ্ডে কয়েকজন মনীষীর জীবনী ও কীর্তিকলাপের বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। ইঁহারা দানশীলতা, শিক্ষা-দান, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশ, সৎসাহিত্য প্রচার প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের দ্বারা লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের এই কীর্তি-কাহিনী পাঠে আমাদের স্বজাতির মধ্যে পূর্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য প্রেরণা অনুভূত হউক, এবং সেই প্রেরণা-বলে উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত সুবর্ণবণিক্ জাতি মানব-সমাজের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা-লাভার্থ অগ্রসর হউন, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

৯৬নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৯

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

(১৮১৯—১৮৮৭)

দানবীর রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

দানবীর রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর চোরবাগান মল্লিক বংশের অলঙ্কারস্বরূপ। তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীলমণি মল্লিক।

বংশ-পরিচয়

চোরবাগান মল্লিক বংশের আদিপুরুষ মধু শীল। মধু শীলের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ যাদব শীল 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। তদবধি এই বংশ মল্লিক বংশ নামে আখ্যাত হইতেছে।

মধু শীল প্রথমে সুবর্ণরেখা নদীতীরে কোন স্থানে বাস করিতেন। পরে তাঁহার বংশধরগণ সপ্তগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তথা হইতে তাঁহারা হুগলী ও চুঁচুড়ায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে বাস করিতে লাগিলেন। এই দুই স্থানে অদ্যাবধি তাঁহাদের বসতি-স্থানের চিহ্ন বর্তমান। বংশ-লতিকায় নিম্নস্থ পঞ্চদশ পুরুষ জয়রাম মল্লিক ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে যে, বর্তমান কলিকাতার দক্ষিণাংশ গোবিন্দপুরেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুর অধিকার করিলেন; সেই সঙ্গে জয়রাম মল্লিকের বাসগৃহও অধিকৃত হইল। তাহার বিনিময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জয়রাম মল্লিককে বর্তমান পাথুরিয়াঘাটায় একখণ্ড জমি দিয়াছিলেন।*

জয়রাম মল্লিক হইতে বংশ-লতিকা নিম্নরূপ—

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 8

জয়রাম মল্লিক
|
পদ্মলোচন মল্লিক ও পাঁচ ভ্রাতা
|
শ্যামসুন্দর মল্লিক
|
গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক ও এক ভ্রাতা
|
নীলমণি মল্লিক
|
রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক
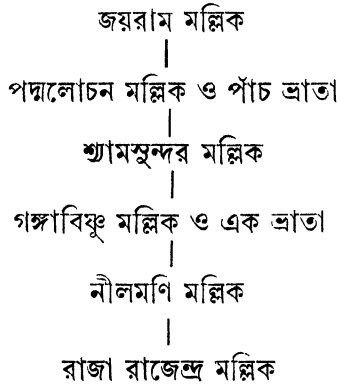
জয়রাম মল্লিক, পদ্মলোচন মল্লিক ও শ্যামসুন্দর মল্লিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এবং পূর্বপুরুষগণের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন; গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক এই বংশের অন্যতম কৃতী পুরুষ।

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক তাঁহার ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মল্লিকের সহিত পাথুরিয়াঘাটায় পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া পূর্বপুরুষের কারবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তিনি কলিকাতাতেই ব্যবসা সীমাবদ্ধ রাখিলেন না। উহা সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গেও লেনদেন চলিল। তৎপরে তিনি চীন, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য বৈদেশিক বন্দরেও ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেন চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবসা দ্বারা তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হন।

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিকের দয়া-দাক্ষিণ্য

তিনি বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। ভিন্ন জাতীয় বহু লোকও তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। পাথুরিয়াঘাটায় তাঁহার বাড়ীর বিপরীত দিকে অবস্থিত ধর্মশালায় তিনি বহু দরিদ্র লোককে খাদ্য বিতরণ করিতেন। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের (১৭৭০ খৃঃ) ভীষণ দুর্ভিক্ষে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়ে মিলিয়া কলিকাতা সহরে সমাগত সহস্র

সহস্র নরনারীকে অন্নদান করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি জাতিধর্ম বিচার করিতেন না। যে তাঁহাদের 'আটআনি' সত্রে উপস্থিত হইত, তাহাকেই আহার্য দেওয়া হইত। নিজের বাড়ী ছাড়া, তাঁহার অন্যান্য বন্ধুদের বাড়ীতেও তিনি এই দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধিত লোককে অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সানন্দে তাঁহার সহিত এই মহৎ কার্যে যোগদান করেন।

তিনি নিজ ব্যয়ে কয়েকজন সুদক্ষ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতেন এবং ঐ সমস্ত ঔষধ দরিদ্র রোগিগণকে বিতরণ করা হইত। তখনও ইয়োরোপীয় প্রথায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্ভব হয় নাই; সুতরাং তাঁহার এই কার্যে দরিদ্র রোগিগণ যে কিরূপ সাহায্য লাভ করিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

তিনি অর্থ-সাহায্য করিয়া বহু বন্ধুর ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়াছেন; এমন কি অনেককে নিজে জামিন হইয়া দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী করিয়া দিয়াছেন।

বৃন্দাবনে সত্র স্থাপন

তাঁহার দানশীলতা কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বৃন্দাবনেও সত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সত্রে দেবসেবা ও পূজা-পার্বণাদি বিশেষ সমারোহ সহকারে নিষ্পন্ন হইত এবং বহুসংখ্যক কাঙালী ও দরিদ্রকে নিত্য অন্নদান করা হয়।

সামাজিক কার্যে গঙ্গাবিষ্ণু

অনেক সুবর্ণবণিক্ পরিবারের কর্তা তাঁহাকে দলপতি বিবেচনা করত বৈষয়িক বিবাদের আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিত এবং তিনিও যথাসাধ্য ন্যায়পথাবলম্বনে উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারেও তিনি সুবর্ণবণিক্‌গণকে সুপরামর্শ দান করিয়া তাঁহাদের কার্যনির্বাহে সহায়তা করিতেন।

মৃত্যু

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয় ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী একমাত্র পুত্র নীলমণি মল্লিককে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

নীলমণি মল্লিক

নীলমণি মল্লিক মহাশয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুড়তুত ভাইদের সঙ্গে একত্র পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতেই থাকিতেন। তাঁহার এক খুড়তুত ভাই এবং তিনি উভয়ে মিলিয়া বৈষয়িক কার্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের অমায়িক ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে প্রীতির ভাব জাগ্রত ছিল এবং তাঁহারা বংশের সুনাম ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

নীলমণি মল্লিক মহাশয় ধর্মভীরু ও সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি দরিদ্রগণের বন্ধু ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাড়ীতে তাঁহার আদেশ ছিল—"কোন ক্ষুধার্ত অতিথি যেন আমার বাড়ী হইতে অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়। যদি তাহাকে অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করা সম্ভব না হয়, তবে আমার অংশের খাদ্য তাহাকে দিবে।"*

পুরীধামে তীর্থযাত্রা

তিনি মহা সমারোহে পুরীধামে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। পুরীতে অবস্থিতিকালে গৌরবরসাহী ও হরচণ্ডীসাহীর দরিদ্র অধিবাসীদের ঘর পুড়িয়া যায়। তিনি তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া নিজ ব্যয়ে সমস্ত বাড়ী তৈয়ারী করাইয়া দেন।

আঠারনালায় পুরীযাত্রীদিগকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত। একবার কয়েক সহস্র যাত্রী আঠারনালায় সমবেত হয়। তাহাদের শুল্ক প্রদানের ক্ষমতা ছিল না, অথচ শুল্ক প্রদান না করিয়া তাহাদের তীর্থ-দর্শন সম্ভব

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, pp. 12, 13

ছিল না। তিনি তাহাদের এই দুঃখ দেখিয়া বিচলিত হন এবং নিজে তাহাদের শুল্ক প্রদানে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিক অর্থ সঙ্গে না থাকায়, তিনি কলিকাতায় তাঁহার খুড়তুত ভাই বৈষ্ণবদাস মল্লিকের নামে একখানি ড্রাফ্‌ট্‌ গ্রহণ করিবার জন্য পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই বদান্যতার পরিচয় পাইয়া প্রীত হন ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে বিনা শুল্কে পুরী প্রবেশে আদেশ দেন। তাঁহার নিকট হইতেও উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই।*

গঙ্গার ঘাট নির্মাণ

নীলমণি মল্লিক মহাশয় গঙ্গার একটি ঘাট তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘাট 'নীলমণি মল্লিকের ঘাট' নামে অভিহিত হইত। ইহা বেশ প্রশস্ত ছিল। ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র স্নানের ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে ইহা পানপোস্তা বাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎকালে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতা আগমন করিতেন। তাঁহাদের বাসের জন্য তিনি গঙ্গার ঘাটের সন্নিকটে চালা ঘর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি তাঁহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দান করিতেন।

পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে সদাব্রত প্রতিষ্ঠা

তিনি পাথুরিয়াঘাটায় নিজ বাটিতে সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী এবং ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র লোকদের অন্নদানের জন্য এক সদাব্রতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহার খুড়তুত ভাই বৈষ্ণবদাস মল্লিকও তাঁহাকে সাহায্য করেন। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় দিবসের যে কোন সময় সমাগত দরিদ্র, তীর্থযাত্রী বা সাধু-সন্ন্যাসীকে কাঁচা সিধা এবং রন্ধনের স্থান দেওয়া হইত। রন্ধনের জন্য বাড়ীর সম্মুখে সমচতুষ্কোণ রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 14

অন্যান্য জনহিতকর কার্য

দাঁতনে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখে তিনি বহু অর্থব্যয়ে সুদৃশ্য নাট-মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে 'দেউলিয়া আইন' প্রবর্তিত হইবার পূর্বে অধমর্ণগণকে ঋণের দায়ে অনেক সময় কারাগারে যাইতে হইত। তিনি বহুবার এইরূপ অসমর্থ অধমর্ণগণকে টাকা দিয়া মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি মৃত আত্মীয়স্বজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইত, তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত অর্থ দ্বারা মৃত ব্যক্তির সৎকারের সহায়তা করিতেন। এইরূপ সাহায্যপ্রার্থী লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল না। দেশীয় সুবিজ্ঞ কবিরাজ-গণের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া তিনি দরিদ্র রোগীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন পূর্বপুরুষগণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তাঁহার গৃহে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইত। এই সমস্ত পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে বহু উচ্চ রাজকর্মচারী, এমন কি ভারতের বড়লাট বাহাদুর ও মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ বহুবার তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনার্থ নীলমণি মল্লিক মহাশয় প্রসিদ্ধ গায়ক ও নর্তকীগণকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাদিগকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করিতেন।*

চোরবাগানে ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ

তিনি চোরবাগানে জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করিয়া উহা ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁহার মাতুলের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি জগন্নাথদেবের সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তিনি একটি অতিথিশালাও প্রতিষ্ঠা করেন; এখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমাগত ক্ষুধার্ত দরিদ্র লোকগণকে পক্কান্ন দান করা হইত,—এই প্রথা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় ঠাকুরবাড়ীতে নয়দিনব্যাপী উৎসব হইত। এই সময় তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর সুবর্ণবণিক্‌গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজনে

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 16

পরিতৃপ্ত করিতেন। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র লোকও তাঁহার আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জয়গান করিত।

সঙ্গীত-চর্চা

সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি সঙ্গীতজ্ঞগণকে উৎসাহ দানে বিরত ছিলেন না। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তিনি নিজ বাটিতে সঙ্গীতের এক জলসার আয়োজন করিতেন। এই জলসায় গুণী ব্যক্তিগণকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করা হইত।

তিনি যন্ত্র-সঙ্গীতের সমবায়ে ফুল-আখড়াই কণ্ঠ-সঙ্গীতের পুনঃপ্রবর্তন করেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদের অভাবে ফুল-আখড়াই সঙ্গীত প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার স্থলে অধিকতর সহজ প্রণালীর হাফ্-আখড়াই প্রচলিত হইয়াছিল। ফুল-আখড়াই সঙ্গীতের স্বর-বিন্যাস প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত ও উচ্চাঙ্গের ছিল। নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের এই প্রচেষ্টার কথা সঙ্গীতবিদ্যাবিদ্ সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাংলায় টপ্পা গানের প্রবর্তক স্বর্গীয় রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবুর জীবনচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে।*

সমাজহিতকর কার্যে নীলমণি মল্লিক

নীলমণি মল্লিক মহাশয় সামাজিক কার্যেও অগ্রণী ছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সংস্কারমূলক কার্য প্রবর্তন করেন; তাহাতে অনেক লোক সমাজচ্যুতির বা অন্যরূপ সামাজিক নির্যাতনের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এতদ্ভিন্ন স্বজাতির মধ্যে বৈষয়িক বিবাদ উপস্থিত হইলে উহা তিনি নিজে সালিসি দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। অনেক স্বজাতির সম্পত্তি রাজস্বের দায়ে নীলাম হইবার উপক্রম হইলে বা অন্য কোন কারণে বিপন্ন হইলে, তিনি নিজে টাকা দিয়া উহা উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। বহু সুবর্ণবণিক্‌কে নিজে টাকা দিয়া তাঁহাদের ব্যবসা সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। অনেককে নিজে জামিন হইয়া চাকুরী করিয়া

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 17

দিয়াছেন। এইরূপে বহু স্বজাতি পরিবার তাঁহার সাহায্যে সংসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।*

নীলমণি মল্লিকের উইল

নীলমণি মল্লিকের কাকা রামকৃষ্ণ মল্লিকের দুই পুত্র, বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও সনাতন মল্লিক। হিন্দু দায়ভাগ অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। এক ভাগ নীলমণি মল্লিক পাইবেন ও অপর ভাগ তাঁহার দুই খুড়তুত ভাই বৈষ্ণবদাস ও সনাতন মল্লিকের প্রাপ্য হইবে। কিন্তু তাঁহার খুড়তুত ভাইরা তাঁহাকে পৈত্রিক সম্পত্তি তিন সমান অংশে বিভক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি মৃত্যুর প্রাক্কালে এক উইল করিয়া স্বীয় পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিককে পৈত্রিক সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী করিয়া যান।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

নীলমণি মল্লিক মহাশয় ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁহাকে তাঁহাদের পৈত্রিক ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। ঠাকুরবাড়ীতে তিনি পৈত্রিক দেবদেবীর নিকট উপাসনা করিয়া তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন। তিনি প্রত্যহ যে স্তোত্র পাঠ করিতেন, এই সময়ও তাহা আবৃত্তি করিতে থাকেন। গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার সময় তিনি দুই থলি টাকা সঙ্গে লইলেন এবং উহা রাস্তায় দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে গিয়াও যাহারা নিঃস্ব তাহাদিগকে তিনি টাকা বিতরণ করেন। পরে নীরবে সমবেত আত্মীয়-বন্ধুগণের নিকট জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিদায় প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করেন এবং সজ্ঞানে দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন।

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 17

তাঁহার দানের খ্যাতি এত সুদূর-বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর ২০।৩০ বৎসর পরেও সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া "নীলমণি মল্লিকের জয়" বলিয়া চীৎকার করিত।

বদান্যতায় গভর্ণমেণ্টের প্রশংসা

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহার পুত্র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাতুরকে লিখিয়াছিলেন—"আমি মাননীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাতুরের নির্দেশে আপনাকে লিখিতেছি যে, আপনার পিতা দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ যে মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি সবিশেষ অবগত আছেন।"

নীলমণি মল্লিকের মৃত্যুতে পারিবারিক অবস্থা

নীলমণি মল্লিকের মৃত্যুকালে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বয়স ছিল মাত্র তিন বৎসর। কিন্তু তাঁহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাতুর যে সমস্ত সদ্‌গুণ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার মাতার প্রকৃতি ঠিক তদনুরূপ ছিল। তিনি স্বীয় স্নেহচ্ছায়ায় শিশু রাজেন্দ্র মল্লিককে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই সময় বিষয়-বিভাগ লইয়া পারিবারিক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, এবং রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের জননী পাথুরিয়াঘাটার বাড়ী ত্যাগ করিয়া চোরবাগানে জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

বিষয়-বিভাগের মামলা

১৮২২ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবদাস মল্লিকের সহিত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের অভিভাবিকা নীলমণি মল্লিকের বিধবা স্ত্রীর সম্পত্তি-বিভাগের মামলা আরম্ভ হয়। ইহাতে নাবালকের সম্পত্তি বলিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইহার ফলে নীলমণি মল্লিকের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুভাব বহন করা তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; কারণ প্রথমে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কোনরূপ খরচা মঞ্জুর করেন নাই।

কিন্তু এই মহীয়সী মহিলা স্বামীর দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য যাহাতে বন্ধ না হয়, তজ্জন্য নিজের যে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, তাহা বন্ধক দিয়া কিম্বা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাল্য জীবন

বাল্য জীবনে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার মাতার স্নেহে ও যত্নে লালিত পালিত হন। তিনি পোষ্যপুত্র হইলেও তাঁহার মাতা তাঁহাকে গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষাও বেশী ভালবাসিতেন এবং সর্বদা তাঁহার উন্নতির জন্য চেষ্টিত ছিলেন। সদাচার, আত্মমর্যাদাজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে তিনি পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাকে পদে পদে আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে, এমন কি একবার তাঁহার জীবন-নাশেরও উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া সন্তানের সুশিক্ষা-বিধানে মনোযোগ দান করেন।* বাল্য জীবনে মাতার সদ্‌গুণাবলীর প্রভাবে পরবর্তী কালে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় দেখিতেন যে, তাঁহার মাতা ঠাকুরবাড়ীতে দরিদ্র জনগণের ভোজনের জন্য রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনে সাহায্য করিতেন এবং দরিদ্রগণের ভোজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে ভোজন করিতেন না। এই সমস্ত সদ্‌গুণ পুত্রে বিশেষভাবে সংক্রমিত হইয়াছিল।

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অভিভাবক নিয়োগ

তাঁহার নাবালক থাকা কালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহার একজন অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এই অভিভাবকের নাম মিঃ জে ডব্লিউ হগ্। ইনি পরে ব্যারোনেট হইয়া নাইট্ উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। মিঃ হগ্ সাধারণ অভিভাবকের মত ছিলেন না, তিনি রাজা বাহাদুরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করিতেন আন্তরিকভাবে এবং তজ্জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। রাজা বাহাদুর যাহাতে বিবিধ বিষয়ে

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 21

অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন, সেই বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই রাজা বাহাতুরের সহিত তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিতেন। একদিন তিনি রাজা বাহাতুরকে কতকগুলি পাখী উপহার প্রদান করেন এবং পাখীদের স্বভাব, আহার-বিহার প্রভৃতি বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাজা বাহাতুরকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মিঃ হগ্ সময় পাইলেই তাঁহাকে পশু-পক্ষি-জীবনে কৌতূহলী করিবার প্রয়াস পাইতেন। ফলে রাজা বাহাতুরও পশু-পক্ষি-জীবনে অত্যন্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে মর্মর-প্রাসাদে বিরাট্ পশুপক্ষিশালার উদ্ভব হয়।

বিদ্যাশিক্ষা

তিনি গৃহেই গৃহশিক্ষকের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তৎপরে হিন্দুকলেজে তাঁহাকে ভর্তি করা হয়। হিন্দুকলেজে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার বদান্যতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার সহপাঠীদের অনেকে তাঁহার বদান্যতার ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। এই সময় হইতেই তাঁহার চরিত্রে দয়া, উদারতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করে।

মর্মর-প্রাসাদ

ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি মর্মর-প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং পাঁচ বৎসরে উহার নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। এই প্রাসাদের জন্য মর্মর প্রস্তর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই প্রাসাদকে প্রাচ্য স্থাপত্য শিল্পের একটি সমুজ্জ্বল প্রতীক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বিস্তীর্ণ ভূমির উপর এই প্রাসাদ নির্মিত ও উহার চতুর্দিক্ উচ্চ রেলিং দিয়া ঘেরা। উহার উত্তর ও পশ্চিমদিকের উদ্যান বৃক্ষবীথিকা, পুষ্পকুঞ্জ, প্রতিমূর্তি ও তুষ্প্রাপ্য পক্ষীর দ্বারা গঠিত পক্ষিশালায় শোভিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ বিশিষ্ট ঐশ্বর্যের পরিচায়ক—মেঝে মর্মর আবৃত এবং ছাদ সোণালী রঙে গিল্‌টি করা। প্রবেশপথে ও বারান্দায় ইতালি ও ফ্রান্স

হইতে সমানীত ব্রঞ্জধাতু ও মর্মরনির্মিত প্রতিমূর্তি শোভা পাইতেছে। এই প্রাসাদকে সুসজ্জিত করিবার জন্য রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং ছবি ও প্রতিমূর্তির একটি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি প্রত্যেক দেশের প্রতিভাবান্ ও খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পিগণের অঙ্কিত চিত্র ও খোদিত প্রতিমূর্তি সংগ্রহ করিয়া স্বীয় গৃহে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

উদ্যানের উত্তরদিকে অনেকগুলি মর্মর-প্রতিমূর্তি চোখে পড়ে। এই সমস্ত মূর্তি প্রসিদ্ধ শিল্পী কর্তৃক গঠিত। এই স্থানের অদূরে মর্মর-ঝর্ণা বর্তমান, উহাতে চারিটি মূর্তি অধিষ্ঠিত—এই মূর্তিগুলি বসন্ত, শীত, গ্রীষ্ম ও শরৎ কালের দ্যোতক। ইহাতে উক্ত স্থানের দৃশ্য-সৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে। উদ্যানের পশ্চিমপ্রান্তে প্রথমেই মাইকেল এঞ্জেলোর পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; উহার অদূরে স্নানরতা ভেনাসের প্রতিমূর্তি ও একটি পূর্ণদেহ বৃটিশ গাভীর মূর্তি রহিয়াছে। গাভীর মূর্তিটি ব্রঞ্জধাতু দ্বারা গঠিত এবং ইহা প্রাচীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে রাজা বাহাদুরকে উপহার দিয়াছিলেন। প্রাসাদে উঠিবার সিঁড়ির উপর ডিস্কোবোলাস্, মিনার্ভা, ব্যাকাস্, ডিমস্থিনিস্, সিংহপৃষ্ঠে উনা, ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে এরেনা প্রভৃতির মূর্তি বিরাজিত। উত্তর দিকের মর্মর-গৃহে মস্তকে কণ্টক-মুকুটধারী যীশুখৃষ্টের আবক্ষ মূর্তি এবং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ডিউক অফ ওয়েলিংটনের আবক্ষ মূর্তি দেখা যায়। পূর্বমুখে অবস্থিত সাইকি, ভেনাস, মার্কারির প্রতিমূর্তি সহজেই দর্শককে আকৃষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন কুমারী মেরির সুন্দর আবক্ষ মূর্তি শোভমান। রক্তমর্মর-গঠিত গৃহে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক সময়ের পোষাকে সজ্জিত মূর্তি অত্যন্ত মনোহর। প্রাসাদের মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণের চারিকোণে চারিটি মূর্তি আছে; উহারা চারিটি মহাদেশের প্রতীক। এই স্থানে বিরাজিত অ্যাপোলোর মূর্তি রোমের পোপের প্রাসাদে অবস্থিত মূর্তির অনুকরণে গঠিত।

তৈলচিত্রের মধ্যে ইতালীয় চিত্রকরের অঙ্কিত খৃষ্টের 'মিশরে পলায়নে'র চিত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ক্রশ হইতে অবতরণ'ও অন্য একটি

বাইবেলের বিষয়ে অঙ্কিত চিত্র ; উহা অ্যান্তোয়ার্প গির্জায় অবস্থিত চিত্রের প্রতিরূপ। লর্ড নর্থব্রুক 'সেণ্ট ক্যাথারিনের বিবাহ' বিষয়ক চিত্র গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে উপহার দিয়াছিলেন ; উহাও কালক্রমে মর্মর-প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থানলাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'সিবিল', 'সেণ্ট সিবাষ্টিয়ানের আত্মবলি', 'ডায়েনা ও এণ্ডিমিয়ন', 'প্রভুর শেষ ভোজন', 'আলিওয়ালের যুদ্ধে ষোড়শ ল্যান্সারের আক্রমণ' প্রভৃতি চিত্রও উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ভিন্ন এই চিত্রশালায় আরও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক বিদেশীয় পর্যটক এই চিত্রশালা ও প্রাসাদ দর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ, লেডি হার্ডিঞ্জ ও লেডি জেঙ্কিন্সের সমভিব্যাহারে এই প্রাসাদ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।*

সুকুমার-শিল্পে অনুরাগ

মর্মর-প্রাসাদের পরিকল্পনা ও গঠনে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের প্রাচ্য স্থাপত্য ও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায় ; এতদ্ভিন্ন সুকুমার-শিল্পে যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহার মর্মর-প্রাসাদের সংগৃহীত চিত্রাবলী দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক বলা চলে যে, প্রাকৃতিক ইতিহাস ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ চিত্র-শিল্পে তাঁহার যে সহজাত প্রতিভা ছিল, তাহার সদ্ব্যবহারের ফলে, তিনি অবিলম্বে চিত্র ও অন্যান্য সুকুমার শিল্পের সূক্ষ্ম বিচারক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি নিজেও ছবি আঁকিতে পারিতেন।

রাগরাগিণীর জ্ঞান ও সঙ্গীত রচনা

তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সম্বন্ধে তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি নিজে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া সুর-লয়ে গঠিত করিয়াছিলেন।

* The Empress, March, 1912

ঐ সমস্ত সঙ্গীতের কোন কোনটি অদ্যাবধি সাময়িক উৎসবাদি উপলক্ষে তাঁহার ঠাকুরবাটীতে গীত হইয়া থাকে। তৎকালে 'হাফ্-আখরাই' সঙ্গীতের মজলিশে অনেক স্থানে তিনি বিচারক মনোনীত হইতেন। ইহাতেই তাঁহার সঙ্গীত-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

আলিপুর পশুশালা প্রতিষ্ঠায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক

প্রাকৃতিক ইতিহাসের ছাত্ররূপে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর পশু-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি নিজের বাড়ীতে পশুশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বহু মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য পশুপক্ষী স্থান পাইয়াছিল। কলিকাতা ও মফস্বলের বহু সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোক প্রত্যহ এই পশুশালা দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিত। তৎকালে তাঁহার পশুশালাই কলিকাতার মধ্যে একমাত্র পশুশালা ছিল। আলিপুর পশুশালা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনিই প্রথম অগ্রণী হইয়া আলিপুর পশুশালা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেন এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহু মূল্যবান্ পশু উক্ত পশুশালায় দান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দানের স্মৃতিস্বরূপ আলিপুর পশুশালার উদ্যানে যে প্রথম গৃহ নির্মিত হয়, তাহার নামকরণ করা হইয়াছিল, "মল্লিকস্ হাউস্"।[২]

বিভিন্ন দেশের পশুবিজ্ঞান সমিতি হইতে সম্মান লাভ

বিভিন্ন দেশের পশুশালায় তিনি বিভিন্ন প্রকারের পশুপক্ষী দান করিয়া বিনিময়ে উক্ত দেশসমূহের পশুবিজ্ঞান সমিতি ও পশুশালার অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে তত্তদ্দেশের পশুপক্ষী, মেডেল, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য উপহার লাভ করিয়াছিলেন। লণ্ডনের পশুবিজ্ঞান সমিতি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে হিমালয়ের ফিজেণ্ট পক্ষী ইংল্যণ্ডে সর্ব প্রথম প্রেরণ করায় তাঁহাকে একখানি মেডেল উপহার দেন। উক্ত সমিতি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের

---

১ *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 34

২ ঐ ঐ ঐ p. 33

২১শে মে তারিখে তাঁহাকে পুনরায় তাঁহাদের সাংবাদিক সদস্য নির্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াস্থ অ্যাক্লিম্যাটিজেশন সমিতি তাঁহাকে সমিতিসম্পর্কীয় বহুবিধ কার্যের জন্য সমিতির অবৈতনিক সদস্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলজিয়ামের অ্যান্টোয়ার্প নগরীর রাজকীয় পশুবিজ্ঞান সমিতি পশুপক্ষী বিনিময় দ্বারা উক্ত সমিতির সহিত তাঁহার সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাংলার এসিয়াটিক-সোসাইটিও পশুদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পত্র প্রেরণ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন ভারতের বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক তিনি ভারতীয় যাদুঘরের ট্রাষ্টি নির্বাচিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে তিনি ভারতীয় যাদুঘরের ট্রাষ্টিগণ কর্তৃক উহার ফিন্যান্স্ ও লাইব্রেরী কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।*

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি সামান্য নহে। তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে স্বীয় বাগান-বাড়ীতে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য এবং নূতন ধরণের বৃক্ষাবলী রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর জ্ঞানের দ্যোতক। মর্মর-প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ উদ্যানেও দুষ্প্রাপ্য তরুলতাগুল্মের অপূর্ব সমাবেশ তাঁহার উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে গভীর অনুরাগের নিদর্শন।

বহুবিধ ভাষায় জ্ঞান

তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী ভাষাও ভাল রকম জানিতেন। পারস্য ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক কথায়, বলা চলে যে, তৎকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে প্রচলিত প্রায় সমস্ত ভাষাতেই তাঁহার জ্ঞান ছিল।

চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতা ও ঔষধ বিতরণ

তিনি ভারতীয় চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া এবং অভিজ্ঞ কবিরাজগণের ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞান

---

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p 32

ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইতিপূর্বে দরিদ্র রোগিগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি উহার সহিত ইয়োরোপীয় ফলপ্রদ পেটেন্ট ঔষধাবলীও বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। ফলে দলে দলে দরিদ্র লোক তাঁহার গৃহে ঔষধের জন্য আগমন করিত।

বিবাহ ও বংশলতিকা

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর রূপলাল মল্লিকের কন্যা এবং 'সাতপুকুর' নামক স্থানের স্বত্বাধিকারী শ্যামাচরণ মল্লিকের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র; তাঁহাদের নাম দেবেন্দ্র মল্লিক, মহেন্দ্র মল্লিক, গিরীন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্র মল্লিক, যোগেন্দ্র মল্লিক ও মণীন্দ্র মল্লিক। উক্ত ছয় পুত্রের মধ্যে মহেন্দ্র, গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং যোগেন্দ্র—এই চারিজন তাঁহার জীবিতকালেই অকালে পরলোক গমন করেন। মহেন্দ্র মল্লিক, যোগেন্দ্র মল্লিক ও মণীন্দ্র মল্লিকের কোন পুত্র ছিল না। দেবেন্দ্র মল্লিকের পুত্রের নাম নগেন্দ্র মল্লিক। গিরীন্দ্র মল্লিকের পুত্র ব্রজেন্দ্র মল্লিক। সুরেন্দ্র মল্লিকের পুত্র গণেন্দ্র মল্লিক। নগেন্দ্র মল্লিকের পুত্র কুমার জীতেন্দ্র মল্লিক এবং ব্রজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র কুমার দীনেন্দ্র মল্লিক রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের বর্তমান বংশধর।

চোরবাগান পল্লীর উন্নতি সাধন

তৎকালে কলিকাতায় বর্তমান সময়ের মত রাস্তাঘাটের তত সুবিধা ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাস্তাঘাটের সুবিধা না হইলে লোকচলাচলের সুবিধা হইতে পারে না এবং লোকজনের যাতায়াতের সুযোগসুবিধার অভাবে পল্লীর উন্নতিও ব্যাহত হয়। সুতরাং পল্লীর উন্নতিকামী রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর কোনরূপ মূল্যের দাবী না করিয়া গভর্ণমেণ্টের হাতে কয়েক খণ্ড জমি দান করেন, যাহাতে ঐ জমির উপর দিয়া রাস্তা নির্মিত হইতে পারে। তাঁহার এই জনহিতকর দানশীলতায় পল্লীর মধ্যে অনেক নূতন রাস্তা নির্মিত হয় এবং চোরবাগান পল্লী অপেক্ষাকৃত উন্নত

ও সংস্কৃত হইয়াছিল। এই কার্যের জন্য অনেকে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার সম্মানার্থ মর্মর-প্রাসাদের ফটকের নিকট হইতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাস্তার নামকরণ করেন—'রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট'। উহা অদ্যাবধি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

হিন্দুধর্মে নিষ্ঠা

মাতার আদর্শে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার নিষ্ঠাসহকারে পালন করিতেন। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পরে ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া দেবতার উপাসনা না করিয়া তিনি জলবিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। সাধারণত তিনি নিরামিষাশী ছিলেন; মাত্র অসুখের সময় চিকিৎসকের পরামর্শে মৎস্য আহার করিতেন। তিনি বাড়ীর প্রত্যেক লোককে ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া উপাসনা করিতে বলিতেন এবং সকলে তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে কি না সে বিষয়েও অবহিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি দেবতার পূজা-অর্চনা লইয়া অতিবাহিত করিতেন।

অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাটিতে একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই অন্নসত্রে প্রত্যহ ৫০০।৬০০ দরিদ্র লোককে অন্নদান করা হইত। ইহাতে কোনরূপ জাতি বা ধর্মের বিচার ছিল না—যে আসিত সেই ভোজন করিতে পারিত। এই অন্নসত্র যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর লুপ্ত হইয়া না যায়, তিনি স্বীয় উইলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। উইলে নির্দেশ আছে যে, দৈনিক ৫০০ জন দরিদ্র লোককে পক্ক অন্ন দান করিতে হইবে। আজও কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে তাঁহার এই অপূর্ব কীর্তি কত দরিদ্র লোককে যে অন্ন সরবরাহ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এতদ্ভিন্ন কোনরূপ উৎসব বা দুর্ভিক্ষ কিম্বা অন্য কোনরূপ কারণ উদ্ভূত

হইলে, প্রার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যাইত। ১৮৬৫-৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে তিনি দৈনিক ৫০০০।৬০০০ লোককে স্বীয় চোরবাগানের বাড়ীতে অন্নদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষায় সহায়তা করিয়াছিলেন।

'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ

তাঁহার এই বদান্যতায় প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে 'রায় বাহাদুর' উপাধি ভূষিত করেন। তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদানোপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বদান্যতা ও জনহিতকর কার্যাবলীর বিবরণ জ্ঞাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মহোদয় বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় প্রত্যহ বহু সংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করেন। বিগত জুন মাসে, যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক দ্বারা কলিকাতার রাজপথ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তখন রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় অত্যন্ত উদারভাবে ও কৃতিত্ব সহকারে এমন বন্দোবস্ত করেন যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা তাঁহার বাড়ীতে গেলেই আহার্য পাইত। অবশ্য পরে অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সহায়তার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং উহা কলিকাতা মহানগরীতে কয়েক মাস ধরিয়া বর্তমান ছিল। তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

"বিগত ৩০শে আগষ্ট তারিখে কার্যকরী দুর্ভিক্ষ প্রশমন সমিতি কলিকাতা হইতে দরিদ্রগণকে অপসারিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তখন উত্তর কলিকাতার রাস্তায় দলে দলে কাঙালীগণকে দেখা যাইত। যদি অবিলম্বে তাহাদিগকে অপসারিত করিবার সুবিধা না হয়, তবে কলিকাতায় সংক্রামক রোগ দেখা দিবে, এইরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কর্তৃপক্ষ প্রথমে যে সমস্ত বেসরকারী সাহায্য-

প্রতিষ্ঠান দরিদ্রগণকে অন্নদান করিত, তাহাদিগকে উহা বন্ধ করিতে কিম্বা চিৎপুরে দুর্ভিক্ষ প্রশমন সমিতির সহিত একযোগে কার্য করিতে আহ্বান করিলেন। কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় সর্ব প্রথমে অগ্রসর হন এবং কলিকাতা সহরের মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্রগণকে অন্নদান বন্ধ করিয়া দৈনিক ১০০০ নিরন্নকে অন্নদানের জন্য কমিটির হাতে দৈনিক ১০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার সহায়তায় কমিটি দেশীয় ব্যক্তিবর্গের বিরক্তি ও অসন্তোষ উৎপাদন না করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন। যদি রাজেন্দ্র বাবু এই কার্যে অগ্রণী হইয়া সহায়তা না করিতেন, তবে সমিতি কাঙালীগণকে কলিকাতা হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইতেন কি না, সন্দেহ। যখন সমিতির হাস-পাতালের স্থানের দরকার হইল, তখনও তিনি কলুটোলার কতকগুলি নবনির্মিত গুদাম-ঘর সমিতির ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেন এবং 'ত্রিভোলী' বাগান নামক বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি সমিতির ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। সমিতি গুদাম-ঘরগুলি অত্যন্ত জনাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু শেষোক্ত বাড়ী ও জমি অদ্যাবধি সমিতির অধিকারে রহিয়াছে। উহাতে এক্ষণে অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

"যখন কলিকাতার সমস্ত সহায়ক কার্য শেষ হইবে, তখনও সমিতির নিকট প্রায় ৩০০০ অনাথ শিশু বর্তমান থাকিবে। রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই শিশুদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত দিয়াছেন। সুতরাং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই সঙ্কটকালে দরিদ্রগণের দুঃখ দূরীকরণে যেরূপ-ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং সমিতিকে যেভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কার্যাবলীর পরিচয় দিতে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া মহামান্য ছোটলাট বাহাদুরের নিকট সুপারিস করিতেছি।"

পুলিশ কমিশনারের এই পত্র পাইয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট এই পত্রের প্রতিলিপি সহ ১৮৬৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত পত্র লেখেন—

"আমি মাননীয় ছোট লাট বাহাদুরের নির্দেশে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের বিবেচনা ও আদেশের জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের এক পত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করিতেছি। ইহাতে পুলিশ কমিশনার কলিকাতার রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ যে সমুদয় কার্য করিয়াছেন এবং বিভিন্ন জেলা হইতে যে সমস্ত লোক কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহাদিগকে যেভাবে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর এই সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টার ও আত্মত্যাগের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস যে, মহামান্য বড়লাট বাহাদুরও এইরূপ আচরণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন যে, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বদান্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে কোনরূপ বিশেষ সম্মান প্রদানে পুরস্কৃত করিবেন।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীকে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"আপনার ১১ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া সপারিষদ মাননীয় বড়লাট বাহাদুর রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়কে বিগত দুর্ভিক্ষ প্রশমনে তাঁহার বদান্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'রায় বাহাদুর' উপাধি ভূষিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে উক্ত ভদ্রমহোদয়কে প্রদান করিবার জন্য সনদ প্রেরিত হইল।"

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও পুলিশ কমিশনারের মারফৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

'সার্টিফিকেট অফ্ অনার' লাভ

কথিত আছে যে, লোকের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া দরিদ্রগণকে অন্নদানের জন্য রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরই সর্বপ্রথম চোরবাগানে ও চিৎপুরে অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দরবারে 'সার্টিফিকেট অফ্ অনার' দান করিয়াছিলেন।

রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহামান্য বড় লাট লর্ড লিটন বাহাদুর রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরকে ব্যক্তিগত উপাধি হিসাবে তাঁহার চরিত্র ও বদান্যতার জন্য "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। এই সঙ্গে সনদ ও একটি বৃহদাকার হীরকাঙ্গুরীয়ও উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

অতিথি-সৎকারে রাজেন্দ্র মল্লিক

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। বহু বৈদেশিক পর্যটক তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রীতিলাভ করত তাঁহার প্রশংসা-গানে মুখর হইয়াছেন। ডক্টর ই এইচ নোলান কলিকাতায় আসিয়া রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ও আমাকে অতিথি-সৎকারে প্রীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজোচিত জমিদারী ও ঐশ্বর্য সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিভিন্ন দেশীয় জিনিস দ্বারা স্বীয় বাসস্থান অলঙ্কৃত করিতেই ব্যস্ত। যে জিনিস যত মূল্যবান্, তিনি সেই জিনিসে ততই সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহার গৃহের উদ্যান পশুপক্ষীতে পরিপূর্ণ। এই সংগ্রহের মধ্যে পৃথিবীর সর্বদেশের পক্ষী বিদ্যমান—উট-পাখী হইতে এমু এবং চীনের মান্দারিণ হাঁস হইতে বার্ড অফ্ প্যারাডাইসও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় লর্ড ডার্বি এই সংগ্রহে কতকগুলি পশুপক্ষী দান করিয়াছিলেন। আমি কাশ্মীর দেশীয় কতকগুলি ছাগল দেখিয়াছি; উহাদের পশমের দ্বারা সুবিখ্যাত শাল তৈয়ারী হয়; কিন্তু এই ছাগলগুলি পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমতল ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বাঁচে না; এইজন্য রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সংগৃহীত দুইশত ছাগলের মধ্যে মাত্র ৫টি জীবিত আছে। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক এবং সুন্দর ইংরেজী বলিতে পারেন। আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসেও তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান বর্তমান। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি তাঁহার বাড়ীতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ নাচের মজলিস বসাইয়া ছিলেন; বাড়ীর মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত করিয়া প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল এবং উহার আলোক, লণ্টন ও ঝাড়ে সুশোভিত

হইয়া মূল্যবান্ ফোয়ারা ও রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই নাচ ভারতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং যখন কোন মহারাজা, রাজা বা কোটিপতি এই নাচের ব্যবস্থা করেন, তখন বৈদেশিকগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে।"*

শেষ জীবন ও মৃত্যু

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার শেষ জীবনে ধর্মচর্চায় দিনাতিপাত করিতেন। ইহাতে তিনি দিন দিন সংসারের শোক-দুঃখে ক্রমশ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; বিশেষত ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কুমার গিরীন্দ্র মল্লিক ও কুমার সুরেন্দ্র মল্লিকের মৃত্যুতে তিনি বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া যেরূপ ধীর ও স্থিরভাবে শোক সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁহার শোকে সান্ত্বনা দানের জন্য সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের সহিত মৃত্যু ও ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই; তাঁহার মানসিক স্থৈর্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল রাত্রিতে আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও অগণিত দরিদ্র ব্যক্তিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তৎকালে তাঁহার দুই পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও কুমার মণীন্দ্র মল্লিক মাত্র জীবিত ছিলেন।

মৃত্যুতে স্মৃতিপূজা

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল্ এল্ ডি, সি আই ই মহোদয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বলিয়াছিলেন—"বর্তমান সময়ে আমি অন্য একটি নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না, উহা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের। তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের সমিতির সদস্য ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, pp. 35, 36.

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন এবং শিষ্টাচারের জন্য সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার মত সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি কল্পতরুর মত উদারভাবে দান করিতেন এবং তাঁহার মত লোকের মৃত্যুতে কলিকাতার অধিবাসীরা সমাজের একজন পরোপকারী দয়ালু ব্যক্তিকে হারাইল। কলিকাতার দরিদ্র লোকেরা পিতৃহারা হইল বলিলেও চলে। আপনাদের সকলেরই মনে আছে যে, ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে কয়েক মাস ধরিয়া দৈনিক পাঁচ হাজারেরও অধিক লোককে তিনি অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ সমিতির নিকট সে সমস্ত অনাথ বালকবালিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রতিপালনের জন্য ৪০,০০০ টাকা দান করেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর দৈনিক হাজার লোককে অন্ন ও আহার্য দান করিতেছিলেন। * * * * তিনি তাঁহার উপযুক্ত বংশধর কুমার দেবেন্দ্র মল্লিককে রাখিয়া গিয়াছেন। * * * ভগবানের আশীর্বাদে তিনি যেন তাঁহার খ্যাতিমান্ পিতার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন।”

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। হিন্দু শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহারের প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। সুকুমার শিল্পেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন এবং ভাস্কর্য শিল্পেও তাঁহার নিপুণতা দৃষ্ট হইত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে তৈলচিত্র অভিষেক সময়ে সম্রাজ্ঞীর মুকুট মস্তকে দিয়া অঙ্কিত এবং যাহা মর্মর-প্রাসাদের একটি কক্ষে শোভমান উহা কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার একটি চিত্র—কতকগুলি অশ্বের সমষ্টি—কলিকাতা চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়া সর্বোচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এই চিত্রও মর্মর-প্রাসাদে বিদ্যমান।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক

তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশিষ্ট ছিলেন। তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অফ্ দি পিস্, মনোনীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সদস্য, উক্ত সোসাইটির প্রাকৃতিক ইতিহাস শাখার সদস্য, গভর্ণমেণ্টের সহিত পশুশালা প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ করণার্থ এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি, আলিপুরে অনুষ্ঠিত কৃষিপ্রদর্শনীতে পুরস্কার বিতরণের বিচারক, পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটি, ঝড় ও দুর্ভিক্ষ সংরক্ষণ ফাণ্ড কমিটি ও অন্যান্য বহুবিধ সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন এবং বহু অনাথ, বিধবা ও দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে রীতিমত সাহায্য লাভ করিত। তিনি স্বীয় দানের কথা সাধারণে প্রকাশ করিতেন না—গোপনে দান করিতেই ভালবাসিতেন।

মৃত্যু ও স্মৃতিপূজা

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ৬০ বৎসর বয়সে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখের ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—"মল্লিক পরিবারের একটি রাজপুত্র সম্প্রতি পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত চোরবাগানের কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার মৃত্যু আরও দুঃখের বিষয়, কারণ তিনি শাস্ত্রানুসারে হিন্দুর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। হিন্দুর গুণাবলী তাঁহাতে বংশানুক্রমে সংক্রমিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তাঁহার পিতামহ নীলমণি মল্লিক ও তাঁহার স্ত্রী যখন সবেমাত্র আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন একজন ক্ষুধার্ত দরিদ্র লোক বাড়ীতে উপস্থিত হন। অথচ গৃহে অন্য কোনরূপ পক্ব খাদ্য না থাকায়

তাঁহারা উভয়ে স্বীয় অংশের খাদ্য দ্বারা ক্ষুধার্তের সৎকার করিয়াছিলেন। এইরূপ মহৎ চরিত্র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন এবং কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকও উত্তরাধিকার-সূত্রে উহা লাভ করিয়াছেন। কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকও দরিদ্রগণকে ভোজন না করাইয়া নিজে ভোজন করিতেন না। তিনি শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু শিক্ষিতের অহঙ্কার তাঁহার ছিল না। তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বন্ধু ও অপরিচিত লোকেরা তাঁহার সরল মিষ্ট ব্যবহারে ও দুর্লভ সামাজিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইত। তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া আনন্দের বিষয়; তাঁহার সহিত আলাপ করা উদার শিক্ষাস্বরূপ; তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সুখকর আলাপ ছাড়াও তাঁহার সহৃদয়তা বাস্তবিকই অমূল্য। তিনি সহানুভূতি ও দয়ার আধার স্বরূপ ছিলেন। তিনি কেবল দরিদ্রগণকেই ভোজন করাইতেন না; পরন্তু যে কেহ তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিত, সেই তাঁহার দানে ও উপদেশে অধিকতর ধনী হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত। অবশ্য তাঁহার কার্যাবলী ছাপার অক্ষরে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইত না; কারণ কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা বাম হস্ত জানিতে পারিত না। কোনরূপ আত্মম্ভরিতা তাঁহার চরিত্রে স্থান পায় নাই। তিনি পরের বিষয়ই সর্বদা ভাবিতেন। তিনি সর্ব প্রকার বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং স্বার্থের স্থান তাঁহার হৃদয়ে ছিল না; কিন্তু তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের আত্মাস্বরূপ ছিলেন, এবং যতদিন পারিয়াছেন, ততদিন প্রত্যেক জনহিতকর কার্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি দেশের উচ্চ অভিলাষকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেন। কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক প্রকৃত পক্ষে একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন; কারণ তাঁহার রুচি ছিল উন্নত এবং শিক্ষাসমৃদ্ধি ছিল প্রচুর। আমরা জানি তিনি চিত্রশিল্পের অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং ভাস্কর্যেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

"তাঁহার চোরবাগানস্থ প্রাসাদোপম গৃহ চিত্র ও মর্মরমূর্তিতে পূর্ণ এবং কলিকাতার মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। তিনি একাধারে বহুবিধ গুণের

অধিকারী ছিলেন ; উহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি সুবর্ণবণিক্ জাতির গৌরবস্বরূপ ছিলেন * * বাস্তবিক তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজের অলঙ্কার * *। তাঁহার সহজ সরল জীবনযাপন ও দয়ালু প্রবৃত্তি সকলেরই অনুকরণীয় * * * তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অফ্ দি পিস্ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কুমার নগেন্দ্র মল্লিক।"

কুমার মণীন্দ্র মল্লিক

কুমার মণীন্দ্র মল্লিক মহাশয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করত ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, পরোপকারী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক তাঁহার উপর পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন এবং তিনিও পূর্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুচারুরূপে উক্ত কার্য সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে কুমার মণীন্দ্র মল্লিক মহাশয় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

কুমার নগেন্দ্র মল্লিক

কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। এই স্থানে তিনি চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে কোন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট বাড়ীতে আরও কয়েক বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি অধীত বিষয়ে প্রগাঢ় মনোযোগ ও উদার সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষক ও ছাত্র সকলের প্রীতিলাভে সমর্থ হন। জ্ঞান-লাভের জন্য অদম্য পিপাসায় তিনি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের রচিত পুস্তক সকল আলোচনা করিতেন এবং এই অনুশীলনের ফলে তিনি সাহিত্য, সুকুমার

শিল্প ও প্রাকৃতিক ইতিহাসে গভীর জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও ইংরেজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সুকুমার শিল্পের প্রতি সহজাত অনুরাগ বশে মর্মর-প্রাসাদের আর্ট গ্যালারী ও পশুশালায় অনেক নূতন চিত্র ও পশুপক্ষী যোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বিপুল পরিশ্রমে দর্শকবর্গের সুবিধার্থ সমস্ত চিত্র ও মূর্তিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বড়লাটের মর্মর-প্রাসাদ পরিদর্শন

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে ভারতের তৎকালীন মাননীয় বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও লেডি মিণ্টো মর্মরপ্রাসাদ পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষে, অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও যুদ্ধ সম্বন্ধীয় চিত্র এবং ব্রঞ্জ ও মর্মর-মূর্তি সকল পরিদর্শন করেন। তাঁহারা এই শিল্পসম্ভার সন্দর্শনে বিশেষ প্রীত হন এবং কুমার নগেন্দ্র মল্লিককে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাদের উভয়ের স্বাক্ষর সম্বলিত চিত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং উহা উপরি লিখিত মর্মর-কক্ষে রাখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ ও তাঁহার পত্নী কুমার নগেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে মর্মর-প্রাসাদে আগমন করিয়াছিলেন এবং চিত্রসম্ভার ও মূর্তিসমূহ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করত উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত ফটো কুমার বাহাদুরকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কুমার নগেন্দ্র মল্লিক

কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সুবর্ণবণিক্ সমাজের সভাপতি, প্যারিচরণ সরকারের বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি, বৌবাজার আর্ট স্কুলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্স ও ট্রাষ্টি, উক্ত সমিতির

কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটির দেশীয় কমিটির ভাইস্ প্রেসিডেন্টরূপে জনহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন।

অন্নসত্রের প্রসার

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর স্বীয় উইলে ৫০০ জন লোকের দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় উক্ত সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ লোককে অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীন-দরিদ্রকে অন্নদান করিতে এত ভালবাসিতেন যে, কেহই আহারার্থ সমাগত হইয়া অনাহারে ফিরিয়া যাইত না। ১৩২১ সালে আহারপ্রার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ—

বৈশাখ	২৯,১২৬ জন
জ্যৈষ্ঠ	৩০,২৬৩ ”
আষাঢ়	৩১,৬১৩ ,,
শ্রাবণ	৩০,৮৬০ ,,
ভাদ্র	৩১,০১৩ ,,
আশ্বিন	৩০,৮৯৮ ,,
কার্তিক	২৯,৭১২ ,,
অগ্রহায়ণ	২৭,৯৭৪ ,,
পৌষ	২৭,০৪৩ ,,
মাঘ	২৯,৩৩০ ”
ফাল্গুন	২৯,০৪০ ”
চৈত্র	২৬,২০৩ ”
মোট	৩৫৩,০৭৪ ,,

ইহাতে গড়ে দৈনিক এক হাজারেরও বেশী লোককে অন্নদান করা হইয়াছে।*

* *A Short Sketch of Raja Rajendra Mullick Bahadur and His Family*, p. 5

মর্ম্মর-প্রাসাদের আয়তন বৃদ্ধি

মর্ম্মর-প্রাসাদ কলিকাতা মহানগরীর অত্যন্ত জনাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত। এই পল্লীর জনসাধারণের ভ্রমণার্থ কোনরূপ উদ্যান পল্লী মধ্যে ছিল না। জনসাধারণের এই অভাব অনুভব করিয়া কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া মর্ম্মর-প্রাসাদের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন এবং উক্ত স্থানে উদ্যান রচনা করিয়া উহা সাধারণের ব্যবহারার্থ নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান্ মিঃ গ্রিয়ার ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে এই উদ্যান পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করত এই স্থানের নাম-মাত্র ট্যাক্স ধার্য করিয়াছিলেন; যেহেতু ইহা জনসাধারণের অবসর যাপন ও প্রমোদোদ্যানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

যুবকবৃন্দের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কুমার নগেন্দ্র মল্লিক

কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় পল্লীস্থ যুবকবৃন্দের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তিনি মর্ম্মর-প্রাসাদের উদ্যানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উহাও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন।

কুমার নগেন্দ্র মল্লিকের দানশীলতা

বিভিন্ন জনহিতকর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় মুক্তহস্তে দান করিতেন। বহু বিধবা, অনাথ ও দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিত। এতদ্ভিন্ন যে কোনরূপ সাময়িক অনুষ্ঠানে তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। দিবসের যে কোন সময় কোন অতিথি সমাগত হইয়া কখনো ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করে নাই। দুর্ভিক্ষ এবং ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে বহুসংখ্যক দরিদ্র ও কাঙালীকে তিনি দান করিতেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবার উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে করোনেশন মেডেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন।

সামাজিক কার্যে কুমার নগেন্দ্র মল্লিক

তিনি হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র আদর্শ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অমায়িকতা, সদাচার, শিষ্ট ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে তিনি জনসাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে অন্যতম দলপতি ছিলেন এবং নিখিল বঙ্গ সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন তাঁহার মর্মর-প্রাসাদেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুমার ব্রজেন্দ্র মল্লিক

কুমার ব্রজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় কুমার গিরীন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুত্র। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন; এবং পরে গৃহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ ছিলেন এবং বৈষয়িক কার্য-ব্যবস্থায়ও ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। বৈষ্ণব ধর্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। চৈতন্যদেবের পদাঙ্কানুসরণ তিনি স্বীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রের উপদেশানুসারে স্বীয় জীবন পরিচালিত করিতেন।

পাঠ্যাবস্থা হইতে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দানশীল চরিত্রের কাহিনী বিবৃত করিত। তবে তাঁহার দানে কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। তিনি ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে করোনেশন মেডেল উপহার দিয়া সম্মানিত করেন।

কুমার গণেন্দ্র মল্লিক

কুমার গণেন্দ্র মল্লিক মহাশয় কুমার সুরেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুত্র। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্কুলে

বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়ীতেই ইংরেজী ভাষা বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুকুমার শিল্পে তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইত। তিনি নিজে ছবি আঁকিতে ও মূর্তি গঠন করিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন জরীপ এবং স্থাপত্য শিল্পেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। শারীরিক ব্যায়ামেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাকেও গবর্ণমেণ্ট ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবার উপলক্ষে করোনেশন মেডেল উপহার দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

ডাঃ রায় কানাইলাল দে বাহাদুর

ডাক্তার রায় কানাইলাল দে বাহাদুর বাংলার একজন কৃতী রাসায়নিক ছিলেন। স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায় দ্বারা তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। যে বংশে সুকবি প্রিয়নাথ সেন জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কানাইলাল সেই বংশেরই দৌহিত্র সন্তান। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ও ধনী মথুরানাথ সেন কানাইলালের প্রমাতামহ এবং মথুরানাথের পুত্র রামকৃষ্ণ সেন কানাইলালের মাতামহ।

পিতৃ-পরিচয়

কানাইলালের পিতার নাম রায় রাধানাথ দে বাহাদুর। ইনি বড়লাট অক্‌লণ্ডের সময়ে ভূমি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত কার্যের ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। বাংলার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই কার্য্যে নিযুক্ত হন।* কলিকাতার হিন্দু-কলেজে রাধানাথ শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজী ভাষায় ইনি পণ্ডিত ছিলেন। রাধানাথের প্রপিতামহ কলিকাতার গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। দুর্গ নির্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দপুর গ্রহণ করিলে, রাধানাথের পিতামহ সুতানুটীতে আসিয়া বাস করেন। কলিকাতার উত্তরাংশের নাম তখন সুতানুটী ছিল।

বাল্যজীবন

কানাইলাল বনিয়াদী সুবর্ণবণিক্ বংশের সন্তান। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে আহিরীটোলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রিয়দর্শন আকৃতি ও জন্মের পরেই তাঁহার পিতার ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্তি—এই উভয়ের সম্মিলনে তিনি শৈশবেই পরিবারস্থ সকলের কাছে ভাগ্যবান্ বলিয়া আদৃত হইয়াছিলেন।

---

* বঙ্গবাসী ১৯শে চৈত্র, ১৩০৫ (খৃঃ ১৮৯৯)

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

ডাঃ রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, সি আই ই

কানাইলালের মাতা বাংলা লিখিতে পড়িতে জানিতেন। বাল্যকালে কানাইলাল মায়ের নিকটেই বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ইহার পর দুই বৎসর কাল তিনি গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়েন।

শৈশবেই সাত বৎসর বয়সে কানাইলাল মাতৃহীন হন। শৈশবে মাতৃহীন বালক, পিতার স্নেহে ও যত্নে গৃহেই ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পরিবারের অনেকেই ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রাথমিক ইংরেজী শিক্ষা গৃহেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু পঠদ্দশা কালে বার বৎসর বয়সে তিনি আর এক নিদারুণ শোকের আঘাতে মুহ্যমান হন—তাঁহার পিতা রাধানাথ বাবু পরলোক গমন করেন।

উপর্যুপরি শোকের আঘাত পাইলেও, তাঁহার জ্ঞানচর্চা প্রতিহত হইল না। তাঁহার পাঠের স্পৃহা ও আগ্রহ দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায় কানাইলালের শিক্ষার পথে কোন বাধা ঘটে নাই।

সংবাদপত্রে কানাইলালের প্রশংসা

১৩০৫ সালের ১৯শে ও ২৬শে চৈত্র এই দুই তারিখের সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় কানাইলালের ধারাবাহিক জীবনী বাহির হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"রায় কানাইলাল দে বাহাদুর বাঙালী রাসায়নিক। কেবল রাসায়নিক বলিলে, তাঁহার প্রশংসাবাদের পূর্ণতা হয় না। ইংরেজী রসায়নে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, রায় কানাইলাল এই বঙ্গভূমে সর্বোচ্চ রাসায়নিক হইয়াছিলেন। আজকাল যাঁহারা ইংরেজী বিদ্যালাভ করেন, তাঁহাদের কেহ না কেহ, কখন না কখন, ইংরেজী বিদ্যার কোন না কোন বিভাগে আপন প্রতিভায় ফুটিয়া উঠেন। কানাইলাল অসাধারণ অধ্যবসায়ে ইরেজী বিদ্যার সুবিশাল রসায়ন বিভাগে প্রতিভার অপূর্ব দীপ্তরাগ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতন অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ব্যক্তি আজি কালিকার ইংরেজী শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের মধ্যে বিরল।...........কানাইলাল এখন যেমন স্থির ও সুধীর, বাল্যকালেও ঠিক সেইরূপই ছিলেন। তাঁহার সুন্দর

সুবর্ণকান্তিতে ধীরতার মধুরিমা মিশিয়া সকলকেই বিমোহিত করিত। যেন কনকরচিত কুঞ্জে কুসুমিতা কনকলতা। আজ যিনি বিজ্ঞানের উচ্চ-জ্ঞানে জগতে মহিমান্বিত হইয়াছেন, তখনকার বুদ্ধিমান্ লোক কানাইলালের বাল্য-আবল্যের ভিতরও সেই বিজ্ঞানের বহ্নিতাপ অনুভব করিতেন। বাল্যকালে কানাইলাল অজ্ঞানে বিজ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলি লইয়া খেলা করিতেন। তিনি জলে পেঁপের ডালের এক মুখ রাখিয়া অপর মুখ দিয়া জল টানিতেন। জল উঠিত; কিন্তু কেন উঠিত, বালক বুঝিত না; কেবল ভাবিত কেন জল উঠে? বালক কানাইলাল দাঁতে সূতার এক মুখ রাখিয়া, এক হাত দিয়া, সেই সূতার অপর মুখ ধরিয়া সূতায় আঙ্গুলের ঘা দিতেন। সূতায় ঝঙ্কার উঠিত, ঝঙ্কার কেন উঠিত—বালক তাহা বুঝিত না; কিন্তু কেবল ভাবিত কেন ঝঙ্কার উঠে? বাড়ীতে কোন ডাক্তার আসিয়া শিক্ষিত গুরুজনের কাছে বিজ্ঞানের কোন কথা পাড়িলে, বালক কানাইলাল হাঁ করিয়া তাহা শুনিতেন, যেন ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিতেছেন। না বুঝিলেও বালক শুনিতেন, না বুঝিলেও, যেন সকল কথা তাঁহার জানা কথা বলিয়া মনে হইত। না বুঝিলেও আনন্দ হইত,—কৌতুক হইত,—কি যেন কি একটা উত্তেজনা হইত,—উদ্দীপনা আসিত। বালক বুঝিতে পারে না, কিন্তু শুনিতে চাহে; কি যেন কিসের জন্য, কি একটা আকুলতা আসিয়া পড়িত। ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কানাইলাল বিজ্ঞানের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন। বিজ্ঞান শিখিবার তাঁহার উৎকট বাসনা হইল।

"১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে কানাইলাল কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তখন ডাক্তার মাওয়েট সাহেব* মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। মাওয়েট সাহেব একটুক্‌রা কাগজে তাঁহাকে ভর্তি

---

* Dictionary of Indian Biography পুস্তক (পৃঃ ৩০১) হইতে জানিতে পারা যায় যে,—Dr. Frederic John Mouat তখন "Professor of Chemistry and Materia Medica, Chemical Examiner to Government, Professor of Medicine and Medical Jurisprudence, First Physician of the Medical College, Calcutta" ছিলেন।

হইবার অনুমতি লিখিয়া দিয়া বলিলেন—'বালক, এই তোমাকে এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া দিলাম। পাঁচ বৎসরে তোমার পড়া সাঙ্গ হইলে, আবার পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিয়া দিব। তারপর তোমার পকেটে ঝমা-ঝম্ টাকা পড়িবে।'

"কানাইলাল যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, তখন ডাক্তার অ্যাণ্ড্রু রবার্টসন্ মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কানাইলাল অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবক। কানাইলাল ডাক্তারী শাস্ত্রের সকল বিষয়েই অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। অবসর পাইলেই, তিনি রবার্টসন্ সাহেবের কাছে যাইয়া রসায়ন-ক্রিয়ার পরীক্ষাদি করিতেন। রসায়নে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি দেখিয়া এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার যোগ-বিয়োগে তাঁহার সূক্ষ্ম শক্তি-প্রয়োগের পরিচয় পাইয়া রবার্টসন্ সাহেব তাঁহাকে যত্ন করিয়া শিখাইতেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, কানাইলাল অবসর পাইলেই, রসায়ন-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন। হাওড়ার তেলকলঘাটে রবার্টসন্ সাহেবের বাসা ছিল। কানাইলাল রসায়নে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার আশায় প্রত্যহ তেল-কলঘাটে রবার্টসন্ সাহেবের বাড়ী যাইতেন। সাহেব তাঁহার অধ্যবসায় দেখিয়া বিস্ময়ে বিমোহিত হইয়াছিলেন।

"কানাইলাল ররার্টসন্ সাহেবের প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলেজে অধ্যাপনার সময় যন্ত্রাদির প্রয়োজন হইলেই কানাইলাল, রসায়ন-পরীক্ষাগৃহ হইতে তাহা আনিয়া সাহেবকে দিতেন। সাহেব রসায়ন-পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলে, কানাইলালকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তখনকার অন্যান্য ছাত্র এই সূত্রে কানাইলালকে কত বিদ্রূপ করিত। কানাইলাল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। শিক্ষা ও গবেষণা তাঁহার চরম উদ্দেশ্য। তিনি কখনও কখনও অনেক দিন আদৌ বাড়ী যাইতেন না। তাঁহার অধ্যয়ন-চর্চা দেখিয়া অধ্যাপক মাত্রেই বিস্মিত হইতেন।

"একবার রসায়ন-পরীক্ষাকালে কানাইলাল দৈবদুর্ঘটনা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। রসায়ন-পরীক্ষাগৃহে রবার্টসন্ সাহেব কি একটা পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কানাইলাল তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন।

সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি স্থানান্তর হইতে কি একটা জিনিষ আনিতে যান, ঠিক এই সময়ে কলেজের গোরা ছাত্রেরা ঘরের জানালা খুলিয়া দেয় হঠাৎ প্রবলবেগে বাতাস আসে। সাহেব যে বস্তুর পরীক্ষা করিতেছিলেন বায়ু-প্রভাবে তাহা জ্বলিয়া উঠে। সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। কিয়ৎক্ষণ পরে কানাইলাল আসেন। তিনি সাহেবকে অজ্ঞান দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। পরে অচেতন সাহেবকে ধরাধরি করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। কানাইলাল যদি স্থানান্তরে না যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত কানাইলালকেও এই দৈব-দুর্ঘটনায় বিপন্ন হইতে হইত। কানাইলাল পাঠ্যাবস্থায় রসায়ন-প্রক্রিয়ার যে সব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আজিও কলিকাতা মিউজিয়ামে তাহার অধিকাংশ সংরক্ষিত আছে।

"পাঁচ বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়িয়া কানাইলাল সুখ্যাতি সহকারে উত্তীর্ণ হন। রসায়নে তিনি যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, কলেজের সকল অধ্যাপক তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কানাইলাল ডাক্তার হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রবৃত্তির অবসান হয় নাই। তখনও তিনি অসীম অধ্যবসায়ে অনুসন্ধান-গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

"জ্ঞানবিস্তারের পথ প্রশস্ততর হইবার সুযোগও ঘটিয়াছিল। কলেজে পাঠকালে ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা (F. N. Macnamara M. D., F. R. C. S.) কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও পরীক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। কানাইলাল যখন কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন ডাঃ রবার্টসনের মৃত্যু হয়। পরে প্রায় দুই বৎসরকাল তাঁহার পদ শূন্য ছিল। কেবল ডাঃ চার্লস মাচিসন কয়েক মাসের জন্য এবং ফরাসী ডাক্তার মুসো মাকেডী কয়েক মাসের জন্য কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ম্যাক্‌নামারা সাহেব মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও পরীক্ষক হন। কানাইলাল পাঠাবস্থায় তাঁহার সহকারিপদ লাভ করেন। ইতিপূর্বে ইনি রবার্টসন্ ও মার্চিসনের সহকারিতা করিয়াছিলেন।

"ম্যাক্‌নামারা সাহেব কলেজের রসায়নাধ্যাপক হইলে, কানাইলাল পাঠাবস্থায় তাঁহার সহকারী নিয়োজিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার এ নিয়োগ

গেজেটে ঘোষিত হয় নাই। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি ম্যাক্‌নামারার সহকারী হইলেন বলিয়া গেজেট তাহা ঘোষণা করিয়া দেয়। ইহার পূর্বে তিনি সহকারী হইয়াও, বেতন পান নাই, কিন্তু গেজেটে সহকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইলে পর, তিনি পূর্বেকার সহকারিত্বেরও বেতনে অধিকারী হন। তিনি গেজেটে সহকারী ঘোষিত হইবার একমাস পরে পূর্ব বেতনসহ একেবারে এক সহস্র টাকা লইয়া ঘরে আসেন। তাঁহার পূর্বে আর কোনও বাঙালী এ সহকারিত্ব লাভ করেন নাই।

"*মেডিকেল কলেজে কানাইলাল ম্যাক্‌নামারার সহকারী হইয়া রসায়ন-বিদ্যার কার্যপটুতায় সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিলেন।* ম্যাক্‌না-মারা সাহেব শতমুখে তাঁহার গুণকীর্তন করিতেন। কানাইলাল বাঙালীর মধ্যে অদ্বিতীয় রাসায়নিক বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তিনি অনেক সময় রাসায়নিক কার্যের ভার কানাইলালকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। ম্যাক্‌নামারা ছুটী লইলে কানাইলাল তাঁহার কার্য করিতেন। ইহা বাঙালীর পরম সৌভাগ্য।

"কলেজের কার্যে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার চরম সুনাম হইয়াছিল। এদিকে তিনি চিকিৎসায় সাধারণের নিকট প্রভূত যশস্বী হইয়াছিলেন। ডাক্তার মাওয়েটের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। কানাইলালের আদি বাস আহিরীটোলায়, কিন্তু স্বোপার্জিত অর্থে তিনি বীডন ষ্ট্রীটে প্রাসাদ তুল্য বাড়ী নির্মাণ করাইয়াছেন।

"রসায়ন-বিজ্ঞান তাঁহার আজীবন লক্ষ্য। রসায়ন শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন হইতে পারে, এইরূপ প্রণালীতে তিনি বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী করান। বাড়ীতেও তাঁহার যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা ও পাঠশালা আছে, তাহা দেখিলে পুলকে হৃদয় উথলিয়া উঠে। রসায়নের চরমোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করা তাঁহার জীবনের মহাব্রত। ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা তাঁহার সে ব্রত উদ্‌যাপনের সহায় হইয়াছিলেন।

"ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা কানাইলালকে লইয়া সর্বদাই রসায়নের পরীক্ষা করিতেন। কানাইলালেরও বিরাম ছিল না। ম্যাক্‌নামারা অবাক্ হইতেন! এক বিষয়ে কানাইলাল ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার যে সহায়তা করিয়াছিলেন,

ম্যাক্‌নামারা তাহা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা এ দেশীয় ঔষধের উদ্ভিজ্জ উপাদানাদির পরীক্ষা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এ সম্বন্ধে কানাইলাল মুক্তপ্রাণে তাঁহাকে সাহায্য করেন। বড়বাজারে নানা-বিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থের দোকান ছিল। কানাইলাল প্রত্যহ সেখানে গিয়া তদ্গতচিত্তে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। সময় সময় তিনি দোকানদারগণের নিকট হইতে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়া স্বয়ং বাড়ীতে পরীক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তিনি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া জিহ্বায় বিষাক্ত উদ্ভিজ্জাদির স্বাদ গ্রহণ করিতেন। উক্ত দেশীয় উদ্ভিজ্জ তত্ত্বনির্ণয়ে ও গুণাগুণ পরীক্ষায় কানাইলাল অদ্বিতীয় হইয়া-ছিলেন। ক্রমে জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার সুযশ বিস্তারিত হইয়াছিল। কানাইলালের কল্যাণে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক-সমাজে এ দেশীয় উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের গুণাগুণ প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি দ্রব্যের গুণাগুণ লিখিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"সুচিকিৎসক হইয়া, বহু অর্থ উপার্জন করিয়া কানাইলাল বিলাসী হন নাই। তিনি আপনাকে চিরকালই শিক্ষার্থী মনে করেন। যখন কলেজে পড়িতেন, যখন শিখাইতেন, তখন তিনি আপনাকে শিক্ষার্থী মনে করিতেন। আপনাকে শিক্ষার্থী ভাবিয়াই তিনি রসায়ন-পরীক্ষায় তন্ময় হইতেন।

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার সহজ ও সরল শিক্ষা-প্রণালীর গুণে ছাত্রগণ মুগ্ধ হইতেন। কানাইলাল যখন উপদেশ দিতেন, তখন ছাত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার পরীক্ষা-ক্রিয়া কখনও বিফল হয় নাই। বাঙালীর পক্ষে ইহা কি কম গৌরব! কানাইলাল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াইতেন; তদুপরি কিন্তু তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের কাজ করিতে হইত। এত কাজ তবুও তিনি উদ্ভিজ্জতত্ত্বের গুণাগুণ-পরীক্ষা বিস্মৃত হন নাই। এই সময় বিলাতে মহামেলা হয়। সেই মেলায় তিনি এ দেশজাত উদ্ভিজ্জদ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি দুইটি পদক প্রাপ্ত হন।

"১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে মহামিডান লিটারারি সোসাইটিতে কানাইলাল

যে বক্তৃতা ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন জজ নরম্যান সাহেব বলিয়াছিলেন—'বিলাতে ও অন্যান্য দেশে অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আজ যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহা অদ্ভুত। একটি বক্তৃতার এত জটিল পরীক্ষা এত সহজভাবে আর আমি কাহাকেও করিতে দেখি নাই। ইহার আদ্যন্ত কৌতুকপ্রদ।'

"এইরূপ বিলাতে, ভারতে, মার্কিণে, জার্মাণে যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে কানাইলালের কত সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহা আর কত বলিব? সর্বদেশে সর্বজনের মুখে এরূপ খ্যাতিবাদ আর কোন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না। ভারতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক সভায় বক্তৃতা করিয়া ও রাসায়নিকের পরীক্ষা দেখাইয়া, কানাইলাল বাহবা পাইয়াছেন এবং বিদেশে বড় বড় প্রদর্শনীতে সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাহাতেই তিনি যশস্বী হইয়াছেন। তিনি কোথায় কি কার্য করিয়াছেন, কি সম্মান পাইয়াছেন, তাহার আদ্যন্ত বিবরণ বলিতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। সংক্ষেপে এইটুকু পরিচয় দি—

"১৮৬৭ সালে তিনি সরকারী রসায়ন-পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তিনি এ কার্যে ছিলেন। ১৮৬৯ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের বাংলা ক্লাসে রসায়ন ও বৈদ্যক-ব্যবস্থাতত্ত্বের অধ্যাপক হন। এই বাংলা ক্লাসই পরে কাম্বেল স্কুল হইয়াছে। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি বিজ্ঞানবোধ, বৈদ্যক-ব্যবহার, রসায়ন-বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নামক চারিখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পূর্বে তিনি ভাল বাংলা লিখিতে পারিতেন না। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদুপদেশে ও আপনার অধ্যবসায়ে তিনি বাংলার সুলেখক হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পরামর্শ দেন,—'দেখ, আমি যেমন করিয়া ইংরেজি শিখিয়াছি, তুমিও তেমন করিয়া বাংলা শিখ। আমি বাংলার ইংরেজি তর্জমা মুখস্থ করিতাম, তাহার পর তাহা আবার লিখিতাম। তাহার পর সে লেখা শুধরাইয়া লইতাম।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে কানাইলাল বাংলা শিখিয়াছিলেন। কানাইলাল বাংলায় সুলেখক, তাঁহার বাংলা গ্রন্থাবলী তাহার পরিচায়ক। তিনি আপন

অধ্যবসায়ে ও বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতের সংস্রবে ইংরেজিতে পণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি ইংরেজিতে বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যখন তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তখন তাহাতেই ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থ উপহার পাইয়া আমাদের রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছেন। সেদিন আমাদের বড়লাট বাহাদুর তাঁহার গ্রন্থের উপহার পাইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

"নিজগুণে কানাইলাল আজ রায় বাহাদুর ও সি আই ই। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তিনি বহু উপাধির গজমতিহার উপহার পাইয়াছেন। কোন বাঙালী ডাক্তার সরকারী কার্য করিয়া এ পর্যন্ত সি আই ই উপাধি পান নাই। তিনি যখন রায় বাহাদুর উপাধি পান, তখন আমাদের মহারাণী ভারতের রাজরাজেশ্বরী হন নাই। তখন রায় বাহাদুরের বহু সম্মান ছিল। বিলাতে টাইমস্ পত্রের মতে তখনকার রায় বাহাদুর বিলাতের নাইটের সমান। সম্রাট্ আকবরের সময় যেরূপভাবে উচ্চ উপাধি বিতরিত হইত, কানাইলালকে সেইভাবে 'রায় বাহাদুর' উপাধি বিতরিত হইয়াছিল। ইংরেজিতে পারসিতে উপাধির সনন্দ লিখিত হইয়াছিল।

"এক কানাইলাল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হইয়াছেন, পরীক্ষক হইয়াছেন, ব্রিটিশ মেডিকেল সভার সভ্য হইয়াছেন, বিলাতে ডাক্তারী সভার সদস্য হইয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছেন, ইকনমিক মিউজিয়ামের সভ্য হইয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হইয়াছেন, বাংলা পাঠ্যনির্বাচন সভার সভ্য হইয়াছেন, বৈদ্যক ব্যবহার-শাস্ত্রের পরীক্ষক হইয়াছেন, কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটীর সহকারী সভাপতি হইয়াছেন, কলিকাতার অনরারি ম্যাজিষ্টর হইয়াছেন, কলিকাতা ও জয়পুর প্রদর্শনীর বিচারক হইয়াছেন, লণ্ডন, পারিস, ভিয়ানা, মোলবোরণ, আমষ্টার্ডম, নিউ অর্লিয়ান্স প্রভৃতি প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধি হইয়াছেন; কত পদক, কত প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

"কোন্ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের এত সম্মান হইয়াছে বল দেখি? ১৮৭৮ সালে কানাইলাল মেডিকেল কলেজে উড সাহেবের স্থানে রসায়নের

পরীক্ষক ও অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এ পর্যন্ত কোন চিহ্নিত কর্মচারী এ কাজ পান নাই। এই সময় তিনি মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব। সেই রিপোর্টে মেডিকেল কলেজের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি হইয়াছে। কানাইলাল ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার মহাপ্রদর্শনীতে পরীক্ষক হইয়াছিলেন। বাঙালীর এ গৌরব এই প্রথম। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল সরকারী কার্য হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ কানাইলাল অষ্টষষ্টি বৎসর বয়সে কার্যাবসরের বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন; কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চায় আজিও তাঁহার বিরাম নাই। আজিও কানাইলাল অভ্যাগত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে তেমনই, যৌবনের উৎসাহে, তেমনই হাস্যমুখে, তেমনই সরল ভাবে, তেমনই সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন।

"কানাইলাল বহু পুণ্যফলে নিত্য সুস্থ। তিনি ত্রিশ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন; কিন্তু একদিনের জন্যও কার্যে অনুপস্থিত হন নাই। কখনও কখনও সামান্যমাত্র পেটের পীড়া বা সর্দি হয় মাত্র। আজিও তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়া থাকেন। সেদিনও তিনি ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একযোগে 'বিজ্ঞান-বোধ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আসামী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। কানাইলাল মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তাঁহার যৌবনের সেই সুন্দর মধুরকান্তি বার্ধক্যেও দেদীপ্যমান। কানাইলাল বহু উপার্জন করিয়াছেন, বহু ব্যয়ও করিয়াছেন। কানাইলাল দাতা। তাঁহার দানে কিন্তু ঢক্কারব নাই, আজ সর্ব-সম্মানিত কানাইলাল সংসারের চরম সুখ উপভোগ করিতেছেন। গৃহিণী,—পতিব্রতা স্বধর্মরতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী। প্রিয়লাল দ্বিতীয় কুমার।

"রসায়নে প্রিয়লালের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি পিতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত লেবুর আরক জগতে বিখ্যাত। প্রিয়লাল অনারারি ম্যাজিষ্টর, কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো, কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি সভার সভ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল সভার সভ্য। তিনি বহু পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।"

বঙ্গবাসী, ২৬শে চৈত্র, শনিবার, ১৩০৫ সাল (ইং ৮ই এপ্রেল, ১৮৯৯), অতিরিক্ত পত্র, ১ম পৃষ্ঠা।

কানাইলালের প্রথম পুস্তক

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কানাই বাবুর প্রথম পুস্তক—The Indigenous Drugs of Indiaর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই পুস্তক প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে প্যারিসে মহামেলায় কানাইলাল দেশীয় বনৌষধি ও ধাতুঘটিত ঔষধের যে বিস্তারিত তালিকা ও বিবরণ পাঠান, সেই তালিকা ও বিবরণ অবলম্বন করিয়াই এই পুস্তক রচিত হয়। ডিমাই আটপেজী আকারে ১৩০ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও সাত পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্র আছে। এই সূচীপত্র দুইভাগে বিভক্ত—প্রথম দফায় ২৭০টি ঔষধের বৈজ্ঞানিক নাম এবং দ্বিতীয় দফায় ২৯৬টি ঔষধের দেশীয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

'দি ইণ্ডিজেনাস ড্রাগস্ অফ ইণ্ডিয়া'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র উদ্ধৃত করা হইল—

"The
Indigenous Drugs of India
or,
Short Descriptive Notices
of the
Medicines,
Both Vegetable and Mineral,
In common use among the Natives of India.
By
Kanny Loll Dey
Graduate of the Medical College of Bengal;
Additional Chemical Examiner to Gov-
ernment; Teacher of Practical
Chemistry, Medical College
Calcutta; Honorary and
Corresponding member

of the Pharmaceutical
Society of Great
Britain.
Calcutta:
Thacker, Spink and Co.
1867"

পুস্তকখানিতে মূল্যের উল্লেখ নাই।

'দি ইণ্ডিজেনাস ড্রাগস্ অফ ইণ্ডিয়া'র ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন—

"In offering this little volume to the Public, I consider it right to mention that it was, a few months ago, sent to Paris as a Descriptive Catalogue of a collection of Native Drugs, which I had the honour of contributing to the Universal Exhibition then open in that city. While the Catalogue was yet in press, some portions of it were shewn by me to Dr. Green, the Principal Inspector General of the Medical Department, who thought that it might also serve a useful purpose by being placed in the hands of medical men in this country; and kindly encouraged me to print a larger number of copies than I originally contemplated, offering, on behalf of Government, to take six hundred copies for distribution among Government medical officers, both European and Native, at the Presidency and Mofussil stations. I am thus indebted to Dr. Green's liberal views for the appearance of this work in its present form.

"......I have thus been able to give, in addition in the present volume, the results of my personal observations, in respect to the articles already brought under the cognizance of English Physicians, and to introduce into it many new

articles, of which the use and properties had been hitherto either wholly unknown or not sufficiently ascertained.

"......My first collection of Native Drugs was sent to the International Exhibition held at London, in the year 1862, and my latest inquiries were embodied in a series of papers contributed by me to the Indian Medical Gazette, under the heading of 'Indigenous Drugs'...This much can be said at present, that the following pages embrace all the Native Drugs which have found a place in the British Pharmacopœia, and nearly all which are in daily use as remedial agents among the Natives of this country......The great end to be desired in this important study is the substitution, as far as possible, of cheap Native Drugs for costly English Medicines and it can be attained only by a careful and diligent investigation of the properties of the former in all parts of the country wherever they may be found. The following are some of the most important Drugs, arranged in their physiological classification, which I consider call for an immediate trial of their properties; I have myself, within my limited practice, found them as beneficial and efficacious as English Medicines.

"ANTHELMINTIC

Butea Frondosa (Seeds)—*Puluspapra.*
Conyza Anthelmentica—*Somraz.*
Embelia Ribes—*Birunga.*
Rottlera Tinctoria—*Kamola-gooree.*
Wrightia Antidysenterica(Seeds)—*Indrajab.*

ASTRINGENTS

Accacia Arabica—*Bablar-chaul.*
Cæsalpinia Sappan—*Bukum.*
Diospyros Embryopteris—*Gaub.*
Emblica Officinalis—*Amla.*

Garcinia Mangostana—*Mangosteen.*

Terminalia Chebula—*Hurree-tukee.*

Wrightia Antidysenterica (Cortex)—*Koorchee.*

DEMULCENTS AND EMOLLIENTS

Arachis Hypogæa—*China-badam.*

Cocos Nucifera—*Narcole.*

Cydonia Vulgaris—*Behedanna.*

Gynocardia Odorata—*Chaulmoogra.*

Ocymum Basilicum—*Babooye-tool-she-beej.*

Plantago Ispaghula—*Esupgool.*

DIAPHORETICS AND EMETICS

Calotropis Gigantea—*Akund.*

Crinum Asiaticum—*Burro-kanoor.*

Viola Odorata—*Banopsha.*

DIURETIC

Cissampelos Hexandra—*Neemooka.*

Cocculus Cordifolius—*Guluncha.*

Cucumis Sativus—*Susha.*

Cucumis Utilissimus—*Kankoor.*

Dipterocarpus Lævis—*Gurjun-tel.*

Pedalium Murex—*Burro-gokhoora.*

EMENAGOGUE

Aristolochia Indica—*Isarmool.*

PURGATIVES

Clitoria Tarnatea—*Upara-jita.*

Ipomæa Turpethum—*Teoree.*

Pharbitis Nil—*Kalla-danah.*

Pharbitis (Shapussundo?)—*Shapussundo.*

Terminalia Chebula—*Jangie-Hurreetukee.*

Trichosanthes Dioica—*Pulbull.*

RUBEFACIENTS

Anacardium Occidentale—*Hidglee-badam.*
Moringa Pterygosperma—*Sujeena.*
Mylabris Cichrii—*Telini.*
Plumbago Rosea—*Lall-chittra.*
Plumbago Zeylanica—*Chitta.*
Psoralea Corylifolia—*Bacchee.*
Semecarpus Anacardium—*Bhalatuk.*

SIALOGOGUE

Anthemis Pyrethrum—*Akurkora.*

TONIC—BITTER

Aconitum Heterophyllum—*Atees.*
Andrographis Paniculata—*Kalmeg.*
Azadirachta Indica—*Nim.*
Berberis Lycium—*Rosout.*
Cæsalpinia Bonduc—*Kutkurinja.*
Clerodendron Viocosum—*Bhant.*
Cocculus Cordifolius—*Gulunchа.*
Coptis Teeta—*Mismeeteeta.*
Corchorus Olitorius—*Lalitapat.*
Luffa Echinata—*Bundul.*
Oldenlandia Biflora—*Khet-papura.*
Pneumonanthe Kurroo—*Kurroo.*
Soymida Febrifuga—*Rohun.*

TONIC—NERVINE

Nardostachys Jatamansi—*Sumbul.*"

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের আলোচনা

Indigenous Drugs of India পুস্তকের প্রথম সংস্করণে কানাইলাল ২৩৬টি দেশীয় ঔষধের বিবরণ দিয়াছেন। এগুলি ব্যতীত Addendaতে

আরও ছয়টি ঔষধের বিবরণ আছে। পুস্তকের Appendixএ তিনি ৪৫ রকমের দেশীয় উদ্ভিজ্জ তৈলের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য তাঁহাকে বহু শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি পাঁচনের দোকানে ও বেদেদের কাছে ঘুরিয়া গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতেন। তারপর সেই সংগৃহীত গাছগাছড়া বিশেষভাবে পরীক্ষাপূর্বক ঔষধার্থ ব্যবহার করা যায় কি না তাহারই গবেষণায় বহু বর্ষ নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার একটা বাসনা ছিল যে, বিদেশীয় ঔষধের পরিবর্তে, এদেশের উদ্ভিদ্‌জাত ঔষধ যেন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কারণ ইহার দ্বারা এখানকার ঔষধের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বহু অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইবে।

১৮।১৯ বৎসর বয়স হইতেই কানাইলাল দেশীয় লতা, গুল্ম, উদ্ভিজ্জ মূল প্রভৃতির রোগারোগ্য শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। দেশের নানাস্থানে অযত্নে বর্ধিত গাছগাছড়ায় অতি সুলভে ও কিরূপ সহজে ব্যাধি দূরীভূত হইতে পারে—এই প্রেরণা তাঁহাকে দেশীয় ভৈষজ্যাবলীর আলোচনা ও গবেষণায় নিযুক্ত করে। একনিষ্ঠ সাধকরূপে তিনি চল্লিশ বৎসর কাল* এই কার্যে নিযুক্ত থাকেন। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ সেই চল্লিশ বৎসরের সাধনার ফল।

পুস্তকখানিতে প্রত্যেক ঔষধের বৈজ্ঞানিক ও দেশীয় নাম, উহা কোথায় পাওয়া যায়, তাহাদের ভৈষজ্য গুণাবলী ও মূল্য প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন উদ্ভিজ্জ হইতে কিরূপে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

একটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বিবরণ-প্রণালীর পরিচয় প্রদত্ত হইল—

"Cucumis Utilissimus
Kankoor, Kukree
and
Cucumis Sativas
Susha, Kheera.

* "His work is a compendium of forty years' experience."—George Watt (Preface of the Indigenous Drugs of India, 2nd edition, p. ix)

The seeds of Cucumis Utilissimus and Sativus, both of the natural order Cucurbitaceæ.

These plants are indigenous in Bengal and other parts of India, their pepoo being largely used by the natives as edible fruits and also for culinary purposes. The raw fruits are not easily digestible, especially when in the ripe state. The seeds yield by expression a bland nutritious oil.

Medical properties.—Diuretic. The powder of the toasted seeds, mixed with sugar, is used as powerful diuretic and is serviceable in promoting the flow of urine in cases of retention of that secretion. and for the passage of sand or gravel.

Dose of the powdered seeds.—One scruple to 1 ½ drachm every third hour, till the secretion is established.

Price, 8 annas per lb—Seeds." pp. 44, 45

'দি ইণ্ডিজেনাস ড্রাগস্ অফ ইণ্ডিয়া'র দ্বিতীয় সংস্করণ

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ২৯ বৎসর পরে এই পুস্তকের পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকখানির আকার ছিল ডিমাই আট পেজী আকারে ১৩০ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় সংস্করণে উহা পরিবর্ধিত হইয়া রয়্যাল আট পেজী আকারে ৩৮৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত—

Dedication	...	১ পৃষ্ঠা
Preface	...	৩ ,,
Contents	...	১ ,,
Prefatory Memoir	...	৮ ,,
Introductory	...	৫ ,,
Indian Pharmacology, A Review	...	১২ ,,
British Indian Weights and Measures and Equivalents	...	১ ,,
	মোট	৩১ পৃষ্ঠা

পুস্তকের গোড়ায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"THE INDIGENOUS DRUGS OF INDIA:

SHORT DESCRIPTIVE NOTICES OF

THE PRINCIPAL MEDICINAL PRODUCTS MET

WITH IN BRITISH INDIA:

BY

KANNY LALL DEY, RAI BAHADUR, C.I.E., F.C.S.,

Late Professor of Chemistry and Chemical Exminer to Government; Honorary Member, Pharmaceutical Society of Great Britain; Joint President, Section of Pharmacology, Indian Medical Congress, 1894, etc.

ASSISTED BY

WILLIAM MAIR,

Associate of the Pharmaceutical Society of Great Britain.

SECOND EDITION:

Revised and entirely Re-written.

CALCUTTA:

Thacker, Spink and Co.

London: W. Thacker and Co.,

87 Newgate Street, E. C.

[*All rights reserved.*]"

উৎসর্গ-পত্র

নিম্নে দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্র উদ্ধৃত হইল—

"DEDICATED,

WITH PERMISSION, TO THE

PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN

In recognition of the efforts which the Society has for more than 50 years devoted to the advancement of PHARMACEUTICAL AND PHARMACOLOGICAL KNOWLEDGE,

AND AS A HUMBLE TRIBUTE OF RESPECT:

KANAY LAL DEY."

ডক্টর জর্জ ওয়াট্ লিখিত ভূমিকা

Dr. George Watt, M. B., C. M., F. L. S., C. I. E. (Reporter on Economic Products to the Goverment of India) এই সংস্করণের পুস্তকের একটি তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা লেখেন। এই ভূমিকায় তিনি কানাইলাল সম্বন্ধে বলেন—

"………In the field of pharmacology no names are more distinguished than those of Kanny Lall Dey, author of *The Indigenous Drugs of India* published in 1867; Moodeen Sheriff, *Supplement to the Pharmacopœia of India*, in 1869; and U. C. Dutt, *The Meteria Medica of the Hindus,* in 1877.

"A veteran in both years and knowledge Dr. Dey still leads his countrymen forward. He has revised and greatly improved his Indigenous Drugs of India, and presents it to the public in a form in which it may fairly well claim to become a text-book in our Medical Schools ……….

"He has been pleased to place the proofs of this revision in my hands. I have looked through these with much interest. It has surprised me greatly to find how thoroughly and accurately he has compressed into the limited scope proposed for his work the more valuable and recent information regarding the chief drugs of India……Dr. Dey has wisely

eliminated the useless and concentrated attention on the valuable. His work is a compendium of forty years' experience and deserves to be widely popular and carefully studied." pp. vii, viii, ix

উইলিয়্যাম মেয়ারের প্রশংসাবাদ

William Mair (Associate of the Pharmaceutical Society of Great Britain) গ্রন্থের প্রারম্ভে ডাক্তার কানাইলাল সম্বন্ধে ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি Prefatory Memoir লেখেন। তাহাতে তিনি ডাক্তার কানাইলালের ভৈষজ্য-জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই Memoirএর শেষভাগে তিনি বলিতেছেন—

"The Doctor has read widely of the literature of the day; he loves knowledge for its own sake, and he has written, during the years that have passed under review until the present time, numerous papers which have appeared in the Indian medical journals on the subject of indigenous drugs and on toxicological and therapeutical topics, while he has contributed some enlightened writings towards the reform of Hindu sociology. He is deeply religious, and although a staunch adherent of the Brahaminical faith, is not conservative: he has a fine conception of true religion in its highest and most practical ideals. His dignified bearing, courteous and gentlemanly demeanour, begotten of his long continued, intimate intercourse with men of eminence in official and professional circles, his perfect command of the English language, allied to the subtle perception innate to the Bengali, and his sterling integrity of character, are distinguishing personal characteristics which have won for him the respect and esteem of his many friends—European and Indian.

"It is pleasing to record that he is privileged to retain the friendship of many distinguished men who were his colleagues and superiors in former years, now in well-earned retirement 'at Home.'

"Folly loves the martyrdom of fame, but Rai Kanny Lall Dey's name is writ permanently in the estimation of his countrymen, and it will live in his Fatherland he has served so long and so well. May he be spared for many years to come in the satisfaction of having contributed his quota to his country's greatness." pp. xix, xx

ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল কংগ্রেসের সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণের প্রশংসা

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা Indian Medical Congress-এর যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনের সভাপতিরূপে কানাইলাল একটি সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক অভিভাষণ প্রদান করেন। Indian Pharmacology বিষয়ে তাঁহার এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়। এ সম্বন্ধে মিঃ উইলিয়াম মেয়ার বলিতেছেন—

"The address on 'Indian Pharmacology', which he delivered on that occasion, * * * was honoured with important editorial notices in the three leading daily newspapers of Calcutta, and was in part the subject of a resolution by the Government of India in Council at Simla in the following year. The following is an excerpt from the text of the resolution:—

'In the section of Pharmacology and Indian Drugs of the Indian Medical Congress, eight papers were read on the use of indigenous drugs, the most important being those by Dr. G. Watt, M.B., C.M., F.L.S., C.I.E., and by Rai Bahadur Kanny Lall Dey, F.C.S., C.I.E In his paper on the subject,

Dr. Watt enumerated the names and reputed properties of the drugs indigenous to India, and urged the desirability of greater attention being given to the study of such drugs, and Rai Bahadur Kanny Lall Dey made the following suggestions:—

(1) that definite pharmacological preparations of certain indigenous drugs should be made at the Medical Store Depôts for distribution to the various hospitals and dispensaries for trial and report;

(2) that medicinal plant farms should be laid out in the districts most suited to the plants which it is proposed to grow; and

(3) that a drug emporium should be established at Calcutta'."*

ইণ্ডিজেনাস্ ড্রাগ কমিটি গঠন

কানাইলালের উপরিলিখিত মন্তব্যসমূহকে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে এবং দেশজ ঔষধের বহুল বিস্তারকল্পে, ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি Indigenous Drugs Committee গঠন করেন :—

১। Dr. George King, C. I. E.
২। " J. F. P. McConnell
৩। " C. J. H. Warden
৪। " George Watt, C. I. E.
৫। " Kanny Lall Dey, C. I E.

কানাইলালের অভিভাষণের বিষয়বস্তু

ডাক্তার কানাইলালের এই অভিভাষণটি ইংরেজীতে লিখিত এবং দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী। ইহা নিম্নলিখিত নয়টি ভাগে বিভক্ত :—

* The Indigenous Drugs of India: Prefatory Memoir, pp. xviii, xix

১। Progress of Pharmacology
২। Pharmacopœia of India
৩। International Exhibitions
৪। Results
৫। Identification
৬। Reliable Preparations
৭। Medicinal Plant Farms
৮। Adulteration
৯। Imperial Pharmacopœia

ভারতীয় ভৈষজ্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধনে কানাইলাল

ভারতবর্ষীয় ভৈষজ্য-শাস্ত্রের উন্নতি সম্বন্ধে কানাইলাল বলিতেছেন—

"It may not be unprofitable to glance for a moment at the ancient Sanskrit Materia Medica of a time long preceding the advent even of Mohamedanism in India, over seven centuries ago. I have quite lately found great pleasure and no small instruction in a research into the old Sanskrit Works dealing with the classification of vegetables and the utilization of their parts in medicine as practised by the physicians of India of the Puranic era some thirteen centuries ago. The elaborate directions for the collection of drugs and their subsequent manipulation is, strange as it may seem to European minds at least, not by any means unworthy of the methods of to-day, and you will perhaps be as astonished to learn, as I was to find, that some of the mistakes of the most ancient of these Sanskrit writings survive in some of the best books treating of the indigenous drugs of India at the present time. They show the great progress which the ancient Hindus had made in the healing art. Minute instructions were

given on every conceivable point, such as the gathering of herbs, preparation of medicines and the like. Annual plants were to be collected before the ripening of the seed, biennials in the spring and perennials in the autumn: twigs were to be of the present year's growth: the roots to be collected in the cold season: the leaves in the hot season: and the barks and woods in the rains. There were no fewer than twenty-six forms of medicine, including powders, extracts and boluses, decoctions and infusions in water and milk, syrups, expressions, distillations, fermentations and medicated oils, many of them crude enough in their exhibition but wondrously efficacious in the respective ailments for which they were designed. Not, however, until the quickening influence of British supremacy had been fully established in India was any record to improve or to augment what was already known of the medicinal resources of this country." এই বলিয়া তিনি বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির President-founder সার উইলিয়াম জোন্সের "Botanical Observations on Select Indian Plants" পুস্তকের কথা উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে গ্রন্থখানি এই বিষয়ের প্রথম রচনা। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেন যে, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত John Flemingএর "Catalogue of Medicinal Plants," ১৮১৩ ও ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Ainslie"এর "Materia Medica of Hindusthan", ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Roxburghএর "Flora Indica" এবং Wallich, Royle, Dr. F. J. Mouat, Dr. F. N. Macnamara প্রভৃতির পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা যে বিপুল উপাদান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করার দিকে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে।

কানাইলালের অভিভাষণের মর্ম

এই অভিভাষণে তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম এই—ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুতের ক্রমোন্নতি, উহার প্রভাবের গভীরতা এবং এই বিশাল সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির উপযোগিতায়, ইহা বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও ঔষধের ক্রমোন্নতির সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ। পৌরাণিক কাহিনী ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া ভাবতীয় ভৈষজ্যবিজ্ঞান সাম্রাজ্যব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোকের রোগমুক্তির সহজ উপাদানসমূহ এবং তাহাদের অদ্ভুত আরোগ্যশক্তি দেশবাসীর সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছে।

'আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী' সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় ঔষধসমূহ প্রদর্শন করিবার জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুবোধ করায় এই দিকে একটা নবীন প্রেরণা অনুভূত হইতেছে, যাহার দ্বারা দেশীয় ঔষধের গবেষণা সাধারণ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এই বিষয়ে অনেক পুস্তক আছে, তবে তাহাদের অধিকাংশই পুনরুক্তি-পরিপূর্ণ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আমার 'Indigenous Drugs of India' নামক পুস্তকে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি এবং পুনরুক্তি দোষ সংশোধন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই সমস্ত গবেষণা হইতে বিজ্ঞান হিসাবে ভৈষজ্যতত্ত্বের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ভারতীয় ঔষধ উন্নতস্তরে স্থাপিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। প্রকৃতির এই দান—দেশীয় ঔষধের রোগারোগ্য করিবার শক্তি এবং তাহাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার অধিকসংখ্যক লোকের ভিতর প্রচারিত হইতেছে; পূর্বে যাহা মাত্র একটি জেলায় আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা সুবিশাল ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমরা যেরূপ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই, এক্ষেত্রে তাহা পাইতেছি না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশীয় হাসপাতালসমূহের ভৈষজ্য-ভাণ্ডারের তালিকায় মাত্র দেশীয় ঔষধ 'চিরেতা'র নাম পরিলক্ষিত হয়। যাহাতে ভারতীয় ঔষধসমূহ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের কার্যকারিতা বিদেশীয় ঔষধের পরিবর্তে নিজস্ব গুণ প্রকটিত করিতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটি ইঙ্গিত করিব।

প্রত্যেক ঔষধের কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত, উদ্ভিদ্-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে দেশীয় ঔষধসমূহ চিনিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য। যদি ঔষধের দেশীয় নামসমূহ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবে নিম্ন শ্রেণীর লোক যেমন মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম ভারতের মুসেরা, বঙ্গদেশের মাল, বেদে, বাগ্দী, কৈবর্ত, পোদ, চাঁড়াল, কেওড়া এবং বোম্বের চান্দ্রাস, ভীল ও গাম্তা প্রভৃতি লোকের সাহায্যে অল্প ব্যয়ে ও সহজে ঔষধসমূহ সংগৃহীত হইতে পারে। এই বিষয়ে বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি সার উইলিয়াম জোন্স তাঁহার 'Botanical Observations on Select Indian Plants' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—"আমি ভারতীয় বনৌষধিসমূহকে তাহাদের ভারতীয় নামে অভিহিত করিতে অভিলাষী। কারণ যতদিন ঐ সমস্ত ঔষধির নাম জনসাধারণের মধ্যে পরিজ্ঞাত থাকিবে, ততদিন ভ্রমণকারী চিকিৎসক ভারতীয় কিম্বা আরবীয় ঔষধির অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, তাহাদের উদ্ভিজ্জ গুণাবলী দেখিয়া চিনিতে সমর্থ হইবে।"

তাঁহার এই নির্দেশ বহুস্থলে কার্যকরী হইয়াছে।

কানাইলালের অভিভাষণের শেষাংশের আলোচনা

অভিভাষণের শেষভাগে কানাইলাল বলিতেছেন—

Anthocephalus Cadamba ও Cedrus Deodara—এই দুই নামের বেলায় সার উইলিয়াম জোন্সের মন্তব্য কাজে খাটান হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব ভেষজ বৃক্ষসমূহের নামকরণে ভারতীয় গাছগাছড়ার ভারতীয় নাম দেওয়া হয় নাই।

সার জোষেফ হুকার বৃটিশ ভারতের গাছপালা (Flora of British India) নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতেছেন,—উহার 'তৃণ' বিষয়ক অধ্যায়টি ব্যতীত অন্য সমস্ত অধ্যায় লেখা হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রকাশে কোন্ কোন্ গাছগাছড়া হইতে ঐ সমস্ত ঔষধ পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের নিরাকরণ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু কলিকাতার যাদুঘরে ও লণ্ডনের ইম্পিরিয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে বিশ্বাসযোগ্য নমুনাসমূহের সংগ্রহের

নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হইতেছে। ঐ নির্ঘণ্ট ও উহার তালিকা পুস্তক—ওয়াট* সাহেবের প্রণীত Dictionary of Economic Product, বহু ঔষধের যথার্থ পরিচয় দান করিয়া ব্যবসা-কার্যের সৌকর্য সম্পাদন করিবে। কিন্তু এই সমস্ত সরকারী বিবরণ হইতে আমাদের দেশজ ঔষধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান-লাভের কোন সুবিধা হইবে না। সে জন্য, আমার মনে হয়, চিকিৎসকগণের ব্যবহারোপযোগী বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ প্রস্তুত করণের জন্য সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি করা দরকার। চিকিৎসকেরা সকল সময়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ বা ঔষধ-প্রস্তুতকারক হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ঔষধ-সংগ্রাহকগণ (Medical Store Keepers) নিজ নিজ লেবরেটরীতে বা পরীক্ষাগারে বিশেষ বিশেষ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তারখানায় প্রেরণ পূর্বক, সে সম্বন্ধে যদি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ফল ভাল হয়। ইহাতে একদিকে উহার উপযোগিতা ও অন্যদিকে আমদানি করা মূল্যবান্ ঔষধের পরিবর্তে উহাদের ব্যবহারের সমীচীনতা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে। এবিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ না করাই যুক্তিযুক্ত ; কারণ কুসংস্কার বা অন্যবিধ প্রলোভন প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত মতামত মূল্যহীন হইয়া যাইতে পারে। একবার যদি আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হয়, তাহা হইলে বর্তমান ভারতীয় ডাক্তারী চাকুরী (Indian Medical Service) দ্বারা এ দেশের লোকেদের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে এবং তখন '*—ines*' ও '*—anes*' অন্ত অসংখ্য আমদানি-করা অদ্ভুত ঔষধের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। আমি যে ধরণের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর পক্ষপাতী তাহা হইতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মাকোপিয়ায় উদ্ধৃত জলীয় সার পদার্থের (Fluid extract) মত। এরূপ ঔষধের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছে—

(১) উহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়।

(২) উহা দীর্ঘকালস্থায়ী।

(৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত উহাকে খাপ খাওয়ান যায়।

---

* Dr. G. Watt, M.B., C.M., F.L.S., C.I.E.

(৪) উহা সর্বদা একই ধরণের হয়।

(৫) উহা খুব নিখুঁতভাবে তৈরী করা যায়।

এই বিষয় লইয়া আমি নিজে কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছি। তাহার ফলাফল আজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

এই বিষয়ের ব্যবসাগত দিক্‌টাও বিবেচ্য। ভারত সরকার ভারতবর্ষের উপযোগী ঔষধি বৃক্ষসমূহের চাষের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আবার কখনও কখনও দেশের পক্ষে অনুপযোগী ঔষধি বৃক্ষের উৎপাদনের জন্য, বহু অর্থ অপব্যয়ের ফলে একদিকে Cinchona গাছের ব্যবসায়ে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে Ipecacuanha বৃক্ষ স্থাপনের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা বৃথা ব্যয় হইয়াছে। এক্ষণে যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করা দরকার হইবে, তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গাছগাছড়া ভিন্ন ভিন্ন উপযোগী জেলায় উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে ভেষজ-উদ্যান স্থাপন করার সময় আসিয়াছে। হিমালয়ে যে বেলেডোনা পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা সমগ্র জগতের অভাব মিটিতে পারে; উহা যদি উক্ত স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া অন্য স্থানে যত্নের সহিত চাষ করা হয়, তাহা হইলে বিদেশী ঔষধ আনার খরচা অনেক কমিয়া যায়। জার্মাণী ও বেলজিয়াম এইভাবে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। ভেষজ-উদ্যান স্থাপনের একটি সুফল এই যে, ভারতবর্ষের জন্য একটি বিশাল ঔষধিবাজার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা অবশ্য কলিকাতা নগরীতেই বসিবে। তখন এক শ্রেণীর ঔষধের দালালের আবির্ভাব হইবে, যাহারা ইয়োরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বৃহৎ বৃহৎ বাজারে রপ্তানি করিবার জন্য দেশজ ঔষধি-সংগ্রহ-কার্যে ব্যাপৃত হইবে। গুণের তারতম্য অনুসারে ঔষধ সাজান, লণ্ডনের মত কলিকাতাতেও হইতে পারে, তাহাতে ভারতীয় ঔষধ বিলাতে পাঠাইয়া, আবার তাহা ভারতে আমদানি করিবার প্রয়োজন হইবে না। হাজার হাজার টন মূল্যবান্ শিকড় ও ফুল, এবং ফল ও আঁশ প্রত্যেক বৎসর এখানকার জঙ্গলে পচিয়া নষ্ট হয় শুধু এদেশে উহাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণের বাজার নাই বলিয়া। এমন কি হিমালয়ে যে সমস্ত ঔষধি জন্মে, সেগুলিও সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নহে। নিজের ঘরবাড়ী হইতে বহু দূরে,

আল্‌পস্ পর্বতের নিম্নভূমিতে লোকেরা ঔষধি সংগ্রহের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত করে। ব্রাসেলস-এর ভেষজ-উদ্যানের কোন কোন চাষী, আশপাশের বিভিন্ন জেলা হইতে ঔষধি সংগ্রহের জন্য পাঁচশত সংগ্রাহক নিযুক্ত করে। পরে এগুলি হইতে প্রস্তুত ঔষধ পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রীত হয়। ভারতবর্ষে খুব সস্তায় মজুর পাওয়া যায়। ঔষধ প্রস্তুতের কাঁচা মাল এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে; অতএব আমাদের এ বিষয়ে সফলতা নিশ্চিত। রেলওয়ের বিস্তৃতি সর্বদাই ঘটিতেছে বলিয়া, এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও সুবিধা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সর্বোপরি আমি আমার দেশবাসীকে সততার পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশজ দ্রব্যাদিতে ভেজালের প্রচলন এরূপ বহুল হইয়াছে যে, জগতের লোক আমাদের দেশবাসীর সম্বন্ধে আস্থা হারাইয়াছে। আমি জানি, কোন কোন ব্যবসায়ে এইরূপ ভেজাল দিয়া খুব লাভ হয়; কিন্তু তাহার ফলে, আমাদের প্রস্তুত জিনিসে বিশ্বাস কমিয়া যাওয়ায় ইয়োরোপের বাজারে উহা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়! ভারতীয় ঔষধের ব্যবসাকে বিশেষভাবে সফল করিয়া তুলিতে হইলে, এদিকে লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন। ভেজালের ফলে আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি,—*Holarrhena antidysenterica* বা কুর্চির ছাল আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। কিন্তু এখানে তৎস্থলে বাজে ছাল দেওয়া হইয়া থাকে। একোনাইট বিশ্বাসযোগ্যভাবে সংগৃহীত হয় না। *Cannabis indica* (সিদ্ধি গাঁজা) এক কালে ইয়োরোপের বাজারে খুব সুনাম কিনিয়াছিল। কিন্তু এই জিনিস খারাপ ধরণের হওয়ায়, উহা ইয়োরোপে আর তেমন আদৃত হয় না।

রপ্তানি-করা কয়েকটি প্রধান ঔষধের নামের উল্লেখ করিতেছি—

Nux-vomica—কুচিলা

Sandal-wood—চন্দন কাষ্ঠ

Indian aconite—কাঠ বিষ

(Aconitum ferox)

Indian opium—আফিম্

Indian hemp—সিদ্ধি

Cinchona—সিন্‌কোনা বৃক্ষের ছাল (ইহা হইতে কুইনাইন হয়)

Chiretta—চিরেতা

Castor and croton-oil seeds - রেড়ী ও জয়পালের তৈল-বীজ

Linseed—তিসি

Sesame and groundnut oil—তিল ও বাদাম তৈল

Kino—পীত সাল

Ginger—আদা

Capsicum—লঙ্কা

Senna—সোনামুখী

Catechu—খয়ের

এ দেশের যে সমস্ত ঔষধি বিদেশে বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইতে পারে, তাহার কতকগুলির নাম এই—Belladonna, hyoscyamus, taraxacum, podophyllum, jalap (*Ipomœa Turpethum*), asafœtida (হিং), cassiapods (সোঁদালের শুটী), cardamoms (দারুচিনি), kurchi, gurjun, chaulmugra, nim oils, and ispaghul.

প্রস্তাবিত ইম্পিরিয়্যাল ফার্মাকোপিয়াতে আমাদের দেশজ কতকগুলি ঔষধির স্থান পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে উহাদের গুণাগুণ ঠিক মত বুঝিবার জন্য লোকের মনে উৎসাহ জাগিবে বলিয়া আমার মনে হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেস বসিয়াছিল, তাহার জন্য আমি একটি নিবন্ধ রচনা করি এবং উহা সেই সভায় পঠিত হয়। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার পরিবর্ধিত সংস্করণে আরও কতকগুলি ঔষধের নাম যোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহাদের নাম ও গুণাবলী নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল—

Botanical Source	Popular name	Properties
Adhatoda Vasica	*Bakash*	Expectorant
Andrographis paniculata	*Creat*	Febrifuge
Calotropis gigantea	*Madar*	Alterative and antipyretic
Carica Papaya	*Papaya*	Source of Papain
Dipterocarpus turbinatus	*Gurjun*	Analogous to Copaiba
Garcinia mangostana	*Mangosteen*	Astringent
Gynocardia odorata	*Chaulmugra*	Useful in Leprosy
Holarrhena antidysenterica	*Kurchi*	Specific in Dysentery
Melia Azadirachta	*Nim*	Bitter Tonic and Antiperiodic
Psoraba corylifolia	*Babchi*	Useful in Leucoderma
Symplocos racemosa	*Lodhra*	Useful in Menorrhagia

দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থে অতিরিক্ত বিষয়

The Indigenous Drugs of India পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ২৩৬টি দেশীয় ঔষধের বিবরণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ৪৯২টি ঔষধের বর্ণনা আছে। এই সংস্করণের সূচীপত্রে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির উল্লেখ আছে—

Prefatory Memoir
Introductory
Indian Pharmacology—A review
Tables of British Indian Weights and Measures and Equivalents

Indigenous Drugs of India
Appendices: —
(I) Aconitum Napellus
Aconite Collection in the Himalaya
(II) Ailanthus Excelsa
(III) Fluid Extracts
(IV) Foods of India
Botanical Classification
Index

এই সংস্করণে যে সমস্ত ঔষধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ঔষধ-সমূহের ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, পার্শী, গুজরাটী প্রতিশব্দও গ্রন্থকার প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত Appendix অধ্যায়টি এবং Botanical Classification in Natural Orders of Plants enumerated in this work বিভাগটিতে গ্রন্থকার বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের এই একুশ পৃষ্ঠা মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ।

সংবাদ-পত্রে 'দি ইণ্ডিজেনাস্ ড্রাগস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' পুস্তকের প্রশংসা

ভারতে ও ইয়োরোপে কানাইলালের এই পুস্তক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। চিকিৎসকমণ্ডলী ও সংবাদপত্রসমূহ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। নিম্নে এদেশের ও বিদেশের সংবাদপত্রের কয়েকটি সমালোচনার অংশ উদ্ধৃত হইল—

Amrita Bazaar Patrika: "The obligation which Babu Kanny Lall has conferred on his country by the publication of this work is very great indeed......The work is of solid and permanent interest, and as such its author has every right to command our most sincere and grateful acknowledgments."

The Statesman: "Though this excellent work by Kanny Lall Dey, Rai Bahadur, is described in the title-page as a Second Edition of the author's well-known 'Indigenous Drugs of India' published in 1867, it contains so much new matter, and has been so extensively re-written, that it might be more appropriately regarded as a separate book. Though the book does not profess to supersede such extensive works as the 'Pharmacographia Indica', it should prove invaluable, not only to medical practitioners and students, scattered throughout the country, to whom they are not accessible, but to Missionaries, Planters, and others liable to be appealed to for medical assistance by the people in country places remote from professional aid."

British Medical Journal: "The botany, chemistry, pharmacy, and medicinal preparations and uses of the various articles are described, and a copious Index renders reference easy......The information given is all that is desirable, and the work might with great advantage be used as a text-book in medical schools, especially at Netley, where Medical Officers are specially instructed with a view to service in India."

Edinburgh Medical Journal: "This is a very able and interesting work by a most distinguished native of India. The book contains much valuable information, and will be of great use, not only to all practitioners in India, but to all who take an interest in the native medical plants of India, and those introduced plants which have been cultivated with so much success in India as

the cinchona. It is a work which deserves a wide circulation."

Pharmaceutical Journal: "Dr. Dey's book is intended as a text-book for students, and a useful guide-book for those engaged in the commercial drugs......Dr. Dey has spared no pains to make the work quite up-to-date in every respect......The result is a work which the student of East India Materia Medica may safely take as a good practical guide to the properties and real uses of the Drugs......Dr. Dey's book can with confidence be recommended as a book which every medical man in India should keep as a handy work of reference on native drugs. It is 'The' book that any student of Indian Meteria Medica should use when studying the collections of Indian Drugs in the Museum of Netley Hospital, in the Museum of the Pharmaceutical Society of Great Britain, or in the Imperial Institute. The merchant interested in drugs, and who is occasionally puzzled by the names under which Indian drugs are sent to this country, will find the Index of native names and the notes to which they refer exceedingly useful. It must be very gratifying to Dr. Dey to be able to supply to the public a work on Indian drugs which is thoroughly up-to-date and as reliable as any book can be made, even with the help of experts."

'পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ভাগ'

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "পদার্থবিজ্ঞান" প্রথম ভাগ বাহির হয়। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ১৫৪ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত—

আছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রচ্ছদ-পত্র

প্রথম ভাগের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Padartha Bijnana

(Being a Course of Lectures on the Elements of Physics, delivered during the session of 1872-73)

By

KANNY LOLL DEY RAI BAHADUR

Asst. Surgeon,

Fellow of the Calcutta University ;

Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence at the Campbell Medical School ;

Honorary Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain and Ireland &c. &c. &c.

পদার্থবিজ্ঞান।

প্রথম ভাগ।

শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত

Calcutta,

Printed at the New Indian Press,

1874"

গ্রন্থখানি বাংলার তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। তিনি গ্রন্থকারকে এই গ্রন্থ-প্রকাশে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

'পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ভাগে'র ইংরেজী ভূমিকা

গ্রন্থের প্রারম্ভে ইংরেজীতে যে ভূমিকাটি (Preface) আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The following Resolution of the Senior Board of Examiners appointed by the Calcutta University for the year 1872-73 led me to utilize my lectures on Physical science delivered to the Bengali class students of Calcutta Medical College during the session of 1872-73 by completing for the use of the primary schools a series of Science-primers in the Vernacular.

'That in the opinion of this Meeting it is very desirable that elementary text-books, treating of the Natural Sciences, be prepared specially for teaching these subjects to Indian students. The text-books now available, though excellent of their kind, having been prepared for English boys, deal more specially with objects familiar or common in Europe, and have but few references to such as are interesting and familiar to the Indian learner. This want is more specially felt in teaching such subjects as Zoology, Geology, and Physical Geography......The Meeting is of opinion that the extension of Physical Science teaching in India would be greatly facilitated with [the aid of works specially adapted for local teaching.]'

"As His Honor the late Lieutenant Governor took special

interest in the spread of primary education among the people of Bengal, I have ventured to dedicate this, the first of the series of Bengali Science-primers, to His Honor.

"I take this opportunity to record my grateful acknowledgments to Dr. F. N. Macnamara for his kind advice and to Pundit Umesh Chandra Vidyaratna for the valuable assistance he rendered me in the compilation of this primer.

Calcutta, Campbell Medical School, 1874 — Kanny Loll Dey"

'পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ভাগে'র বাংলা ভূমিকা

পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম ভাগের বাংলা ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"১৮৭৩।৭৪ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগকে পদার্থতত্ত্বসম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাই একত্র করিয়া এই পদার্থবিজ্ঞানের প্রথমভাগ প্রস্তুত করা গেল। ইহাতে পদার্থসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য সাধারণ সত্যগুলিকে আমাদের দেশীয় সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়ার ত্রুটি করা হয় নাই। ফলতঃ ভূতপূর্ব লেঃ গবর্ণরের প্রস্তাবিত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হইয়াছে। প্রথমত কয়েক ফর্মা মুদ্রিত হইলে তাঁহাকে দেখান হয়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া পরম সন্তোষের সহিত আমায় এতৎ মুদ্রাঙ্কণে এবং আমার প্রার্থনায় তাঁহার নামে উৎসর্গ করিতে অনুমতি দেন।

আপাতত তাপ পর্যন্ত বাহির করা গেল। ইহার দ্বিতীয় ভাগে আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বর্ণিত হইবে।

পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, এমন সময়ে পণ্ডিতবর বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যাধ্যাপক বাবু প্যারীচরণ

সরকার মহাশয়দ্বয়কে দেখাইলে তাঁহারা এতৎ পাঠে সমধিক আদর প্রকাশ ও সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করাতে যদিও ইহা প্রথমত মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের নিমিত্তই নির্দিষ্ট ছিল তথাপি 'সাধারণের বিশেষত বঙ্গদেশীয় বাংলা বিদ্যালয়ে অতি চমৎকার পাঠ্য পুস্তক হইবে' তাঁহাদিগের এই বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি যতদূর পারিয়াছি সেই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নের ও ব্যয়ের ত্রুটি করি নাই। দর্শন মাত্রেই বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া পত্রের ধারে বর্ণনীয় বিষয়ের সারভাগ ইংরেজী ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় চিত্র বড় ভাল হইবে না বলিয়া এখানে তাহা প্রস্তুত করিয়া এই পুস্তকে দিবার প্রয়াস পাওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ সময়ে ভাল চিত্র দিবার চেষ্টা করা যাইবে। যদিও চিত্র দেওয়া হয় নাই তথাপি চিত্র বিনা যতদূর পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে পারা যায়, তাহা করা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সুপ্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রবেত্তা ডাক্তার এফ এন্ ম্যাকনামারা মহোদয়ের সদুপদেশ, ও পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্য না পাইলে আমি এই পুস্তক কোনমতেই এরূপ অবস্থায় প্রকাশ করিতে পারিতাম না। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা
ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীকানাইলাল দে"

'পদার্থবিজ্ঞানে'র বিষয়বস্তু

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলিকে কানাইলাল পাঁচটি স্তবক বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক ভাগে এক একটি বিষয়কে তিনি যেরূপ পরিস্ফুটভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্যপদেশে তাঁহাকে বহু ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

প্রথম স্তবক বা অনুক্রমণিকায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে—

পদার্থ-বিজ্ঞান কাহাকে বলে ?

পদার্থ

—তাহার লক্ষণ

—তাহার অস্থির ও স্থির ধর্ম

—রূঢ় ও যৌগিক পদার্থ

—তাহার লক্ষণ ও ভেদ

পদার্থের তিন অবস্থা

পবমাণু ও অণু

—তাহাদের লক্ষণ ও পরস্পর ভেদ, বিভিন্ন প্রকাব পবমাণু

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ

পরীক্ষণ

দ্বিতীয় স্তবকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

গতি

—তাহার লক্ষণ

স্থিতি

—তাহার লক্ষণ

—উভয়ের দৃষ্টান্ত

জব

বেগ

জড়তা

—ঘষণ প্রভৃতি তাহার প্রতিবাধক কারণ

—তাহার ফল

বল

—তাহার কার্য

—গতি ও প্রতিবাধ এই দুই তাহার অন্যরূপ

—বলসাম্য

—বলমাত্রা

কেন্দ্রাপগ বল

বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ

—তাহার ত্রিবিধ নিয়ম

সৌর আকর্ষণ

পার্থিব আকর্ষণ

পদার্থদিগের ভার

—তাহার দেশভেদে তারতম্য

সন্নিকর্ষক বল

রাসায়নিক আকর্ষণ

ত্রিবিধ আকর্ষণের উপযোগিতা

মাধ্যাকর্ষণ

—পরীক্ষণ দ্বারা তাহার স্থিরীকরণ

—গুরু পদার্থের ভারসাম্য

তৌল

—তাহার নির্দোষিতার ও সূক্ষ্ম মাপকতার নিমিত্ত হেতুনিচয়

—ভারসাম্যের ত্রিবিধ অবস্থা

পতমান পদার্থ ত্রিবিধ নিয়মপরতন্ত্র

—সেই ত্রিবিধ নিয়মের প্রত্যক্ষ প্রদর্শন

সংশক্তক বল

কৈশিকতা বা কৈশিকাকর্ষণ

—পরীক্ষণ দ্বারা তাহার প্রদর্শন

শোষণ

চোষণ

—তাহাদের প্রভেদ

—তাহাদের পরস্পরের কার্য

তৃতীয় স্তবকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে—

ঘন পদার্থ

—তাহার ধর্ম

তরলপদার্থ

—তাহার ধর্ম

পেষণ-সাম্য

—পরীক্ষণ দ্বারা তাহার প্রদর্শন

ঊর্ধ্বগ প্রভৃতি পেষণ ভেদ

পাস্কালের পরীক্ষণ

—ব্রহ্মার পেষণ-যন্ত্র

তরল পদার্থের ভারসাম্য

—তাহার দুইটি নিয়ম

—অবস্থা ভেদে সেই ভারসাম্যের ভেদ

—তরল পদার্থের সর্বত্র সমতল স্থায়ুতা

বারিপীঠ

সুরাপীঠ

জলোচ্ছ্বাস

আর্কিমিডিসের মত

ভাসমান ও মজ্জমান পদার্থের ভারসাম্যের ত্রিবিধ ঘটনা

উদস্থিতিক তৌল

সন্তরণ

আপেক্ষিক ভার

—ঘন পদার্থের ও তরল পদার্থের

—উদস্থিতিক তৌলে, উদ্মোমিতি যন্ত্রে ও আপেক্ষিক ভারপাত্রে তাহার স্থিতীকরণ

চতুর্থ স্তবকে বাষ্প সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের নিম্নলিখিত আলোচনা আছে—

বাষ্পীয় পদার্থ

—তাহার ভার

ভূবায়ুর পেষণ

—টরিসেলির পরীক্ষণ

পাস্‌কালের পরীক্ষণ

—ভূবায়ুর পেষণমাত্রা

বায়ুমিতি

—তাহার বিভিন্ন প্রকার

বায়ুমিতি প্রস্তুতকরণে কি কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত

বায়ুমিতির উচ্চতার নৈমিত্তিক ও নিত্য তারতম্য

—তাহার কারণ

বায়ুমিতি দ্বারা স্থানের উচ্চতা নিরূপণ

বায়ু-নিষ্কাষক যন্ত্র

জল-নিষ্কাশক যন্ত্র

—তাহার বিভিন্ন প্রকার

বেলুনযন্ত্র

পঞ্চম স্তবকে ডাঃ কানাইলাল তাপ ও তাপ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের আলোচনা করিয়াছেন। সেগুলি নিম্নরূপ—

তাপ

—তাহার প্রকৃতি

—তাহার প্রভাব

—প্রসরণ

তাপমান যন্ত্র

—তাহার নির্মাণ

—তাহার বিভিন্ন প্রকার

—তৎসম্বন্ধীয় গুটিকতক অঙ্ক

তাপের ফল

—ঘন পদার্থের

—তরল পদার্থের

—বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ

উৎশোষণ

স্ফুটন

তাপ সঞ্চারণ

—সঞ্চালন

—সঞ্চালক ও অসঞ্চালক পদার্থনিচয়

সংবাহন

বিকিরণ

—তাহার ত্রিবিধ নিয়ম

প্রতিফলন

শোষণ

এ সমুদয়ের ইতর বিশেষের নিমিত্ত কারণ

—তাহাদের উপাদেয়তা

অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ

আপেক্ষিক তাপ

—তাহার স্থিরীকরণে ত্রিবিধ উপায়

কুজ্ঝটিকা

মেঘ

—তাহার চারিভেদ

ভূবায়ুর মধ্যে তাহার অবস্থান

শিশির

বায়ু

—তদুৎপত্তির কারণ

—তিন প্রকার বায়ু

পদার্থবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পাঠার্থী ব্যক্তি মাত্রেই এই বিষয়-বিন্যাস হইতে কানাইলালের পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় জানিতে পারিবেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থ ছিল না। তাই এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার জন্য ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোগী হইতে দেখা যায়। তাঁহাদের উদ্যোগে ডাঃ কানাইলাল এই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

'বৈদ্যক ব্যবহার'

১২৮৭ সালে (ইং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) কানাই বাবুর "বৈদ্যক ব্যবহার" (Medical Jurisprudence in Bengali) পুস্তক বাহির হয়। পুস্তকখানি সুবৃহৎ, ডবল ক্রাউন ষোল পেজী আকারে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইংরেজী সূচীপত্র ও ৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী বাংলা সূচীপত্র আছে। পুস্তকখানিতে কানাই বাবুর জীবনের ছাব্বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তিনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু জটিল বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের শেষে "Indian Poisons" অধ্যায়ে তিনি ভারতীয় বিষসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা ইংরেজী ও বাংলায় ভাষা প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তারী পরীক্ষার কতকগুলি প্রয়োজনীয় ফরমও গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থলিখিত বিষয়সমূহ পরিস্ফুট করিবার জন্য গ্রন্থকার লিখিত বিষয়ের পার্শ্বে ইংরেজীতে পার্শ্বলিপি (marginal notes) প্রদান করিয়াছেন। ৫৪ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই ডাক্তারী বইখানি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও সাধারণের পক্ষে খুবই মূল্যবান্। স্ত্রীচিকিৎসা, উন্মাদ চিকিৎসা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বিষচিকিৎসা-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি সুন্দরভাবে লেখা হইয়াছে।

'বৈদ্যক ব্যবহারে'র প্রচ্ছদপত্র

নিম্নে পুস্তকের প্রচ্ছদপত্র উদ্ধৃত হইল—

"বৈদ্যক ব্যবহার।

MEDICAL JURISPRUDENCE

IN BENGALI.

By

KANNY LOLL DEY

RAI BAHADOOR,

Fellow of the Calcutta University;
Teacher of Jurisprudence, Campbell Medical School;
Late Professor of Chemistry, Medical College, Calcutta,
And Chemical Examiner to the Govt. of Bengal;
Honorary Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain;
Justice of the Peace for the town of Calcutta.

শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর
প্রণীত

কলিকাতা।
নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১২৮৭।

Price 5 Rs. মূল্য পাঁচ টাকা।"

'বৈদ্যক ব্যবহারে'র সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

উপরি উদ্ধৃত সূচীপত্র হইতে ডাক্তার কানাইলালের এই গ্রন্থের উপযোগিতা উপলব্ধ হইবে। এই পুস্তকের কোন কোন বিষয় পূর্বে ইংরেজীতে "Indian Medical Records" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কানাইলাল "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। সে যুগে এই "রায় বাহাদুর" উপাধির মূল্য বিশেষরূপ ছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যক্ষ Dr. Chevers ডাক্তার কানাই-লালকে এই উপাধি দানের জন্য যে অনুরোধ-পত্র বাংলা সরকারের নিকট পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"I consider it to be my duty to recommend to my colleagues that the title of Rai Bahadoor should now be solicited for Baboo K. L. Dey, Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence and Additional Chemical Examiner to Government. The remarkable merits of Baboo K. L. Dey are perfectly well-known to the majority of my colleagues; but it will be right to submit to Government that he has been attached to this College for eighteen years; that he possesses a knowledge of Chemistry and a power of teaching it which have rarely, if ever, been acquired by any native of India who has not enjoyed

opportunities of study in Europe; and that for many years past he has in a most liberal and kind spirit held himself at all times in readiness to delight large audiences with his demonstrations and experiments. Much of his scanty leisure has been devoted to the extremely important task of developing the drug resources of India. His collections of Indigenous Drugs and Indian Chemical preparations were received with marked approval by the London International Exhibition of 1862, and by the Paris Universal Exposition of 1867. From the latter he received one medal and from the former two. He also received a medal at the Agra Exhibition. His published writings upon the Materia Medica of India are of sterling practical value, and have been especially recognized by Dr. Waring.

Personally, I am vastly indebted to him for a great number of most interesting, novel, and valuable facts illustrative of toxicology and Medical Jurisprudence in this country. My obligation to him in this respect has been acknowledged in the preface of my work and throughout its pages.

This high personal and scientific qualifications have already won for him from Government the high appointments of member of the Senate of the University and Honorary Justice of the Peace; and having worked with him in this College for ten years, I have no hesitation in saying that I regard him as being eminently qualified to hold the rank of Rai Bahadoor.

Norman Chevers

The 2nd April 1882 Principal"

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ নরম্যান চেভার্স মহোদয় ডাক্তার কানাইলালকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দানের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট যে অনুরোধ-পত্র পাঠান, মেডিকেল কলেজের তৎকালীন কয়েকজন অধ্যাপক (Dr. F. N. Macnamara, C. Macnamara, H. C. Sutcliffe, J. F. P. MacConnel, S. G. Chuckerbutty, J. Anderson, J. P. Smith, J. A. P. Colles, T. E. Charles, C. O. Woodford, J. Ewant) ও বাংলা দেশের হাসপাতালসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল সর্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করেন। Medical Jurisprudenceএর অধ্যাপক C. O. Woodford M. D., F. R. C. S. মহোদয় কানাইলাল সম্বন্ধে বলেন—

"No one in my time (twenty-one years and upwards) has deserved the honor recommended more than Baboo K. L. Dey. I can speak from experience, as some eighteen years ago he won the first prize in Medical Jurisprudence, and has recently been a teacher—a most able teacher—of Medical Jurisprudence at the Medical College."

Dr. J. Ewant M. D. বলেন—"No native of India is more deserving of reward than Kanny Loll Dey." বাংলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গভর্ণর জেনারেলের নিকট এই সম্পর্কে সমর্থন জানাইয়া নিম্নলিখিত পত্র লেখা হয়—"I am directed to submit, for the favorable consideration and orders of His Excellency the Governor-General in council, copy of a letter No. 103, dated the 30th ultimo, from the Inspector-General of Hospitals, Indian Medical Department, and of its enclosures, recommending that the title of Rai Bahadoor be conferred on Baboo Kanny Loll Dey, teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in the Medical College, and to say that the Lieutenant-Governor cordially supports the recommenda-

tion, and would be glad te see the honor bestowed on the Baboo, who is a most intelligent and unassuming gentleman of great scientific merits."

এই সমস্ত অনুরোধপত্রের ফলে ডাক্তার কানইলাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধি-লাভ করেন।

সনন্দ-প্রদানকালে ডাক্তার স্মিথ কানাইলালকে সম্বোধনপূর্বক বলেন—

"Your services in the cause of medical science have been both interesting and important. Your knowledge of Chemistry and your power of imparting such knowledge to others must in itself have been productive of much good. Your published writings on the Materia Medica of India are of real practical value. Your labours in this respect have been highly praised by no less an authority than Dr. Waring, whose work on therapeutics is, or ought to be, well-known to all the senior students here present. Your collections of Indigenous Drugs and of Indian pharmaceutical preparations were received with marked approval at the London International Exhibition of 1862 ; and at the Universal Exposition of Paris 1867. At the latter, you received one medal and at the former two. You also received a Medal at the Agra Exhibition in 1866.

The kind and ready spirit with which you have on many occasions pleased and instructed large public audiences with chemical experiments and demonstrations is well-known and appreciated in Calcutta ; whilst the worthiness of your character, your merit, and ability, and your unaffected love of science have made you

the personal friend of a large number of European gentlemen residing in this city, and in different parts of India. Having myself had the pleasure of knowing you for more than eight years, I have had numerous opportunities of observing that you are an earnest scientific observer, and a genuine lover of useful work ;—that kind of diligent, conscientious, well-regulated work, which makes a College like this a sanctuary of labour ;—work in the cause of true, practical science, which is, in my opinion, the real foundation of sound philosophy,—that philosophy from the sling of which, a pebble, however small, being cast, is capable of bringing down giant false systems of thought prostrate with their faces to the ground."

কানাইলালের জীবনপঞ্জী ও কর্মপঞ্জী

ডাক্তার কানাইলালের জীবনপঞ্জী ও কর্মপঞ্জী নিম্নে সঙ্কলিত হইল। The Golden Book of India (২২৯-২৩০ পৃষ্ঠা) নামক পুস্তক ও A summary statement of the services rendered to Government and the Public, in both his official and professional capacities, by Kanny Loll Dey, Rai Bahadur নামক মুদ্রিত পুস্তিকা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে—

খৃঃ ১৮৩১
২৪শে সেপ্টেম্বর } জন্ম

খৃঃ ১৮৫৪—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি গভর্ণমেণ্টের রাসায়নিক

পরীক্ষকের সহকারী ও মেডিকেল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

খৃঃ ১৮৫৫
২৪শে জুলাই } পুত্র প্রিয়লালের জন্ম।

খৃঃ ১৮৫৯—নব-গঠিত Sydenham Societyর সাধারণ সভ্য নির্বাচিত হন।

খৃঃ ১৮৬২—প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আন্তর্জাতিক লণ্ডন-প্রদর্শনীতে তিনি অনেকগুলি দেশীয় ভেষজ ঔষধ ও নানাবিধ ভারতীয় ভেষজ তৈল প্রেরণ করেন। ইহার জন্য তিনি দুইখানি পদক প্রাপ্ত হন। ডাক্তার ম্যাকনামারা ছুটি লইবার পর তিনি অস্থায়ীভাবে (১৮৬২ অক্টোবর—ডিসেম্বর) মেডিকেল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও গভর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

খৃঃ ১৮৬৩—ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সভ্য নির্বাচিত হন। এই বৎসরের ৩রা জুন তারিখে গ্রেট ব্রিটেনের ফার্মাসিউটিকেল সোসাইটির অবৈতনিক ও corresponding সদস্য মনোনীত হন।

খৃঃ ১৮৬৪—১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Bethune Societyতে প্রজ্বলন সম্বন্ধে ব্যাবহারিক উদাহরণ সহ (combustion with practical illustrations) একটি বক্তৃতা করেন। এই বৎসরের ৬ই মে তারিখে মুসলমান লিটারারি সোসাইটিতে প্রজ্বলন ও কৃত্রিম প্রজ্বলন (artificial illuminations) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

খৃঃ ১৮৬৬—১৫ই মার্চ তারিখে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসনের বঙ্গীয় শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে "হিন্দুদিগের সামাজিক বিধি ও রীতিনীতির (Hindu Social Laws and Habits) সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ কি" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন।

খৃঃ ১৮৬৭—ভারতবর্ষের ভেষজ তৈল ও ভেষজ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি বর্ণনাযুক্ত একটি তালিকার সহিত তিনি প্যারিস-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। ইহার জন্য তিনি পদক ও সম্মানসূচক সার্টিফিকেট পান।

এই বৎসরেই তাঁহার Indigenous Drugs of India নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। আগ্রাপ্রদর্শনীতে তিনি দেশীয় ভেষজের একটি সংগ্রহ পাঠান। ইহার জন্য তিনি একখানি রৌপ্যপদক পান।

এই বৎসরের ২৬শে জুলাই তারিখে তিনি Bengal Social Science Associationএর এক অধিবেশনে "Laws of Health considered with reference to the habits and peculiarities of the natives of India" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

খৃঃ ১৮৬৮—"Indian Annals of Medical Science" পত্রে তিনি "Modified Land Scurvy with Pyngæmia" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

—৩০শে জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত Bengal Social Science Associationএর এক অধিবেশনে তিনি Uses of Narcotics and Stimulants, and their effects on the human constitution" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—Dr. Waring C. I. E. সম্পাদিত "Pharmacopœia of India" পুস্তকের জন্য তিনি ভারতীয় ভেষজ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। ইহার জন্য সম্পাদক মহাশয় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করেন।

খৃঃ ১৮৬৯—কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণীতে তিনি রসায়ন ও Medical Jurisprudenceএর শিক্ষক নিযুক্ত হন।

—মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ নর্মাণ চেভার্স প্রণীত "Medical Jurisprudence" পুস্তকে ব্যবহারের জন্য তিনি বিষতত্ত্ব ও অপরাধ-বিচারে চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি ভারতীয় দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার সর্বান্তঃকরণে এই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

—যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভেষজ ও রোগোপশমকর তৈলসমূহের সংগ্রহ পাঠান। ইহার জন্য তথাকার সেনেট হইতে তিনি ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন।

খৃঃ ১৮৬৯—এই বৎসরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।

খৃঃ ১৮৭১—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অফ্ মেডিসিনের ফেলো নির্বাচিত হন।

খৃঃ ১৮৭২—ভিয়েনার সার্বজনীন প্রদর্শনীতে তিনি ভারতীয় ভেষজ ও রোগান্তক তৈলসমূহ ও উহাদের একটি বর্ণনাত্মক সূচী (descriptive catalogue) পাঠান। ইহায় জন্য তিনি একখানি পদক ও সম্মানসূচক ডিপ্লোমা এবং দুইখানি প্রশংসা-পত্র পান।

—কেন্‌সিংটন ও ভিয়েনা মিউজিয়ামে ভারতে উৎপন্ন ভেষজ প্রভৃতি পাঠাইবার জন্য যে সমিতি স্থাপিত হয়, তিনি তাহার স্থায়ী সভ্য মনোনীত হন।

—বাংলার ভূতপূর্ব ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেলের অনুরোধে পদার্থ-বিদ্যায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, 'পদার্থবিজ্ঞান' নামে বাংলায় একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ উচ্চ প্রাইমারী ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রকাশাবধি ইহার বহু সংস্করণ হইয়াছে।

—কলিকাতা নগরীর 'জাষ্টিশ অফ্‌দি পিশ' নিযুক্ত হন।

—ভারতে ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের বহুল প্রচলন-সম্পর্কে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

খৃঃ ১৮৭৩—দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত বিষাক্ত ঔষধ বিক্রয় করেন, তন্নিবারণকল্পে আইন-প্রণয়ন করিবার আবশ্যক হইলে, গভর্ণমেণ্ট কানাইলালের অভিমত প্রার্থনা করায় তিনি এ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত অভিমত প্রদান করেন।

—স্পর্শ-সংক্রামক আইন (Contagious Diseases Act) কিভাবে এদেশে চলিতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি পুলিশ কমিশনার সার ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেবকে অভিমত প্রদান করেন।

—বাংলা সরকারকে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স স্থাপিত করিবার জন্য তিনি অভিমত প্রদান করেন।

—স্থানীয় মেডিকেল স্কুল স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব উঠে, সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অভিমত বাংলা গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করেন।

খৃঃ ১৮৭৪—তিনি Economic Museum কমিটির সভ্য এবং উহার সাব্-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। এইরূপ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় দেশের কি কল্যাণ সাধিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

—ভারতবর্ষের সেক্রেটারী-অফ্ ষ্টেট কর্তৃক নেট্লের (Netley) যাদুঘরের জন্য বঙ্গদেশ হইতে ভেষজ সংগ্রহপূর্বক প্রেরণ করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ডাঃ বার্ডউড্ (Assistant Reporter on Products to the India office) এই কার্যের ভার ডাঃ কানাইলালের উপর অর্পণ করিবার জন্য সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটকে অনুরোধ করেন

খৃঃ ১৮৭৫—বাংলা দেশের মেডিকেল স্কুলসমূহের জন্য বাংলা ভাষায় লিখিত রসায়ন-শাস্ত্রের কোন ভাল পুস্তক না থাকায় কানাইলাল বাংলায় রসায়ন-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ছাত্রবৃত্তি ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগের অধ্যয়নের জন্য ইহা ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়।

খৃঃ ১৮৭৬—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল বিভাগের সার্জন জেনারেলের অনুরোধে তিনি তিল তৈলের আরোগ্যকর গুণাবলী (therapeutical virtues of Sesamum oil) পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা বিবৃত করিয়া তিনি উক্ত সার্জন জেনারেলের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

—বাংলা সরকারের আদেশে ডাক্তার জন মারের নিদানশাস্ত্রের (pathology) বঙ্গানুবাদ ও কলেরা চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি উক্ত সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে ধন্যবাদ পান।

খৃঃ ১৮৭৭—বাংলা গভর্ণমেন্টের রাসায়নিক পরীক্ষক মিঃ উড ছুটী গ্রহণ করায়, তিনি অস্থায়ী ভাবে উক্ত পদে এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

—তিনি বাংলা দেশের তদানীন্তন লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুরের নিকট হইতে সম্মান-পত্র (Certificate of Honor) প্রাপ্ত হন। ব্যাবহারিক রাসায়নিক ও ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের রসায়ন-

শাস্ত্রের শিক্ষক-রূপে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে এই সম্মান-পত্র প্রদত্ত হয়।

খৃঃ ১৮৭৭—তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার নিযুক্ত হন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে 'টাউন কাউন্সিলে'র একজন সদস্য-রূপে নির্বাচন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নয় বৎসর কাল তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন।

—বাংলা সরকারের আদেশে তিনি বর্ণনাত্মক সূচী সহ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ Indigenous Drugs of India নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। বাংলা দেশের পাঁচটি মেডিকেল স্কুলে ইহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। তাঁহার এই পুস্তক তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

—বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য যে সেণ্ট্রাল কমিটি স্থাপিত হয়, কানাইলাল সেই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

খৃঃ ১৮৭৮—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় এল্ এম্ এস্ ও এম্ বি পরীক্ষার জন্য তিনি Medical Jurisprudence এর পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

—প্যারিসের সার্বজনীন প্রদর্শনীতে তিনি বর্ণনাত্মক তালিকা সহ ভারতীয় ভেষজ ও রোগান্তক তৈলের একটি সংগ্রহ প্রেরণ করেন। ইহার জন্য তিনি উক্ত প্রদর্শনী হইতে একটি পদক ও সম্মান-পত্র পান।

—বাংলা গভর্ণমেণ্টের অস্থায়ী রাসায়নিক পরীক্ষক ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক পদে বাহাল থাকার সময়ে তিনি ১৮৭৭—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জন্য রাসায়নিক বিভাগের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার এই কৃতকার্যের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা পান।

—দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য সম্পন্ন করার জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ জুন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসাসূচক ও সম্মান-জনক মন্তব্য করেন।

—ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলকে কার্যকরীভাবে পরিচালনা করিবার জন্য তিনি একটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রদান করেন।

খৃঃ ১৮৭৮—প্যারিসের ফার্মাসিউটিক্যাল মিউজিয়ামে তিনি ভারতীয় ভেষজ ও রোগান্তক তৈলের একটি মূল্যবান্ সংগ্রহ উপহার প্রদান করেন। এই সংগ্রহ তিনি প্যারিসের সার্বজনীন প্রদর্শনীতে পূর্বে পাঠান এবং ইহার জন্য ফরাসী সরকারের কৃতজ্ঞতালাভ করেন।

খৃঃ ১৮৭৯—বোম্বাই কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি ভেষজ হাসপাতালসমূহে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত কি না, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার ভার কানাইলালের উপর সার্জন জেনারেল কর্তৃক ন্যস্ত হয়। এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সার্জন জেনারেলের নিকট হইতে কানাইলাল ধন্যবাদ পান।

খৃঃ ১৮৮০—Pharmacopœia of India নামক পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণের জন্য তিনি যে সাহায্য করেন, তাহার জন্য সার্জন জেনারেল তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

—ভারতীয় ভেষজসমূহের একটি সূচী তিনি প্রস্তুত করেন, এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সার্জন জেনারেল তাঁহাকে প্ররোচনা দেন। বিলাতে এইগুলির পরীক্ষা হইয়া Pharmacopœia of India পুস্তকের পরিশোধিত সংস্করণে স্থান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইলে, উহাতে এইগুলি স্থান পাইবে এই উদ্দেশ্যে সার্জন জেনারেল কর্তৃক এইগুলি বিলাতে প্রেরিত হয়।

—প্যারিসের এক্‌জিবিসন কমিটি (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের) ডাঃ কানাইলাল সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য (উক্ত এক্‌জিবিসনে কানাইলাল কর্তৃক ভারতীয় ভেষজ ও রোগান্তক তৈলের একটি সংগ্রহ বর্ণনাত্মক তালিকার সহিত প্রেরণের জন্য) ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নিকট একখানি পদক ও সম্মান-সূচক পত্রের সহিত প্রেরণ করেন, সেগুলি গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক কানাইলালকে প্রদত্ত হয়।

—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মেলবোর্ণ একজিবিসনে তিনি বর্ণনাত্মক তালিকা সহ ভারতীয় ভেষজ ও রোগান্তক তৈলের একটি সংগ্রহ পাঠান। ইহার জন্য উক্ত এক্‌জিবিসন্ কমিটি তাঁহাকে দুইটি Second Order of Merit প্রদানপূর্বক অভিনন্দিত করেন।

খৃঃ ১৮৮০—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে তিনি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য নিযুক্ত হন।

—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি লণ্ডনের Society of Science, Letters and Artsএর ফেলো নির্বাচিত হন।

খৃঃ ১৮৮১—কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

—বাংলায় Medical Jurisprudence সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উচ্চরূপে প্রশংসিত এবং বাংলার মেডিকেল স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়।

—ঐ পুস্তকের একখানি উর্দু অনুবাদ প্রকাশে সম্মতি প্রদান করায়, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই লণ্ডনে অনুষ্ঠিত International Pharmaceutical and Medical Congressএ যোগদান করিবার জন্য তিনি লণ্ডনের Pharmaceutical Societyএর সভাপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি উক্ত কংগ্রেসে যোগদানে অসমর্থতা জানাইয়া,—

প্রথমত—কুর্চি, লোধ ও বাব্‌চী ভেষজের গুণাবলী বর্ণনাপূর্বক, তিনটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন এবং এই সঙ্গে অনুরোধ করেন যে, এইগুলি যেন British Pharmacopœiaতে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়ত—ভারতীয় অহিফেনে যে Porphyroxin আছে তাহা ধরিবার সহজ উপায় তিনি আবিষ্কার করেন।

তৃতীয়ত—পীত করবীর (Yellow Oleander) শাঁসে (kernel) যে নূতন বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখ করেন। আত্মহত্যার জন্য ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

—তিনি কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটির সহকারী সভাপতি নিবাচিত হন।

খৃঃ ১৮৮২—১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে Indian Art Manufacturesএর যে প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়, তিনি তাহার কমিটির একজন সদস্য ও বিচারক নির্ব্বাচিত হন।

খৃঃ ১৮৮৩—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জয়পুর প্রদর্শনীর তিনি একজন বিচারক নিযুক্ত হন।

—তিনি আমষ্টার্ডাম প্রদর্শনীতে ভারতীয় ভেষজের একটি সংগ্রহ প্রেরণ করেন। ইহার জন্য প্রদর্শনী হইতে তিনি একখানি রৌপ্যপদক পান।

খৃঃ ১৮৮৪—১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়, তিনি সেই প্রদর্শনীর বিচারক নির্বাচিত হন।

'রসায়ন-বিজ্ঞান'

বাংলা দেশের মেডিকেল স্কুলসমূহের জন্য বাংলা ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্রের কোন ভাল পুস্তক না থাকায় ডাক্তার কানাইলাল বাংলায় একখানি রসায়ন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়নে সংকল্প করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল প্রণীত "রসায়ন-বিজ্ঞান" প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি প্রকাশের পর, ইহা সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে এবং ছাত্রবৃত্তি ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগের অধ্যয়নের জন্য ইহা ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়।

প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক পাওয়া যায় নাই কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের একখানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত।

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে ইহার প্রচ্ছদ-পত্র উদ্ধৃত হইল—

"রসায়ন-বিজ্ঞান।

ELEMENTS OF CHEMISTRY

IN BENGALI

BY

KANNY LOLL DEY

RAI BAHADUR,

রসায়ন-বিজ্ঞান।

ELEMENTS OF CHEMISTRY

IN BENGALI

BY

KANNY LOLL DEY

RAI BAHADUR,

Fellow of the Chemical Society;
Fellow of the Society of Science, Arts and Letters
of London; Fellow of the Calcutta University; Teacher of
Chemistry and Medical Jurisprudence, Campbell Medical School;
Late Professor of Chemistry, Medical College & Chemical
Examiner to the Government of Bengal; Honorary
Member of the Pharmaceutical Society of
Great Britain.

শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED & PUBLISHED BY G. C. BOSE & CO., BOSE PRESS,
33, BECHOO CHATTERJEE'S STREET.

1884.

Price 1 Re. and 4 As. মূল্য ১।॰ পাঁচ সিকা।

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি

Fellow of the Chemical Society ;
Fellow of the Society of Science, Arts and Letters of London ; Fellow of the Calcutta University ; Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Campbell Medical School. Late Professor of Chemistry, Medical College & Chemical Examiner to the Government of Bengal; Honorary Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain.

শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর
প্রণীত।
তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA

PRINTED & PUBLISHED BY G. C. BOSE & CO., BOSE PRESS,
33, BECHOO CHATTERJEE'S STREET

1884

Price 1 Re. and 4 As. মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।"

'রসায়ন বিজ্ঞানে'র উৎসর্গ-পত্র

পুস্তকখানি মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক এফ্ এন্ ম্যাক্‌না-মারা সাহেবের নামে উৎসৃষ্ট—

"TO

F. N. MACNAMARA, M.D., F.R.G.S.,
Honorary Fellow, King's College, London,
FOR MANY YEARS PROFESSOR OF CHEMISTRY,
IN THE CALCUTTA MEDICAL COLLEGE
BY WHOSE UNREMITTING LABOURS AND PROFOUND
ACQUIREMENTS THE STUDY OF CHEMISTRY
HAS BEEN SO WIDELY ENCOURAGED IN BENGAL

THIS LITTLE PRIMER

IS INSCRIBED

AS A TRIBUTE OF ACKNOWLEDGMENT,

ADMIRATION AND GRATITUDE

BY

HIS FORMER ASSISTANT

THE AUTHOR.'

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র ভূমিকা

উৎসর্গ-পৃষ্ঠার পরে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী নিম্নলিখিত ভূমিকাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—

"PREFACE

To say that the laws of Physical Science are universal is to repeat a trite axiom ; and yet it is unquestionably true that the said laws cannot be taught with equal advantage through the medium of the same text-books in every part of the earth. They have to be adapted to varying climate peculiarities, social circumstances and local resources before they can be made ready and easily intelligible. Hence the necessity of adapted compilations instead of translations of English science text-books in the vernaculars of this country. In such an experimental science as chemistry, this necessity has been most pressingly felt and the following pages on that subject have been compiled with a view to supply the desideratum.

The first consideration which engaged my attention was the extent to which the book should be limited. English models in this respect afforded me very little help. Where a series of a dozen more books may be

read one after another, it is fit and proper that the first should be the shortest and simplest, and there should be a regular gradation ; but in the class rooms of the Campbell Medical School for which this book is primarily designed no such option is possible, and I have therefore included in it so much of the subject as has been prescribed by Government for a full course in the school. For an elementary course, I believe, this will be found to be moderate enough, without being defective.

The greatest obstacle to the study of physical science in India is the paucity of experimental *resources*. Out of the presidency towns scarcely any apparatus is available, and the simplest appliances can be had only at heavy cost and teachers of chemistry have therefore to depend on every inadequate and unsatisfactory substitutes improvised namely, with materials locally available. To help the students in this respect I have suggested many expedients which I have found effectual in course of my tutorial duties. Many experiments however cannot be performed without the aid of Europe-made instruments and imported chemicals ; and it would materially help the teaching of chemistry in this country if carefully assorted chemical text chests could be provided to our students at a cheap price.

The experiments I have described in this book are mostly those which I performed at the Laboratory of the Calcutta Medical College in illustration of the Chemical lectures of Professor Macnamara and which were found to be the best suited to the requirements of Indian youths.

Showy and amusing experiments have been avoided, and only those selected which are best calculable to impress the subject on the minds of the students.

Opinion seems to be greatly divided as to the principle to be followed in the treatment of technical terms, the people of this country naturally wish for translations such as would be readily intelligible to the bulk of the people, and would easily bring home to them the purport of the subject taught. But much may be said on the other hand on the importance of preserving the unity of the language of science. Pending the solution of this much vexed question, I have deemed it advisable to retain the English terms giving them both in English letters as well as in vernacular translations. Exceptions, however, have been made in regard to such elements, as are well-known and have current vernacular names. The chemical symbols have been given uniformly in Roman letters. This plan, it is believed, will prove especially helpful to the learner in Bengali when he pursues his University course whether in competing for the B. A. or the first M. B. examination.

I am glad to note that the book has been adopted by Government as a standard text on chemistry in vernacular schools.

In conclusion I have thankfully to acknowlege my obligation to Babu Haridas Gargari, M. A., Professor, Physical Science, in the Free Church College, for the valuable assistance he has rendered me in the preparation of this edition."

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র ভূমিকার সারমর্ম

উপরিলিখিত ইংরেজী ভূমিকার সারমর্ম নিম্নে বাংলায় প্রদত্ত হইল—

জড়বিজ্ঞানের নিয়মাবলী সার্বভৌম—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু ইহাও সত্য যে, পৃথিবীর সর্বত্র একই পাঠ্য পুস্তকের সহায়তায় ঐ সার্বভৌম নিয়মাবলী সমভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। দেশভেদে ও রীতিভেদে উহা বিভিন্নভাবে সঙ্কলন না করিলে সহজে বোধগম্য হয় না। এই জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে কেবল ইংরেজী পুস্তকের আক্ষরিক অনুবাদের উপর নির্ভর করিলে চলে না। ঐ সকল গ্রন্থ এদেশের লোকের উপযোগী করিয়া সঙ্কলন করা উচিত। রসায়ন শাস্ত্রের ন্যায় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিষয়ে ঐ প্রকার সঙ্কলনের উপযোগিতা আরও বেশী দেখা যায়। রসায়ন সম্বন্ধে এদেশের পাঠকের উপযোগী গ্রন্থের অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অভাব মোচনের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ক্লাশগুলিতে রসায়ন বিষয়ে যতদূর অধ্যাপনা করা হয়, তত্তৎ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজী আদর্শ পাঠ্যপুস্তকগুলির যেমন শ্রেণী-বিভাগ আছে, সেরূপ শ্রেণী-বিভাগকে আমি আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকগুলি শ্রেণী-বিভাগের অনুযায়ী ক্রমানুসারে বহুভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রাথমিক পাঠ্যগ্রন্থগুলি ক্ষুদ্রতম এবং সহজ। যাহাই হউক বর্তমান গ্রন্থ প্রাথমিক পাঠ্য হিসাবে নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলেও, নিন্দনীয় হইবে না বলিয়া আমি আশা করি।

ভারতবর্ষে জড়বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান অন্তরায়—পরীক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জামের অভাব; প্রদেশগুলির প্রধান সহর ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যন্ত্রপাতি দুষ্প্রাপ্য। অত্যন্ত সাধারণ ধরণের যন্ত্রপাতিও দুর্মূল্য। রসায়নের শিক্ষকগণকে স্থানীয় উপকরণের দ্বারা নিতান্ত অকার্যকর যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। অধ্যাপনাকালে এ বিষয়ে আমি যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তদ্দ্বারা ছাত্রগণকে পরীক্ষামূলক কার্যে সাহায্য করিতে এই

পুস্তকে প্রয়াস পাইয়াছি। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি এবং তথা হইতে আনীত রাসয়নিক দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে অনেক পরীক্ষাই হওয়া সম্ভবপর নহে ; বস্তুত, যদি সস্তা দরে আমাদের ছাত্রগণকে সুনির্বাচিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির পেটিকা (Chemical Chest) সরবরাহ করা যায়, তাহা হইলে এদেশে রসায়ন শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ম্যাক্‌নামারার বক্তৃতাগুলি ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত উক্ত কলেজের পরীক্ষাগারে আমি যে সকল পরীক্ষা ছাত্রগণের সম্মুখে করিতাম, সেই পরীক্ষামূলক বিষয়গুলি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—যাহাতে ছাত্রগণের মনে রসায়নের আলোচ্য বিষয়গুলি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, সেইভাবেই বিষয়গুলি গ্রন্থ মধ্যে বর্ণিত হইল।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। এদেশের লোক সাধারণত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির এরূপ ভাষায় অনুবাদ চাহেন যদ্দারা দেশের অধিকাংশ লোক বর্ণিত বিষয়টি অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির ঐক্য এবং সার্বজনীনতা রক্ষা করা কর্তব্য। এই ঐক্য এবং সার্বজনীনতার একটা বিশেষ মূল্য আছে। পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কেহই কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দগুলি ব্যবহার করাই সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছি, তবে প্রত্যেক স্থলেই ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা ভাষার অক্ষরে একত্র দিয়াছি। কতকগুলি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ভাষায় চলিত হইয়াছে ; বলা বাহুল্য, ঐ সকল প্রচলিত শব্দ আমি গ্রহণ করিয়াছি। রাসয়নিক দ্রব্যের প্রতীকগুলি (Chemical Symbol) প্রত্যেক স্থলেই রোম্যান অক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দারা আমি আশা করি, বি এ এবং প্রাথমিক এম বি পরীক্ষার্থী যে সকল ছাত্র বাংলা ভাষায় রসায়ন পাঠ করিতে চান তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়সমূহে এই পুস্তকখানিকে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

ফ্রী চার্চ কলেজের জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপক বাবু হরিদাস গড়গড়ি এম এ

মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেই জন্য পরিশেষে আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র আলোচনা

কানাইলালের "রসায়ন-বিজ্ঞান" পুস্তকখানি ইংরেজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যেভাবে রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার অনুসরণে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য এই "রসায়ন-বিজ্ঞান" পুস্তক লেখা হয়।

সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল পূর্বে লিখিত এরূপ একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গী যে কিরূপ সরল ও সহজবোধ্য হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের "পদার্থ" নামক প্রথম অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

"আমরা ভূমণ্ডলে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ বলে। জল, বায়ু, গৃহ, বস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। এই পদার্থ সকল অবস্থা বিশেষে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি পদার্থ এরূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটে না। কতকগুলি পদার্থের ধর্মপরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু অবয়বের বিভিন্নতা সংঘটিত হয় না এবং আর কতকগুলি পদার্থ একেবারে পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকৃতি এবং নূতন ধর্ম প্রাপ্ত হয়। শক্তি বা ফোর্স (Force) এরূপ পরিবর্তনের নিদান। শক্তি দুই প্রকার (১) ভৌতিক (physical) বা স্বাভাবিক (natural) এবং রাসায়নিক (chemical) শক্তি।

(১) ভৌতিক শক্তি তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে—

(ক) উত্তাপ (Heat) ;

(খ) বৈদ্যুতিক স্রোত (Electric current) ;

(গ) চুম্বকাকর্ষণ (Magnetic attraction) ;

(ক) উদাহরণ ; একটি টাকা। ইহা একটি পদার্থ এবং কয়েকটি লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ গোলাকার, সচিত্র এবং সলিখন। ইহা উপযুক্ত উপায় দ্বারা উত্তপ্ত করিলে ক্রমশ দ্রব হইয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনরায়

শীতল করিলে উহার স্বভাব পরিবর্তনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না—রৌপ্যই থাকে—কিন্তু পূর্বের লক্ষণাদি কিছুই থাকে না। এ পরীক্ষায় কেবল লক্ষণ পরিবর্তিত হইতেছে।

(খ) রেসম অথবা ফ্ল্যানেল (Silk or Flannel) বস্ত্রের দ্বারা গালা (Sealing wax) কিম্বা কাচদণ্ড ঘর্ষণ করিলে ইহাদের অন্য কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লঘু বস্তুদিগকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এ স্থলে ধর্মপরিবর্তন হইতে দেখা যাইতেছে। এই ধর্মকে বৈদ্যুতিক ধর্ম বলে।

(গ) এক খণ্ড ইস্পাত চুম্বক প্রস্তরে (Loadstone) ঘর্ষণ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে উহার এক প্রান্ত উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিবে এবং কোন মতেই উহার দিক্ পরিবর্তন করিতে পারা যাইবে না। উহাতে Magnetism এর বল প্রযুক্ত হইয়াছে।

পারা কিম্বা এক টুক্রা লৌহ অথবা তাম্র গন্ধকের সহিত একত্র উত্তপ্ত করিলে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটনায় এক প্রকার পদার্থ সৃষ্ট হইবে। ইহার আকার এবং ধর্ম গৃহীত পদার্থ (পারা, লৌহ এবং গন্ধক) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইরূপ সংযোজন শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি (chemical force) বলে।

যে শাস্ত্র দ্বারা পদার্থ-(জান্তব, উদ্ভিদ্ এবং পার্থিব)দিগের স্বভাব, নির্মাণ এবং ধর্ম নির্বাচন করিতে পারা যায় তাহাকে রসায়ন-বিজ্ঞান বা কেমিষ্ট্রী (Chemistry) বলে।"

ইহার পরে গ্রন্থকার সামান্য বা রূঢ় (simple or elementary) এবং যৌগিক (compound) এই দুই প্রকার পদার্থের বর্ণনা করিয়াছেন। রসায়ন-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা যে চৌষট্টিটি রূঢ় পদার্থ নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পঞ্চাশটি অধাতব (non-metals) ও চৌদ্দটি ধাতব (metals) পদার্থের একটি বিস্তৃত তালিকা তিনি প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় পদার্থগুলির নাম, তাহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন (symbols) ও গুরুত্ব (atomic weight) দেওয়া হইয়াছে। পরে ইহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা আছে।

পুস্তকখানি সুবৃহৎ, ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৪৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। নিম্নলিখিত বিরাশিটি বিষয় লইয়া গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন—

১। পদার্থ

২। রূঢ় পদার্থ (Elementary Substances)

৩। সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Symbols)

৪। যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ (Compound Substances)

৫। রাসায়নিক যোগ

৬। সংজ্ঞা

৭। নামকরণ

৮। পরিমাণ-প্রণালী (Weights and Measures)

৯। অধাতব রূঢ় পদার্থ

১০। অক্সিজেন বা অম্লজান (Oxygen)

১১। অজোন বা গন্ধাম্লজান (Ozone)

১২। হাইড্রোজেন্ বা জলজান (Hydrogen)

১৩। আয়তন ও পেষণের সম্বন্ধ

১৪। তাপক্রমের পরিমাপ

১৫। বায়ুমান যন্ত্র বা ব্যারমিটর (Barometer)

১৬। হাইড্রোজেন্ অক্সাইড (Oxides of Hydrogen)

১৭। হাইড্রোজেন ডাই-অক্সাইড বা দ্ব্যম্ল জলজান (Hydrogen Di-oxide)

১৮। নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান (Nitrogen)

১৯। বায়ুমণ্ডল

২০। নাইট্রক্সাইড (Compounds of Nitrogen with Oxygen)

২১। বাষ্পসমূহের সাংযোগিক আয়তন (Combining Volumes of Gases)

২২। নাইট্রিক য়্যাসিড বা যবক্ষার দ্রাবক (Nitric Acid or Hydrogen Nitrate)

২৩। সত্তাপরীক্ষণ

২৪। নাইট্রোজেন পেণ্টক্সাইড

২৫। নাইট্রস অক্সাইড কিম্বা নাইট্রোজেন মোনক্সাইড (Nitrous. Oxide or Nitrogen Monoxide)

২৬। নাইট্রিক অক্সাইড কিম্বা নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (Nitric Oxide or Nitrogen Di-oxide)

২৭। নাইট্রস য়্যাসিড বা নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড (Nitrous Acid or Nitrogen Tri-oxide)

২৮। নাইট্রিক্ পারঅকসাইড বা নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড (Nitrogen Tetroxide)

২৯। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন, য়্যামোনিয়া (Nitrogen and Hydrogen—Ammonia)

৩০। কার্বণ বা অঙ্গার

৩১। কার্বণিক য়্যাসিড (Carbon Di-oxide, commonly called Carbonic Acid)

৩২। কার্বণিক অক্সাইড কিম্বা কার্বণ-মোনক্সাইড গ্যাস (Carbon Monoxide or Carbonic Oxide Gas)

৩৩। মার্শ গ্যাস বা জলা-বাষ্প (Methyl Hydride, Light Carburetted Hydrogen or Marsh Gas)

৩৪। য়্যাসিটাইলীন (Acetylene)

৩৫। ওলিফায়াণ্ট গ্যাস (Ethylene, Heavy Carburetted Hydrogen or Olefiant Gas)

৩৬। কোল্ গ্যাস (Coal Gas)

৩৭। দীপশিখার গঠন (Structure of Flame)

৩৮। কার্বণ এবং নাইট্রোজেন্ (Carbon and Nitrogen) এবং সাইয়ানোজেন্ যৌগিক সকল (Cyanogen compounds)

৩৯। ক্লোরীন

৪০। হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড বা লবণাম্ল (Hydrochloric Acid)

৪১। ক্লোরীন এবং অক্সিজেন (Chlorine and Oxygen)

৪২। ব্রোমীণ

৪৩। আয়োডীন

৪৪। হাইড্রিয়ডিক্ য়্যাসিড (Hydriodic Acid)

৪৫। ফ্লুরীণ (Fluorine)

৪৬। গন্ধক (Sulphur)

৪৭। সলফিউরস্ য়্যান্হাইড্রাইড্ কিম্বা সলফর্ ডাইঅক্সাইড্ (Sulphurous Anhydride)

৪৮। সলফিউরিক য়্যাসিড (Sulphuric Acid)

৪৯। সল্ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphuretted Hydrogen)

৫০। ধাতু সকলের শ্রেণী বিভাগ

৫১। কার্বণ ডাই-সল্ফাইড্ (Carbon Disulphide)

৫২। সিলীনিয়ম ও টেলিউরিয়ম (Selenium and Tellurium)

৫৩। ফস্ফরস্ (Phosphorus)

৫৪। ফস্ফরিক য়্যানহাইড্রাইড্

৫৫। ফস্ফিউরেটেড হাইড্রোজেন্ (Phosphuretted Hydrogen)

৫৬। সিলিকন্ (Silicon)

৫৭। বোরণ (Boron)

৫৮। পারমাণবত্ব (Atomicity)

৫৯। ধাতব রূঢ় পদার্থ সকল

৬০। পটাশিয়ম (Potassium)

৬১। সোডিয়ম্ (Sodium)

৬২। এমোনিয়ম্

৬৩। রৌপ্য (Silver)

৬৪। ক্যালসিয়ম্ (Calcium)

৬৫। ষ্ট্রন্সিয়ম (Strontium)

৬৬। বেরিয়ম্ (Barium)

৬৭। ম্যাগ্নিসিয়ম (Magnesium)

৬৮। জিঙ্ক বা দস্তা (Zinc)

৬৯। তাম্র (Copper)
৭০। পারদ (Mercury)
৭১। সীস (Lead)
৭২। আলুমিনিয়ম (Aluminium)
৭৩। ক্রোমিয়ম (Chromium)
৭৪। লৌহ (Iron)
৭৫। কোবল্ট ও নিকেল (Cobalt and Nickel)
৭৬। ম্যাঙ্গেনিস (Manganese)
৭৭। স্বর্ণ (Gold)
৭৮। টীন (Tin)
৭৯। প্ল্যাটিনম (Platinum)
৮০। আর্সেনিক বা হরিতাল (Arsenic)
৮১। এণ্টিমণি (Antimony)
৮২। বিস্মথ (Bismuth)

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র সমসাময়িক অন্যান্য পুস্তক

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর কানাইলালের "রসায়নবিজ্ঞান" প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরেই বাংলায় এইচ্ ই রস্কো সাহেবের (H. E. Roscoe) "রসায়ন-সূত্র"ও বাহির হয়। কিন্তু "রসায়ন-বিজ্ঞান" গ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থখানি আকারে অনেক ছোট—ডিমাই আট পেজী আকারে ৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুস্তকখানি সচিত্র। অধুনা এ গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রকাশক থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানী এই "রসায়নসূত্র" প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

"A Primer
of
Chemistry
by
H. E. Roscoe

Professor of Chemistry in Owen's College, Manchester; auther of 'The Spectrum Analysis', 'Lessons in Elementary Chemistry.'

Translated into Bengali
Price, Eight Annas

রসায়ন-সূত্র।

'ছায়া বিশ্লেষণ', 'রাসায়নিক তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা এবং ওএন কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রাধ্যাপক

এইচ্ ই রস্কো প্রণীত

মূল্য আট আনা।

Calcutta

Thacker, Sprink and Co.,

Publishers to the Calcutta University.

1875"

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বিশ বৎসর পূর্বে রেভারেণ্ড জে লং সাহেব "A Descriptive Catalogue of Bengali Works" বাহির করেন। সেই তালিকার "Natural Philosophy" অধ্যায়ে তিনি, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় লিখিত একখানি রসায়ন-গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠিক কোন সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এখানে উক্ত তালিকা হইতে গ্রন্থখানির বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল—

"186. (Anglo-Bengali) Chemistry, Mack's, Kimiya Videa Sar, Roz & Co., 2 Rs. 8 as. pp. 337. Treats of Chemical forces, caloric, light, electricity, chemical substances, oxygen, chlorine, bromine, hydrogen, nitrogen, sulphur, phosphorus, carbon, boron, selenium, the steam engine: designed to have been the first of a series of treatises in Bengali on scientific subjects. The author was an able Bengali Scholar."*

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৪৯

লং সাহেবের মতে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে ইহাই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

'রসায়ন-বিজ্ঞানে'র চিত্র-তালিকা

ডাক্তার কানাইলালের "রসায়ন-বিজ্ঞান" গ্রন্থে সর্বসমেত ২৭খানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এগুলি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের চিত্র। নিম্নে তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল—

'রসায়ন-বিজ্ঞানে' ব্যবহৃত পরিভাষা

কানাইলাল এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—

Absolute—নিরপেক্ষ
Active modification—উদ্‌যুক্ত রূপান্তর
Aerometer—বায়ুমান
Air-thermometer—বায়ু-তাপমান যন্ত্র
Air-tight—বায়ুপ্রসরবিহীন
Alcohol—সুরাসার
Alkali—ক্ষার
Alkaline—ক্ষার য়্যামোনিয়া
Alloy—মিশ্র
Amethyst—নকল-মণি
Amorphous—নিরূপ
Analysis—বিশ্লেষণ
Animal charcoal—প্রাণী দগ্ধাঙ্গার
Antichlor—ক্লোরিণ প্রতিষেধক
Atmospheric pressure—বায়ুভার

Atoms—পরমাণু
Atomicity—পারমাণবত্ব
Atomic theory—পরমাণুবাদ
Atomic weight—পারমাণবিক গুরুত্ব
Barometer—বায়ুমান যন্ত্র
Bead—কাঁটি
Belljar—কাচ-ঘট
Bleaching powder—শুক্লীকারক চূর্ণ
Bitumenized—তৈলাক্ত
Boiling point—স্ফোটন চিহ্ন
Bulb—কন্দ
Burner—গ্যাসালোক
Centigrade scale—শতাংশিক মাপন দণ্ড
Charcoal—দগ্ধাঙ্গার
Chemical composition—রাসায়নিক সমাস
Circulation—গতি
Coarse—স্থূল
Combining number—সাংযোগিক সংখ্যা
Combining weight—সাংযোগিক গুরুত্ব
Composition—সমাস
Compound—যৌগিক
Compound body—যৌগিক পদার্থ
Compressible—সম্পেষণীয়
Constituents উপাদানসমূহ
Constitution—প্রকৃতি
Contraction—সংকোচন
Cubic metre—ঘনমিটর
Cylinder—পাত্র

Dazzling—দৃষ্টি-সন্তাপক
Decomposed— বিসমাসিত
Density—গুরুত্ব বা ঘনতা
Destructive—প্রণাশী
Dialysis—অন্তঃশ্লেষণ
Diffusion—বিকিরণ
Disinfectant—বিসংক্রামক
Displacement—স্থানচ্যুতি
Distil—চুয়ান, পরিস্রব
Double decomposition—দ্বৈধবিসমাস
Ductile—তননসহ
Dynamic—সাধারণ গতিশীল
Ebullition—ফুটা
Effloresce—খৈপ্রস্তুত হওন
Elastic force—স্থিতিস্থাপক শক্তি
Electricity—তড়িত-স্রোত
Electric current—বৈদ্যুতিক স্রোত
Electric discharges—বৈদ্যুতিক স্রোত
Elementary chemistry—প্রারম্ভক-রসায়ন
Equation—সমীকরণ
Evaporation—বাষ্পীকরণ প্রণালী
Exact composition—প্রকৃত সমাস
Expansion—বিস্তৃতি
Explosion—আস্ফোট
Explosive mixture - স্ফোটপ্রবণ-মিশ্রণ
Fermentation—অন্তরুৎসেক প্রক্রিয়া
Ferrous sulphate—হীরাকস
Fibrous—তান্তব

Filter—পরিমৃষ্ট
Formula—সাঙ্কেতিক অক্ষর
Freezing point—ঘনীকরণ চিহ্ন, জড়ীকরণ চিহ্ন
Fusible matter—দ্রবণীয় ধাতু
Glass flask—কাচ কুপী
Glauber's salt—সলফেট অব্ সোডা
Graduation—অঙ্কন
Graduation—তাপমান যন্ত্রের চিহ্নীকরণ
Heat of liquidity—তরলীকরণ উষ্ণতা
Horizontal—সমভূত
Hydrogen Di-oxide—দ্ব্যম্ল জলজান
Hygrometer—আর্দ্রতামান
Hygroscopic substance—রসপরিমাপক দ্রব্য
Incompressible—অসম্পেষণীয়
Induction coil—সংক্রামণ তড়িত যন্ত্র
Inversely proportional—বিপর্যস্তানুপাতিক
Inverted—অধোমুখ
Invisible—অবিভাজ্য
Juxtaposition—অবিচ্ছিন্ন সমীপতা
Laboratory—পরীক্ষণাগার
Latent—বিলীন
Laughing gas—প্রহসক বাষ্প
Lead oxide—মুদ্রাশঙ্খ
Liberated—বিমুক্ত
Lime stone—কঙ্কর বা চূর্ণোপল
Magnetic attraction—চুম্বকাকর্ষণ
Malleable—নমনীয়
Malleability—ঘাতবর্ধনীয়তা

Mechanical mixture—মিশ্র পদার্থ
Melting—দ্রবমান
Melting point—দ্রব-চিহ্ন
Metals—ধাতব
Metals of the alkalies—ক্ষারীয় ধাতু
Meteoric iron—উল্কা
Mixture—মিশ্রণ
Moist air—সরস বায়ু
Molecules—অণু
Molecule weight—আণব গুরুত্ব
Molten—দ্রবীভূত
Multiple proportion—গুণিতক অনুপাত
Nascent—নব-জাত
Neutral—মধ্যস্থ
Nitre—যবক্ষার
Non-metals—অধাতব
Organic matter—জৈবনিক পদার্থ
Oxidiser—অক্সাইড্ জারক
Oxidising agent—প্রবলজারক
Ozone—গন্ধাম্লজান
Pentoxide—যৌগিক পদার্থ
Physical—ভৌতিক
Pig-iron—খনিজ লৌহ
Polar regions—কেন্দ্রীয় প্রদেশ
Prism—বেলওয়ারি কাচাকার
Properties—ধর্ম
Qualitative—বৈশেষিক
Quantitative—পারিমাণিক

Quantitative analysis—পারিমাণিক বিশ্লেষণ
Quantivalence—পারমাণবত্ব
Rapid effervescence—ত্বরিত আলোড়ন
Re-action—প্রতিক্রিয়া
Receiver—আবরক
Red oxide of mercury—লোহিত রস-ভস্ম
Refractive power—অবক্ষেপণকারী শক্তি
Saturated—(জলীয়) বাষ্পসিক্ত
Saturated with moisture—আর্দ্রতাসিক্ত
Simple or elementary—সামান্য বা রূঢ়
Solder—ঝাল
Solution—দ্রাবণ
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
Spirit lamp—মদ্যসার প্রদীপ
Starch—শ্বেতসার
Static—স্থিতিশীল
Sublimation—মহতীকরণ
Symbols—চিহ্ন বা সঙ্কেত
Synthesis—সংশ্লেষণ
Synthesis by weight—গুরুত্বের সাংযোজিক পরীক্ষা
Synthetical Experiment—সাংশ্লেষিক পরীক্ষা
Telescope—দূরবীক্ষণ
Temperate Zone—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল
Tenacious—তননশীল
Test-tube—পরীক্ষানল
Thermal units—উষ্ণতা-একক
Tube furnace—দীর্ঘ নলাগ্নি
Turbidity—কলুষতা

Uniform—সমরূপ

Uniform bore—সমরন্ধ্র

Vacuum—শূন্য

Vegetable blue coloring matter—জবাফুলের কাগজ

Velocity of diffusion—বিকিরণ বেগ

Ventilation—ব্যজন

Volatile—উদ্বায়ী

Volume—আয়তন

Wire gauze—ধাতু-সূত্র-জাল

Wrought—সংস্কৃত

Wrought iron—সংস্কৃত লৌহ

উদয়চাঁদ আঢ্য

বংশ-পরিচয়

উদয়চাঁদ আঢ্য মহাশয় আমড়াতলার সুপ্রসিদ্ধ আঢ্যবংশে আনুমানিক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথমেই আমড়াতলার আঢ্যপরিবারের একটি বংশ-তালিকা এই স্থলে প্রদত্ত হইল।
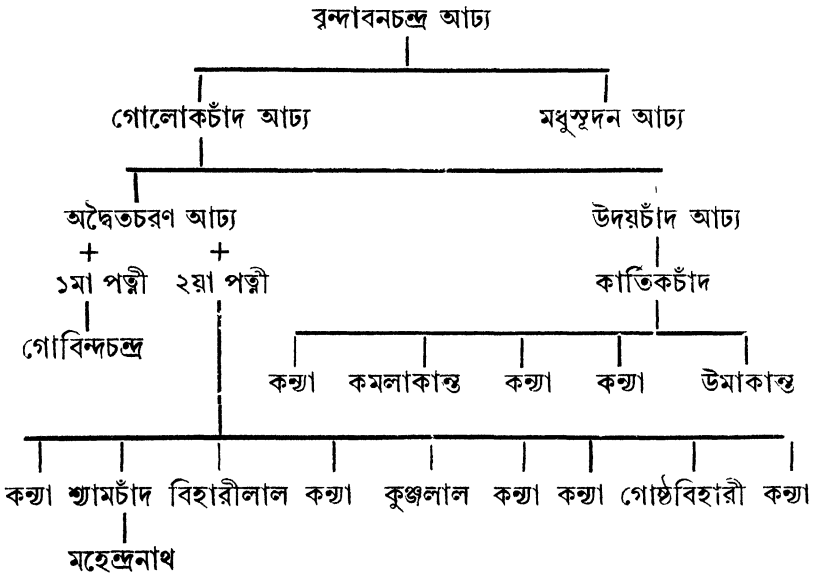
অদ্বৈত ও উদয়বাবুর পিতামহ বৃন্দাবনবাবু বড়বাজারনিবাসী স্বর্গীয় নিমাইচরণ মল্লিক* মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। বৃন্দাবনবাবুর গোলোকচাঁদ ও মধুসূদন নামে দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ গোলোকচাঁদের দুই পুত্র, অদ্বৈতচরণ ও উদয়চাঁদ; কনিষ্ঠ মধুসূদনের পুত্র নবীনচাঁদ ও পৌত্র নগেন্দ্রনাথ।

---

* শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকার-প্রাপ্ত স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ মল্লিক মহাশয়ের ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ; আনুমানিক ১০২০ সালে বৈদ্যনাথবাবু সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

৺উদয়চাঁদ আঢ্য

আমড়াতলায় প্রায় ১৪।১৫ কাঠা জমির উপর তাঁহাদের বাড়ী। প্রশস্ত ঠাকুরদালান; সেই দালানে কার্তিক ও জগদ্ধাত্রী পূজা এবং দোলের সময় খুব ঘটা করিয়া উৎসব হইত। তাঁহাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এবং তাঁহারা খড়দহনিবাসী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত গোস্বামিপাদগণের শিষ্য ছিলেন।

উদয়বাবুর একমাত্র পুত্র কার্তিকচাঁদ। বর্তমানে তিনি মৃত; তবে শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত আঢ্য ও শ্রীযুক্ত উমাকান্ত আঢ্য নামে কার্তিকবাবুর দুই পুত্র বর্তমান।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়'

"সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" বাংলার একখাদি পুরাতন সংবাদপত্র। কলিকাতা আমড়াতলানিবাসী সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভব স্বর্গীয় উদয়চাঁদ আঢ্য ও অদ্বৈতচরণ আঢ্য এই উভয় ভ্রাতার অর্থানুকূল্যে ও সাহায্যে ইহা প্রকাশিত হইত। একশত সাত বৎসর পূর্বে এই দুই সাহিত্যানুরাগী ধনাঢ্য ভ্রাতার আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে এই পত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং তিয়াত্তর বৎসর পরিচালিত হইয়া গত ১৩১৪ সালে ইহার তিরোভাব ঘটিয়াছে।

বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশ সংবাদ ও সাময়িকপত্রবহুল; ইহাদের অধিকাংশেরই পরমায়ু অল্প। "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" ব্যতীত একই নামে এতাধিক কাল স্থায়ী কোন বাংলা সংবাদপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রকাশ-কাল

পাদরী লং সাহেব (Rev. J. Long) "সংবাদ ও সাময়িক পত্র তালিকায়" * ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দকে (সন ১২৪২ সাল) ইহার প্রথম প্রকাশের

---

* (ক) Catalogue of Bengali Newspapers and Periodicals, which have issued from the press from the year 1818 to 1855, p. 145;

(খ) "The Calcutta Native Press", an article published in the Calcutta Christian Observer for February, 1840;

(গ) "বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস", নবজীবন, ২য় বর্ষ (১২৯২—১২৯৩), পৃঃ ৭৩২।

কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী লেখকগণও* ঐ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দকেই ইহার প্রথম প্রকাশের সময় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই পত্রের নিম্নলিখিত খণ্ড কয়েকটি দেখিয়া আমরাও লং সাহেবের মতের সমর্থন করিতেছি। ফাইলগুলির মধ্যে ইহার প্রথম প্রকাশের সময় সম্বন্ধে বহু সন্দেহের কারণ থাকিলেও, আলোচনার পর সে ভ্রমগুলির নিরাকরণ হইয়াছে।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সংগৃহীত সংখ্যার তালিকা

১৬ খণ্ড	১২৫৭ সাল	(১৮৫০—১৮৫১ খৃষ্টাব্দ)		
১৭ খণ্ড	১২৫৮ ,,	(১৮৫১—১৮৫২ ,,)		
৩১ খণ্ড	১২৭২ ,,	(১৮৬৫—১৮৬৬ ,,)		
৪৪ খণ্ড	১২৮৫ ,,	(১৮৭৮—১৮৭৯ ,,)		
৪৭ খণ্ড	১২৮৮ ,,	(১৮৮১—১৮৮২ ,,)		
৪৮ খণ্ড	১২৮৯ ,,	(১৮৮২—১৮৮৩ ,,)		
৫১ খণ্ড	১২৯২ ,,	(১৮৮৫—১৮৮৬ ,,)		
৫২ খণ্ড	১২৯৩ ,,	(১৮৮৬—১৮৮৭ ,,)		
৫৭ খণ্ড	১২৯৪ ,,	(১৮৮৭—১৮৮৮ ,,)	Established	1829
৫৮ খণ্ড	১২৯৫ ,,	(১৮৮৮—১৮৮৯ ,,)	,,	1829
৫৯ খণ্ড	১২৯৬ ,,	(১৮৮৯—১৮৯০ ,,)	,,	1829
৬০ খণ্ড	১২৯৭ ,,	(১৯৯০—১৮৯১ ,,)	,,	1829

* (ক) শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাশয়ের "বঙ্গীয় সংবাদপত্র" প্রবন্ধ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সন ১৩০৪ সাল), পৃঃ ১১৩ ;

(খ) স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের "বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধ (জন্মভূমি, সন ১৩০৪ সাল, কার্তিক), পৃঃ ৩২৮ ;

(গ) স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থ (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৩৭৫ ;

(ঘ) শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রণীত "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থ, পৃঃ ৪১ ;

(ঙ) "History of the Press in India" by Mr. S. C. Sanial, Calcutta Review, January 1911, p. 32.

৬১ খণ্ড ১২৯৮ সাল (১৮৯১—১৮৯২ খৃষ্টাব্দ) Established 1829
৬৩ খণ্ড ১৩০০ ,, (১৮৯৩—১৮৯৪ ,,) ,, 1830
৭৮ খণ্ড ১৩১৪ ,, (১৯০৭—১৯০৮ ,,) ,, 1828

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রকাশকালের আলোচনা

১৭ হইতে ৫২ খণ্ডের ফাইল দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ বা ১২৪২ সালেই এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী ফাইলগুলির খণ্ড-নির্দেশ দেখিলে এ সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িতে হয়। আবার শেষোক্ত ৭ খণ্ড ফাইলের মধ্যে ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬১ খণ্ডের প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে ইংরেজী অক্ষরে স্পষ্টরূপে Established 1829 (অর্থাৎ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) মুদ্রিত আছে। সেইরূপ ৬৩ খণ্ডের প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে Established 1830 এবং ৭৮ খণ্ডের প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে Established 1828 মুদ্রিত আছে। ইহার প্রথম প্রকাশের কাল বলিয়া তিন বিভিন্ন খৃষ্টাব্দের (1829, 1830, 1829) উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি ভ্রমাত্মক ও পরস্পর বিরোধী। আরও একটি বিশেষ কারণে এ ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। বর্তমান স্থলে "খণ্ড" বলিতে প্রতি এক বৎসরের সম্পূর্ণ পত্র বুঝাইতেছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পত্র "৫২ খণ্ড" হইলে, পরবর্তী বৎসরের অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পত্র "৫৭ খণ্ড" হইতে পারে না। এই ৫৭ খণ্ডেরও প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে Established 1829 ছাপ দেওয়া আছে। ইহার দ্বারা পত্রিকার পরমায়ু একেবারে চারি বৎসর বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ

৫৩ খণ্ডের স্থলে ৫৭ খণ্ড (১২৯৪ সাল)
৫৪ ,, ,, ৫৮ ,, (১২৯৫ ,,)
৫৫ ,, ,, ৫৯ ,, (১২৯৬ ,,)
৫৬ ,, ,, ৬০ ,, (১২৯৭ ,,)
৫৭ ,, ,, ৬১ ,, (১২৯৮ ,,)

করা হয়। তারপর ১২৯৮ হইতে ১৩১৪ সাল এই ১৭ বৎসরের মধ্যেও

এক বৎসর সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও পূর্বলিখিত মত ১২৯৮ সালের পত্রকে "৬১ খণ্ড" বলিয়া ধরিয়া লইলে, ১৩১৪ সালের পত্র "৭৭ খণ্ড" হয়, কিন্তু সে স্থলে উক্ত ১৩১৪ সালের পত্রকে "৭৮ খণ্ড" বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপে যে ১৩১৪ সালের পত্র তিয়াত্তর খণ্ড হওয়া উচিত, মধ্যভাগে পাঁচ বৎসর বর্ধিত হওয়ায় ফলে তাহা "৭৮ খণ্ডে" পরিণত হইয়াছে। হিসাব মত এই ১৩১৪ সালের (১৯০৭।১৯০৮ খৃষ্টাব্দে) পত্র ৭৩ খণ্ড বা ৭৩ বর্ষ হইলে, লং সাহেব এবং অন্যান্য লেখকবর্গ নির্দিষ্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ বা ১২৪২ সালকে নিঃসংশয়রূপে ইহার প্রথম প্রকাশের কাল বলিতে হইবে।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রকাশকালের আভ্যন্তরিক প্রমাণ

১২৫৭ সালের (১৮৫০ খৃঃ) ১লা বৈশাখের পত্র ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে—"অদ্য আমাদিগের বড় আহ্লাদের দিন ; সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় অদ্য * ষোড়শ বর্ষে প্রবৃত্ত হইল। যে কালে ভূমণ্ডল মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের প্রকাশ ছিল না, যে কালে অন্যান্য জাতীয় সভ্য লোকের রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়, যে কালে এই ভারতবর্ষের নব্য রাজধানী কলিকাতা নগরে ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র দুই একটি স্থাপিত হইয়া তাহা হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পুস্তক ও সমাচারপত্র প্রচার হইত, যে কালে এখানে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়া কিছু কিছু পুস্তক ও দুই একখানি সংবাদ-পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইল, যে কালে আমরা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় মাসান্তে প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই সকল ভিন্ন কালের সহিত বর্তমান কালের তুলনা করিলে নিশ্চয় প্রতীত হয় যে, এই কালে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধীকরণ পক্ষে যেমন সর্ব কনিষ্ঠ, তেমনি ঐ বিষয়ের বিশেষ পরিণামকারী হইয়াছে।" ১২৫৭ সাল বা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ ষোড়শ বর্ষ

* অর্থাৎ ১লা বৈশাখ, ১২৫৭ সাল

হইলে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ বা ১২৪২ সালেই "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" বাহির হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক সংবাদ ও সাময়িক পত্রের তালিকা

এই পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে লং সাহেবের মতে নিম্নলিখিত সংবাদ ও সাময়িক পত্র বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল*—

পত্র বা পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশের সময়	সম্পাদকের নাম
১। বেঙ্গল গেজেট	১৮১৬ খৃষ্টাব্দ	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য
২। সমাচার-দর্পণ	১৮১৮ "	রেভারেণ্ড জে মার্শম্যান
৩। সংবাদ-কৌমুদী	১৮১৯ "	তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। সমাচার-চন্দ্রিকা	১৮২২ "	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। সংবাদ-তিমিরনাশক	... ...	কৃষ্ণমোহন দাস
৬। বঙ্গদূত	... ...	নীলরত্ন হালদার
৭। সংবাদ-প্রভাকর	১৮৩০ খৃষ্টাব্দ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৮। সংবাদ-সুধাকর	... ...	প্রেমচাঁদ রায়
৯। অনুবাদিকা	... ...	
১০। জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১ খৃষ্টাব্দ	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিক মল্লিক
১১। সুখাকর	... ...	পি রায়
১২। সংবাদ-রত্নাকর	... ...	ব্রজমোহন সিংহ
১৩। সমাচার সভারাজেন্দ্র	... ...	দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪। শাস্ত্রপ্রকাশ	... ...	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
১৫। বিজ্ঞান সেবধি	... ...	গঙ্গাচরণ সেন

* Long's Cata. (quoted already) p. 145

পত্র বা পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশের সময়	সম্পাদকের নাম
১৬। জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ	১৮৩১ খৃষ্টাব্দ	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
১৭। জ্ঞানোদয়	... ...	রামচন্দ্র মিত্র
১৮। পশ্বাবলী	... ...	রামচন্দ্র মিত্র
১৯। সংবাদ-রত্নাবলী	১৮৩২ খৃষ্টাব্দ	মহেশচন্দ্র পাল
২০। সংবাদ-সার-সংগ্রহ	... ...	বিনয়মাধব দে

এতদ্ব্যতীত লং সাহেব লিখিত Early Bengali Literature and Newspapers নামক প্রবন্ধে[১] ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ সেবধি" (Brahman Sebadi) নামক পত্রিকার (উক্ত প্রবন্ধে ১৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি বোধ হয় এই পত্রিকাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—Ram Mohan Roy commenced in 1821 a Bengali Periodical, the Brahmanical Magazine) এবং শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল মহাশয় লিখিত History of the Press in India[২] নামক প্রবন্ধে "রত্নাবলী" নামক সংবাদপত্রের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধে[৩] ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত "সত্যবাদী" নামক আর একখানি সংবাদপত্রেরও নিদর্শন আছে।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রচার-সংখ্যা

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যান (Rev. John Clark Marshman) সাহেব তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের (Lord Auckland) দরবারে বাংলা সংবাদপত্রের যে বিবরণী পেশ করেন, তাহাতে তিনি তৎকাল-প্রচলিত নিম্নলিখিত পাঁচখানি সংবাদপত্রের (প্রচার-সংখ্যা সমেত) নামোল্লেখ করেন[৪]।

---

১ Calcutta Review, Vol. XIII, 1850, p. 124

২ ঐ Vol. CXXXII, 1911, p. 26

৩ জন্মভূমি, ৭ম বর্ষ, কার্তিক ১৩০৪, পৃঃ ৩২৭

৪ Calcutta Review, Vol. CXXXII, 1911, p. 33

১।	সমাচার-চন্দ্রিকা	...	প্রচার-সংখ্যা	২০০ কিম্বা ২৫০
২।	সমাচার-দর্পণ	...	"	৩৯৮
৩।	বঙ্গদূত (Bengal Herald)...		"	৭০র নিম্নে
৪।	পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	"	প্রায় ১০০
৫।	জ্ঞানান্বেষণ	...	"	১৫০।২০০

ইহা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশের এক বৎসর পরে, ইহার প্রচার-সংখ্যা একশত ছিল।

১২৬০ সালে (১৮৫৩-১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) প্রকাশিত লং সাহেবের তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনিশ খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্রের মধ্যে তৎকালে মাত্র দুইখানি দৈনিক পত্র বর্তমান। একখানি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ-প্রভাকর" এবং অপরখানি অদ্বৈতচরণ আঢ্য সম্পাদিত "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়"। সে সময়ে প্রভাকরের প্রচার-সংখ্যা ৮০০ শত ও পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ৪০০ শত ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে* এই পত্রের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"১৮৪০ খৃষ্টাব্দের 'ইংলিশম্যান' পত্রে বাংলা সমাচার পত্রিকার যে ইতিবৃত্ত দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তখন পর্যন্ত ইহার—

কলিকাতায়——৭৭৮ জন
মফস্বলে —— ৫৫ জন

মোট ৮৩৩ জন

গ্রাহক ছিলেন। সেই সুপ্রাচীন সময়ের পক্ষে ঐ গ্রাহক-সংখ্যা আশাপ্রদ।"

---

* ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Calcutta Christian Observer নামক একখানি সাময়িক পত্র বাহির হইত। তাহার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় "The Calcutta Native Press" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধ-লেখকের নামের স্থলে 'Cinsurensis' (চুঁচুড়ার) শব্দটি মাত্র লেখা আছে। ইংলিশম্যান-পত্রের সম্পাদক মহাশয় ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে ঐ সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন। ঐ প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, কার্তিক ১৩০৪, পৃঃ ৩২৯) পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রচার-সংখ্যা উল্লেখ করেন।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদকগণ

ইহা ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত পাঁচ জন সম্পাদকের অধীনে পরিচালিত হইয়াছিল—

১।	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩৫—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ
২।	উদয়চাঁদ আঢ্য	১৮৩৮—১৮৪০ ,,
৩।	অদ্বৈতচরণ আঢ্য	১৮৪১—১৮৭৩ ,,
৪।	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য	১৮৭৩—১৮৯৫ ,,
৫।	মহেন্দ্রনাথ আঢ্য	১৮৯৫—১৯০৭ ,,

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদক উদয় বাবু

প্রথম দুই বৎসর হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "পূর্ণচন্দ্রোদয়" সম্পাদন করেন। তৎপরে তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হইয়া ঢাকায় গমন করেন[১]; তখন (১৮৩৮ খৃঃ) উদয় বাবু ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পত্রিকা সম্পাদনের পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি আব্‌গারী বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং সেই কারণে বাধ্য হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদন ত্যাগ করেন।

কর্ম-জীবন

উদয়বাবু অদ্বৈতবাবু অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের ছোট ছিলেন। উদয়চন্দ্র, একজন সিনিয়র স্কলার ছিলন। প্রথমত তিনি মাসিক এত শত টাকা বেতনে কলিকাতা ট্রেজারীতে কর্ম করিতেন। তদনন্তর লবণ-বিভাগে কিছুদিন কার্য্য করিলে পর, আড়াইশত টাকা বেতনে আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই কর্মোপলক্ষে তাঁহাকে ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যেদিন তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে ডেপুটীর পদ প্রাপ্ত হন, সেই দিনই তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতার বাটীতে ৩৫ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।[২]

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩০৪ সাল, পৃঃ ১১৩

২ বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক, পৃঃ ৪১

গৌরহরি সেন

জন্ম ও পিতৃ-পরিচয়

'চৈতন্য লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন মহাশয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মঙ্গলবার কলিকাতার আহিরীটোলা পল্লীতে সুবর্ণবণিক্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর সেন। বিশ্বম্ভর বাবু স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকুরী গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কের কার্যে তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি মাসিক প্রায় ৩০০৲ টাকা বেতন পাইতেন, এবং আহিরীটোলা ও বিডন ষ্ট্রীটে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। বিশ্বম্ভর বাবু সত্যনিষ্ঠ ও স্বজাতিহিতকামী ছিলেন। তৎকালীন রক্ষণশীলতার মধ্যেও ইয়োরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তিনি স্ত্রী, কন্যা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে ইংরেজী ও বাংলা লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। গৌরহরি বাবুর মাতা ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প জানিতেন এবং শেষ বয়সে দৌহিত্রদের গল্পচ্ছলে রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানাদি বিবৃত করিয়া শুনাইতেন।

বাল্যজীবন ও বিদ্যাশিক্ষা

পাঁচ বৎসর বয়সে গৌরহরি বাবু আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে থাকেন। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক বৎসরই পরিতোষিক লাভ করিতেন। ১১ বৎসর বয়সে তিনি উক্ত বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রৌপ্যপদক পান এবং হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলেও তাঁহার স্বভাবের মাধুর্যের জন্য শিক্ষকেরা এবং সহপাঠীরা তাঁহাকে ভালবাসিত। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক ও ইতিহাসে যেরূপ মনোযোগ ছিল সংস্কৃতে সেরূপ ছিল না। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পড়িবার জন্য ডাফ কলেজে ভর্তি হইলেন।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতা রচনার দিকে ঝোঁক ছিল ; সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবের জন্য তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত।

ইংরেজী রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন

একবার একজন মিশনারী বিলাত হইতে কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া কলেজের ছাত্রবর্গের সম্মুখে ঘোষণা করিলেন যে, পরদিন যে ছাত্র কলেজে বসিয়া ইংরেজী প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তিনি তাহাকে ১৫৲ টাকা নগদ পুরস্কার দিবেন ; কলেজের সকল ছাত্রই উক্ত প্রতি-যোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে এবং রচনার বিষয় পূর্বে বলিয়া দেওয়া হইবে না। পরদিন "চরিত্র" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ছাত্রগণ আদিষ্ট হইল। গৌরহরি বাবু প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হইয়াও উক্ত প্রতি-যোগিতায় যোগদান করিলেন এবং অধ্যাপকবর্গকে বিস্মিত করিয়া প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করত ১৫৲ টাকা পুরস্কার পান। কলেজের ছুটির পর তৎকালীন অধ্যক্ষ ও নবাগত মিশনারী সাহেব তাঁহাকে অধ্যক্ষের বাড়ী লইয়া যান এবং উক্ত প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পিতৃবিয়োগে গৌরহরি

এই ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, অতি অল্পবয়স হইতে তিনি ইংরেজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঊনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় গৌরহরির উপর সংসারের ভার পড়িল। এই সময় আবার বৈষয়িক ব্যাপারে খুল্লতাতের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহাতে তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হয়। তদ্ভিন্ন ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ ও সংস্কৃতের প্রতি বিরাগও তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেয় নাই। ফলে এফ্ এ পাশ না করিয়াই ২০ বৎসর বয়সে গৌরহরি বাবু কলেজ ত্যাগ করেন, কিন্তু অধ্যয়নে কখনো বিরত

হন নাই। এই সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"কুড়ি বৎসর বয়সে কলেজের লেখাপড়া ইস্তফা দিয়া * * বাজে বই পড়া আরম্ভ করিলাম।"*

রচনাবলী

গৌরহরিবাবু বহু বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই রচনাবলী মাসিক পত্রে ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে। নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল—

(১) ১৩১৬।১৭ সালে মানসীর দ্বিতীয় বর্ষে "স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী" তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা।

(২) "নিদর্শন"—মানসী ৩য় বর্ষ, ১৩১৭।১৮ সাল। নিদর্শনে তিনি তৎকালীন সমস্ত বাংলা পত্রিকার সারাংশ সঙ্কলন করিতেন।

(৩) মানসীর ৪র্থ বর্ষে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তিনি ভক্তকবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যপ্রসঙ্গ লইয়া "কাব্য পরিচয়" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

(৪) "সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবন স্মৃতি" মানসী, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষ।

(৫) "বৈদেশিকী"—মানসী ও মর্মবাণী, ৮ম বর্ষ। এই প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার সারাংশ সঙ্কলন করিতেন।

(৬) "বঙ্গে পর্তুগীজ প্রভাব"—মানসী ও মর্মবাণী, ১১শ বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যা। এই প্রবন্ধ প্রণয়নে তিনি *History of the Portuguese in Bengal* নামক ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

(৭) "রুশিয়ার ভাগ্য-বিপর্যয়"—মর্মবাণী, ১১শ বর্ষ, শ্রাবণ সংখ্যা। *The Eclipse of Russia* নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

(৮) ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "শাস্তি" নামক উপন্যাসের সমালোচনা—মানসী মর্মবাণী, ১৫শ বর্ষ, ভাদ্র।

* চৈতন্য লাইব্রেরী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, পৃঃ ৬

(৯) "হরলালের বংশরক্ষা"—মানসী ও মর্মবাণী, ১৫শ বর্ষ, কার্তিক। ইহা একটি গল্প। এই গল্পই তাঁহার প্রথম ও শেষ গল্প। তিনি গল্প বা উপন্যাস পাঠ বিশেষ পছন্দ করিতেন না। এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"লাইব্রেরীর বিস্তর সভ্য কেবলমাত্র গল্পের বই পড়েন; ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। ক্রমাগত উপন্যাস পড়িয়া দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের রস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা যে মানসিক হিসাবে আত্মহত্যা, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।"*

(১০) নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "প্রকৃতি"র সমালোচনা—মানসী ও মর্মবাণী, ১৬শ বর্ষ, ভাদ্র। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা।

চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত চৈতন্য লাইব্রেরী ও বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব প্রতিষ্ঠা গৌরহরি বাবুর প্রধান কীর্তি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৩নং বিডন ষ্ট্রীটে ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত এক-খানি ঘরে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রথম খোলা হয়।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—"যে পাড়ায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই পাড়ার পাঠকগণকে সর্বপ্রকারের ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক এবং প্রধান প্রধান সাময়িক ও সংবাদপত্র সামান্য মাসিক চাঁদায় সরবরাহ করিয়া পুস্তক-বিতরণকারী গ্রন্থাগারের অভাব দূর করাই চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কতিপয় উৎসাহী যুবক চাঁদা ও পুস্তক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়; ফলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর সঙ্গে বিডন স্কোয়ার সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নেতা ছিলেন রেভারেণ্ড এ টমরী। সাহিত্যসভা খোলা হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের

* চৈতন্য লাইব্রেরী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, পৃঃ ৬

মার্চ মাসে। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সভ্যদের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি জাগান।" পৃঃ ১

প্রথম বর্ষের কার্য-নির্বাহক সমিতি

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য একটি কার্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হয়। উহা নিম্নরূপ—

"সভাপতি—রেভারেণ্ড এ টমরী এম্ এ
সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত এম্ এন্ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কে পি বিদ্যাভূষণ
(সোমপ্রকাশের সম্পাদক)
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক ,, গৌরহরি সেন
লাইব্রেরিয়ান ,, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অডিটর ,, হীরালাল শেঠ"

প্রথম বর্ষের আয়ব্যয়

প্রথম বর্ষে সাধারণ সভ্যের চাঁদার হার ছিল মাসিক দুই আনা ও আজীবন সভ্যকে এককালীন দশ টাকা বা উক্ত মূল্যের পুস্তক দিতে হইত। প্রথম বর্ষের আয়ব্যয় নিম্নরূপ—

আয়	৫৪৪৮৵৫
ব্যয়	৫৩০৲
মজুত	১৪৮৵৫

আয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ৩০০৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০৲ টাকা এককালীন দান অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম বর্ষে পুস্তক ও পত্রিকা

প্রথমে বর্ষে পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ—

ইংরেজী	৪৫৬ খানা
বাংলা	৫০৩ "
মোট	৯৫৯ খানা

নিম্নলিখিত ইংরেজী ও বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা লাইব্রেরীতে রাখা হইত—

দৈনিক—(১) ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, (২) ইণ্ডিয়ান মিরর

সাপ্তাহিক—(১) বেঙ্গলী, (২) ন্যাশনাল গার্ডিয়ান্, (৩) বঙ্গবাসী, (৪) সঞ্জীবনী, (৫) সময়, (৬) শান্তি, (৭) বর্ধমান সঞ্জীবনী, (৮) ইউনিটি এণ্ড দি মিনিষ্টার, (৯) সুলভ সংবাদ, (১০) সুধাকর, (১১) এপিফেণী, (১২) অ্যাথেনিয়াম

মাসিক—(১) সাহিত্যকল্পদ্রুম, (২) দি প্রগ্রেস্, (৩) দি বয়েজ ওন্ ম্যাগাজিন, (৪) দি ষ্টুডেন্টস্ ফ্রেণ্ড

প্রথম বর্ষে বিতরিত পুস্তকের সংখ্যা—৪৫৩৫

প্রথম বর্ষে আলোচনা-সভা

প্রথম বর্ষে ৭টি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিম্নে উহার বিষয় ও বক্তার নাম প্রদত্ত হইল—

বিষয়	বক্তা
(১) ডি জি রসেটি	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
(২) মুসলিম ভারত	" হবিবর রহমন
(৩) দিল্লী ও আগ্রা	রেভারেণ্ড এ টমরী
(৪) কবিতা	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(৫) বতমান স্ত্রী-শিক্ষা	" নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও " রামকৃষ্ণ দত্ত

(৬) জর্জ ওয়াশিংটন শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত
(৭) আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য
সংস্কৃতির প্রভাব „ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য"

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষে কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে স্বর্গীয় এ চৌধুরী ও কবিবর ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভাইস্ প্রেসিডেণ্টরূপে দেখা যায়। সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। দ্বিতীয় বর্ষে পুস্তকের সংখ্যা, ১৬৮৫; দৈনিক পত্রিকা ৪, সাপ্তাহিক ২৬, পাক্ষিক ৫ ও মাসিক ১২ খানা। দ্বিতীয় বর্ষে বিশ্বম্ভর সেন রৌপ্য পদক দানের ব্যবস্থা হয়। Legislation and Early Marriage শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া 'শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথ বসু' প্রথম এই পদক লাভ করেন।

লাইব্রেরী রেজেষ্ট্রীকরণ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নির্দেশে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১নং আইন অনুসারে লাইব্রেরী রেজিষ্ট্রী করা হয়। "বাংলায় ইহাই প্রথম রেজেষ্ট্রীভুক্ত লাইব্রেরী।" ৩য় বার্ষিক রিপোর্ট, পৃঃ ৪

সম্পাদকের পদে গৌরহরি

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গৌরহরি বাবু সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এতদিন তিনি সহঃ সম্পাদক ও সদস্যরূপেই লাইব্রেরীর কার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্পাদকের পদে কার্য করিয়া লাইব্রেরীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম লাইব্রেরীর জন্য বর্তমান গৃহ নির্মিত হয়, এবং ৮৩নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে লাইব্রেরী বর্তমান ৪।১ বিডন ষ্ট্রীট বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৩৭ সালে লাইব্রেরীর অবস্থা

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায় লাইব্রেরীর কার্য-নির্বাহক-সমিতি নিম্নরূপ—

"সভাপতি—

রেভারেণ্ড ডক্টর ডব্লিউ এস্ আর্কুহার্ট এম্ এ, ডি লিট্

সহকারী সভাপতি—

রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল

ডক্টর শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্

" সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ

লাইব্রেরীয়ান্—

শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ ভড়

" প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

" গোরাচাঁদ বড়াল

" জিতেন্দ্রকুমার বসু

" হিমাংশুকুমার মিত্র

" অরুণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দত্ত

" রামকুমার দত্ত

হিসাবরক্ষক—

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত

" ভবানন্দ বসু

অডিটর—

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুহ রায়

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার দত্ত

" অশোকচন্দ্র দত্ত"

১৯৩৭ সালের আয়-ব্যয় নিম্নরূপ—

আয়—৫৪২৭/৫

ব্যয়—৪২,৭৬০৸৶১০ (রিজার্ভ ফণ্ড হইতে প্রদত্ত জমির মূল্য সহ)

এই বৎসর রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা দ্বারা কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিকট হইতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর উপর লাইব্রেরীর জন্য নূতন গৃহ নির্মাণার্থ সাত কাঠা জমি ক্রয় করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সভ্য-সংখ্যা মোট ৪৫২ জন; তন্মধ্যে আজীবন সভ্য ২৪৮ জন। পুস্তক আদান-প্রদানের সময়—সকাল ৭—৯ পর্যন্ত। রিডিং-রুম সকাল ৬ হইতে ৯-৩০ ও বিকাল ৩টা হইতে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ—

ইংরেজী— ৯,৩৫৯

বাংলা —১২,৯৬৯

মোট ২২,৩২৮ খানা

বৎসরে প্রায় ২০,০০০ পুস্তক সভ্যবৃন্দের মধ্যে আদান-প্রদান করা হইয়া থাকে।

চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সম্বন্ধে গৌরহরি বাবু নিজে যাহা লিখিয়াছেন এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর খুব নামডাক ছিল। কেশব একাডেমির ছাত্র ৺গুরুচরণ চৌধুরী ও তাঁহার দাদা ৺তীর্থনাথ ঐ লাইব্রেরীর প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ঐ লাইব্রেরী বাগবাজার লাইব্রেরীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর রিপোর্ট পড়িয়া এবং গুরুচরণের সহিত মেলামেশা করিয়া আমার লাইব্রেরীর নেশা ধরে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর সভ্য ছিলাম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺কুঞ্জবিহারী দত্তকে ঐ লাইব্রেরীতে ভর্তি করাই। কুঞ্জর তখন গাড়িঘোড়া ছিল না। বর্ষাকালে কম্বুলিটোলা যাইতে কষ্ট হওয়াতে, তাহার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী করিতে সাধ হয়। কুঞ্জর দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺নিতাইচাঁদ খুব উৎসাহী ছিল। আমাদের কথাবার্তা শুনিয়া, তাহারও লাইব্রেরীর সম্বন্ধে বাতিক জন্মে। দুই এক দিনের মধ্যে নিতাইএর গৃহ-শিক্ষক ৺হরলাল শেঠ ও আমাদের প্রতিবেশী ৺রঙ্গলাল বসাক আমাদের দলভুক্ত হইলেন।

"কিন্তু টাকা কোথা? ঘর কই? হরলালবাবু মাষ্টার, রঙ্গ সামান্য মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ এ ক্লাশের ছাত্র, আমি এফ এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া টো টো কোম্পানীর কার্য করি। কুঞ্জ ও নিতাইএর পিতামহ ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ইংরেজী চিঠিপত্র লিখিয়া, আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও নিতাইএর পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরীর কথা পাড়িলাম। অল্প দিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল। তিনি বলিলেন—'তোমাদের কিছু টাকা আর এই ঘরটা দেব।' এই ঘরটা মানে বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩নং বাড়ীতে ঢুকিয়া বাঁ ধারের ঘর। ঐ ঘরে দত্ত মহাশয় হরিনাম করিতেন, হিসাব লিখিতেন ও ঘুমাইতেন। লাইব্রেরী ঐ ঘরে বিনা ভাড়ায় কিয়দধিক চার বৎসর ছিল।

"নিতাই তাহার দাদার, মাষ্টারের, রঙ্গর ও আমার খানকতক বই লইয়া একটা আলমারিতে পূরিল। প্রথম মাসে দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকায় খানকতক বাংলা পুস্তক কেনা হইল। একদিন ভূপেন (এখন বাবুডাঙ্গা নিবাসী) আসিলে, তাহার নিকট খান ছয়-সাত বই পাওয়া গেল। কিন্তু দুই মাসের চেষ্টায় কিছুতেই একটা আলমারি ভরিল না। কুঞ্জর শ্বশুর মহাশয় প্রত্যহ 'Indian Mirror' পাঠাইয়া দিতেন। প্রতি সপ্তাহে 'বঙ্গবাসী' ও সঞ্জীবনী কেনা হইত।

"পাদরি টমরি সাহেব তখন বিডন ষ্ট্রীটের ৩২।৬নং বাটিতে থাকিতেন। তাঁহাকে একদিন পাকড়াও করিয়া আনিলাম। তিনি পৌনে এক আলমারি পুস্তক, তিনখানি কাগজ ও আধ ডজনের কম সভ্য দেখিয়া খুব হাসিলেন। আমি অপ্রস্তুত হইলাম, বলিলাম, 'Rome was not built in a day'। অল্প দিনের মধ্যে টমরি সাহেব লাইব্রেরীর সভাপতি ও স্থায়ী সভ্য হইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন স্থায়ী সভ্যের ফী ছিল দশ টাকা এবং সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা ছিল দুই আনা। গোড়ার তিন বৎসর টমরি সাহেব কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হইতেন, কেহ এক মিনিট বিলম্ব করিলে বিরক্ত হইতেন। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক চিঠি, প্রত্যেক বাৎসরিক রিপোর্টের গোড়া হইতে শেষ লাইন, তিনি দেখিয়া

দিতেন ; সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে একটি Reading Circle গঠিত হউক, যথায় সভ্যগণ মিলিত হইয়া নূতন নূতন পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিবেন। তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চলি নাই বলিয়া আমি এখন অনুতপ্ত। Circulating Library সম্বন্ধে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল না, এবং বড় বড় সভা করিতাম বলিয়া, তিনি আমাকে আড়ালে হুজুগে বলিয়া ভৎর্সনা করিতেন।

"আমি নাম দিয়াছিলাম Beadon Square Literary Club। দত্ত মহাশয় বলিলেন,—'অ্যাঁ, ঠাকুরদের নাম দাও নি।' অনেক তর্কাতর্কির পর Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club এই নাম স্থির হইল। আমরা ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারি সাইন-বোর্ড লাগাইব স্থির করিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, দিনটা খারাপ ; সুতরাং সরস্বতী পূজা (৫ই ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত দিন পিছাইতে হইল। চৈতন্য নাম শুনিয়া কেহ কেহ টিকি লাইব্রেরী বলিয়া ঠাট্টা করিত। ছেলেদের কাণ্ড বলিয়া পাড়ার বয়স্ক লোকেরা প্রথম প্রথম আমল দিতেন না। একদিন রাত তিনটায় উঠিয়া, নিতাই, রঙ্গ ও আমি, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও কলেজ ষ্ট্রীটের দুই ধারে লাইব্রেরীর Prospectus মারিয়া দিলাম।

"দশ টাকায় স্থায়ী সভ্য এবং দুই আনা চাঁদায় সাধারণ সভ্য জোগাড় করিতেও প্রথম প্রথম বেগ পাইতে হইত। বুঝিলাম একটু হৈ চৈ না করিলে চলিবে না। ব্যারিষ্টার এ চৌধুরী মহাশয় (এখন সার আশুতোষ চৌধুরী) তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণে থাকিতেন। তাঁহার কাছে যাওয়া আসা করিয়া, ১৮৯০ সালের প্রারম্ভে লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের জন্য, 'Literature and the Calcutta University' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আদায় করিলাম। আমার সহধ্যায়ী পাথুরেঘাটার ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবকে সভাপতি জোগাড় করিল। কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে চৌধুরী সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা বাহির হইল। চৈতন্য লাইব্রেরীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

"১৮৯১ সালে ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ব্যয়ে লাইব্রেরী রেজিষ্টারি করা হয়। ১৮৯০ হইতে ১৮৯৪ সালের মধ্যে ৺টমরি সাহেব, ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৺উপেন্দ্রনাথ বসু, ৺নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী এই চার জনের চেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী সভ্যের ফী ও এককালীন চাঁদা সংগৃহীত হয়। কুঞ্জর আন্তরিক যত্নে ও ৺রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ব্যয়ে, ১৮৯৪ সালের শেষভাগে, ৪।১ বিডন ষ্ট্রীটে লাইব্রেরীর জন্য দ্বিতল বাটি তৈয়ারী হয়। ভাড়া সস্তা, বৎসরে দুই শত টাকা।

* * * *

"গত উনিশ বৎসরে লাইব্রেরীর সর্ব-প্রধান মুরুব্বি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি। ইঁহাদের নিকট প্রায় নয় হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ৩নং ওয়ার্ডের কমিশনার ৺কালীচরণ পালিত মহাশয় আমাকে Municipal Grant সম্বন্ধে প্রথম সন্ধান দেন।

"চৌত্রিশ বৎসর লাইব্রেরী চালাইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও হাড়ে হাড়ে আক্কেল পাইয়াছি। ভারত গভর্ণমেণ্টের ল মেম্বর, মিলিটারী মেম্বর, হোম মেম্বর, ফিন্যান্স মেম্বর এবং বঙ্গদেশের গভর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর, চিফ জাষ্টিস প্রমুখ উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারী, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক দিক্‌পাল, সার রাজেন্দ্রনাথ, সার কৈলাস, সার দেবপ্রসাদ, সার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ দেশের জননায়কগণ, সকলেই আমার আহ্বানে চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে সভাপতি বা বক্তা হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। চৌত্রিশ বৎসরে যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে—পুস্তকের তালিকা, বাৎসরিক বিবরণী, সভার চিঠি, নিয়মাবলী—সমস্তই আমার লেখা। এই সকল কার্যে শ্রম আছে, দায়িত্ব আছে, আনন্দও আছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে হাঁটাহাঁটি করিয়া গ্রাণ্টকে বাৎসরিক আড়াই শত হইতে ক্রমে ক্রমে সাড়ে ছয় শত টাকায় তুলিয়া মনটা বেশ প্রফুল্ল হইত।

"১৯১২ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে হাড়ে হাড়ে আক্কেল পাইয়াছিলাম। যে সকল কারণে কম্বুলিটোলা লাইব্রেরী, সাবিত্রী লাইব্রেরী, ক্যালকাটা রিডিং রুমস্‌, সিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরী, মিনার্ভা লাইব্রেরী প্রভৃতি

পাঠাগারগুলি লোপ পাইয়াছে, চৈতন্য লাইব্রেরীতে ঐ চার বৎসরে তাহার সব চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। লাইব্রেরিয়ান পুস্তক ক্রয়, তালিকা প্রস্তুত, পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাব সব বিষয়েই উদাসীন; ট্রেজারার তিন মাসে এক দিনও আসিয়া জমা-খরচের সন্ধান লইতেন না; সেক্রেটারীকে চিঠিপত্র লিখিতে বা সভা-সমিতি করিতে বলিলে তাঁহার চক্ষু আকাশে উঠিত! পাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গে তাহা চাপা দিবার জন্য আমাকে তখন চার গুণ খাটিতে হইত। বেহারা না আসিলে ঝাঁট দিতে ও আলো জ্বালিতে হইত। চার বৎসর পরে এই ভাষায় বন্ধুদের নিকট ধন্যবাদ পাইয়াছিলাম,—'ওর আফিস নেই, দোকান নেই, পরিবার নেই, ছেলেমেয়ে নেই, ও খাটবে না ত কি? ওর ভাত হজম হবে কি করে?'

"আক্কেল পাইয়া ১৯১৬ সালের প্রারম্ভে কমিটির খোল-নলিচা ও লাইব্রেরীর নিয়মাবলী বদলাইয়াছিলাম। ঐ দুঃসময়ে বর্তমান ধন-রক্ষক শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর দত্ত আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। বেতন-ভুক্ কর্মচারীর মাথায় দায়িত্বের কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কমিটির পাণ্ডারা মুড়ুলি ও দলাদলি করিতেছেন, এই দৃশ্য চৈতন্য লাইব্রেরীতে অদৃশ্য হইয়াছে।"*

রচনাবলীর আলোচনা

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত—গৌরহরি বাবুর প্রথম প্রকাশিত রচনা। ইহা 'মানসী' পত্রিকার ২য় ও ৩য় বর্ষে ১১টি সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধ ১১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদগুলিতে লেখক ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যে সমস্ত ঘটনাবলী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে—রমেশচন্দ্রের জীবনে ভাগ্য ও পুরুষকারের সাহচর্য, তাঁহার নানামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ, পূর্বপুরুষ, জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের পরিচয় স্থান পাইয়াছে।

৩য় পরিচ্ছেদে—শৈশব, মফস্বলে অবস্থান ও বিদ্যাভ্যাস, পিতামাতার দেহান্তর, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ, বিলাত গমন,

* চৈতন্য লাইব্রেরী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, পৃঃ ১—৬

সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সফলতা, ইয়োরোপ ভ্রমণ ও ভারতে প্রত্যাবর্তন বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদে—আলিপুর, জঙ্গীপুর ও মেহেরপুরে সাবডিভিসন্যাল অফিসাররূপে অবস্থান, বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ, Peasantry of Bengal পুস্তকে বঙ্গীয় কৃষককুলের দুর্দশা বর্ণনা প্রভৃতির কথা আছে।

৫ম পরিচ্ছেদে—বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ইয়োরোপে ২য় ও ৩য় বার পর্যটন—'Three Years in Europe', 'ইয়োরোপে তিন বৎসর' ও 'Rambles in India' প্রকাশ, সি আই ই উপাধি ও বিভাগীয় কমিশনার পদলাভ এবং সিভিল সার্ভিস হইতে বিদায় গ্রহণ বর্ণনা দেখা যায়।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মাতৃভাষার সেবায় মনোনিবেশ, বঙ্গবিজেতা, মাধবী-কঙ্কণ, The Slave Girl of Agra, জীবনপ্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, The Lake of Palms, সমাজ, Literature of Bengal প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৭ম পরিচ্ছেদে—ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, ঋগ্বেদের দেবতাশীর্ষক প্রবন্ধাবলী, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তিলকের বৈদিক যুগ সম্বন্ধে অভিমত প্রভৃতির আলোচনা আছে।

৮ম পরিচ্ছেদে—Civilisation in Ancient India নামক পুস্তকের আলোচনা দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের সর্ববিধ উন্নতির ইতিহাস সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই পরিচ্ছেদ পূর্ণ।

৯ম পরিচ্ছেদে—চতুর্থবার বিলাত যাত্রা, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনা, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ও কলিকাতায় নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল প্রভৃতির আন্দোলন, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি, পঞ্চমবার ইংল্যণ্ড ভ্রমণ প্রভৃতির বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

১০ম পরিচ্ছেদে—Open Letters, India under Early British

Rule, India in Victorian Age প্রভৃতি পুস্তকে ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও তাহা নিবারণের উপায় বিবৃত হইয়াছে।

১১শ পরিচ্ছেদে—বরোদার দেওয়ান পদ গ্রহণ ও বরোদা রাজ্যের উন্নতি সাধন, স্বর্গারোহণ, ভারতের সর্বত্র শোক প্রকাশ, সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক; আকৃতি, চরিত্র, পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দু'একটি কথা; রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ইত্যাদির আলোচনা করিয়া গৌরহরি বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্রের জীবনে ভাগ্য ও পুরুষকারের সাহচর্য সম্বন্ধে আলোচনায় লেখক প্রথমে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাগ্যের সহায়তা ব্যতীত মানুষের জীবনে পূর্ণ সুখ লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের জীবন এই উভয় শক্তির মিলনে ভাদ্রের ভরা নদীর মত কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিতেছেন—"ভাগ্য ও পুরুষকার—এই উভয় শক্তির প্রভাবে লভ্য সকল সম্পদেরই তিনি অধিকারী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের সমসাময়িক বরণীয় বাঙালীগণের অনেকের জীবনেই পুরুষকারের সহিত মন্দ ভাগ্যের সংঘটন ঘটিয়াছে, কিন্তু রমেশচন্দ্রের জীবন-তরী পুরুষকারের প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া নির্বিঘ্নে সাফল্য পোতাশ্রয়ে উপনীত হইয়াছিল।" মানসী, ২য় বর্ষ, পৃঃ ৪৯১

মনীষী রমেশচন্দ্র প্রতিভার আধার ছিলেন। দেশের ও সমাজের বহুবিধ কার্যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"রমেশচন্দ্র অনেক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার ভক্ত রমেশচন্দ্রের সাধনার ধন—বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ—এই ছয়খানি উপন্যাস এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস; ভারতের প্রাচীন গৌরবে স্ফীতবক্ষ রমেশচন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্য-তপোবনে আরাধনার ফল ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ, হিন্দুশাস্ত্র ও Civilisation in Ancient India—এই কয়খানি বিরাট্ গ্রন্থ, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের অংশ বিশেষের ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ; বর্তমান ভারতের দারিদ্র্যে কাতর

দেশহিতব্রত রমেশচন্দ্রের গবেষণার ফল—Open Letters to Lord Curzon ; India under Early British Rule ; এবং India in the Victorian Age,—এই তিনখানি বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ ; বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজকর্মচারী রমেশচন্দ্রের কার্যনিপুণতার ফল—বাঙালী সিভিলিয়ানের পদ লাভ ও তদপেক্ষা উচ্চতর পদে নিয়োগের পথ প্রসারণ এবং বরোদা রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি ; পর্যটক ও বক্তা রমেশচন্দ্রের অধ্যবসায়ের ফল —"Three Years in Europe, Rambles in India, Speeches and Papers প্রভৃতি পুস্তক ; বিবিধ মূর্তিতে, নানাবিধ কর্মপরম্পরায় রমেশচন্দ্র বাঙালী জাতিকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

মানসী, ২য় বর্ষ, পৃঃ ৪৯১, ৪৯২

Civilisation in Ancient India পুস্তকের আলোচনা কালে গৌরহরি বাবু হিন্দুর জীবনে ধর্মের স্থান সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"পাশ্চাত্যগণের Religion তাঁহাদের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় মাত্র। হিন্দুর নিকট ধর্মই সর্বস্ব। আহার, বিবাহ, অধ্যয়ন, বিদ্যা, যুদ্ধ কিছুই ধর্মের বাহিরে নহে।"

মানসী, ৩য় বর্ষ, পৃঃ ১৫৩

নিদর্শন—মানসী পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাতে গৌরহরি বাবু প্রবাসী, ভারতী, নব্য ভারত, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, অর্ঘ্য, আর্যাবর্ত, কোহিনুর, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা হইতে সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ অংশ সঙ্কলন করিতেন। উপরিলিখিত সমস্ত পত্রিকা পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং যাহাতে পাঠকেরা সমস্ত পত্রিকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত পরিচিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গৌরহরি বাবু এই প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগী হন। নিম্নে এই সঙ্কলনের একটু নমুনা প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে তিনি কিরূপ নিপুণভাবে সঙ্কলন-কার্য নির্বাহ করিতেন, তাহা সহজে বোধগম্য হইবে।

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত পর্তুগীজ ভাষার শব্দ প্রচলিত 'বঙ্গভাষায় পর্তুগীজ পদাঙ্ক' নামক প্রবন্ধ হইতে তাহা সঙ্কলিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

"আনারস (Ananaz), আয়া (Aia), আলকাৎরা (Alcatrao), আলমারি (Almario), ওলন্দা কড়াই (Hollanda), কপি (Couve), ক্যানাস্তারা (Canastra), কেদারা (Cathedra), গামলা (Gamella), গির্জা (Egreza), চাবি (Chave), জানালা (Janella), জালা (Jarra), তোয়ালে (Toalha), নিলাম (Leilao), নোনা (Annona), পাদরী (Padre), পিপা (Pipa), ফিতা (Fita), বরগা (Verga), বালতি (Balde), বিস্তি (Venti), বেহালা (Viola), বোম্বেটে (Bombardeiro), সাবান (Saboi)।"

কাব্য প্রসঙ্গ—এই প্রবন্ধ ভক্তকবি ৺দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের আলোচনা। নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনা এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে—

১। পারিজাতগুচ্ছ
২। হরিমঙ্গল
৩। অপূর্ব শিশুমঙ্গল
৪। গোলাপগুচ্ছ
৫। অশোকগুচ্ছ
৬। শেফালীগুচ্ছ
৭। অপূর্ব নৈবেদ্য

এক সপ্তাহের মধ্যে উপরিলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই হেতু আলোচনার প্রারম্ভে লেখক বলিতেছেন—"ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার মানস উদ্যানের বিকশিত কুসুমাবলী গ্রথিত করিয়া বঙ্গ ভারতীর চরণে নিবেদন করিয়াছেন। প্রবীণ ঋত্বিকের ভক্তি-মাল্যের সুষমা ও সৌরভ নবীন সাধকদিগের অন্তর-সরসে এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের হিল্লোল তুলিয়াছে। বঙ্গবাণীর অর্চনা উপলক্ষে এতগুলি মনোজ্ঞ কুসুম সপ্তাহের অনধিককালের মধ্যে বোধ হয় আর কখনও উৎসৃষ্ট হয় নাই।"

অতঃপর লেখক কবির বিভিন্ন পুস্তক হইতে কবিতাবলী উদ্ধৃত করিয়া রচনার মৌলিকতা, নিসর্গ বর্ণনা ও স্বাভাবিক কাব্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং পরিশেষে কবি ৺বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁহার 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—

'তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোকগে এ বসুমতী যার খুসী তার।'

দেবেন্দ্রনাথের চিত্তও সেইভাবে ভরপুর। শান্ত ও করুণ রস বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত তাঁহার আদেশ বহন করে।"

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-স্মৃতি—এই প্রবন্ধ মানসীর ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের প্রথমে গৌরহরি বাবু যেভাবে গুরুদাস বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"ভক্তিভাজন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক পত্রের আসরে নামাইবার জন্য ১৩১৮ সালের ৩০শে ভাদ্র মানসীর অন্যতম সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু ও কর্মকর্তা সুবোধ বাবু নারিকেলডাঙ্গা যাইবার কালে আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। মায়াবী দশানন সীতা দেবীকে গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া তাঁহাকে যেমন বিপন্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মানসীর কর্তৃপক্ষ আমাদের ন্যায় কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তিকে পুরাতন অভ্যাসের গণ্ডীর বহির্দেশে আনিয়া লেখক সাজাইয়া 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থাপন্ন করিয়াছেন। সার গুরুদাসের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ঋষিকল্প ব্যক্তিকে এই ভুক্তভোগীর দলভুক্ত করিতে পারিলে ভুক্তভোগীদের মর্যাদা বর্ধিত হইবে, আমি এই আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম।" মানসী, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ৬৩৮

এই পরিচয়ের পর তিনি বহুবার গুরুদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধ রচনা করেন।

গৌরহরি বাবু প্রথমে সার গুরুদাসের বাল্য জীবন ও বিদ্যাশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। গুরুদাস বাবু প্রথমে জেনারেল এসেম্ব্লিস ইনষ্টিটিউসনে ভর্তি হন; পরে তথা হইতে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর শাখা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে থাকেন। তৎকালে তিনি তাঁহার মামার বাসায় থাকিতেন। মামার বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম হইত; সেই জন্য পাছে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী

তাঁহাকে মামার বাড়ী হইতে লইয়া আসেন এবং হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। হেয়ার স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলেন ; এই শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ৫ম শ্রেণী হইতে তিনি বরাবর প্রথম হইয়াছিলেন। তিনজন শিক্ষকের প্রভাব তাঁহার জীবনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল, হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি তাঁহাদের সংস্পর্শে আসেন ; তাঁহাদের নাম—প্যারিচরণ সরকার, নীলমণি চক্রবর্তী ও গিরিশচন্দ্র দেব। নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বাল্যকালে সার গুরুদাস অঙ্কে কাঁচা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র দেব ভূগোল পড়াইতেন। তিনি ছাত্রগণকে মানচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী হইতে উপদেশ দিতেন। ইহার ফলে সার গুরুদাসও মানচিত্র অঙ্কনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই সম্বন্ধে গৌরহরি বাবু লিখিতেছেন—"সার গুরুদাসের ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত একখানি মানচিত্র আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। উহা এত সুন্দর যে, দূর হইতে দেখিলে ছাপা বলিয়া মনে হয়।"

মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৭৭৬

তৎকালে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য ছিল না। কিন্তু সার গুরুদাস বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। হেয়ার স্কুলে পাঠকালে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ ও তারাশঙ্করের কাদম্বরী তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি কলেজ ছাড়িবার পূর্বে বাংলা বা ইংরেজী কোন উপন্যাস পাঠ করেন নাই, তবে ডক্টর জনসনের রাসেলাস পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমত এই ছিল যে, রাসেলাস ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে উৎকৃষ্ট পুস্তক।

সার গুরুদাস অর্থ-পুস্তক ও গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে পরীক্ষা পাশের বিরুদ্ধে অভিমত পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন—"বর্তমানকালে অনেক ছাত্রই অর্থ-পুস্তকের গদ কপচাইয়া ও গৃহ-শিক্ষকের স্কন্ধে সমস্ত বোঝা চাপাইয়া কার্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাহারা বিদ্যা শিক্ষার বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়।" মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৭৭৮

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ পড়িবার জন্য ভর্তি হন। তৎকালে এফ্ এ ছিল না, ঐ পরীক্ষা ১৮৬০ সালের

মাঝামাঝি প্রবর্তিত হয়। সুতরাং গুরুদাস বাবুকেও এফ্ এ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে তিনি এফ্ এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব ভাইস্-চেয়ারম্যান ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সার গুরুদাস কলেজকে কিভাবে দেখিতেন, তাহার বর্ণনায় গৌরহরি বাবু লিখিতেছেন—"তাঁহারা কলেজকে দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র মনে করিতেন। সেক্স্পিয়ার, মিলটন, বেকন প্রভৃতি মানব-শিরোমণিদিগের সংস্পর্শে আসিবেন, এই আনন্দে তাঁহাদের মন উৎফুল্ল হইয়া থাকিত।"

মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৭৮০

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেও প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হইতে পারেন নাই। গণিত, দর্শন ও বঙ্গসাহিত্যে গুরুদাস বাবু প্রথম হইয়াছিলেন, কিন্তু ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম হন। সার গুরুদাস ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না কেন, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া গৌরহরি বাবু লিখিতেছেন—"পাদরী ফাইফ সাহেব ইংরেজীর পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিজের ছাত্রেরা ও তাহাদের অন্তরঙ্গগণ পরীক্ষার বহু পূর্বে প্রশ্নাবলীর সন্ধান পাইয়াছিল। সার গুরুদাস এই সন্ধানের দিক্ হইতে অনেক দূরে থাকিতেন। তিনি কখনও খিড়কীদ্বার দিয়া সাফল্য-প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করেন নাই।"

মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৭৮৫

বি এ পাশের পর তিনি এক মাসের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

১৮৬৫ সালে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এম্ এ পাশ করেন। ঐ বৎসর পুনরায় তিনি কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৬ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিস ইনস্টিটিউসনেও গণিতের অধ্যাপনা করেন। উক্ত বৎসর তিনি বি এল্ পরীক্ষায়ও সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন।

১৮৬৬ সাল হইতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কর্মজীবনের আরম্ভ। এই সম্বন্ধে গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"১৮৬৬ সালের মধ্যভাগে গুরুদাস পুরাদস্তুর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। সংসারারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পাথেয় ছিল দেবত্নর্লভ চরিত্র, অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মহীয়সী মাতৃদেবীর ঐকান্তিক আশীর্বাদ।" মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৭৯১

বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে গুরুদাস কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বহরমপুর গমন করেন। তিনি এই স্থানে ওকালতীও আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতুল তৎকালে মুর্শিদাবাদের নবাবনাজিমের সহকারী ছিলেন। তিনি ভাগিনেয় গুরুদাস যাহাতে নবাবনাজিমের মোকদ্দমা প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে অদৃষ্টবাদী গুরুদাস কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। গৌরহরি বাবু লিখিতেছেন—"ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নবাবের তহবিল হইতে যে কয়টি টাকা প্রাপ্তি তাঁহার অদৃষ্টে আছে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারিবে না, অল্পদিন পরে তিনি ঐ পদ লাভ করেন।" মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১০৪৯

সার গুরুদাস নিজে পুরুষকারের প্রতীক হইয়াও পুরুষকারকে মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই সম্বন্ধে গৌরহরিবাবু লিখিয়াছেন—"তিনি প্রায়ই বলেন—এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কীটানুকীট মাত্র। তাহার আত্মগরিমা নিতান্ত অশোভন এবং পাশ্চাত্য দর্শনে কথিত free will স্থূল দৃষ্টির পরিচায়ক।" মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১০৫৩

নবাবনাজিমের উকিল পদ লাভ করার পর তাঁহার সহিত নবাবনাজিমের প্রায়ই বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হইত। এই সম্বন্ধে গৌরহরিবাবু লিখিতেছেন—"একবার নবাবনাজিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সর্বত্র জমির মূল্য বাড়িতেছে কিন্তু টাকার দাম কমিতেছে ইহার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, নোট, টাকা এ সকল token বা চিহ্নমাত্র; বিনা ক্লেশে উহাদের সংখ্যা বাড়ান চলে; কিন্তু বাসযোগ্য বা কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বিনা ক্লেশে বাড়ান যায় না। টাকা বা নোট সাধারণত যত প্রয়োজন, তাহার অভাব হয় না কিন্তু মনোমত জমি যতটা প্রয়োজন, তাহা

সহজে প্রাপ্তব্য নহে। যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক কিন্তু যোগান অল্প, তাহাদের মূল্য চড়িতে থাকে।" মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১০৫৪

বহরমপুরে সেই সময় রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর, ডক্টর রামদাস সেন প্রমুখ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন এবং তাঁহাদের একটি সাহিত্যচক্র ছিল। সেই সময় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য বহরমপুরে যাইতেন। তাঁহাদের সকলের সমাগমে বহরমপুরে আনন্দের হাট বসিত। এই সাহিত্য-চক্রের কালিদাস ছিলেন গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় ও সার গুরুদাস ছিলেন বররুচি। সাহিত্য-বিষয়ক বিবিধ আলোচনা এই সাহিত্যচক্রের অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হইত। একবার এই সাহিত্যচক্রে গুরুদাস একটি হেঁয়ালির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন –"এমন কি জিনিস যাহা থাকা ভাল, না থাকা মন্দ ; পাওয়া মন্দ, না পাওয়া ভাল ?" রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে এই হেঁয়ালির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া পরদিন সার গুরুদাসকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন –

"হেঁয়ালির অর্থ এই শুনহে রসিক
নর হ'তে নারী তাহা ধরয়ে অধিক।
অধিক কি কব আর বুঝে দেখ ভাই,
কল্য না বলিতে পেরে পাইয়াছি তাই।" (অর্থাৎ লজ্জা)

মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১০৫৫

গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতাবলীর বিশেষত মেঘনাদ বধ কাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, ঐ কাব্যের অধিকাংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। মদনভস্ম লইয়া তিনি মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে মাইকেলের তুলনায় স্বীয় অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিমত পোষণ করিতেন যে, উজ্জয়িনীর মহাকবির ওস্তাদি হাতের কাছে গৌড়দেশীয় মহাকবি হটিয়া গিয়াছেন। কুমারসম্ভব কাব্যে মহাদেবের নয়ননিঃসৃত বহ্নি বজ্রের ন্যায় নিমেষের মধ্যে মদনকে

ভস্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু মধুসূদন তাহাকে আস্তে আস্তে পোড়াইয়া কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন লিখিয়াছেন—

হাহাকার রবে
ডাকিনু বাসবে চন্দ্রে পবনে তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে ;—
ভয়ে ভগ্নোত্তম আমি ভাবিয়া ভবেশে।'

কালিদাস লিখিয়াছেন—

'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার'।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে সার গুরুদাস ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। 'কথা' নামক কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' নামক কবিতার কয়েকটি কলিকে তিনি নৈতিক দিক্ হইতে দোষাবহ বিবেচনা করিতেন। গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"সার গুরুদাস বলিতেন—'রবিবাবুর রচনায় আমিও মুগ্ধ ; কিন্তু স্থলে স্থলে তাঁহার রচনা hazy ও sensuous বলিয়া বোধ হয় না কি? তাঁর লেখায় শেলী ও টেনিসনের দোষ ও গুণ উভয়ই কিছু পরিমাণে বর্তমান। * * * রবিবাবুর অসাধারণ মনীষার তেজে তাঁহার সমসাময়িক অনেকের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে—চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হইয়া তাহার কলঙ্ক নাই বলিলে চলিবে কেন'?"

মানসী, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১০৫৮, ১০৫৯

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সার গুরুদাস বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি জীবনে কখনও ঋণ দান বা ঋণ গ্রহণ করেন নাই। গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"সার গুরুদাস কখনও এক কপর্দক ঋণ গ্রহণ করেন নাই এবং আত্মীয় ও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুকেও কখনও এক পয়সা ঋণ দেন নাই। ঋণের কথা হইলে তিনি সেক্স্‌-পিয়ারের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি আবৃত্তি করিতেন—

'Neither a borrower, nor a lender be;
For loan oft loses both itself and friend,
And borrowing dulls the edge of husbandry'."

সার গুরুদাস পোষাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন, গৌরহরি বাবু বলিতেছেন—"বাটীতে অবস্থানকালে তিনি, তাঁহার এম্ এ, ডি এল্ উপাধিধারী পুত্রগণ এবং তাঁহার পৌত্রবর্গ কেহই জুতা, মোজা বা গলাবন্ধ ব্যবহার করেন না। পৌষমাসে অলষ্টার এঁটে গিয়ে দেখেছি যে কোঁচার খোঁটটিতে তাঁর শীত ভাঙে; আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘর্মাক্ত কলেবরে উপস্থিত হয়ে দেখেছি যে পাখা ও বরফপানির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।"

মানসী, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ৬৩৯

তিনি বাড়ীর দাসদাসীগণের প্রতিও সমভাবে যত্ন লইতেন, পাছে তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"দাসদাসীগণের ব্যঞ্জন রাঁধিতে বামুন ঠাকুর পাছে একটু অযত্ন করে, তজ্জন্য প্রত্যহ প্রত্যেক ব্যঞ্জন তাঁহার নিকট আস্বাদনার্থ প্রেরিত হইত।" মানসী, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ৬৪৬

তিনি উচ্চাভিলাষ পছন্দ করিতেন, কিন্তু শুধু উচ্চাভিলাষের বলে সাধ্যাতিরিক্ত কার্যে হস্তক্ষেপ পছন্দ করিতেন না। গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"খেয়ালের বসে সাধ্যাতিরিক্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে বিফলমনোরথ হইতে হয়—এই কথাটি বুঝাইবার জন্য সার গুরুদাস জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞার অবতারণা করিয়াছিলেন। একটি বৃত্তের মধ্যে বৃহত্তম সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ বৃহত্তম সরল রেখা অর্থাৎ ব্যাসকে একটি বাহুস্বরূপ ধরিয়া ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলে তাহা কোনমতে সমবাহু ত্রিভুজ হইবে না, জীবন-পথে সেইরূপ কেবলমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার সম্বল লইয়া সাধ্যাতিরিক্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা সুদূরপরাহত হইবে।" মানসী, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ৬৪০

তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বিচারকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিম্নরূপ—"বিচারপতির সূক্ষ্ম বিচার করিলেই কাজ শেষ হয় না।

তাঁহার লক্ষ্য থাকা উচিত যে, বাদী-প্রতিবাদী দুই পক্ষই যেন বোঝে যে, তিনি যথাসাধ্য ন্যায়-বিচারের চেষ্টা করিতেছেন।" মানসী, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ৬৪৭

তিনি বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যদেবকে মানবতার আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্য—এই তিনজন নরদেবতা যে আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন, আমরা তাহা ভুলিয়া সিজার, মার্লবরো ও নেপোলিয়ানের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই। উক্ত মহাপুরুষেরা যে শিক্ষা দিয়াছেন, অনেক দেশে, অনেক সময়ে তাহার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত অপব্যবহার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শে মানবজাতি যে অস্থিমজ্জাগত পশু-প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ মানব নামের যোগ্য হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং সময় সময় সফল হইতেছে, তাঁহার এ বিশ্বাস কখনও ম্লান হয় নাই।"

মানসী, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ৬৪৯

গৌরহরি বাবু যে বিষয় লইয়া (সার গুরুদাসকে মানসী পত্রিকার লেখক দলভুক্ত করিবার চেষ্টায়) তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তাহা সফল হয় নাই। সার গুরুদাসের কৈফিয়ৎ নিম্নরূপ—"আমি যদি এমন প্রবন্ধ লিখি যাহা পড়িতে ১৫ মিনিট সময় লাগে এবং যাহা ১৬ শত জন পড়ে, তাহলে এই পাঠকমণ্ডলীর ৪০০ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৬ দিনের উপর সময় নষ্ট হবে। যে প্রবন্ধ লিখতে আমি ১৬টা দিন দিতে পার্ব না, তার জন্য পাঠকমণ্ডলীর অতখানি সময় নষ্ট কর্বার আমার কি অধিকার আছে?"

গৌরহরি বাবু লিখিয়াছেন—"তাঁর মত সব লেখক যদি ঐ রকম কথা বলে, তবে অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠে।"

এই প্রবন্ধে গৌরহরি বাবু সার গুরুদাসের জীবনের এমন বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন যাহাতে সার গুরুদাস মানুষটিকে সহজে বুঝিতে পারা যায়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে গুরুদাস আদর্শরক্ষায় বজ্রের মত কঠোর অথচ তাঁহার অন্তর কুসুম-কোমল। সার গুরুদাস লোকটি ছিলেন ভবভূতির লিখিত আদর্শ হিন্দুর প্রতীক—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"

কবিযুগল—গৌরহরি বাবুর 'কবিযুগল' প্রবন্ধ সুবর্ণবণিক্ সমাচারের ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি ইহাতে দুইজন সুবর্ণবণিক্ কবির পরিচয় দিয়াছেন—একজন ৺অক্ষয়কুমার সেন ও অন্যজন ৺রসময় লাহা। তিনি বলিতেছেন—"দুইজন সুবর্ণবণিক্ অধুনালুপ্ত দুইখানি কায়স্থ সম্পাদিত মাসিক পত্রের প্রধান সহায় ছিলেন।" অক্ষয়কুমার সেন ৺কালিদাস মিত্র সম্পাদিত সুবোধিনী ও ৺রসময় লাহা, ৺শৈলেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'প্রয়াস' নামক পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতেন। তিনি অক্ষয়সেনের রচনার আদর্শ প্রদর্শনার্থ নবান্ন শীর্ষক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"নবান্ন

আইল হেমন্তকাল—পাকিয়াছে ধান,
ডাকিল চাষার মনে আনন্দের বান ;
ফসলের অগ্রভাগ দেবসেবা তরে,
আনিল গৃহস্থ কিনি আপনার ঘরে ;
গব্যরসে মিলাইয়ে আতব তণ্ডুল,
তাহাতে নূতন গুড় সৌরভ অতুল।
অপক্ক পায়স যথা—মিষ্ট আস্বাদন,
ভক্তিভাবে ইষ্টদেবে করে নিবেদন ;
ফলমূল আদি যত মিলাইয়া কত মত
হেমন্তের নানাবিধ সামগ্রী সম্ভার,
নব নব আস্বাদন—নূতন ব্যাপার।
ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড শশা আর কলা,
তাহাতে মিলায়ে কিবা নারঙ্গী কমলা ;
সুস্বাদ শাকালু মূলা, নারিকেল কুচি,
নূতন কলাই শুঁটি অরুচির রুচি।
নবান্ন এবার তাহে মিলায় আবার,
নূতন গুড়ের মণ্ডা—সুধার সুতার।

সকলি লাগিল আজ দেবের সেবায়,
সকলে প্রসাদ পেয়ে মোক্ষপদ পায়।
প্রসাদের অগ্রভাগে কাক-বকে দেয়
হিন্দুর সুন্দর প্রথা,—অতিথি সেবন
অগ্রে করি, করে পরে আপনি ভোজন।"

অতঃপর লেখক ৺রসময় লাহার কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কবির হাস্যরস পরিবেশনের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিতেছেন —"৺রসময় লাহা কেবল হাস্যরসের কবি ইহা মনে করিলে তাহার ক্ষমতার অবমাননা করা হয়।" উপরিলিখিত উক্তির সমর্থনে লেখক '‘ঋতুলীলা’ ও ‘পুষ্পমালা’ হইতে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আরাম, আমোদ ও মণিমুক্তা—এই কাব্যত্রয়ে রসময় বাবু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী ও কীট্‌স প্রভৃতি কয়েকজন কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। * * বিজাতীয় ভাষা ও ভাবের ধাঁজ এমন বেমালুম বদলাইয়া নিজের ছাঁচে ঢালাই করা সহজ ওস্তাদি নয়।"

‘শাস্তি’ উপন্যাসের সমালোচনা—ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত শাস্তি নামক উপন্যাসের সমালোচনা গৌরহরি বাবু মানসী ও মর্মবাণীর ১৫শ বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত করেন। এই সমালোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইহাতে উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ ও স্থান বিশেষ লেখকের নিজ লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকখানির একটা সমগ্র চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার সমালোচনাও শেষ করিয়াছেন।

তাঁহার এই নূতন ধরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল মহাশয় লিখিয়াছেন—"সমালোচনায় তিনি একটি নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করিয়া—লেখকের রচনা হইতে উদ্ধার করিয়া, আখ্যানবস্তু বিবৃত করিয়া সমগ্র চিত্রখানি সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন।"*

* মানসী ও মর্মবাণী, ১৬শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ

সাহিত্যে সুরুচি ও পবিত্রতা

গৌরহরি বাবু বরাবর সাহিত্যে সুরুচি ও পবিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। 'শাস্তি' উপন্যাসের এই আলোচনার মুখবন্ধে তিনি আধুনিক প্রগতিবাদী লেখকদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে সাহিত্যে সুরুচি ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—"কবিবর রবীন্দ্রনাথ····· এখন আর উপন্যাসে হাত দেন না। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা বাহির হয়, হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়। কথাসাহিত্যে দুইজন প্রতিভাশালী লেখক ক্রমশ ইঁহাদের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী, বিষবৃক্ষের হীরা—এই সব আঁকিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু কখনও ঘোমটার পেছনে খেমটা নাচান নাই। প্রভাত বাবু কখনও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের সতী আঁকিয়া পাঠক-পাঠিকাকে হতভম্ব করেন নাই। স্বামীর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কি প্রকারে পরিপাটিরূপে আত্মবঞ্চনা করিতে হয় ও পরের চোখে ধূলা দিতে হয়, সেই বিষয়ে···'নষ্ট নীড়ের' চারুলতা,···'গৃহদাহে'র অচলা এবং...'ঘরে বাইরে'র বিমলা আদর্শস্থানীয়া। শেষোক্ত এই অপূর্ব উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা ভাষার ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের প্রাচুর্যে ও শিল্পীর চাতুর্যে মনকে অভিভূত করে—কিন্তু বরাবর একটা অশুচি ভাব থাকিয়া যায়। কয়েক ধাপ নামিয়া 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎবাবু গণিকার সাবিত্রী-করণের চেষ্টা করিয়াছেন। ডক্টর নরেশচন্দ্র 'শাস্তি' উপন্যাসে সবাইকে টেক্কা দিয়া শাস্তি দিবার মানসে কুলবধূ গোপা ও তাহার প্রণয়ী কমলকে এক হোটেলে এক ঘরে ছয়মাস পূরিয়া রাখিয়া * * * সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। সুবিদ্বান্ ও মনীষী লেখকের apothiosis of positionকে অনুসরণ করিতে গিয়া নিম্নশ্রেণীর ঔপন্যাসিকের কি দশা হইবে, মনে ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।"*

* মানসী ও মর্মবাণী, ১৫শ বর্ষ, ভাদ্র

রচনার প্রশংসা

গৌরহরি বাবুর রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল —"বঙ্গ সাহিত্যে সাহিত্যরসপিপাসু গৌরহরি সেন মহাশয়ের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। লেখাগুলি সংখ্যায় অধিক না হইলেও উৎকর্ষে চিরদিন বাঙালীকে প্রকৃত আনন্দ ও শিক্ষা দান করিবে। তাঁহার রচনায় ভাষার গাম্ভীর্য, ভাবের উদারতা, চরিত্র বিশ্লেষণের অসাধারণ শক্তি ও দূরদর্শী সমালোচকের তীক্ষ্ণধীর বিপুল নিদর্শন দেখিতে পাওয় যায়।"

ব্যক্তিগত চরিত্র

তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল, সত্যনিষ্ঠা, অধ্যয়নস্পৃহা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্য নব প্রকাশিত পুস্তক খরিদ করিতেন এবং বাড়ী আসিয়া সর্বাগ্রে ঐ পুস্তকগুলি নিজে পাঠ করিয়া তবে লাইব্রেরীতে দিতেন। ফলে আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের সর্ববিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

অপর লেখকের উৎকৃষ্ট রচনা দেখিতে পাইলে, তিনি উহা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিতেন। কোন ভাল পুস্তক বা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই উহা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। চারু বাবু লিখিয়াছেন—"লেখকের গুণ ব্যাখ্যানে তাঁহার ন্যায় মুক্তপ্রাণ ব্যক্তি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। * * নবীন সাহিত্যিককে উৎসাহ দিতে কোনদিন তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।"

তিনি যাহা মনেপ্রাণে সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে কোনদিন কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার এই সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে চারুবাবু লিখিয়াছেন—"জীবনে কখনও তাঁহাকে কোন বিষয়ে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখি নাই। * * * লেখক মহাশয়দিগের প্রতি বিদ্বেষ বশে কোনদিন তিনি কোন কথা লেখেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি

মানুষকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। অতিবড় দুষ্ক্রিয়ালিপ্ত ব্যক্তির প্রতিও তিনি কখনও বিরূপ হইতেন না।"[১]

তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতা একাধারে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—"তাঁহার চরিত্রমাধুর্য, চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়তা, আবার বালসুলভ কোমলতা—তাঁহার দীন-দুঃখীর দুঃখমোচনপ্রবণতা ও সহানুভূতি চিরদিনই আদর্শস্বরূপ থাকিবে। * * তিনি নির্বাত নিষ্কম্প অচঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার হাস্যানন দেখিলে শোকদুঃখ আপনি দূর হইয়া যাইত। তাঁহার মুখ হইতে সহানুভূতিসূচক বচন বাহির হইলে দুঃখীজন দুঃখজ্বালা ভুলিয়া যাইত, হৃদয়ে বল পাইত।"[২]

মৃত্যু

১৩৩৩ সালের ১৫ই কার্তিক জনপ্রিয় গৌরহরি সেন মহাশয় মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে বিধবা জননী ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

১ মানসী ও মর্মবাণী, ১৬শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ

২ ঐ

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

৺অদ্বৈতচরণ আঢ্য

অদ্বৈতচরণ আঢ্য

অদ্বৈতচরণ আঢ্য মহাশয় আমড়াতলাব আঢ্যবংশের অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহার পিতার নাম গোলোকচাঁদ আঢ্য। তিনি আনুমানিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষার অবসানে তিনি কেল্লার অস্ত্রাগারের হিসাবরক্ষক (Accountant, Fort William Arsenal) ছিলেন। বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া আনুমানিক ৫২।৫৩ বৎসর বয়সে তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন।

'পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা

অদ্বৈত বাবুর চেষ্টা ও যত্নে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে (১২৪২ বঙ্গাব্দ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহার সময়ে "পূর্ণচন্দ্রোদয়"-যন্ত্রের কার্য বৃদ্ধি হওয়ায়, ৮৩নং রাধাবাজারে "শাখা-পূর্ণচন্দ্রোদয় পুস্তকা-লয়ে"র সহিত "শাখা-পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র"ও সংস্থাপিত হয়। মূল ও শাখা —উভয় যন্ত্রে তৎকালে বিভিন্ন বিষয়ের বহু ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, দেবনাগর ও পার্শী গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে। দুইটি ছাপাখানা, পুস্তকালয়, গ্রন্থপ্রকাশ ও "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র আয় হইতে তৎকালে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।

কুসীদ ব্যবসা

এই কার্য ব্যতীত তিনি ১২ নং আমড়াতলার (অথবা ১২ নং গোবিন্দ-চন্দ্র ধরের ষ্ট্রীট) বাড়ীতে নিজ নামে "অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য এণ্ড কোং" (U. C. Auddy & Co.) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আপিষ, কোম্পানির কাগজ, বাড়ী, বাগান, জমি প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয়-কার্য করিত। অল্প সুদে টাকা কর্জ দেওয়ার জন্য, অদ্বৈত বাবু নিজ বাড়ীতে Calcutta Loan Office (পরে ইহার নাম হয়—Poorna Chunder Loan Office and

Land Mortgage Bank) নামে একটি স্বতন্ত্র আপিষ খুলিয়াছিলেন। দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সম্পাদন, দুইটি সুবৃহৎ ছাপাখানা ও দুইটি পুস্তকালয় পরিচালনা, নানাবিধ গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ, সরকারী আপিষের দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী—একসঙ্গে এতগুলি কার্য একজন লোকের পক্ষে সুশৃঙ্খলে নির্বাহ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সমস্ত বিষয় ধীরচিত্তে আলোচনা করিলে, অদ্বৈত বাবুকে একজন অদ্ভুত কর্মী বলিয়া মনে হয়। তিনি যে কোন অনুষ্ঠানে হাত দিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য ও সাফল্য লাভ করিতেন। অবশ্য এই সমস্ত কার্যের সহায়করূপে তিনি কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন। "সংবাদ-অরুণোদয়"-সম্পাদক জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ* প্রভৃতি তাঁহার সময়ে "পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ের" নিয়মিত লেখক ছিলেন। বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ, অভিধান ও সাহিত্যাদি সৎ-গ্রন্থ সম্পাদন-কার্যেও তাঁহারা অদ্বৈত বাবুকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বা ছাপাখানা খুলিতে হইলে, তৎকালে বহুলোক অদ্বৈত বাবুর কাছে পরামর্শ লইতে আসিতেন। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারণী" সংবাদপত্র প্রথমে কাঁঠালপাড়ায় "বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে" মুদ্রিত হইত। "সাধারণী-প্রেস" স্থাপনের পূর্বে অক্ষয় বাবু অদ্বৈতবাবুর কাছে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ লইয়াছিলেন।

* বেদান্তবাগীশ মহাশয় "তত্ত্ববোধিনী সভার" সহকারী সম্পাদকের কার্য করিতেন; অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও তাঁহার সময়ে ঐ সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ খৃঃ) ২০শে আশ্বিন প্রকাশিত উক্ত সভার "১৭৭৭ শকের সাম্বৎসরিক আয়ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক" পাঠে জানা যায়, তাঁহারা উভয়েই বেতনযোগী সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। উক্ত ১৭৭৭ শকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় ৪২০৲ টাকা এবং অক্ষয় বাবু ৬৩০৲ টাকা বার্ষিক বেতন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (পৃঃ ২০)। ঠিক এই সময়ে কলিকাতায় Vernacular Literature Society বা "অনুবাদক সমাজ" স্থাপিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ই বি কাউয়েল সাহেব এই সভার সম্পাদক ছিলেন। এই সভা Bengali Family Library বা "গার্হস্থ্য বাংলা-পুস্তক সংগ্রহ" নামে একটি Series বাহির করেন। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ব্যতীত এই সমাজের বহু অধ্যক্ষ ছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রেভারেণ্ড জে লং মহোদয়দ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উভয়ের আগ্রহাতিশয্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয় সোমদেব ভট্ট কৃত "বৃহৎ কথা" নামক সংস্কৃত কথা গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করেন। ১৭৭৮ শকাব্দের ২১শে চৈত্র এই গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। তৎকালে এই গ্রন্থ এরূপ আদৃত হইয়াছিল যে, প্রায় এক বৎসর মধ্যে প্রথম সংস্করণের সহস্র কাপি পুস্তক নিঃশেষিত

পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠা

তিনি অতিশয় মেধাবী, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিনয়, সদাচার ও স্বধর্মনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ ছিল। তাঁহারই সময়ে "পূর্ণচন্দ্রোদয়" উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার আশ্রয়ে বহু সংস্কৃতজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রতিপালিত হইতেন। ব্যবসায়-বুদ্ধিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সংবাদপত্র ও গ্রন্থ-সম্পাদন ব্যতীত তিনি "পূর্ণচন্দ্রোদয়" কার্যালয়ে একটি সুবৃহৎ পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন। তৎকালে প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থই এই দোকানে পাওয়া যাইত। এই দোকানের কার্য বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি রাধাবাজারে ইহার একটি শাখা স্থাপন করেন।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদন

কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়বাবু কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলে, অদ্বৈতবাবু "সংবাদ- পূর্ণচন্দ্রোদয়" সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৪১ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তেত্রিশ বর্ষ "পূর্ণচন্দ্রোদয়" সম্পাদন করেন। তাঁহার সময়েই ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা দৈনিকে পরিণত হয়। তিনি এই সুদীর্ঘ কাল কেবলমাত্র সম্পাদন-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন না; বহু ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং বহু সদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র আকার

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হইত ("সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় মাসান্তে প্রকাশ করিয়াছিলাম")। তখন ইহা প্রতি পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইয়া* নিজ "পূর্ণচন্দ্রোদয়" নামের সার্থকতা রক্ষা করিত।

হইয়া যায়। ১৭৭৯ শকাব্দের ১৫ই ফাল্গুন (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণ তত্ত্ববোধিনী প্রেসে মুদ্রিত হয়। ১৭৮১ কি ১৭৮২ শকাব্দে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পরলোকগমনের পর বেদান্তবাগীশ মহাশয় "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের" সম্পাদকীয় বিভাগে ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ-কার্যে (দশম স্কন্ধ হইতে) নিযুক্ত হন।

* "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়—প্রথমে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইত।" নবজীবন, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৭৩২

তৎপরে ইহা পাক্ষিক আকারে বাহির হয়; এই পাক্ষিক হইতে ইহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সাপ্তাহিক আকার সম্বন্ধে "নবজীবন" এবং Calcutta Christian Observer" বিশেষভাবে সাক্ষ্য দিতেছে। নবজীবনে (দ্বিতীয় বর্ষ, পৃঃ ৭৩২) লিখিত হইয়াছে—"১২৪৩ সালে (১৮৩৬ খৃঃ) সাপ্তাহিক এবং কয়েক বর্ষ পরে দৈনিক হইয়া আজও (অর্থাৎ ১২৯৩ সালে) জীবিত আছে।" এবং Christian Observer পত্রের নবপর্যায়ের প্রথম বর্ষের (১৮৪০ খৃঃ) ৬৬ পৃষ্ঠায় তৎকাল প্রচলিত সংবাদপত্রসমূহের তালিকা মধ্যে—পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পত্র প্রকাশের দিন (Days of issue) স্থলে কেবলমাত্র মঙ্গলবার (Tuesday) লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে কিছুকাল সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। তাহা হইলে, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, সপ্তাহে বারত্রয়িক ও দৈনিক এই পঞ্চ আকারে পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহা নিম্নলিখিত পাঁচ আকারে প্রচারিত হইয়াছিল—

মাসিক ১২৪২ সাল; তারপর পাক্ষিক আকারে ১২৪২ (১৮৩৫ খৃঃ) হইতে ১২৪৭ (১৮৪০ খৃঃ) সাল পর্যন্ত।

তারপর, সাপ্তাহিক ও সপ্তাহে বারত্রয়িক ১২৪৮ (১৮৪১ খৃঃ) হইতে ১২৫১ (১৮৪৪ খৃঃ) সাল পর্যন্ত।

শেষে, দৈনিক আকারে ১২৫২ (১৮৪৫ খৃঃ) হইতে ১৩১৪ (১৯০৮ খৃঃ ১৩ই এপ্রেল পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত।*

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' সমসাময়িক সংবাদপত্রের তালিকা

"সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধের শেষভাগে—

(ক) পূর্বাবধি প্রচলিত পত্র

(খ) গত বৎসরের (১২৫৬ সাল) মধ্যে প্রকাশিত পত্র

(গ) গত বৎসরের (১২৫৬ সাল) মধ্যে প্রকাশরহিত পত্র নামক

* জন্মভূমি ৭ম বর্ষ, কার্তিক ১৩০৪, পৃঃ ৩২৯

সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়

২৩ খণ্ড। ২ ভাগ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১২৬৬ সাল। ইং ১ জুন ১৮৫৯। শকাব্দা ১৭৮১। সংখ্যা ৩৫১৬

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

১৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১২৬৬ সাল

আমরা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম জেলা হাবড়ার রেজিষ্টরি আফিসে যে সকল ব্যক্তি দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্টরি করাইতে যায় তাহাদিগের অনেক সময় অপেক্ষা নাকরিলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সংপ্রতি হাবড়ার ডাক্তর শ্রীযুক্ত পামর সাহেব রেজিষ্টর হইয়াছেন তাহার নানা কর্ম্ম, বিশেষতঃ অতি প্রধান চিকিৎসক এপ্রযুক্ত চিকিৎসার্থে সর্ব্বদাই আহূত হন রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত কোন দিন বেলা তিনটা কোন দিন চারিটার সময় কাছারি গৃহে অধিষ্ঠান করেন যে সকল ব্যক্তি প্রাতঃকালে দশ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে চারিটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। ঐ কাছারিতে নিকটবর্ত্তি পাঁচ ক্রোশ অন্তরের গ্রাম সকল হইতে অহরহ অনেক লোক দলিলাদি রেজিষ্টরি করিতে আসিয়া থাকে তাহাদের ঐ কাল অপেক্ষায় কেবল সময় নাশ হয় স্ব২ স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে।

অপর শ্রুত হইল ঐ আফিসে যে সকল ব্যক্তি রেজীষ্টরি করাইতে যায় তাহাদের উপবেশন স্থান নাই, কেবল দণ্ডায়মান হইয়া ঐরূপ কাল প্রতীক্ষণ ও অতিশয় ক্লেশ কর।

প্রজাজনের হিতার্থ গবর্ণমেণ্ট যে রেজিষ্টরি আফিস স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে যে সকল ব্যক্তি ভবিষ্যৎ হিতার্থ স্ব২ দলিলাদি রেজীষ্টরি করিতে যান তাহাদের বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ ক্লেশ যাহাতে নাহয় তাহার উপায় করিলে ভাল হয় অতএব অনুরোধ করি বিজ্ঞ রেজিষ্টর সাহেব ঐ সকল বিষয়ে মনোযোগ করেন।

আমারদের রাজপুরুষেরা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যেরূপ মনোযোগী ছিলেন এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক শিথিল যত্ন হইয়াছেন এবং শিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্বে রাজ কোষের যত অর্থ ব্যয় হইত এক্ষণে তাহা ও অনেক হ্রাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থী বালকবৃন্দের পাঠ বেতন অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহার দুই কারণ অনুমেয় হয়, প্রথমতঃ পূর্ব্বে এ দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষা বিশেষ ইংরাজী বিদ্যার প্রতি তাদৃশ যত্ন উৎসাহ ছিলনা, কিন্তু বর্ত্তমান রাজাধিকারে ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে অধিক অর্থাগম ও উচ্চ পদ এবং বিশেষ মান সম্ভ্রম লাভ হয় না ইহা অস্মদ্দেশীয় লোকেরদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবাতে ছোট বড় সকলেই স্ব২ সন্তান দিগকে ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য করণার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন ও বিদ্যা শিক্ষার প্রতি সাধ্য পক্ষে অর্থ ব্যয় ও করিতেছেন, তাহার প্রমাণ এই যে এদেশে

দৈনিক 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

তিনটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সাময়িক পত্রের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিবে মনে করিয়া উক্ত সুবিন্যস্ত ও সুবিভক্ত তালিকা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল—

পূর্ব্বাবধি প্রচলিত পত্র—

প্রাত্যহিক

১। সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় ২। সংবাদ-প্রভাকর

দিনান্তরিক

৩। সংবাদ-ভাস্কর ৪। সংবাদ-রসসাগর

অর্ধ সাপ্তাহিক

৫। সমাচার-চন্দ্রিকা ৬। সংবাদ-রসসাগর

সাপ্তাহিক

৭। গবর্ণমেণ্ট গেজেট ৮। সংবাদ-সাধুরঞ্জন

৯। জ্ঞান-সঞ্চারিণী ১০। সংবাদ-রসমুদ্গর

১১। রঙ্গপুর বার্তাবহ

অর্ধ মাসিক

১২। নিত্য ধর্মানুরঙ্গিকা ১৩। দুর্জন দমন মহানবমী

মাসিক

১৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৫। উপদেশক

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পত্র—

সাপ্তাহিক

১। সজ্জন-রঞ্জন ২। বারাণসী চন্দ্রোদয়

৩। বর্ধমান চন্দ্রোদয় ৪। বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী

। মহাজন দর্পণ ৬। সংবাদ-রসরত্নাকর

৭। ভৈরবদণ্ড

মাসিক

৮। কৌস্তুভকিরণ

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশরহিত পত্র—

১। সমাচার জ্ঞানদর্পণ
২। মহাজন দর্পণ
৩। সংবাদ-মুক্তাবলী
৩। সংবাদ-সুজনবন্ধু
৫। সংবাদ ভৃঙ্গ দূত
৬। সংবাদ-অরুণোদয়
৭। সংবাদ-কৌস্তুভ
৮। সংবাদ-জ্ঞানচন্দ্রোদয়
৯। সংবাদ-রসরত্নাকর

উপরোক্ত তালিকায় গত ১২৫৬ সালের পূর্বাবধি চলিত ১৫ খানি পত্র এবং ঐ বৎসরের মধ্যে আরব্ধ ৮ খানির মধ্যে ২ খানি (মহাজন দর্পণ ও সংবাদ-রসরত্নাকর) রহিত হওয়া ব্যতীত ৬ খানি, সমুদয়ে ২১ খানি পত্র চলিতরূপে গণনা করা যায়।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র বিষয়বস্তু

দৈনন্দিন সংবাদ ব্যতীত ইহাতে সমাজনীতি, শিক্ষা ও ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতি আলোচিত হইত এবং ইহা পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের বিশেষ পোষকতা করিত। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল মহাশয় "কলিকাতা রিহ্বিউ" পত্রে এই পত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"It started as a stalwart defender of Hindu orthodoxy and an abettor of the Samachar Chandrika, giving in each number a hymn in praise of one of the gods, a short poem on an ethical subject, general news and letters complaining of the spread of English and decline of Hinduism ; it also advocated popular education and always maintained a gentlemanly tone towards its opponents, never indulging in scurrility ; it was also a good medium for advertising Bengali books. It seldom involved itself in the expression of strong political opinions ; it gave various items of news and a variety of literary information."*

* Calcutta Review, Vol. CXXXII p. 33, 34

'সংবাদ-পূর্ণোচন্দ্রোদয়ে'র অন্যান্য সম্পাদকগণ

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ইহার সম্পাদক হন। তিনিও তাঁহার মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা সম্পাদন করেন। তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্যামচাঁদ আঢ্য মহাশয়ের পুত্র মহেন্দ্রনাথ আঢ্য মহাশয়ের উপর ইহার সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ বা বাংলা ১৩১৪ সালে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে; তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক মাস মাত্র ইহা জীবিত ছিল। ১৩১৪ সালের ৩১শে চৈত্র (১৩ই এপ্রেল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত বাহির হইয়া ইহার তিরোভাব ঘটে।

বাংলা সাহিত্য প্রচারে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ

হুগলী ও শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া খৃষ্টীয় মিশনারী মহোদয়েরা বঙ্গভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টা ও যত্নে হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ, ফরষ্টার সাহেবের অভিধান, বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, কেরি সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ, লিপিমালা, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়। কেবলমাত্র এই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই; ঐ পুস্তকগুলির সবিবরণী তালিকা ও ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহাদেরই চেষ্টায় প্রথম রচিত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড লং প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা বাংলা পুস্তক, সাময়িক ও সংবাদপত্র প্রভৃতির সবিবরণী তালিকা প্রকাশ করিয়া মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির শৈশব যুগের ইতিহাসে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়া গিয়াছেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রশংসা

খৃষ্টীয় মিসনারীদের চেষ্টায়, যত্নে ও সম্পাদকতায় (Edited by Christian Ministers of Various Denominations) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে পূর্বে উল্লিখিত Calcutta Christian Observer নামক

মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। এই পত্রের ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় "Cinsurensis" নামক কোন ছদ্মনামী "The Calcutta Native Press নাম দিয়া—তৎকাল প্রচলিত বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি তৎকালে এত আদৃত হইয়াছিল যে, ইংলিশম্যান পত্র (৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০ খৃঃ) সমস্ত প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন। এই প্রবন্ধে "পূর্ণচন্দ্রোদয়" সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে। আবশ্যক বোধে ঐ প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল—

"সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় কোনও একজন মেধাবী সরকারী আফিষে নিযুক্ত বাঙালী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহার খুব কাটতি আছে এবং ইহা সাধারণের মধ্যে বহু প্রয়োজনী জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করিতেছে।

* * * * * *

প্রথম আমলের সংখ্যাগুলিতে বিবিধ ছন্দের বহু কবিতা আছে; এই কবিতাগুলি নীতিসূত্র ও তাহার ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হওয়ায়, ইহাদের মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আধুনিক প্রবন্ধগুলি খুব মূল্যবান্ ও ইহার বর্ধনশীল উদ্যমের পরিচায়ক; এই পত্রের উপকারিতা ক্রমেই বাড়িবে, ইহা বেশ বুঝা যায়। ইহার সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু এবং খৃষ্টীয় মিশনারীদিগের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি তাঁহার পত্রে প্রায়ই প্রকাশ করেন; তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে আমরা তাঁহার নিকট সরল ও সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছি।"*

---

* "The *Sangbad Purnachandrodaya* is conducted by a very intelligent young Babu employed in one of the public offices. It has an extensive circulation and retails a great mass of useful intelligence. * * * * * * * * * * * The earlier numbers abound in specimens of various versification, and in what is still more valuable, contain many good moral apothegms and definitions. Some of its latest articles are very valuable, are proofs of a growing zeal, and augur well for its increasing usefulness. We have had much intercourse with the editor. Although a thorough Hindu and frequently admitting vituperative etc., directed against the Missionaries into his paper, we have experienced much candour and obligingness personally at his hands."

আটখানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের (সমাচার-দর্পণ, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-ভাস্কর, জ্ঞানান্বেষণ, রসরাজ. সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ-অরুণোদয় ও সংবাদ-প্রভাকর) আলোচনা করিয়া উক্ত প্রবন্ধ লেখক শেষাংশে লিখিতেছেন—"The prices of these papers are moderate ; by far the cheapest, estimated by the large quantity of its letter-press and the usefulness of its contents together, is the Purna-Chandroday ; it has also the most extensive circulation. Latterly too it is much improved and deserves all encouragement." (p. 65) অর্থাৎ "এই সকল সংবাদপত্রের মূল্য অধিক নয় ; বরং মুদ্রিত বিষয়ের পরিমাণ ও লিখিত বিষয়ের হিতকারিতা এই উভয় বিবেচনা করিলে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র মূল্য সর্বাপেক্ষা কম ; এবং ইহার কাট্‌তি অধিক। সম্প্রতি ইহার লেখা বেশ উন্নত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট ইহা সর্বতোভাবে উৎসাহ পাইবার যোগ্য।"

প্রবন্ধ-নিম্নে লেখক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত লুপ্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রের এবং তৎকাল পর্যন্ত পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির বিবরণ-যুক্ত দুইটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন ; সে দুইটি তালিকা এ স্থলে বাংলায় অনূদিত হইল।

(১) মৃত বা লুপ্ত সংবাদপত্রের তালিকা

	পত্রিকার নাম		সম্পাদকের নাম
	সাপ্তাহিক		
১।	সংবাদ-কৌমুদী	...	পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়
২।	সংবাদ-তিমিরনাশক	...	কৃষ্ণমোহন দাস
৩।	সংবাদ-সুধাকর	...	প্রেমচাঁদ রায়
৪।	সংবাদ-রত্নাকর	...	ব্রজমোহন সিংহ
৫।	সংবাদ-রত্নাবলী	...	জগন্নাথ মল্লিক
৬।	সংবাদ-সারসংগ্রহ	...	বেণীমাধব দে
৭।	অনুবাদিকা	...	প্রসন্নকুমার ঠাকুর
৮।	সমাচার সভা রাজেন্দ্র	...	মৌলভি আলিমোল্লা

	পত্রিকার নাম		সম্পাদকের নাম
৯।	সংবাদ-সুধাসিন্ধু	...	কালীশঙ্কর দত্ত
১০।	সংবাদ-গুণাকর	...	গিরিশচন্দ্র বসু
১১।	সংবাদ-মৃত্যুঞ্জয়ী*	...	পার্বতীচরণ দাস
১২।	দিবাকর	...	গঙ্গানারায়ণ বসু

নিম্নলিখিত দ্বিতীয় তালিকায় সন্নিবেশিত বিষয় ব্যতীত আরও তিনটি কলম তালিকাটিতে ছিল। উহা নিম্নরূপ—

(ক) কিরূপ পরিচালিত (How supported)

(খ) প্রতিপাদ্য বিষয় (General character)

(গ) মন্তব্য (Remarks)

বাহুল্য বোধে সেগুলি আর উদ্ধৃত হইল না। তবে পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল—

(ক) গ্রাহক ও কমিসরিয়েটের দ্বারা

(খ) Deistical (যৌক্তিক একেশ্বরবাদী ?) এবং খৃষ্টধর্মের বিরোধী ; মতামত প্রকাশ এবং সাধারণ সংবাদ

(গ) সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় লিখিবার চেষ্টা আছে ; অনেক খবর পাওয়া যায় এবং নির্ভয়ে লোকের ও সমাজের দোষ ও কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

তৎকালে অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রচার-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তাহা নিম্নে অনূদিত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়।

বাঙালী ব্যতীত সাহেবেরাও এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। ১২৫৭ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রিকা-দৃষ্টে জানা যায় যে "কাপ্তেন উইলিয়্যাম মেকলক সাহেব" ইহার একজন গ্রাহক ছিলেন।

এই পত্র রয়্যাল ৪ পেজী (৯॥" × ১৩") এবং ডিমাই (১৫॥" × ৯৶" ও ১৮" × ১১") এই দুই আকারে ৪ পৃষ্ঠায় বাহির হইত। কখনও কখনও ৮ পৃষ্ঠাও বাহির হইয়াছে।

---

* ইহার সমস্ত রচনা প্রায়ই কবিতায় লিখিত হইত, কিন্তু রচনা তেমন সুন্দর ছিল না। ইহাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পর্যন্ত কবিতায় রচিত।

(২) প্রচলিত বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা

পত্রের নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশের স্থান ও প্রথম প্রকাশের সময়	প্রকাশের দিন	ভাষা	প্রচার-সংখ্যা		কাগজের আকার	মাসিক মূল্য
					সহরে	ডাকে		কোম্পানির তঙ্কা
সমাচার-দর্পণ (Mirror)	রেভাঃ জে সি মার্শম্যান	শ্রীরামপুর, ১৮১৯ খৃঃ	শনিবার	ইংরেজী ও বাংলা	৩৫০	১৬০	শ্রীরামপুর ডিমাই	১৲
সমাচার-চন্দ্রিকা (Moonlight)	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলুটোলা, ১৮২২ „	সোমবার ও বৃহস্পতিবার	বাংলা	৮৬	৬	ডিমাই ৪ পেজী	১৲
জ্ঞানান্বেষণ (Inquirer)	রামচন্দ্র মিত্র	বাহির সিমুলিয়া, ১৮৩১ খৃঃ	বুধবার	ইংরেজী ও বাংলা	৪৫	৪	শ্রীরামপুর রয়্যাল	১৲
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় (Full Moon)	উদয়চন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা, ১৮৩৫ খৃঃ	মঙ্গলবার	বাংলা	৭৭৮	৫৫	রয়্যাল ৪ পেজী	।০ আনা
সংবাদ-প্রভাকর[১] (Sun)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	জোড়াসাঁকো, ১৮৩৬ খৃঃ[২]	দৈনিক ; রবিবার বাহির হইত না	ঐ	১২৪	৭	দেশী ৪ পেজী	১৲
সংবাদ সৌদামিনী (Lightning)	কালাচাঁদ দত্ত ও বন্ধুবর্গ	শ্যামবাজার, ১৮৩৮ খৃঃ	বুধবার	ইংরেজী ও বাংলা	৭৮	২	শ্রীরামপুর ডিমাই	॥০ আনা
সংবাদ-ভাস্কর (Sun)	শ্রীনাথ রায়	সিমুলিয়া, ১৮৩৯ „	মঙ্গলবার	বাংলা	৭০	১৫	ঐ	১৲
বঙ্গদূত[১] (Bengal Herald)	রাজনারায়ণ রায়	ঐ	রবিবার	ঐ	৫০	×	ঐ	॥০ আনা
সংবাদ-রসরাজ (Sentimental)	কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	শুক্রবার	ঐ	১৫০	×	দেশী ৪ পেজী	।০ আনা
সংবাদ-অরুণোদয়[৩] (Dawn)	জগনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গ	আমড়াতলা, ১৮৩৯ খৃঃ	দৈনিক	ঐ	নমুনা ৫০০	সংখ্যা ৭০	শ্রীরামপুর রয়্যাল ৪ পেজী	১৲

১ বহুদিন বন্ধ থাকিয়া পত্র দুইখানি পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

২ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ সম্ভবত সংবাদ-প্রভাকরের পুনঃ-প্রকাশের বর্ষ।

৩ এই পত্রের একখণ্ড নমুনা মাত্র বাহির হইয়াছে।

প্রথম বর্ষের 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র আলোচনা

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা "চান্দ্রজ্যৈষ্ঠমাসীয় সমাচার" ১২৪২ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার (ইং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন) প্রকাশিত হয়। ডিমাই আটপেজী আকারে পুরাতন পাইকা হরপে ১৬ পৃষ্ঠায় প্রথম সংখ্যা সমাপ্ত। ইহার লিখিত বিষয়গুলি দুই কলমে বিভক্ত।

যে কয়খানি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিরই মলাট বা কোন প্রচ্ছদপত্র নাই। তবে এই সাত সংখ্যার পত্রিকার যে একটি মুদ্রিত মলাট রহিয়াছে, সেই মলাটের উপর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটুকু বড় অক্ষরে (ইংলিশ হরপে) মুদ্রিত হইয়াছে ;—

"সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

আমাদিগের যন্ত্রালয়ে যে সকল পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে তাহা গ্রাহকগণের গোচারার্থে কয়েক মাহাবাধি ক্রমিক বিজ্ঞাপন করিয়াছি এক্ষণে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিবার প্রয়োজনাভাব সুতরাং বিস্তারিতরূপে বিজ্ঞাপন করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। যে কোন বাংলা উত্তম পুস্তক কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় আমাদিগকে জ্ঞাপন করিলে সাধ্যমত যোগাইব ইতি।"

এই বিজ্ঞাপন হইতে মাত্র জানা যায় যে, 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' কার্যালয় হইতে বাংলা পুস্তক বিক্রয় হইত।

প্রথম সংখ্যায় মলাটস্থিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠে জানিতে পারা যায় যে, হরচন্দ্র দ্বারা 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথম প্রকাশ পায়। এই হরচন্দ্রই হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনিই যে 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রথম সম্পাদক তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "বিজ্ঞাপন" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" শীর্ষক প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১)

"বিজ্ঞাপন

এতন্মহানগরীয় বা অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত

যশঃপূর্ণিত সর্বগুণালঙ্কৃত গাম্ভীর্য স্থৈর্যবীর্যবন্ত অতলৈশ্বর্যান্বিত বা মধ্যমস্থ সাধুসদাশয় সমূহ মহাশয় ও নিকৃষ্টের ধীরতার প্রাখর্য প্রকাশে অনিষ্ক্রমণ পূর্বক সর্বদোষ মার্জনা করিবেন তথা অলঙ্কারাদি দোষে দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ করতঃ সারভাগ গ্রহণ করিবেন যথা হংসের নীরে ক্ষীর ভক্ষণ অথবা মেঘাস্থে বারিবরিষণ এতাদৃশ ভাব মহানুভব মহাশয় সমূহ কর্তৃক হইলে স্বধর্মরক্ষণাকাঙ্ক্ষি চন্দ্রিকার্ণব পার্শ্বে পল্বল সদৃশে স্থিত হইয়া লেখনী ধারণ পূর্বক বিপক্ষ পক্ষের কটাক্ষ যাহা হিন্দুধর্ম বিপক্ষে লক্ষ লক্ষ হয় তদ্বিনাশক হই যদ্যপি নিদিধ্যাসন ধর্মপরায়ণ মহাশয়গণ পাকতঃ পরাঙ্মুখ ও অক্ষম না হন তবে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে তাঁহাদিগের অনুগ্রহ স্বরূপ বাতাশে অনায়াসে সে মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সুস্পষ্টরূপে উৎকৃষ্টতা প্রস্ফুটিত হওনে অসম্ভব নহে অধিকন্তু নিবেদন সর্বসাধারণ মতে এতদ্বিষয়ের তাৎপর্য ও কিঞ্চিৎ গুণবর্ণন সৎ প্রয়োজন করে তদ্বারানুসারে সংক্ষেপরূপ কিঞ্চিদ্বর্ণনা করণে লিখনী ধারণ করিলাম ইহাতে পাঠকবর্গ মহাশয়েরা বিরক্ত না হইয়া যৎ-কিঞ্চিৎ কৃপাবলোকনে অবলোকন করিবেন।

তাবৎকলা সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময় চন্দ্রোদয় হইয়া যাদৃগ জগদন্ধকারকে ধ্বংস কৃশ ও লণ্ডভণ্ড খণ্ড খণ্ড করেন এবং নবখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে দোর্দণ্ড প্রচণ্ড তপন সন্তপ্ত হইতে নির্মোলজ্জ্বল কিরণ দানে সুশীতল করেন তথা সুধা বর্ষণে চকোর চকোরীগণের ক্ষুধা নিবারণ করেন অথবা তদ্দর্শনে কুমুদ কহ্লারগণের মনোরম সরোবরে স্বম্পসলিলে বা অত্যন্তোল্লসিত পূর্বক প্রস্ফুটিত হন তদ্রূপ সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশে অনায়াসে সিদ্ধাসিদ্ধ বৃদ্ধ যৌবনার্ধ ও আদ্যবয়সাবলম্বি বাবুদিগের হিতার্থে বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি নিমিত্তে এবং চিত্তের মালিন্যতা দুর্বল হইয়া অনায়াসে মানসজ্ঞানদীপক প্রফুল্ল হইবেক।

এই সংবাদপত্র প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইবেক ইহাতে বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ আছে যাহাতে মনোহন্মপ্রবেশ করিলেই বিশেষ উপকার দর্শাইবেক তথা * * * বিষয় ঘটিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিবরণ যাহা শ্রীল শ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে * * গণের মহোপকার দর্শাইবেক এবং ধর্মবিষয় যাহা সর্বসাধারণের আবশ্যক ও

এতদ্দেশীয় বা ইয়োরোপীয়াদি দেশের নূতন সম্বাদ যদ্দর্শনে পাঠকগণেরা পরমোল্লাসিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের ও প্রেরিত যথা রীত্যনুসারে প্রকাশ হইবে এক্ষণে এক বিষয়ে অধিক কালক্ষেপন করা কর্তব্য নহে তজ্জন্য অন্যান্য বিষয় লেখনে প্রবর্ত হইলাম।"

(২)

"সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক যে মাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশার্থ অস্মদাদির মানস ভূমিকা দ্বারা এতদ্দেশীয় ও অন্যান্য দেশীয় মহাশয়গণ সমীপে প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দর্শনে অশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানাঞ্জন বেষ্টিত মহাশয়গণ অস্মদাশা দ্বারা রোপণাকাঙ্ক্ষিত বৃক্ষের উপজীবিকা হেতু সাহায্যরূপ বারি প্রদানে জীবিত রাখেন এমত কল্পনায় অঙ্গীকৃত হইয়া স্বীয় স্বীয় নামাঙ্কিত করতোঽস্মন্মানস প্রফুল্ল করিয়াছেন তাহাতে অস্মদাদির বিবেচনায় নির্ধারিত করা গেল যে তাঁহারদিগের অনুগ্রহসূচক আনুকূল্যে যে বৃক্ষ অস্মদাদি কর্তৃক রোপিত হইল তাহাতে শীঘ্রই ফলোৎপাদক পূর্বক তন্মহাশয়দিগের আস্বাদন জন্মে এমত বিবেচনায় অস্মদঙ্গীকৃত বিষয় অদ্য পূর্ণ করা গেল ইহার মধ্যে পাঠক মহাশয়দিগের গোচরার্থে অগ্রভাগেই এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল তৎপাঠে এতদ্বিষয়ের তাবন্নিয়মাবগত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য কয়েক বিষয় ও লিখিত হইল পাঠক মহাশয়রা অনুগ্রহাবলোকনে দৃষ্টিপাত করেন এমত আকাঙ্ক্ষায় সাহসপূর্বক এতাদৃশ দুঃসাহসিক কর্মে প্রবর্ত হইলাম।

স্বদেশীয় বা বিদেশীয় সর্বজনহিতাকাঙ্ক্ষি মহা যশোধারি মহাশয়দিগের প্রতি অস্মদ্বিনয়োক্তি এই যে এতন্নগরে পূর্বে বঙ্গভাষায় আলোচনা প্রয়োজন ছিল না ইত্যবলোকনে তন্নিয়ম নিবারণার্থ বিজ্ঞানুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা ও দর্পণাদি প্রকাশক মহাশয়েরা যে সুনিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন তদবধারণ পূর্বক অনেকানেক মহাশয়রা তদ্রীত্যনুসারে উপায়ানুসন্ধানে রত হইয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয়েরদিগের ক্রমে বিদ্যাবুদ্ধির খরতর প্রাখর্য হইতেছে। এতদৃশ সোপান দৃষ্টি করিয়া সংপতি অস্মন্ মানস হইল যে তাদৃশ দূরাপ কীর্তি দৃঢ়রূপে চিরস্থায়ি নিমিত্ত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক এতৎ সমাচার

পত্র প্রকাশোদ্যোগী হই এবম্ভূত আকাঙ্ক্ষায় কতিপয় সদ্ভাব বিশিষ্ট মহাশয়-দিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য প্রবর্ত হইলাম ইহাতে তন্মহাশয়েরা স্ব স্ব স্বীকৃত করুণা বিতরণে পরাঙ্মুখ না হইয়া সাহস প্রদান পূর্বক যে উৎসাহ জনক কর্মে প্রবর্ত করিলেন তাহা পূর্ববৎ থাকিলে তন্মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য গ্রহণ পূর্বক মানস সফল করিতে পারিব।

অপরন্ত এতদ্বিষয়ে ধীর শী * * ক্ত চন্দ্রিকা দর্পণাদি প্রকাশক * * * শয়ের দিগের প্রতি বিনয়োক্তি এই যে তাঁহারা সর্বদা এ ক্ষুদ্র বোধের উক্তি অবলোকন পূর্বক সর্বজন মান্য স্বকীয় পত্রে স্থান দান পূর্বক অকিঞ্চনের আকিঞ্চন পূর্ণ করেন তদ্দর্শনে এতদ্বিষয়ে অস্মদাদির দৃঢ়ানুরাগের সম্ভাবনা কিমধিকং বিজ্ঞ বরেম্বিতি।"

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল সার চার্লস মেটকাফ্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন "সংবাদ-পূর্ণ-চন্দ্রোদয়" প্রথম প্রকাশিত হয়। "বাংলা সাময়িক সাহিত্যে"র প্রথম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে, বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিশ্রাম পত্রিকা প্রসব করিতে লাগিল।" এবং তাঁহার বিশ্বাস,—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা হইবার পরই হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" বাহির হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যে তাহা নয়, তাহা উপরিলিখিত তারিখ-গুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার ললাটে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি শোভা পাইতেছে—

"অজ্ঞানরূপং তিমিরং বিনশ্য
জ্ঞানপ্রকাশং প্রতিমাসমেব।
বিস্তীর্য লোকে হরচন্দ্রকেতুঃ
সম্পূর্ণচন্দ্রোদয় এষ ভাতি॥"

অর্থাৎ—

চন্দ্র আজ ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উদিত হইতেছে। কেন না

"হরচন্দ্র" ইহার কেতু (ধ্বজ বা চিহ্ন অর্থাৎ সম্পাদকীয় নাম) রূপে বিরাজ করিতেছে। মাসে মাসেই ইহা অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিয়া লোকসমাজে জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

বাকী সংখ্যাগুলির ললাটে কিন্তু স্বতন্ত্র একটি শ্লোক মুদ্রিত রহিয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"দশপঞ্চকলাপূর্ণে পূর্ণিমায়াং বিধৌ পুনঃ।
অধুনা হরচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ কৃতঃ॥"

অর্থাৎ

চন্দ্র পূর্ণিমায় পনেরটি কলা লইয়া উঠেন। আজ হরচন্দ্রকে ((১) মহাদেবের মাথার চাঁদটি, (২) সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) লইয়া সত্য সত্যই পূর্ণচন্দ্রোদয় হইল।

নিম্নলিখিত সময়ে প্রথম বর্ষের নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়—

প্রথম সংখ্যা—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১২৪২ সাল, ৮ই জুন, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় সংখ্যা—২৭শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১২৪২ সাল, ১০ই জুলাই, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয় সংখ্যা ২৪শে শ্রাবণ, শনিবার, ১২৪২ সাল, ৮ই আগষ্ট, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

চতুর্থ সংখ্যা—২৩শে ভাদ্র, সোমবার, ১২৪২ সাল, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

পঞ্চম সংখ্যা—২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১২৪২ সাল, ৬ই অক্টোবর, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

ষষ্ঠ সংখ্যা—২০শে কার্তিক, বৃহস্পতিবার, ১২৪২ সাল, ৫ই নভেম্বর, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

দশম সংখ্যা—২১শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১২৪২ সাল, ২রা মার্চ, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

প্রতি সংখ্যাই ১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রতি মাসের পূর্ণিমার দিন ইহা প্রকাশিত হইত, সংখ্যাগুলির শেষে নিম্নলিখিতভাবে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে—

প্রথম সংখ্যার শেষে—"চান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।
দ্বিতীয় " " —"চান্দ্র আষাঢ়মাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।
তৃতীয় " " —"চান্দ্র শ্রাবণমাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।
চতুর্থ " " —"চান্দ্র ভাদ্রমাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।
পঞ্চম " " —"চান্দ্র আশ্বিনমাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।
ষষ্ঠ " " —"চান্দ্র কাতিকমাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।
দশম " " —"চান্দ্র ফাল্গুনমাসীয় সমাচার সমাপ্তঃ"।

এই কয়টি সংখ্যা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের ঠিক পূর্ণিমার দিনে এই পত্র প্রকাশিত হইত। অধুনাতন সময়ে ১২৯৯ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া হইতে "পূর্ণিমা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত—এখন আর তাহার অস্তিত্ব নাই। এই "পূর্ণিমা" পত্র প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত না হইয়া মাসের যে কোন দিন, কখনও বা দুই মাসের মধ্যে একবার, আবির্ভূত হইত।

প্রথম সংখ্যা 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন

প্রথম সংখ্যা পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়—

"এই সংবাদপত্র প্রতি পূর্ণিমায় ষোড়শ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হইবেক। মূল্য সংখ্যা প্রতি ।০ আনা মাত্র। যে কোন মহাশয় ইহা গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার কালেজ ইষ্ট্রীটে ৫৮ সংখ্যক বাটিতে সম্পাদকের নিকট এক স্বনামাঙ্কিত লিপী প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন ও যদ্যপি কোন পত্র প্রেরণে আকাঙ্ক্ষিত হন তবে উক্ত স্থানে প্রেরণ মাত্রই সম্পাদকের হস্তগত হইবেক এবং অন্যান্য সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়-

দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় সমাচার পত্র পূর্বোক্ত স্থানে প্রেরণ দ্বারা বাধিত করিবেন ইতি।

সম্পাদক শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

পঞ্চাননতলার ১৯ সংখ্যক ভবনে নিজ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে এই প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হয়।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র পদ্য রচনার নমুনা

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে গদ্য ও পদ্য উভয়প্রকার রচনা স্থান পাইত। সে সময়ের গদ্যরচনার নমুনা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; বাংলা পদ্যরচনা কিরূপ ছিল, নিম্নে তাহার নমুনা প্রদান করা গেল, ইহার একটি পয়ার, অপরটি লঘু-ত্রিপদী।

(১)

"শ্রীগুরুমাহাত্ম্য

শ্রীগুরু পদারবিন্দ মকরন্দ পানে।
মনোমধুকর মত্ত হও প্রাণপনে॥
যাঁর দত্ত পরমার্থ তত্ত্ব করি ধ্যান।
এ মহা সংসারার্ণবে হবে পরিত্রাণ॥
ঐহিকের সুখসিন্ধু বন্ধুবর্গ আর।
ভবসিন্ধু তরিবারে গুরু কর্ণধার॥
শাস্ত্র উক্তি গুরুভক্তি করে বশ মুক্তি।
যথাশক্তি অনুরক্তি এই সার যুক্তি॥
যক্ষ রক্ষ ঋক্ষপতি দক্ষ আর ভব।
গুরুতত্ত্ব ধ্যানে মত্ত বিরিঞ্চি বাসব॥
তন্ত্রমন্ত্র যন্ত্রবাদ্যে গুরু আদ্য সার।
গুরু বিনা ত্রিভুবনে সর্ব অন্ধকার॥
বৈকুণ্ঠবিহারী হরি মানব রূপেতে।
কর্মভূমে জন্ম নিলা ভক্ত উদ্ধারিতে॥

সেই গুরু কল্পতরু বিদিত জগতে।
কার সাধ্য তাঁর আদ্য অন্ত করে চিতে॥
সহস্র বদনে যদি নাগরাজ কয়।
তথাপি মহিমা সীমা না হয় নির্ণয়॥
সহস্র করেতে যদি লেখয়ে অর্জুন।
তথাপি না হয় শেষ সহস্রাংশ গুণ॥
শ্রীগুরুপ্রসাদে সদা নাহি কোন দায়।
প্রহ্লাদাদি বিপদে পাইল সদুপায়॥
গুরু উপদেশে ইষ্ট দেবতা সাধন।
সর্বধন সারধন গুরু মুখ্য ধন॥
অতএব এই যুক্তি শুন ওরে মন।
সর্বদা করহ মনে শ্রীগুরু চরণ॥"

(২)

"রাসলীলা

(লঘু-ত্রিপদী)

রস বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা সনে
শ্রীনন্দনন্দন শ্যাম।
পায়্যা পূর্ণমাসী, ত্রিভঙ্গিম শশী
পূরাইলা মনস্কাম॥
কৈলা রাসলীলে, গোপীগণ মিলে
প্রকাশিয়া নাগরালি।
শ্রীরাধা বিশাখা, চিত্রে চিত্রলেখা,
পুলকিতা চন্দ্রাবলী॥
সকলে মিলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লইয়া,
রাসকেলি করে রঙ্গে।
কুসুম চন্দন বসন ভূষণ
সাজাইয়া দিয়া অঙ্গে॥"

প্রথম বর্ষ 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র বিষয়-বস্তু

প্রাপ্ত সাতখানি সংখ্যায় (প্রথম বর্ষের) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে—

প্রথম সংখ্যা

১। বিজ্ঞাপন
২। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (প্রকাশের উদ্দেশ্য)
৩। বিদ্যাবিষয়ক (প্রস্তাব)
৪। ধর্মবিষয়ক (কবিতা)
৫। সংস্কৃত কলেজ
৬। আলস্য
৭। ধনের অনিত্যতা (কবিতা)
৮। সংবাদ

দ্বিতীয় সংখ্যা

১। শ্রীগুরু মাহাত্ম্য (কবিতা)
২। সত্যবিষয়ক
৩। মিথ্যাবিষয়ক
৪। দাতৃত্ব (কবিতা)
৫। সংবাদ
৬। প্রেরিত পত্র

তৃতীয় সংখ্যা

১। ধর্মনিষ্ঠতা (কবিতা)
২। বন্ধুতা
৩। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা (কবিতা)
৪। সংবাদ
৫। প্রেরিত পত্র

চতুর্থ সংখ্যা

১। শ্রীশ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্য (কবিতা)

২। ক্রোধ

৩। আশা (কবিতা)

৪। প্রেরিত পত্র

পঞ্চম সংখ্যা

১। শ্রীশ্রীভগবতীমাহাত্ম্য (কবিতা)

২। অহঙ্কার (কবিতা)

৩। লোভ (কবিতা)

৪। প্রধানত্ব

৫। লজ্জা

৬। রাজ্যশাসন

৭। সংবাদ

৮। প্রেরিত পত্র

ষষ্ঠ সংখ্যা

১। শ্রীশ্রীশিব মাহাত্ম্য (কবিতা)

২। শোক

৩। পরিশ্রম

৪। পরোপকার

৫। সংবাদ

৬। প্রেরিত পত্র

দশম সংখ্যা

১। শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মাহাত্ম্য (কবিতা)

২। দয়া (কবিতা)

৩। সম্মান

৪। সৌজন্যতা (কবিতা)

৫। যতার্থ সর্বত্রজয় (কবিতা)

৬। সংবাদ

৭। প্রেরিত পত্র

১২৫৭ সালের 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র আলোচনা

প্রথম বৎসর ব্যতীত যে পনের বৎসরের পূর্ণচন্দ্রোদয় পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ বা ১২৫৭ সালের পত্রই সর্বপুরাতন। প্রতি পৃষ্ঠা তিনটি কলমে বিভক্ত এবং চারি পৃষ্ঠায় সর্বসমেত বার কলম লেখা থাকিত।

১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখের পত্র

(এই সংখ্যায় অতিরিক্ত ৪ পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে)

প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমিত কাষ্ঠের অক্ষরে পত্রিকার নাম—তৎপরে "প্রাত্যহিক পত্র" এই পংক্তিটি নিম্নলিখিত শ্লোক সহ শোভা পাইতেছে,—

"দৃষ্ট্বা হৃষ্ট্বা শশাঙ্কং দিনরুচিরহিতং সাঙ্কহ্রাসং নিরঙ্কং
ধাতা সংবাদসোমং গুণময়মসৃজৎ পঙ্কজঘ্নং তমোঘ্নং।
স্বাঢ্যে সাঢ্যে সলেখে মধুহরদয়িতেঽদ্বৈতচন্দ্রে সুশৈলে
ভব্যোভব্যো ভবাব্ধৌ হরিপদহৃদি সংপূর্ণচন্দ্রোদয়োসৌ॥"

অর্থাৎ বিধাতা চন্দ্রকে দিনে শোভাশূন্য, কলঙ্কযুক্ত ও পদ্মনাশকারী দেখিয়া আনন্দের সহিত নিষ্কলঙ্ক গুণময় অন্ধকারনাশক পূর্ণচন্দ্রোদয় (নামে সংবাদপত্র) সৃজন করিলেন। ধনবান্‌, বিদ্বান্‌ হরিপদধ্যানকারী শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যরূপ উদয় পর্বতে সেই পূর্ণচন্দ্রোদয় উদিত হইল ; এই উদয়ে ভবসমুদ্রে-মগ্ন লোকের মঙ্গল হইবে। এই শ্লোকটি সম্ভবতঃ অদ্বৈত বাবুর সম্পাদনকালে পত্রিকার ললাটে সন্নিবেশিত হয় এবং শেষের দুই এক বর্ষ ব্যতীত বরাবর একই স্থানে বহুবর্ষ যাবৎ শোভা পাইয়াছিল। শ্লোকটি পিতলের অক্ষরে পূর্বে ছাপা হইত।

এই শ্লোকের নিম্নে নিম্নলিখিতভাবে রেখা-বেষ্টিত দুই পংক্তির মধ্যে তারিখ ও মূল্য প্রভৃতি দেওয়া আছে—

বৈশাখ শুক্রবার সন ১২৫৭।ইংরাজী ১২ এপ্রেল ১৮৫০ সাল। শকাব্দা ১২৭২। সম্বৎ ১৯০৭। আন্দুল রাজাব্দঃ ৮৩। দানিশাব্দঃ ১০০।

---

১৬ খণ্ড।] ☞ মূল্য মাসিক কোং ১ এক তঙ্কা, অথবা বার্ষিক অগ্রীম কোং ৮ আট তঙ্কা। [২১৩০ সংখ্যা।

ইহার নীচে তিন কলম বিজ্ঞাপন। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় কলমের অর্ধেক অংশ "বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপনে" পরিপূর্ণ। বাকী দেড় কলমে "ব্যবসায়ের বিজ্ঞান" ও খোদ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নিজস্ব নানাবিধ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন আছে; ২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠায় ১ম কলম বিজ্ঞাপন (ছায়াবাজীর বিজ্ঞাপন, ইউ সি আঢ্য কোংর কলিকাতা লোন আপিসের বিজ্ঞাপন এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন প্রভৃতি) দ্বারা পূর্ণ। তারপর সরকারী আজ্ঞা, রাজকর্মে নিয়োগ, নীতিজ্ঞান, রাজনীতি, গত সাম্বৎসরিক ঘটনা (গত ১২৫৬ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বারমাসের ঘটনাপঞ্জী একত্রে গ্রথিত—ইহা অতিশয় মূল্যবান্), সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি, সম্পাদকীয় বক্তব্য, ইংরেজীপত্রের অনুবাদ ইত্যাদি বিবিধ পাঠ্য ও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রায় সতের কলম পূর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে "বিদ্যাদানের বিজ্ঞাপন" প্রকাশ দ্বারা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করা হইয়াছে।

পত্রের শেষে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা আছে। এস্থলে বাংলা অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

'কলিকাতা আমড়াতলা ১২নং বাটীতে সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ শ্রীরামরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হইল।'

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র প্রকাশকবর্গ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নলিখিত বিভিন্ন বর্ষে "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন—

১৬শ বর্ষ	১২৫৭ সাল	রামরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সনের ২৪শে মাঘ পর্যন্ত
১৬শ বর্ষ ১২৫৭;	২৫শে মাঘ হইতে	সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় ১২৫৮ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত*
৩১শ বর্ষ	১২৭২ সাল	অদ্বৈতচরণ আঢ্য

* ইহার পর ১৩ বৎসরের ফাইল পাওয়া যায় নাই।

৪৪শ বর্ষ ১২৮৫ সাল গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ও ভ্রাতৃবর্গ

১২৯৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ পর্যন্ত

৫২শ বর্ষ ১২৯৩।২৯শে শ্রাবণ হইতে শ্যামাচাঁদ আঢ্য ও তদীয় ভ্রাতা

৭ই কার্তিক পর্যন্ত

,, ,, ৯ই কার্তিক হইতে পূর্ণচন্দ্র ঘটক

(Printed and published for the Proprietor by P. C. Ghatuck)

এই পূর্ণ বাবু বহুদিন, প্রায় ২২ বর্ষকাল "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। উক্ত পত্রের শেষ সংখ্যা (৩১শে চৈত্র, ১৩১৪ সাল) এই পূর্ণ বাবুর দ্বারাই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় অদ্বৈত বাবুর সম্পাদন-কালে[১] "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র ভাষা সেকেলে বাংলা ভাষার ন্যায় সংস্কৃতশব্দবহুল ছিল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, কলিকাতা বা মফস্বলের সংবাদ সকল বিষয় একই ছাঁদে লিখিত হইত। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বা সংবাদে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। সেগুলি চিন্তাশীলতা ও নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ থাকায়, অনূদিত হইয়া তৎকালীন প্রচলিত "হরকরা" প্রভৃতি সুবিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইত[২]।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদকীয় রচনার নমুনা

নিম্নে ১২৫৭ ও ১২৭২ সালের পত্র হইতে দুইটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও একটি সম্পাদকীয় প্যারা উদ্ধৃত হইল। ইহার মধ্যে "সংবাদপত্র ও সম্পাদক" শীর্ষক প্রবন্ধটি বর্তমান সময়ে প্রত্যেক সংবাদ ও সাময়িক পত্র-সম্পাদকের পাঠ করা উচিত বলিয়া মনে করি। অপর দুইটি উদ্ধৃত বিষয় দ্বারা বাংলার প্রাচীন সংবাদপত্র-যুগের কয়েকটি লুপ্ত তথ্য জানা যাইবে।

---

১ "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র যে পনের বৎসরের ফাইল্ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১২৫৭, ১২৫৮ ও ১২৭২ এই তিন বৎসরের পত্র স্বর্গীয় অদ্বৈত বাবুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল।

২ "ইংরেজ সংবাদপত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা ইংরেজদিগের জ্ঞাপনার্থ পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে অনেক সংবাদ ও প্রস্তাবাদি অনুবাদ করিয়া স্ব স্ব পত্রে সমাদর পূর্বক স্থানার্পণ করিয়া থাকেন, এ জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট বাধিত আছি।" ২রা বৈশাখ, শনিবার, ১২৫৭ সাল, পৃঃ ৩

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

(১)

"বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি যদিও ভূরি ভূরি লোকের যত্ন হওয়াতে, কালক্রমে ইহার দ্বারা এতদ্দেশের সর্বসাধারণ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারিবেক—এক্ষণে এমত সম্ভাবনা বিলক্ষণ হইয়াছে এবং এ নিমিত্ত বাংলা ভাষার বহুলভাবে প্রচারের যে কোন উপায় সৃষ্টি হয়, তাহাতেই মহা আহ্লাদ জন্মিয়া থাকে ; তথাপী ইংরেজী ভাষা অর্থকরী বিধায়, তাহার প্রতি অনেকের একান্ত যত্ন হইয়া থাকে এবং তদুপার্জনেই সকলে বিবিধ চেষ্টা করেন। ইহাতে ঐ ভাষায় জ্ঞান বা কোন প্রকার সংস্কার লাভ না করিয়া স্বদেশ ভাষার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও কেহ কেহ তাহার উপার্জন নিমিত্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে অবকাশ পান না। অতএব ইংরেজী ভাষা সমেত বঙ্গীয় ভাষার নূতন নূতন পুস্তক ও ইতিহাসাদি প্রকাশ পাইলেই ঐ প্রকার লোকদিগের পক্ষে স্বদেশ ভাষার আলোচনোপায় হইতে পারে। অধিকন্তু উভয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ হইলে তাহাতে অনায়াসেই উভয় ভাষার অনুশীলন সম্ভাবনা, কেন না ইংরাজী ভাষার পুস্তক সকল যদিও বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত প্রকাশ হয় তথাপি পুস্তকের মর্ম প্রায় অনায়াসে বোধগম্য হয় না ; আর দর্শনাদি বিদ্যার গ্রন্থ হইলে তাহাতো নিতান্তই দুর্গম্য হয় অর্থাৎ উপদেশ ব্যতিরেকে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, পরন্তু সংবাদপত্রের আন্দোলনীয় বিষয়সকল প্রায় পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় কঠিন হয় না, সর্বদা সামান্য সর্ববিদিত বিষয়ের আন্দোলন সমাচার-পত্রে হয়, অতএব সংবাদপত্র উভয় ভাষাতে প্রকাশ পাইলেই তাহাতে ইদানীন্তন ভূরি ভূরি লোকের বঙ্গভাষার চর্চা হইতে পারে।

এই মহা রাজধানী মধ্যে ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্র এক্ষণে নাই ; কিন্তু পূর্বে যখন স্বদেশ ভাষার আন্দোলন নিমিত্ত সর্বসাধারণের একম্প্রকার যত্ন না ছিল, তখন এখানে কএকখান উভয় ভাষার পত্র প্রচারিত হইত। সমাচার দর্পণ যাহা উভয় ভাষার আদ্য পত্রিকা, তাহা থাকিতে থাকিতে জ্ঞানদর্পণ প্রকাশ পায় এবং সেই সময়ের কিঞ্চিৎ পরেই বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর পত্র উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়,

কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকার সকল পত্রিকারই তিরোধান হইয়াছে। এখন এক খানও উভয় ভাষার পত্র নাই, অথচ এখন পূর্বলিখিত কারণে ঐ প্রকার পত্রের নিতান্তই আবশ্যক দেখা যাইতেছে।

আমরা স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা ইংরেজী বিদ্যার্থী সাধারণ সকলের পক্ষে সুলভ হইবার উপায়াভাব দেখিয়া চিন্তা করিতেছি; ইতিমধ্যে সত্য-প্রদীপ* সম্পাদক মহাশয়ের সাম্প্রতিক প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে আহ্লাদিত হইলাম। ঐ মহাশয় সমাচার-দর্পণকে পুনরুজ্জীবীত করিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। উভয় ভাষায় সমাচার-দর্পণ প্রকাশিত হইলে আমাদের বোধ হয় উক্ত সম্পাদক মহাশয় হইতেই ইংরেজী বিদ্যার্থিদিগের স্বদেশী ভাষালোচনায় ঐ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবেক।"

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১২৫৭ সাল

(২)

"রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশের পুরাতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রঙ্গপুর অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান, তিনি পুনরায় রঙ্গপুর প্রত্যাগত হওনাবধি এক দিনের জন্যও স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র রায় মহাশয়ের যত্নে রঙ্গপুরে উক্ত যন্ত্র স্থাপিত ও পত্র প্রকাশিত হয়। মফস্বলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত সর্বপ্রথমে শম্ভু বাবু করিয়া যান। ইহার পূর্বে মফস্বলে বাংলা ছাপাখানা ছিল না। পরন্তু এ স্থলে আহ্লাদের সহিত আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, এক্ষণ ঢাকায় কয়েকটি বাংলা যন্ত্র এবং বাংলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া

* "সত্য-প্রদীপ" ১২৫৭ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীরামপুর যন্ত্র হইতে খৃষ্টীয় মিশনরীগণ কর্তৃক বাহির হয়। রেভারেণ্ড এম্ টাউনসেণ্ড ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা সাপ্তাহিক পত্র, এবং এক বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা এবং আকার "অষ্ট পৃষ্ঠা পরিমিত।" এই পত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন—তন্মধ্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—"এই ক্ষণে আমরা দেশবিদেশীয় সত্য সম্বাদ অনুসন্ধান পূর্বক প্রকাশ করিয়া যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগ পূর্বক পাঠক মহাশয়দের মনসন্তোষ করণাভিপ্রায়ে 'সত্য-প্রদীপ' নামক এ সম্বাদপত্র প্রকাশ করিতেছি। কোন অন্যায়াচরণের বিশ্বস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, তদাচারের দোষ প্রকাশ করণে, কোন ক্রমে শৈথিল্য করিব না, পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিও করিব না। ফলত এতদ্দেশীয় লোকেদের সৎজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা 'সত্য-প্রদীপের' প্রধান অভিপ্রায়।"—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২৫শে বৈশাখ, ১২৫৭ (৬ই মে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)—পৃঃ ৩

দেশের মহতী মঙ্গল সাধিত হইতেছে। নীলকর হিতাকাঙ্ক্ষী বিখ্যাত ফর্বস্ (Forbes) সাহেব অতি প্রথমে ঢাকায় একটি ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র ও তাহা হইতে ঢাকা নিউস্ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ফর্বস্ সাহেব একজন বিখ্যাত সুলেখক, ইনি নীল গোলযোগের সময় হরকরার বিশেষ উন্নতি করিয়া যান। এক্ষণ ইনি হরকরার লণ্ডনস্থ বিশেষ সংবাদদাতা। ঢাকাতে এক্ষণ তিনখানি সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে যে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, ঢাকার "বিজ্ঞাপনী" ও "ঢাকাপ্রকাশ" ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে। "হিতৈষিণী"র অবস্থা তাদৃশ সন্তুষ্টজনক নহে।"

৩১ খণ্ড, ৮ই বৈশাখ বুধবার, ১২৭২ সাল ; ১৯শে এপ্রেল, ১৮৬৫

(৩)

"সংবাদপত্র ও সম্পাদক

সংবাদপত্রের সৃষ্টি দেশের অশেষবিধ কল্যাণের নিমিত্ত। দেশের এমন কোন সম্প্রদায় নাই, সংবাদপত্র দ্বারা যাহাদিগের উপকার সাধন না হয়, সুসভ্য ইংরেজজাতি আবিষ্কর্তা। সভ্যতাভিমানী হতশ্রী বাঙালীরা পূর্বে ইহার কিছু মাত্র গুণ জানিতেন না। এক্ষণ কাহার কাহার সংবাদ-পত্রের গুণবোধ হইয়াছে। তাহাও ইংরেজজাতির প্রসাদাৎ, ইংরেজদিগের দেখাদেখিই এদেশে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা পত্রের সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বে অনেক বাংলা সমাচার-পত্র জন্মিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থাও নিতান্ত নিকৃষ্ট ছিল। এক্ষণে এ দেশে ঈশ্বরেচ্ছায় কয়েকখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র উত্তমতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। দৈনিকপত্র যে কয়েকখান আছে, উচিত বলিতে কি, তাহাদিগের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত তদ্রূপ নহে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে, তন্মধ্যে দেশের দোষটি প্রধান, দ্বিতীয়টিও নিতান্ত কম নহে।

ইতিপূর্বে যে কয়েকখানি সংবাদপত্র অকাল মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়াছে, জনকজননীর দোষ তাহাদিগের অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল। তখনকার সম্পাদকেরা নিরর্থক কাহাকে গালি দেওয়া এবং অন্য সম্পাদকের সহিত কবির লড়ায়ের ন্যায় লড়াই করাকেই সম্পাদকীয় পদের উচিত কার্য জ্ঞান

করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের রচিত সংবাদপত্র কেহ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইত না।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যটি অতীব গুরুতর, কিন্তু এ দেশে উহার গুরুত্ব নাই। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই এ দেশীয় লোকে সম্পাদকীয় কার্যকে নিতান্ত সহজ বোধ করেন। যাহা হউক, আমরা এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এক্ষণে এ দেশে অনেক লোক উপযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু যে গুণটি সম্পাদকীয় কার্যের ভুষণস্বরূপ তাহা এ দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকের নাই। সে গুণটি না থাকিলে সম্পাদকীয় কার্য ও সংবাদপত্র প্রচার করা বৃথা। সংবাদপত্র দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ, সরলভাবে দেশীয় সাধারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সম্পাদকের কর্ম। তাহাতে যদি কোন সম্প্রদায় অসন্তুষ্টও হয়, তত্রাচ অন্যথাচরণ হইতে পারে না। উচিত কথা বলিতে গেলে একপক্ষ অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেই অসন্তুষ্টির ভয়ে উচিত কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা সম্পাদকের অনুচিত। এদিকে যেমন উচিত কথা বলা কর্তব্য তেমন কাহার অনুচিত বা অতি প্রশংসা করা বিধেয় নহে। কিন্তু অনেকে শ্রাদ্ধ ও বিবাহের সংবাদ লইয়া সাতিশয় ব্যস্ত, শ্রাদ্ধ ও বিবাহের নাম শুনিলে অনেকে মাতিয়া পড়েন, এবং যাহা কলমে আইসে তাহাই লিখিয়া থাকেন।

সংবাদপত্র সমাজ-সংশোধকদিগের প্রধান সহায়। কিন্তু আমরা দেশীয় অনেক সম্পাদককে সমাজের সংশোধন চেষ্টা করিতে কখনও দেখি না।"

৩১ খণ্ড, ১১ই বৈশাখ শনিবার, ১২৭২ সাল; ২২শে এপ্রিল, ১৮৬৫

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র'

১২৬২ সালে বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" যন্ত্র হইতে "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" বাহির হয়। তাহার কুড়ি বৎসর পরে অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রের" উদয় হয়।

ইহা সাময়িক পত্র;—বাংলার সর্বপ্রথম সাময়িক পত্র দিগদর্শন*

* রেভারেণ্ড মার্শম্যান্ সাহেবের উপদেশানুসারে শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ কর্তৃক ইহা প্রকাশিত

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বাহির হয়। "দিগদর্শন" ও "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" এই উভয় সাময়িক পত্রের প্রকাশ-কাল মধ্যে ৩৭ বৎসরের ব্যবধান। এই সময় মধ্যেই অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" (১২৫০ সাল), নন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত "নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা" (১২৫২ সাল), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (১২৫৮ সাল), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "মাসিক প্রভাকর" (১২৬০ সাল) ও প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা" (১২৬১ সাল) প্রকাশিত হয়।

"সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" যে সময়ে প্রকাশিত হয়, সে সময়ে বঙ্গদেশ আজিকালিকার মত বাংলা মাসিক-পত্রিকা-বহুল ছিল না; তখন 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা বর্তমান। "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" সেই সময়ে নূতন ভাবে এক নূতন উদ্দেশ্য লইয়া বাংলার সাময়িক সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইল। বাংলার তৎকালীন ইংরেজী বাংলা বহু সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহার শুভাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহার নব ভাব ও উদ্দেশ্যের যথেষ্ট প্রশংসা ও অভিনন্দন করিল।

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র প্রশংসা

কয়েকটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The first number of a new Bengali Literary monthly periodical, called the "Sarbartha Poorno Chundra," edited by the conductor of the Bengali Daily Paper of nearly the same name, of about twenty years' standing, is just out, from the Poorno Chundra Press.

*   *   *   *   *   *

From the remarks made by the editor, it appears that it

হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাস হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর ইহা বর্তমান থাকে, এবং এই সময় মধ্যে সর্বসমেত ইহার ২৬ খানি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সাময়িক পত্র প্রকাশের অল্পকাল পরেই অর্থাৎ ২৩শে মে, তাঁহারা (উক্ত মিশনরীগণ) বাংলার আদি সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন।

is his intention to bring within the range of the publication, translations of works of merit in the Sanscrit, Persian and English languages on Oriental and European Literature &c. Such a periodical at Rs. 2 per year in advance will no doubt be acceptable to the lovers of vernacular literature and form a very valuable addition to the Bengali Library."—Englishman, 11 July, 1855

"We have gone through it with much pleasure and have no hesitation in recommending it as a most useful and entertaining publication, containing translations from the Poorans, Kavyas, Natucs, and other standard Sanscrit works, which very few amongst us are able to read from their ignorance of that language of antiquity.—It is to be published monthly and is priced very cheap, being only Rs. 2 per annum for twelve numbers."– Hindoo Intelligencer, July, 1855

"The articles in the periodical are translations by the editor, in the Bengali language, of Sanscrit works of sterling merit. It is very neatly printed. Each number contains 32 pages set up in small type, * * * *. We have no doubt that such a good and cheap work will soon get into the hands of every native reader and become highly popular." —Morning Chronicle, 28 July, 1855

"We have received the first and second numbers of a Bengali monthly periodical, called the Surbartha Poorno Chunder, published by the spirited proprietor of one of the principal native presses, the Poorno Chunder, from which many useful works have issued during the last ten years.

The editor of the new publication has pledged himself to communicate to his countrymen a knowledge of the writings of first rate Sanscrit scholars of India of the first and second ages, such as, Byas, Kalidas &c. by means of the Bengali language, and it appears from the translations into good and correct Bengali of Poorans, Kabyas, Natucs, the editor has given in the numbers now before us that he has made a good commencement for carrying out his designs into execution."—Citizen, 30 July, 1855

"This is a volume of extracts from standard Sanskrit works selected with great discrimination and judgment. It is to be issued monthly, and the undertaking deserves encouragement. The proprietor of the Poorno Chundrodoy Press is the only professional publisher in the native community, possessing the resources and enterprize of the members of that body which is now the patron of English literature, and the works issued by him are always unexceptionable in taste. Every encouragement is therefore due to his exertions."—Hindoo Patriot, 19 July, 1855

"The second number of the Sorburtha Poorno Chunder is just out. From the articles given in it and the style in which they have been written, we understand that it is an improvement upon the first one. We have heard that the proprietor of the Magazine has already secured seven hundred subscribers to the publication, and it may therefore be concluded that ere long, this Magazine will command the circulation of a thousand or more copies—a number perhaps not yet attained by any periodical published for the

native reading public of Bengal."—Bengal Hurkara, 28 July, 1855

"পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র নামে এক উৎকৃষ্ট মাসিক কাগজ প্রকাশ হইতেছে, এতদ্দেশীয় মহোদয়গণ অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।" রঙ্গপুর বার্তাবহ, ৬ই ভাদ্র, ১২৬২

"সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র হিন্দু জাতির শাস্ত্রস্বরূপ সিন্ধু মন্থনে সর্বার্থ সহিত উদয় হইয়াছে, পুরাণ জাতিরা এই গ্রন্থে পুরাণার্থ সকল দেখিতে পাইবেন, অতএব আমরা অনুরোধ করি মাসে মাসে চারি আনা মূল্যে এই গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া সকলে পাঠ করেন।" সম্বাদ ভাস্কর, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৬২

"পূর্ণচন্দ্রোদয়-পত্র-সম্পাদক গত মাস হইতে সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র নামা একখানি পুস্তক প্রকাশ করাইতেছেন। উক্ত পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক রামায়ণ, মহাভারত, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণ অনুবাদ পূর্বক শুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ মূল শ্লোকার্থ গৌড়ীয় ভাষাতে উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাবার্থ ব্যর্থ হয় নাই। তাহাতে সাধারণ লোক-দিগের পক্ষে অসাধারণ উপকার স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকেরা সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রায় অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাদিগের ঐ সকল অপঠিত গ্রন্থার্থ ভাষাতে পরিচিত হইলে, পুরাতন শাস্ত্রের মর্মার্থ অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারিবেক। আর প্রাগুক্ত পত্র প্রকাশক তাহার অধিক মূল্যও করেন নাই।"—সমাচার চন্দ্রিকা, ৫ই ভাদ্র, ১২৬২

"এরূপ মাসিক পুস্তক পাঠে দুই প্রকার উপকারের সম্ভাবনা আছে, প্রথম উপকার বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয় নানা শাস্ত্র ও নানা দেশীয় পুরাবৃত্ত ও হিতোপদেশ অর্জিত হইবেক। ইহার মূল্য অতি অল্প পরিমাণে নির্ধারিত হইয়াছে অর্থাৎ বার্ষিক দুই টাকা মাত্র। সুতরাং এরূপ সুলভ ও উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ এবং তাহার উন্নতিকল্পে যত্ন কারণে সাধারণের ত্রুটী করা কোন মতেই উচিত নহে।"—বঙ্গবার্তাবহ, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৬২

"সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র নামক মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে যে সকল পুরাণাদির অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে তৎপাঠে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। অনুবাদক মহাশয় বহু শাস্ত্রদর্শী ও বহু গুণসম্পন্ন

তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, যে হেতু তিনি মূল সংস্কৃত শ্লোকাদির যথার্থ ভাবার্থ ও অভিপ্রায় সকল অতি সরল সাধুবঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে চিত্ত পুলকিত হয়, এবং অধিক পাঠ করণে স্পৃহা জন্মে। বর্তমান সময়ে যখন বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে সকলের অনুরাগ হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে প্রচুররূপে সাহায্য করণে সম্মত হইয়াছেন, অঙ্গনাগণ জাতীয় ভাষানুশীলনে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, তখন এই সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র পত্রিকা সাধারণের আদরণীয়া হইবেক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" সম্বাদ প্রভাকর, ১৫ই শ্রাবণ, ১২৬২

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র গ্রাহক-সংখ্যা

"সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রের অভিমত-গুলি পাঠে, উহা যে সর্বসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল—তাহা বেশ বুঝা যায়। অদ্বৈত বাবু কর্তৃক সম্পাদিত ও নবপ্রকাশিত এই সাময়িক পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পর হইতেই উহার এত গ্রাহক হয় যে, উক্ত সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রণ করিতে তিনি বাধ্য হন। এই গ্রাহক-সংখ্যাধিক্যের পূর্বাভাস্ ২৮শে জুলাই (১৮৫৫) তারিখের Bengal Hurkara পত্রের নিম্নলিখিত অংশ পাঠে জানা যায়—

"We have heard that the Proprietor of the Magazine has already secured seven hundred subscribers to the publication and it may therefore be concluded that ere long, this Magazine will command the circulation of a thousand or more copies—a number perhaps not yet attained by any periodical published for the native reading public of Bengal."

ইহা দ্বারা জানা যায় যে, "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ইহার সাত শত গ্রাহক হয় এবং ইহার কিছু পরে ইহার গ্রাহক-সংখ্যা আরও বাড়িলে—ইহার প্রথম সংখ্যাটি পুনরায় ছাপিতে হয়। সে সময়ে প্রচলিত বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে"র গ্রাহক-সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল।

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র মলাটের প্রতিলিপি

প্রথম বারে মুদ্রিত সংখ্যার মলাট পাওয়া যায় নাই; কাজেই দ্বিতীয় বারে মুদ্রিত প্রথম সংখ্যার মলাটের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র

—:*:—

অর্থাৎ

নীতি ধর্ম ইতিহাস উপন্যাস প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়

সংস্কৃত পুরাণোপপুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি

তথা

অন্যান্য ভাষায় বহুতর পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

ইতিহাসপুরাণাদিকাব্যাখ্যানকথাস্তথা।

হ্লাদয়ন্তি হৃদম্ভোজমম্ভোজং ভাস্করো যথা।

১ম সংখ্যা।"

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র প্রথম সংখ্যার বিষয়-বস্তু

"নির্ঘণ্ট।

প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপন

"এই পুস্তকের দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রে প্রদানীয় মূল্য কোং দুই টাকা মাত্র, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় উক্ত মুদ্রা প্রেরণ করিলে দ্বাদশ সংখ্যা সময়ে সময়ে যেমত প্রকাশ হইবেক প্রাপ্ত হইবেন। ডাক যোগে পত্র গ্রাহককে উক্ত মূল্য ও পত্র প্রেরণার্থ আবশ্যক ষ্টাম্পের মূল্য আর বারো আনা প্রেরণ করিতে হইবেক; কিন্তু যদ্যপি কেহ প্রত্যেক পত্রিকার পাঁচ খণ্ড পর্যন্ত একত্র গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে উক্ত সমুদায় খণ্ডের নিয়মিত মূল্য ও পাঁচ খণ্ড একেবারে ডাকযোগে প্রেরণের ষ্টাম্পের মূল্য কেবল বারো আনা প্রেরণ করিতে হইবেক।

আমড়াতলাস্থ ১২নং বাটীতে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যের কারণ পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে যন্ত্রিত ও প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা।

১২৬২ সাল।

(দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত।)"

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র অবতরণিকা

প্রথম সংখ্যার নির্ঘণ্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত শ্লোক, পারস্য ও ইংরেজী প্রভৃতি বৈদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রথম সংখ্যার মলাটে, যে সংস্কৃত শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যমূলক শ্লোকটির অনুকরণে

(অর্থাৎ—সূর্য যেমন পদ্মকে বিকসিত করেন, সেইরূপ ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, আখ্যান ও কথা লোকের হৃদ্‌পদ্মকে আনন্দিত করে) "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ অদ্বৈত বাবু একে একে প্রায় সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। নীতিমূলক বহু সংস্কৃত শ্লোক, মূল ও অনুবাদ সমেত ইহাতে প্রকাশিত হয়—বৈদেশিক ভাষার রত্নরাজিও বাংলায় অনুবাদপূর্বক তিনি "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশ করেন। এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই সাময়িক পত্র প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার লিখিত "অবতরণিকা" পাঠ করিলে ইহা প্রতীত হইবে—

"অবতরণিকা

এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে দেশ বিদেশের বিদ্যোৎসাহী মহোদয়দিগের বিশেষ যত্ন হওয়া অবধি এ ভাষায় যদিও জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার উপযোগী বিবিধ সংবাদপত্র এবং নানা প্রকার পুস্তকাদি বহু বহু বহুজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তথাচ এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র সকলে কোথায় কি আছে, তাহাতে মহর্ষিরা কি প্রকার নীতি ও ধর্মোপদেশচ্ছলে ইতিহাস উপন্যাসাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, অপর কাব্য ও নাটক প্রভৃতি পুস্তকে কি প্রকার রস, ভাব ও উপাখ্যান সকলের বর্ণনা আছে, তথা এখানকার পূর্বতন যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে যে পারসিক বিদ্যা প্রবল হয় এবং বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডীয় ভূপালদিগের স্বদেশীয় যে বিদ্যার জ্যোতিঃ এই ভারতবর্ষকে সমুজ্জ্বল করিতেছে, তাহার বিবিধ গ্রন্থে কোথায় কিরূপ অপূর্ব ভাব ও আশ্চর্য বিষয়ের বিবরণ আছে এবং সুনীতি ও সৎকথার উপদেশ প্রদান অভিপ্রায়ে কি প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয় সকল তাহাতে সংকলিত হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়সকল একত্র অবগত হইবার উপায় মাত্র হয় নাই। ফলত যে সকল মহাশয়েরা সমাচার পত্র প্রকটনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দেশের উপস্থিত ঘটনার প্রতিই বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়, সুতরাং দেশ বিদেশের বিবিধ বিদ্বজ্জনগণ প্রণীত গ্রন্থসকল হইতে অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বদা সকল বিষয় সমাচার পত্রে

প্রকটিত হওয়া সুকঠিন। এই কারণে ইংরেজী সুদীর্ঘ সমাচার পত্র সকলেও নিয়ত প্রাচীন পুস্তকাদির প্রস্তাব সকল অনুবাদ বা সংকলন পূর্বক প্রকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং কখন কখন কোন কোন মহোদয়ের উদ্যোগে সে সকল মাসিক বা সাময়িকরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থাদি আছে তত্তাবতের বিষয় সকল দেশ ভাষায় প্রচার হইয়া সর্ব সাধারণের পাঠযোগ্য ও বুদ্ধিগম্য হইবার উপায় না হইলে বহুতর ব্যক্তির বহুদর্শী বা বিজ্ঞ হওয়া সুকঠিন। অতএব আমরা দেশ বিদেশের প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিলাষে "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামে এই মাসিকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র এবং কাব্য নাটক তথা নীতিশাস্ত্রাদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্রমশ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে। এতদ্ভিন্ন পারসিক ও ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে সময়ে সময়ে যে যে অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক পুস্তকচয় হইতেও অনুবাদপূর্বক কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব। অপর উপস্থিতমতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও ক্রটী হইবে না। আর যদ্বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত বা অহিত সর্বসাধারণের বুদ্ধিপথে উদিত হইতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পুরঃসর যাহাতে হিত সম্পাদন সম্ভব, সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়েরও আলোচনা উপেক্ষা করা যাইবেক না।

এই 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রতিমাসে এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠা পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না, বৎসরে দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য অগ্রে প্রদান করিলে অতি সুলভ মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকায় প্রাপ্ত হইবেন। এক এক সংখ্যার মূল্য দিলে চারি আনা দিতে হইবে।

বিবিধ বিদ্যা বিষয়ের গ্রন্থ সমূহের বিষয়সকল স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইতে থাকিলে তদ্দারায় কি প্রকার উপকার সম্ভাবনা এ বিষয় বর্ণনা করা পুনরুক্তি মাত্র, নির্মল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের বুদ্ধিতে স্বতই উদিত হইতে পারিবে। (দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ বিদ্বৎসভা রাজগৃহপ্রবেশঃ।

অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি চাতুর্যমূলানি ভবন্তি পঞ্চ)। এই মহাজন পরিগৃহীত বচনে যদিও দেশ পর্যটন প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়কে মানব জাতির চতুরতাজননের মূল বলিয়া বর্ণনা আছে, তথাচ অনেক শাস্ত্র পর্যালোচনই ঐ পাঁচের মধ্যে প্রধান, যেহেতু বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত অপর চতুষ্টয়ে ইষ্টসিদ্ধি প্রায় হয় না। অনেক শাস্ত্র পর্যালোচন নানা বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তির পক্ষে সহজ কর্ম নহে। প্রথমত এ দেশের শাস্ত্রসকল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহা পাঠ করণে অধিকারী হইবার নিমিত্ত আদৌ দুরূহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহাও সুসাধ্য নয়। অপর এ দেশের প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল ব্যতীত অন্যান্য দেশের পুস্তক পাঠ করিতে হইলে তত্তৎ পুস্তক সকলও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত হওয়াতে সে সকল ভাষায় পরিচিত হওনের আবশ্যকতা আছে, এইরূপ দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য পুস্তক সকল স্বয়ং পাঠ করিয়া বহুদর্শন ও জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে প্রথমত ভাষা শিক্ষাতেই বহুতর সময়ক্ষেপের সম্ভাবনা, দেশভাষায় যদিস্যাৎ সেই সকল পুস্তকের মর্ম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ভাষা শিক্ষার্থে কালাতিপাতের সম্ভাবনা নাই, অথচ নানা বিষয় একদা পাঠ করিয়া এককালেই বিবিধবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়াই আমরা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যদিস্যাৎ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে যে সকল বিজ্ঞ মহাশয়গণ এ বিষয়ে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাঁহাদের ও আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের জন্য অবসাদ বোধ হইবেক না বরং তাহাতে সমধিক অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা।"

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রকাশের নিয়ম

"সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" প্রকাশের কোন নিয়ম ছিল না। পত্রিকার অনুষ্ঠাতৃ-বর্গ পূর্বেই তাঁহাদের লিখিত অবতরণিকায় তাহা বিজ্ঞাপন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা উপর্যুপরি ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে বাহির হয়, কিন্তু তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২৬৬ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা প্রকাশের তিন বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের পত্রিকা ১২টি

সংখ্যা বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়, দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকাও প্রথম বর্ষের ন্যায় ১২টি সংখ্যা বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়, কিন্তু তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২টি সংখ্যার স্থলে ১০টি সংখ্যায় ও ৩২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। ৩৪ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াই এই পত্রিকার তিরোভাব ঘটে। "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রের" ন্যায় সর্ব সাধারণে আদৃত ও সুপরিচালিত পত্রের অকালে তিরোভাবের কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই।

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র লেখকগণ

পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "অবতরণিকা" ব্যতীত অন্য কোন মৌলিক রচনা "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত হয় নাই। ৩৪ খানি সংখ্যাই সংস্কৃত পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতির এবং পারস্য ও ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদে পূর্ণ। সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সম্পদ্‌শালিনী করিবার বাসনায় অদ্বৈত বাবু "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" প্রকাশ করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর অমূল্য শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থরাজি প্রকাশের যে বিপুল আয়োজন করেন—৺অদ্বৈত বাবুই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে (১২৬২ সালে) এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা করেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে তিনি একাদশখানি মহাপুরাণের বঙ্গানুবাদ "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত পত্রিকার অকাল বিয়োগ নিবন্ধন একখানি মহাপুরাণের অনুবাদও সম্পূর্ণ হয় নাই।* এগারখানি মহাপুরাণ ব্যতীত, একখানি উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, হরিবংশ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতির বঙ্গানুবাদও সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে প্রকাশিত হইতে থাকে।

* অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম মহাপুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ-কার্য অদ্বৈত বাবু এই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেই আরম্ভ করেন। ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে থাকে। সুতরাং "সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রে" ইহা বাহির হয় নাই।

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে' প্রকাশিত বিষয়াবলী

নিম্নে সাধারণের অবগতির জন্য ৩৪ সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

মহাপুরাণ

	নাম		কতদূর পর্যন্ত অনূদিত হইয়াছে
১।	অগ্নিপুরাণ	...	চতুর্বিংশ অধ্যায়
২।	কূর্মপুরাণ	...	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
৩।	গরুড়পুরাণ	...	একবিংশ অধ্যায়
৪।	পদ্মপুরাণ	...	ঊনত্রিংশ অধ্যায়
৫।	বরাহপুরাণ	...	ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়
৬।	ব্রহ্মপুরাণ	...	অষ্টাবিংশ অধ্যায়
৭।	বিষ্ণুপুরাণ	...	দ্বিতীয় অংশের দ্বাদশ অধ্যায়
৮।	ভবিষ্যোত্তরপুরাণ (ভবিষ্য পুরাণ)		ঊনবিংশ অধ্যায়
৯।	মৎস্যপুরাণ	...	চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়
১০।	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	...	ষড়ত্রিংশ অধ্যায়
১১।	স্কন্দপুরাণ	...	তৃতীয় অধ্যায়

উপরিলিখিত মহাপুরাণগুলির বঙ্গানুবাদই "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের মূল এই বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হয় নাই।

উপপুরাণ

১। কল্কি পুরাণ (বঙ্গানুবাদ) পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

এই উপপুরাণখানির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত) "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত হইয়াছে।

নারদ পুরাণোক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা। এই অনুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ মধ্যে আঠারখানি মহাপুরাণের (ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ) বর্ণনীয় বিষয়, তাহাদের শ্লোক-

সংখ্যা ও ফলশ্রুতি নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়"—যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

১।	অধ্যাত্ম রামায়ণ	বঙ্গানুবাদ	উত্তরকাণ্ডের প্রথম সর্গ
২।	রামায়ণ	ঐ	অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ
৩।	যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ	ঐ	দ্বাবিংশ অধ্যায়
৪।	মহাভারত	ঐ	আদিপর্বের চতুরধিক শত অধ্যায়
৫।	হরিবংশ	ঐ	দ্বাত্রিংশ অধ্যায়
৬।	হরিভক্তিবিলাস*	ঐ	দ্বাবিংশ শ্লোক

নীতিমূলক গ্রন্থ ও স্তোত্রাদিসংগ্রহ

১।	অষ্টরত্নম্	মূল ও বঙ্গানুবাদ	আটটি শ্লোকে সমাপ্ত
২।	অপরাধভঞ্জন (শঙ্করাচার্য কৃত)	ঐ	সতেরটি শ্লোকে সমাপ্ত
৩।	উত্তর চাতকাষ্টকম্	ঐ	আটটি শ্লোকে সমাপ্ত
৪।	পূর্বচাতকাষ্টকম্	ঐ	আটটি শ্লোকে সমাপ্ত
৫।	গুণরত্নম্ (ভবভূতি বিরচিত)	ঐ	তেরটি শ্লোকে সমাপ্ত
৬।	দৃষ্টান্তশতক	ঐ	একশত শ্লোকে সমাপ্ত
৭।	ধর্মবিবেক (হলায়ুধ বিরচিত)	ঐ	সতেরটি শ্লোকে সমাপ্ত
৮।	নবরত্নম্	ঐ	নয়টি শ্লোকে সমাপ্ত
৯।	নীতিরত্নম্ (বররুচি কৃত)	ঐ	পনেরটি শ্লোকে সমাপ্ত
১০।	পঞ্চরত্নম্	ঐ	পাঁচটি শ্লোকে সমাপ্ত
১১।	প্রস্থান ভেদ (মধুসূদন সরস্বতী কৃত)	ঐ	সম্পূর্ণ

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত বাবু হরিভক্তিবিলাসের মূল সনাতন গোস্বামী কৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকা সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

১২। বৈরাগ্যশতক মূল ও বঙ্গানুবাদ এক শত এক শ্লোকে সমাপ্ত
(ভর্তৃহরি বিরচিত)

১৩। ভ্রমরাষ্টকম্ ঐ আটটি শ্লোকে সমাপ্ত

১৪। মোহমুদ্গর ঐ সতেরটি শ্লোকে সমাপ্ত
(শঙ্করাচার্য বিরচিত)

১৫। মুকুন্দমালা ঐ বাইশটি শ্লোকে সমাপ্ত
(কুলশেখররাজ বিরচিত)

১৬। যতিপঞ্চকম্ ঐ পাঁচটি শ্লোকে সমাপ্ত
(শঙ্করাচার্য কৃত)

১৭। বানরাষ্টকম্ ঐ আটটি শ্লোকে সমাপ্ত

১৮। বানর্ষষ্টকম্ ঐ ঐ

১৯। ষড়্ রত্নম্ ঐ ছয়টি শ্লোকে সমাপ্ত

২০। সপ্তরত্নম্ ঐ সাতটি শ্লোকে সমাপ্ত

২১। সাধন পঞ্চরত্নম্ ঐ ছয়টি শ্লোকে সমাপ্ত

২২। গঙ্গাষ্টকম্ ঐ আটটি শ্লোকে সমাপ্ত
(সত্যজ্ঞানানন্দ তীর্থবাণী কৃত)

২৩। নীতিসার ঐ ছয়টি শ্লোকে সমাপ্ত

২৪। নীতিশতক ঐ এক শত শ্লোকে সমাপ্ত
(ভর্তৃহরি বিরচিত)

২৫। পদ্যসংগ্রহ ঐ এগারটি শ্লোকে সমাপ্ত

২৬। সপ্তশতীসারঃ ঐ নয়টি শ্লোকে সমাপ্ত

২৭। আত্মবোধ ঐ ৪৩টি শ্লোক পর্যন্ত

২৮। ধর্মগতিবিবেক ঐ সাতটি শ্লোকে সমাপ্ত

২৯। মণিকর্ণিকাষ্টক ঐ দশটি শ্লোকে সমাপ্ত
(গঙ্গাধর কবি রচিত)

৩০। বেদসার শিবস্তোত্র ঐ এগারটি শ্লোকে সমাপ্ত
(শঙ্করাচার্য বিরচিত)

৩১। ব্রজবিহার ঐ ঐ
(শ্রীধরস্বামী বিরচিত)

৩২। লক্ষ্মীস্তোত্র মূল ও বঙ্গানুবাদ পনেরটি শ্লোকে সমাপ্ত
৩৩। শান্তিশতক ঐ ছত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত

কাব্য ও নাটক

১। উত্তররামচরিত বঙ্গানুবাদ সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত
২। কুমারসম্ভব ঐ " সর্গ "
৩। মহাপদ্ম মূল ও বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ
মহাকবি কালিদাস কৃত মহাপদ্মের ইতিহাস ও তাৎপর্য
৪। মেঘদূত বঙ্গানুবাদ পূর্বমেঘ পর্যন্ত
৫। ভট্টিকাব্য মূল ও বঙ্গানুবাদ দ্বিতীয় সর্গের পনের শ্লোক পর্যন্ত

পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদ

১। গোলেস্তাঁ তৃতীয় কাহিনী পর্যন্ত

ইংরেজি ভাষা হইতে অনুবাদ

১। মণ্ডলের নীতিসার ১৮৩টি নীতি বাক্যের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র সম্পাদকীয় নিবেদন

প্রথম বর্ষের সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রের সপ্তম সংখ্যায় ২১৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় নিবেদনটুকু বাহির হয়ঃ—

"এই সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র যদিও সর্ব দেশীয় বিবিধ বিদ্যা ও তত্তদ্বিষয়ক প্রস্তাবে নিয়ত পরিপূর্ণ হইবে এমত প্রতিজ্ঞা করা গিয়াছে, অথচ প্রথমাবধি স্বদেশীয় প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যারই ভূরি ভূরি গ্রন্থ বিশেষত পুরাণ সকল ক্রমাগত অনুবাদ পূর্বক প্রকাশ করিয়া আসা যাইতেছে, ইহাতে পাঠকগণের অবশ্যই দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, এই পত্রী সংস্কৃত বিদ্যার পক্ষপাতিনী। যে পত্রীকায় যে বিষয় প্রধানভাবে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই বিষয়ের সাধারণ বিবরণ সর্বাদৌ প্রকাশ করা আবশ্যক এই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথমাবধি যত্ন করিতেছিলাম সংস্কৃত বিদ্যার নির্ঘণ্ট প্রকাশ করি, কিন্তু তদর্থ চেষ্টা করিবার সময়ে মনোমধ্যে এই আশঙ্কা উদিত হইত সংস্কৃত বিদ্যা অষ্টাদশ

সংখ্যকা। যথা, 'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ। আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে.ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তা ইতি।" এই অষ্টাদশ বিদ্যার আবার অবান্তরভেদ ভুরি ভুরি আছে। অতএব সমুদায়ের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, প্রাচীন কালে উক্ত অষ্টাদশ বিদ্যাতে সুবিদ্বান্ কোন পণ্ডিত বা গ্রন্থকার কি হইয়াছেন? তদনন্তর পুরাণ সকলের নির্ঘণ্ট নারদীয় পুরাণে প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ সন্দেহ কিয়ৎ পরিমাণে দুর্বল হয় এবং মনোমধ্যে ঈদৃশী আশা জন্মে—এই ভারতবর্ষ সংস্কৃত বিদ্যার আকর। এখানে প্রাচীন কালে সংস্কৃত বিদ্যার প্রবল চর্চা ছিল। অবশ্য সর্ব বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ অবশ্য পাওয়া যাইবে, অনুসন্ধান করা যাউক।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, আমাদের অনুসন্ধান অবিলম্বেই সফল হইল, পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী নামা জনৈক দণ্ডী যিনি উপরি উল্লিখিত অষ্টাদশ বিদ্যাতেই সুবিদ্যান্ হইয়া বেদ বেদান্ত শাস্ত্রসংক্রান্ত বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, যাঁহার গ্রন্থসকল বারাণস্যাদি প্রদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে তাঁহার কৃত প্রস্থান-ভেদ নামক গ্রন্থ একখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ যদিও অতি ক্ষুদ্র তথাচ ইহাতে সংক্ষেপে অষ্টাদশ বিদ্যারই স্থূল বিবরণ আছে। অতএব আমরা তত্তাৎপর্য অনুবাদ পূর্বক সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রের এই সপ্তম সংখ্যায় প্রকটিত করিতেছি, ইহাতে পাঠকবর্গ সংস্কৃত বিদ্যা সকলের সংক্ষেপ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সংস্কৃত পুরাণাদির যে সমস্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি বাহুল্য ভয়ে এবং পাঠকবর্গের অপ্রয়ো-জন বোধে তত্তাবতের মূল প্রায় প্রকাশ করি না। কিন্তু সংস্কৃত অষ্টাদশ বিদ্যার বিবরণ যে গ্রন্থ হইতে অনুবাদ পূর্বক প্রকাশ করা গেল, সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থের এখানে অতিশয় বিরল প্রচার, অতএব কাহারও সন্দেহ না হয় এবং অসুলভ পুস্তক এই উপলক্ষে সকলের সুলভ হয় এই বিবেচনায় ইহার মূলও প্রকটিত করিলাম।"

ইহার পরেই পরিব্রাজকাচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত মূল "প্রস্থান-ভেদ" ও তন্নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ বাহির হয়। সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক

অদ্বৈত বাবুই প্রথমে বাংলা সাময়িক পত্রে বাংলা অক্ষরে, বাংলা অনুবাদ সহ প্রস্থান-ভেদ প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার (Albrecht Weber) তৎসম্পাদিত Indische Studien নামক ভারতবর্ষীয় গ্রন্থরাজির বিবরণমূলক পুস্তকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইহার মূল ও জার্মান ভাষায় তাহার অনুবাদ আবশ্যক টীকা সহ প্রকাশ করেন।* ইহার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে প্রস্থান ভেদ প্রকাশিত হয়।

'প্রস্থান ভেদ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

হিন্দুদিগের যত সংস্কৃত গ্রন্থ ও শাস্ত্র আছে সমস্তগুলিকে একত্র করিয়া, এই "প্রস্থান-ভেদ" গ্রন্থে তাহাদিগকে সুন্দররূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্ররাজির একটা Survey বা সমষ্টি—এ হিসাবে এরূপ অমূল্য পুস্তক আর নাই—তাই "প্রস্থান ভেদ" গ্রন্থের পরিচয় দিবার জন্য উহার সমগ্র বঙ্গানুবাদ "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

"প্রস্থান-ভেদ

(বঙ্গানুবাদ)

তাবৎ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ভগবত্তত্ত্ব প্রতিপাদনই তাৎপর্য অতএব যাবতীয় শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত, নাম, লক্ষণ বিভাগাদি নির্দেশ পূর্বক প্রদর্শন করা যাইতেছে।

বেদ চারি যথা—ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব। বেদাঙ্গ ছয় যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ। (অপর বেদের উপাঙ্গ চারি যথা—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র। এই উপাঙ্গ চতুষ্টয়ের মধ্যে অপরাপর শাস্ত্রও অন্তর্ভূত হইয়া আছে যথা পুরাণের মধ্যে উপপুরাণ, ন্যায়ের মধ্যে বৈশেষিক, মীমাংসার মধ্যে বেদান্ত, এবং ধর্মশাস্ত্র মধ্যে মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত এবং বৈষ্ণবাদি শাস্ত্র অন্তর্ভূত আছে।) উক্ত অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত চারি বেদ মিলিত করিলে চতুর্দশ বিদ্যাস্থান।

* *Indische Studien*, Vol. I. pp. 2, 13

অপর আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র এই চারি উপবেদ উক্ত চতুর্দশ বিদ্যার সহিত মিলিত করিলে বিদ্যা অষ্টাদশ সংখ্যাতেও সংখ্যাত হইতে পারে। অতএব শাস্ত্রবর্ত্মানুবর্তিদিগের উচ্চ সংখ্যায় অষ্টাদশ মাত্র প্রস্থান-ভেদ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রস্থান-ভেদ আছে, যে সকল এই অষ্টাদশেরই অন্তর্গত।

যদিও নাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তথাচ সে সকল বেদবাহ্য; এ প্রযুক্ত প্রস্থান মধ্যে গণ্য হইল না, ফলত সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় প্রকৃত বিষয়ে সে সকল শাস্ত্রের উপযোগিতা মাত্র নাই। অতএব তত্তাবতের বিবরণ করণের প্রয়োজন বিরহ। পরন্তু প্রসঙ্গাধীন তাহাদের সম্প্রদায় ও অবলম্বিত মতের উল্লেখ করিতেছি।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়—ইহারা শূন্যবাদী অর্থাৎ ইহাদের মত এই যে সৃষ্টির পূর্বে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শূন্য হইতেই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামেও শূন্যেতেই এই সকলের পর্যবসান হইবেক।

যোগাচার—ইহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী অর্থাৎ ক্ষণিক সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া থাকে। ইহাদের মতে বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ ক্ষণিক বিজ্ঞান।

সৌত্রান্তিক—ইহাদের মত জ্ঞান দ্বারা যে ক্ষণিক বাহ্য পদার্থের অনুমান করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ বাহ্যার্থ জ্ঞান ব্যতিরেক অন্য পদার্থ নাই।

বৈভাষিক—ইহাদের মত এই যে ক্ষণিক বাহ্যার্থই পরম পুরুষার্থ বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষবিদ্ধ, জ্ঞান দ্বারা অনুমেয় নহে।

এইরূপ সৌগত সম্প্রদায়েরও শাস্ত্রভেদ ও মতভেদ প্রচলিত আছে প্রসঙ্গত তাহারও সংক্ষেপে বিবরণ বলি।

চার্বাক সম্প্রদায়—ইহাদের মত দেহই আত্মা, আত্মাতে দেহেতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাবৎ দেহ আছেন তাবৎ আত্মাও আছেন। দেহ বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হইবে।

দিগম্বর—ইহাদের মতে দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু দেহের যত পরিমাণ আত্মারও তত পরিমাণ।

এইরূপে নাস্তিকদের ছয় প্রকার মতভেদ ও শাস্ত্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সকল বেদবাহ্য, এ প্রযুক্ত শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত নহে। সুতরাং শাস্ত্র গণনায় ধৃত হয় নাই।

এইক্ষণে পূর্বোক্ত শাস্ত্রসকল যে যে প্রয়োজন বশত স্বরূপত বিভিন্ন হইয়াছে, সংক্ষেপে তৎসমুদয় কথিত হইতেছে।

বেদশাস্ত্র ধর্ম ও ব্রহ্ম এতদুভয় প্রতিপাদক। এই শাস্ত্র কাহারো কর্তৃক প্রণীত নহে। ইহার বাক্য পুরাণাদি শাস্ত্রাপেক্ষা সমধিক মান্য। ইহার মত অন্য কোন শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হয় না, সকল শাস্ত্রই ইহার পোষক। এই বেদশাস্ত্র প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত যথা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই তিনকে মন্ত্রভাগ বলা যায়। যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ পাদবন্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট তাহাদিগকে ঋক্ বলে। যে ভাগ স্বরাদি সংযোগে গীত বিশিষ্ট তাহার নাম সাম। যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক্ তাহার নাম যজুঃ, কেন না তাহা ছন্দোবিশিষ্ট পাদ-বন্ধ অথবা স্বরসংযুক্ত গীতবিশিষ্ট নহে।

বেদ শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিধিরূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ, তৃতীয় উভয় বিলক্ষণ অর্থাৎ না বিধি না অর্থবাদ। বিধির আবার চারিপ্রকার প্রভেদ আছে যথা—উৎপত্তি-বিধি, অধিকার-বিধি, বিনিয়োগ-বিধি এবং প্রয়োগ-বিধি। বেদোক্ত যাগাদি কর্মের স্বরূপ বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তি-বিধি। যাগাদির ফল সম্বন্ধ বোধক বাক্য অধিকার-বিধি। কর্মের অঙ্গ সম্বন্ধ বোধক বাক্য বিনিয়োগ-বিধি। উক্ত তিন বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগ-বিধি।

অর্থবাদও প্রয়োগ-বিধি স্বরূপ; কিন্তু তাহাতে প্রশংসা অথবা নিন্দা মাত্র প্রকাশ করে। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত যথা—গুণবাদ, অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদ; যাহাতে অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধার্থ বুঝাইয়া দেয় তাহার নাম গুণবাদ। যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায় তাহার নাম অনুবাদ। প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ অথবা তৎপ্রাপ্ত বর্জিত অর্থ ভূতার্থবাদ।

উল্লিখিত ব্রাহ্মণভাগে অপর একটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে তাহার নাম বেদান্ত। তাহা উপনিষদ্ শব্দেও কথিত হইয়া থাকে। সেই ভাগ কেবল পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি এবং অর্থবাদ উভয় হইতে বিলক্ষণ, তথাপি বৈদান্তিকেরা তাহার ভাগ বিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোথাও অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের মত এই, যদি বেদান্তবাক্য অজ্ঞাত বস্তুর মত হইল তবে তাহা বিধি না হইবে কেন? এইরূপ প্রমাণ বাক্য মানিয়া তাহাকে ভূতার্থবাদও বলিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সমুদায় বেদ কর্মকাণ্ড এবং ব্রহ্মকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গের সাধক হইয়াছে। কর্মকাণ্ড হইতে ধর্ম অর্থ এবং কাম সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ সাধনা করা যায়। অথর্ববেদ কর্ম বিষয়ে উপযোগী নহে, তাহাতে কেবল শান্তিক, পৌষ্টিক, আভিচারিক প্রভৃতি কার্যই প্রতিপন্ন হয়। এই প্রকারে প্রয়োজন ভেদে বেদশাস্ত্রের চারিপ্রকার ভেদ কথিত হইল। সম্প্রতি ছয় বেদাঙ্গের ও প্রয়োজন ভেদে প্রভেদ করা যাইতেছে।

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি বিশিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্জন স্বরূপ বর্ণ সকলের উচ্চারণ গত বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্রের প্রয়োজন। কল্প শাস্ত্রের প্রয়োজন এই যে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ ক্রম জ্ঞান হইবে।

বৈদিক পদের সাধুত্ব জ্ঞান ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। বৈদিক মন্ত্র ও পদের অর্থজ্ঞান নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন; ঐ শাস্ত্র ভগবান যাস্কঋষি প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত নিরুক্তকার ভগবান যাস্ক বেদোক্ত দ্রব্য ও দেবতার বিশেষ বিশেষ নাম অবগত হইবার নিমিত্ত নির্ঘণ্টু নামে এক অভিধান গ্রন্থও রচনা করেন; অতএব বেদোক্ত দ্রব্য ও দেবতা জ্ঞান নির্ঘণ্টু শাস্ত্রের প্রয়োজন। পাদবন্ধ ছন্দোবিশিষ্ট ঋঙ্‌মন্ত্রের অনুষ্টুভ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ছন্দঃ প্রকাশ নিমিত্ত ভগবান পিঙ্গল ছন্দোবিবৃতি নামে ছন্দোগ্রন্থ করেন; অতএব উহাই ছন্দশাস্ত্রের প্রয়োজন। এইরূপে সময় বিশেষে

বেদোক্ত কর্ম করিতে হয়; অতএব সময় জ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন। আদিত্য এবং গর্গ প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ঐ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন।

এই প্রকারে ছয় বেদাঙ্গের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইল, সংপ্রতি চারি উপাঙ্গের বিবরণ করা যাইতেছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, উপাঙ্গের সংখ্যা চারি যথা—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র, তন্মধ্যে প্রথমত পুরাণের বিবরণ বলি।

ভগবান্ বাদরায়ণ পুরাণশাস্ত্রের প্রণয়ন কর্তা। এই শাস্ত্রে সৃষ্টি, অবান্তর সৃষ্টি, রাজাদির বংশ, মন্বন্তর এবং বংশের চরিত্র প্রভৃতি বর্ণিত আছে। এই পুরাণ অষ্টাদশ, যথা—

ব্রাহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, পদ্ম, লৈঙ্গ, বৈষ্ণব, বরাহ, শৈব, স্কান্দ, ভাগবত, বামন, নারদীয়, কৌর্ম, মার্কণ্ডেয়, মাৎস্য, আগ্নেয়, গারুড়, ভবিষ্য, ব্রহ্মাণ্ড।

এই অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত অনেক উপপুরাণও আছে, কিন্তু সে সকল এতন্মধ্যেই নিবিষ্ট, তন্মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ বিংশতি উপপুরাণের নাম নির্দেশ করা যাইতেছে –

সানৎকুমার, বারুণ, নারসিংহ, কালীপুরাণ, নান্দী, বাশিষ্ঠ, শিবধর্ম, লৈঙ্গ, দৌর্বাস, মাহেশ্বর, নারদীয়, সাম্ব, কাপিল, সৌর, মানব, পারাশর, ঔশনস, মারীচ, ব্রহ্মাণ্ড, ভার্গব।

ন্যায়শাস্ত্র—ইহার নামান্তর আন্বীক্ষিকী। ভগবান্ গৌতম ইহার প্রণেতা। প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদন এই শাস্ত্রের প্রয়োজন। বৈশেষিক শাস্ত্র এই শাস্ত্রের অন্তর্গত, ভগবান্ কণাদ ঋষি তাহার প্রণেতা। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কণাদ ঋষি দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সপ্তমাত্র পদার্থ স্বীকার করেন। অতএব বৈশেষিক শাস্ত্র ন্যায় মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে।

মীমাংসা শাস্ত্র দুই প্রকার। কর্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা। ভগবান্ জৈমিনি কর্মমীমাংসার প্রণেতা। সংকর্ষণকাণ্ড বা দেবতাকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ, অন্য যে এক গ্রন্থ আছে তাহা ভগবান্ জৈমিনির কৃত। তাহা উপাসনা কার্যের উপযোগী বলিয়া কর্মমীমাংসার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসার প্রণেতা ভগবান্ বাদরায়ণ। ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা

ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান। গ্রন্থকর্তা ঐ ব্রহ্মমীমাংসাকে চারি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রথমাধ্যায়ে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জীবাত্মা.হইতে অভিন্ন যে পরব্রহ্ম, তাঁহাতেই সমুদায় বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য। জীবব্রহ্মের এতাদৃশ ঐক্যভাব স্বীকার যদি স্মার্ত ও তার্কিকেরা তর্ক উপস্থিত করিয়া বিরোধ করে, এই আশঙ্কায় দ্বিতীয়াধ্যায় প্রারব্ধ হয়, তাহাতে আদৌ ঐ আশঙ্কার পরিহার আছে। তৃতীয়াধ্যায়ে তাদৃশ জ্ঞানের সাধন সকল নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ে সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধর্মশাস্ত্র—এই শাস্ত্রের মূল গ্রন্থের নাম স্মৃতি-সংহিতা। কাল বিশেষে মহর্ষি মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, প্রভৃতি মুনিগণ বর্ণধর্ম এবং আশ্রমধর্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সকল স্মৃতি-সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত এবং বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গ্রন্থও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বটে, কিন্তু প্রাধান্য প্রযুক্ত সে সকল স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ ও তৎকর্তাদিগের বিবরণ পরে কহা যাইবেক। পূর্বে উক্ত হইল যে, বেদের সংখ্যানুসারে উপবেদেরও সংখ্যা চারি, এক্ষণে উপবেদ চতুষ্টয়ের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত আয়ুর্বেদের বিবরণ করি।

আয়ুর্বেদের স্থান অষ্ট, যথা—সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প এবং সিদ্ধি।

ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়ি এবং অগ্নিবেশ্য, এই অষ্ট ঋষি চরককে ক্রমশ ঐ অষ্ট স্থানের উপদেশ দেন। তাহার পরে মহামহিম চরক ঐ সকল সংক্ষিপ্ত করিয়া সঙ্কলন করেন। তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রুত উক্ত অষ্ট স্থানের মধ্যে পঞ্চস্থান বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। অবশেষে সুপণ্ডিত বাগ্ভট্ট প্রভৃতি হইতে তদনুযায়ী বিবিধ প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়। পরন্তু যদিও এইরূপ অনেকানেক বিদ্বান হইতে উক্ত আয়ুর্বেদের বিবিধ সংগ্রহ হইয়াছে, তথাচ তাহাতে ফলের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কামশাস্ত্র বলিয়া যে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র, তাহাও এই আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। ঐ শাস্ত্রের প্রণেতা ভগবান্ বাৎসায়ন ঋষি। বিষয়-

বৈরাগ্যোৎপাদনই ঐ শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। পরন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন, রোগ ও তাহার কারণ নিরূপণ এবং রোগ নিবৃত্তি ও তদুপায় পরিজ্ঞান।

দ্বিতীয় ধনুর্বেদ—ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষি এই উপবেদের প্রণেতা। এই বেদ চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদের নাম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয়ের নাম সংগ্রহপাদ, তৃতীয়ের নাম সিদ্ধিপাদ এবং চতুর্থের নাম প্রয়োগপাদ। দীক্ষাপাদে আয়ুধ লক্ষণ এবং অধিকারী নিরূপণ। ঐ আয়ুধ চারিভাগে বিভক্ত যথা—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, শরাদির নাম যন্ত্রমুক্ত, যাহা মুক্ত-শ্রেণীতে নিবিষ্ট তাহার নাম অস্ত্র। যাহা যাহা অমুক্ত তাহাকে শস্ত্র কহে। দ্বিতীয় পাদে সর্বপ্রকার শস্ত্র ও তদ্‌বিদ্যায় পারদর্শী গুরুর লক্ষণ এবং শস্ত্রগ্রহণের প্রকার দর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে শস্ত্রগ্রহণান্তর তত্তাবতের বারম্বার অভ্যাস প্রভৃতি কতিপয় কার্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে দেবপ্রসাদলব্ধ সিদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ বিবরণ। এই শাস্ত্র পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয় জাতির স্বধর্ম যুদ্ধবিগ্রহানুষ্ঠান হইতে পারে না, অতএব উহাই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, অপর তাৎপর্য এই যে দুষ্টের দমন এবং চোরাদি হইতে প্রজাদের রক্ষা হইবে। অতএব শাস্ত্র ধর্মরক্ষার মূল হওয়াতে ইহা ধর্মশাস্ত্র মধ্যেও গণ্য হইয়াছে।

গান্ধর্ববেদ—ভগবান্ ভরত এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি। ইহার প্রয়োজন দেবতা আরাধনা ও সমাধি সিদ্ধি।

অর্থশাস্ত্র—অর্থশাস্ত্র বিবিধ প্রকার, যথা নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সূপকারশাস্ত্র, এবং চতুঃষষ্টি কলাশাস্ত্র ইত্যাদি। মহাত্মা মুনি সকল ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন লৌকিক প্রয়োজনের ন্যায় অতি স্পষ্ট।

সাংখ্যশাস্ত্র—ভগবান্ কপিল দেব এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিষয় নিরূপণ, দ্বিতীয়ে মূল প্রকৃতির কার্য, তৃতীয়ে বিষয়-বৈরাগ্য, চতুর্থে আখ্যায়িকাচ্ছলে বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিদের

প্রতি উপদেশ, পঞ্চমে পরিপক্ক নির্ণয়, ষষ্ঠে সর্বার্থের সংক্ষেপ উপসংহার। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রকৃতিপুরুষ বিষয় জ্ঞান।

যোগশাস্ত্র—ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি এই শাস্ত্রের প্রণেতা। ইহা চতুষ্পাদে সংস্থাপিত; প্রথম পাদে চিত্তবৃত্তির নিরোধ স্বরূপ সমাধি, তাহার অভ্যাস এবং যেই কারণে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে তাহার নিরূপণ, দ্বিতীয় পাদে বিষয়-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তির সমাধি সিদ্ধার্থ যম নিয়মাদি অষ্টবিধ অঙ্গ নিরূপণ, তৃতীয়ে যোগবিভূতি বর্ণন, চতুর্থে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ বর্ণন। এই শাস্ত্র আলোচনায় বিজাতীয় পদার্থ বোধের নিরোধ করিতে, পর্যবসানে চিত্ত স্থৈর্যরূপ নিদিধ্যাসন সিদ্ধি হয় অতএব তাহাই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন।

পাশুপত শাস্ত্র—ভগবান্ পশুপতি ইহার প্রণেতা। পশুদিগের পাশ বিমোচনের জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত, কার্যরূপী জীবপশু এবং কারণরূপী পতি ঈশ্বর, উভয়ের যোগ অর্থাৎ পশুপতিতে চিত্তসমাধান ত্রিষবণ স্নানাদিরূপ বিধি এবং দুঃখান্ত নামক মোক্ষরূপ প্রয়োজন এই পঞ্চবিষয় সমুদায় ঐ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্র—নারদাদি প্রণীত পঞ্চরাত্রের নাম বৈষ্ণব শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চারিমাত্র পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব চরাচর বিশ্বের কারণস্বরূপ পরমেশ্বর, সংকর্ষণ নামক জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, এবং জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামে মনঃ উৎপন্ন হন। ঐ মনোরূপী প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধরূপী অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই চারিটি ভগবানের অংশ স্বরূপ ইঁহাদের সহিত তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। কায়মনোবাক্যে এই চতুর্মূর্তি ভগবানের আরাধনা করিলে কৃতার্থতা লাভ হয়, সমস্ত গ্রন্থে ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপে নানাবিধ শাস্ত্রের মতভেদ প্রদর্শিত হইল। সংপ্রতি সংক্ষেপ করিবার বাসনায় এতদ্‌সমুদায়কে তিনটি স্থূল ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। প্রথম আরম্ভবাদ। দ্বিতীয় পরিণামবাদ। তৃতীয় বিবর্তবাদ। পৃথিবী, জল, তেজঃ, এবং বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের যে চারি পরমাণু তাহা দ্ব্যণুক এসরেণু প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত তাবৎ স্থূল জগতের আরম্ভক। সৃষ্টির পূর্বে

কিছুমাত্র কার্য ছিল না, কেবল কর্তার চেষ্টাতেই সমুদায় উৎপন্ন হইতেছে; এই যে মত ইহার নাম আরম্ভবাদ। ইহা নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকদিগের সম্মত, এই কারণে ঐ দার্শনিকদিগকে আরম্ভবাদী কহা যায়। সত্ত্ব, রজঃ, এবং তম, এই গুণত্রয় স্বরূপ যে মূল প্রকৃতি বা প্রধান তাহাই মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চ তন্মাত্র এবং স্থূল ভূত, ভৌতিক প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে সকল কার্যই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, পরে কেবল কারণ ব্যাপারে ইহাদিগের অভিব্যাপ্তি হইয়াছে, ইহার নাম দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিণামবাদ। সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং পাশুপতেরা এই মত অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহাদিগকে পরিণামবাদী কহা যায়। বৈষ্ণবেরা জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদিগকেও পরিণামবাদী বলা যাইতে পারে। তৃতীয় অর্থাৎ বিবর্তবাদ ব্রহ্মবাদীদিগের অবলম্বিত, ইহার মত এই যে ব্রহ্ম—স্বয়ং প্রকাশ, পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু স্বকীয় মোহিনী মায়ার পরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক ভূত, ভৌতিক প্রপঞ্চরূপে কল্পিত হয়েন। ফলত তদ্ব্যতীরিক্ত সমুদায় জগৎ কেবল কল্পনা মাত্র, এই কল্পিত জগৎ হইতে ব্রহ্মকে বিবর্ত অথবা পৃথক্ করিলে তদ্ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না অতএব এই মতের নাম বিবর্তবাদ। ব্রহ্মবাদীরা এই মতানুযায়ী, এই কারণে তাঁহাদের উপাধি বিবর্তবাদী হইয়াছে।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র লিখিয়াছেন তথাচ সকলেই চরমে বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরকে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা পথবাহী হইয়া পরিণামে যে একমাত্র পরমেশ্বরেতে তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন—মনুষ্য সকলে প্রায় বাহ্যবিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সুতরাং আপাতত পরমপুরুষার্থে তাঁহাদের মনোযোগ হওয়া অসম্ভব, অতএব কৌশলে নাস্তিকতা-নিবারণ অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মতভেদ দর্শাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রার্থ বেদবিরুদ্ধ হইলেও তাহা গ্রন্থকারের তাৎপর্য বিবেচনা করিয়া তত্তন্মতকে উপাদেয় বোধে গ্রহণ করে, এবং নানাপথবাহী

হইয়া নানা মত প্রকাশ করিতে থাকে কিন্তু বস্তুত কিঞ্চিন্মাত্র বিরোধ নাই।"

'প্রস্থান-ভেদ' রচয়িতার পরিচয়

প্রস্থান-ভেদ রচয়িতা পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার অধীন উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পুরন্দরাচার্য। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতি প্রাদুর্ভূত হন এবং ভক্তকবি তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন।

ইনি বিবাহ করেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভেই কাশী গমন করিয়া তথায় সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষাগুরুর নাম বিশ্বেশ্বর সরস্বতী। শ্রীরাম ও মাধব নামক দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

প্রথমে তিনি পরম অদ্বৈতবাদী ছিলেন। পরে তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। তৎকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা হইতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার "সুবোধিনী" নাম্নী টীকার নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠ দ্বারা ইহা সহজেই প্রতীত হইবে—

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

অর্থাৎ, বংশী দ্বারা বিভূষিত যাঁহার হস্ত, নবজলধরের ন্যায় যাঁহার রূপ, যিনি পীতাম্বর, রক্তবর্ণ বিম্বফলের ন্যায় যাঁহার অধরৌষ্ঠ, পূর্ণচন্দ্রের মত সুন্দর যাঁহার মুখ, কমলের ন্যায় যাঁহার নয়নযুগল, সেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা পরমতত্ত্ব আমি আর কিছুই জানি না।

গীতার এই "সুবোধিনী" টীকা ব্যতীত তিনি বোপদেব প্রণীত "হরিলীলা" নামক একখানি উপাদেয় ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থের * ভাষ্যবিবরণ

* মৎপ্রবর্তিত "ওরিয়েণ্টাল সিরিজ" নামক গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থরূপে বোপদেব প্রণীত এই

রচনা করেন। এই ভাষ্য পাঠ করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিশাস্ত্র-জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, নিম্নে কয়েকখানি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল মাত্র—

১। অদ্বৈতসিদ্ধি—(বেদান্ত-তত্ত্বের রত্নস্বরূপ)

২। প্রস্থান-ভেদ (হিন্দুর সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের পরিপূর্ণ সমষ্টি)

৩। ভক্তিরসায়ন (শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংগ্রহ)

৪। সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা

৫। কৃষ্ণকুতূহল নাটক

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি ভক্তকবি তুলসীদাদের সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ও তুলসীদাসকে লইয়া কাশীর পণ্ডিতসমাজে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্য হইতে দুই একটির বিবরণ প্রদান করা গেল।

যতিসমাজে যখন সরস্বতী মহাশয় বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সেই সময়ে তুলসী-দাস রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া উহা দেখিবার জন্য সরস্বতীকে পাঠাইয়া দেন। ঐ রামায়ণ গ্রন্থ পাঠে সরস্বতী এতদূর মুগ্ধ হন যে, উহা প্রত্যর্পণ কালে তিনি নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর শ্লোকটি রচনা করিয়া তুলসীদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন—

"আনন্দকাননে কাশ্যাং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমর-চুম্বিতা॥"

অর্থাৎ আনন্দকানন স্বরূপ কাশীধামে তুলসীদাস জঙ্গম বৃক্ষ, যাঁহার রচিত কবিতামঞ্জরী শ্রীরামরূপ ভ্রমর দ্বারা নিত্য চুম্বিত হইতেছে।

সরস্বতীও যখন স্বীয় অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহা তুলসীদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন, তখন তুলসীদাসও উহা পাঠ করিয়া ফিরাইয়া দিবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা সরস্বতীকে সম্বর্ধিত করেন—

'হরিলীলা' গ্রন্থ মধুসূদন সরস্বতীকৃত ভাষ্য সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মধুসূদন সরস্বতী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

"বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদন-সরস্বতী।
মধুসূদন-সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥"

অর্থাৎ সরস্বতীর সীমা একমাত্র মধুসূদন সরস্বতীই জানেন। আর মধুসূদন সরস্বতীর সীমা একমাত্র শ্রীসরস্বতীই জানেন।

মধুসূদন সরস্বতীর বংশীয় পণ্ডিতেরা এখনও কোটালিপাড়ায় ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন।

'সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রে' প্রকাশিত কালিদাসের 'মহাপদ্য'

"সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত আর একটি মনোহর বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"মহাপদ্য

কালীদাস কৃত মহাপদ্যের ইতিহাস এবং তাৎপর্য

উপন্যাসে শ্রুত আছে, ভোজরাজ সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন এবং সর্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া কালযাপন করিতেন। তাঁহার সভায় কতিপয় শ্রুতিধর পণ্ডিত আসিয়া সভ্য হইলে একদা কৌতুক অথবা শঠতা করণার্থ আমোদিত হইয়া সর্বত্র ঘোষণা দেন, 'যে কবি নূতন কবিতা রচনা করিয়া শ্রবণ করাইবে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব।' নবীন পদ্য শুনাইতে পারিলেই লক্ষ মুদ্রা লাভ হইবে এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার হওয়াতে দেশ-দেশান্তর হইতে মহা মহা কবিগণ নূতন নূতন বিবিধ কবিতা রচনা করিয়া ভোজরাজের সভায় আসিতে লাগিলেন। কিন্তু, কবিরা আপনার প্রণীত কবিতা রাজসভায় পাঠ করিবা মাত্র সভাস্থ শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ সেই কবিতা অবিকল পাঠ করত ভোজরাজাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মহারাজ, এ কবিতা অনেক কাল অবধি আমাদের কণ্ঠস্থ আছে, সুতরাং সকল কবিই অপ্রতিভ হইয়া যান।

একদা মহাকবি কালিদাস ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভোজরাজের শঠতার উপরি শঠতা করিবার বাসনায় তাঁহার সভায় গমন মানসে তদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ভোজরাজের সভাপণ্ডিত শঙ্কর নামা একজন কবি ছিলেন। রাজার নিকট কবিত্বশক্তি নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় প্রতিপত্তি হইয়াছিল;

পরন্তু তিনি জানিতেন কালিদাসের কবিত্ব রাজার সুগোচর হইলে আমার এই প্রকার সম্মান থাকিবে না, অতএব কালিদাসের সহিত রাজার কখন সাক্ষাৎ না হয় এ বিষয়ে তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন। কালিদাস পরম্পরায় তাহা অবগত হইয়া মনে করিলেন, সভাপণ্ডিতের সমভিব্যাহারী না হইলে ভোজরাজের সভায় প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। অথচ, তিনি আমার দ্বেষী, অতএব বেশ পরিবর্তন করিতে হইল। এইরূপ স্থির করিয়া সামান্য পণ্ডিতের পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন, এবং শীঘ্র আপনার মূর্খতা প্রকাশ হয় এই অভিপ্রায়ে রাজার যশোবর্ণনার্থ এই শ্লোকটি রচনা করিলেন। যথা—

'অস্থিবদ্ধাধিবচ্চৈব শঙ্খবদ্বকবত্তথা।
রাজংস্তব যশো ভাতি পুনঃ সন্ন্যাসিদন্তবৎ ॥'

কালিদাস এই কবিতাটি রচনা করিয়া ভোজরাজের সভাপণ্ডিত শঙ্কর কবির ভবনে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, আমি মহারাজের যশোবর্ণন করিয়া একটি নূতন পদ্য রচনা করিয়াছি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে রাজসভায় লইয়া চলুন।

শঙ্কর কবি ঐ কবিতা শ্রবণ করিয়া মহা কৌতুকী হইলেন, এবং মনে করিলেন, অদ্য রাজসভায় কি প্রসঙ্গ করিব অন্বেষণ করিতেছিলাম ; ভাল হইল এই শ্লোক লইয়াই কৌতুক হইবে। এই বিবেচনা করিয়া কালিদাসের লিখিত কবিতা আপনার হস্তে লইলেন, এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারী করিয়া রাজসভায় গমন পূর্বক ছন্দোবন্ধেই আশীর্বাদ করিলেন।

'রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু শঙ্করকবে কিং পত্রিকায়ামিদং
পদ্যং কিং হি তবৈব কীর্তিরচনা তৎপঠ্যতাং পঠ্যতে ॥
কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা-
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লিকঙ্কণ-ঝণৎকারঃ ক্ষণং বার্যতাম্ ॥'

মহারাজ, মঙ্গল হউক। ইহাতে রাজা প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শঙ্কর কবে, তোমার হস্তস্থ পত্রিকায় কি আছে ? পণ্ডিত বলিলেন—মহারাজ ইহাতে একটা পদ্য আছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কি বিষয়ক ? পণ্ডিত কহিলেন—আপনারই কীর্তি-বর্ণনা। রাজা বলিলেন, তবে পাঠ কর।

পণ্ডিত উত্তর না করিতে করিতে কালিদাস কহিলেন, মহারাজ পড়িতেছি, কিন্তু এই যে সমস্ত অরবিন্দ-সুন্দরনয়না রামা চামরান্দোলন করিতেছেন ইহাদের ভুজলতা সঞ্চালনে করস্থ কনকময় কঙ্কণের ঝণৎকার হইতেছে ঐ কলরব ক্ষণকাল নিবারণের অনুমতি হউক।

এই বলিয়া অন্য কবিতা রচনা পূর্বক তাঁহার যশোবর্ণন আরম্ভ করিলেন। যথা—

'মহারাজ শ্রীমন্ জগতি যশসা তে ধবলিতে
পয়ঃ পারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে।
কপর্দ্দী কৈলাসং করিবরমথোঽয়ং কুলিশভৃৎ
কলানাথং রাহুঃ কথমভবনো হংসমধুনা॥'

মহারাজ আপনকার যশে সমস্ত জগৎ শুভ্রীকৃত হওয়াতে সকলই ধবলাকার দেখিয়া পরম পুরুষ বিষ্ণু সর্বত্র ক্ষীরসমুদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং মহাদেব 'এই বুঝি কৈলাশ পর্বত' ইহা বোধ করিয়া সকল স্থান দেখিতেছেন, অপর দেবরাজ ইন্দ্র আপনার শ্বেত হস্তী ঐরাবতের এবং রাহু চন্দ্রের ও ব্রহ্মা আপন বাহন হংসের অন্বেষণে ব্যাকুল হইতেছে।

'নীরক্ষীরে গৃহীত্বা সকলখগপতীন্ যাতি ধাতাব্জজন্মা
তক্রং ধৃত্বা করাব্জে সকলজলনিধীন্ চক্রপাণির্মুকুন্দঃ।
সর্বানুদ্ধৃত্য শৈলান্ দহতি পশুপতির্ভালনেত্রেণ পশ্যন্
ব্যাপ্তে ত্বৎকীর্তিরাশৌ সকলবসুমতীং ভোজরাজ ক্ষিতীন্দ্র॥'

অপর, হে ভোজরাজ, হে ভূমীন্দ্র, আপনকার কীর্তিকদম্বসকল ধরাতলে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পদার্থ শুক্লবর্ণ করাতে ব্রহ্মা আপনকার বাহন নির্বাচন করিয়া লইবার নিমিত্ত ক্ষীর এবং নীর করে করিয়া যাবন্ত বিহঙ্গম সন্নিধানে যাইতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই হংস নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, যে ঐরূপ করিবে তাহাকেই বাহন করিয়া ধারণ করিবেন। আর ভগবান্ মুকুন্দ হস্তে তক্র লইয়া সকল জলনিধিতে গমন করিতেছেন, তক্র যোগে ক্ষীর দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া গাঢ় হয় এই প্রসিদ্ধি আছে। ঐ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা আপনার ক্ষীরসমুদ্র বাছিয়া লইবেন এই মানস। অপর পশুপতি মহাদেব আপনার কৈলাস পর্বত চিনিয়া লইবার নিমিত্ত সকল

শৈল উৎপাটন করিয়া কপাল নেত্রের নিকট আনিতেছেন, তাৎপর্য এই যে কপালস্থ নয়নের শিখায় দগ্ধ না হইলেই কৈলাস পর্বত নিশ্চয় করিবেন।

'শ্রীমদ্রাজশিখামণে তুলয়িতুং ধাতা ত্বদীয়ং যশঃ
কৈলাসঞ্চ নিরীক্ষ্য তত্র লঘুতাং তৎ পূর্তয়ে পর্যধাৎ।
উক্ষাণং তদুপর্যুমাসহচরং তন্মূর্ধ্নি গঙ্গাধরং
তস্যাগ্রে ফণিপুঙ্গবং তদুপরি স্ফারং সুধাদীধিতিম্॥'

হে রাজচক্রচূড়ামণি ভোজদেব, বিধাতা আপনার যশের তুলা করিবার নিমিত্ত প্রথমত কৈলাস পর্বতকে ধারণ করেন, তুলায় তাহা লঘু হওয়াতে ঐ লঘুতা পূরণ নিমিত্ত তদুপরি ধবলকায় মহাবৃষভকে ধারণ করেন, তাহাতেও সমান পরিমাণ হয় নাই এ কারণ তাহার উপর উমা সহ উমাপতিকে স্থাপন করেন। তাঁহার শিরোভাগে গঙ্গা এবং কপালে প্রকটিত শশধর ও অঙ্গে ফণিশ্রেষ্ঠ বিরাজমান থাকাতে শরীর সমধিক গুরু হইবে বোধ করিয়াছিলেন।

'অপায়ি মুনিনা পুরা পুনরমায়ি মর্য্যাদয়া
অতারি কপিনা পুরা পুনরদাহি লঙ্কারিণা।
অমন্থি সুরবৈরিণা পুনরবন্ধি লঙ্কারিণা
ক্ব নাম বসুধাপতে তব যশোম্বুধিঃ ক্বাম্বুধিঃ॥'

হে সুধাপতে, আপনার যশোম্বুধিতে এবং অম্বুনিধিতে অনেক অন্তর। অগস্ত্য মুনি এক গণ্ডুষে অম্বুধিকে পান করিয়াছিলেন, সীমা দ্বারা তাহার পরিমাণ হয়, বানরে তাহার পার প্রাপ্ত হয়, লঙ্কারি রামচন্দ্র কোপানলে দাহ করেন, দেবগণ মন্থন করেন এবং তাহাতে সেতুবন্ধন হয়। অতএব এরূপ সমুদ্রের সহিত আপনার যশঃ-সমুদ্রের উপমা হইতে পারে না।

কালিদাস এই প্রকারে যশোবর্ণনা করিলে ভোজরাজের সভাস্থ শ্রুতিধর পণ্ডিত ঐ সকল কবিতা পুনরুক্তি করিতে লাগিল তাহাতে ভোজরাজ কহিলেন, নূতন কবিতা শ্রবণ করাইলে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিব আমার এই অঙ্গীকার বটে, কিন্তু এ সকল তো নূতন কবিতা নহে। কালিদাস তাঁহার শঠতাদর্শনে তৎক্ষণাৎ এই কবিতা রচনা পূর্বক পাঠ করিলেন। যথা—

'স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটী মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি শীঘ্রং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নো বা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতি চেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥'

হে ভুবনবিজয়ী ভোজরাজ, আপনি ধার্মিক এবং সত্যবাদী, আপনকার মঙ্গল হউক। হে রাজন, আপনকার পিতা আমার নিকট নিরানব্বুই কোটি রত্ন ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা প্রতিদান করিয়া পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করুন। আমি মিথ্যা বলিতেছি না আপনকার সভাস্থ পণ্ডিত মহাশয়েরাও ইহা জানেন। যদিস্যাৎ ইঁহারা কেহ না জানেন তবে এই পদ্য আমার নব প্রণীত হইল, আপনি নূতন কবিতা রচনা জন্য প্রতিশ্রুত লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন।

কালিদাসের অপূর্ব কবিত্ব-শক্তিতে পরম পরিতুষ্ট ভোজরাজ তাঁহাকে সম্মুখবর্তী রাজ্যভাগ প্রদানের মানসে সম্মুখ ত্যাগ পূর্বক পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন, তাহাতে কালিদাস মনে করিলেন বুঝি কিছু দিতে হইবে বলিয়া রাজা মুখ ফিরাইয়া বসিল; অতএব পশ্চাল্লিখিত কবিতা রচনাপূর্বক পাঠ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। যথা—

'মা গাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
শ্রীভোজেন্দ্র বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি পদ্যানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি নাম নার্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃপ্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥'

হে ভোজরাজ, আমার সুধাসিক্ত পদ্য শ্রবণ কর, প্রত্যুপকার করিতে হইবে এ ভয়ে কাতর হইয়া শ্রবণে বিমুখ হইও না। আমরা কত সরিৎ, সাগর, ভূগোল, বন, অরণ্য, বায়ু, চন্দ্র ইত্যাদি অচেতন পদার্থের বর্ণনা করিয়া থাকি। তাহাদের নিকট আমাদের কি লাভ হয়?"

ভারতে মুদ্রাযন্ত্র

পূর্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ইয়োরোপীয়গণের আগমনের কালে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে—ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "বাংলা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন" (১৯২৯ সম্বতে প্রকাশিত, ১৮৭২ খৃঃ) গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায়—"বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ছিল, তাহার একটি অখণ্ড প্রমাণ এই যে, ১৮৭০ সালের ১লা মার্চের 'জেণ্টলমেন্‌স-জার্ন্যাল'* নামক ইংরেজী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতবর্ষের রাজ্যকালীন বারাণসী জেলার এক স্থানে দেখা যায় যে, মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আঁশান এইরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া দেখেন যে তথায় একটি খিলান রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও অক্ষরাবলি মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সে সকল একালের নয়, অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্বের হইবে।"

উপরি-উদ্ধৃত অংশ ব্যতীত ভারতবর্ষে অত দিন পূর্বে মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ক অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

---

* "An extraordinary discovery has been made of a press in India. When Warren Hastings was Governor-General of India, he observed that in the District of Beneras, a little below the surface of the earth, is to be found a stratum of a kind of fibrous wooly substance of various thickness, in horizontal layers. Major Roebuck, informed of this, went out to a spot where an excavation had been made, displaying this singular phenomenon. In digging somewhat deeper for the purpose of further research, they laid open a vault, which, on further examination, proved to be of some size, and to their astonishment, they found a kind of Printing Press set up in a vault, and movable types, placed as if ready for printing. Every enquiry was set on foot to ascertain the probable period at which such an instrument could have been placed there, for it was evidently not of modern origin, and from all, the Major could collect, it appears probable that the press had remained there in the state in which it was found, *for at least one thousand years.* We believe the worthy Major on his return to England, presented one of the learned Associations with a memoir containing many curious speculations on the subject."

Gentlemen's Journal, dated London, 1st March, 1870.

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ মিশনরীগণ কর্তৃক ভারতবর্ষে গোয়া নগরীতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্র হইতে St. Francis Xavier এর Catechismo de Doctrina নামক পুস্তক বাহির হয় এবং ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়। ইহার পরে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও চারিটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়[১]। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে Andrews নামক জনৈক সাহেব পুস্তক-বিক্রেতা হুগলী নগরীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; এই যন্ত্রেই হ্যালহেড্ সাহেবের (Nathaniel Brassey Halhed) বাংলা ব্যাকরণ (A Grammar of the Bengali Language) মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থেই আমরা সর্বপ্রথমে বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের দর্শনলাভ করি।

ইহাই বাংলা দেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র; কিন্তু পাদ্‌রী কেরী সাহেবের মতে[২] ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কলিকাতা হইতে "ইণ্ডিয়া গেজেট" (India Gazette) মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত; সুতরাং হুগলীর যন্ত্রটি বাংলা দেশে স্থাপিত আদি মুদ্রাযন্ত্র নহে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কাল্‌নার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপ নামক স্থানে বাঙালী কর্তৃক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং এই যন্ত্র হইতে হিন্দু পঞ্জিকা দেশীয়দিগের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়।

"ইতিপূর্বে বাংলায় মুদ্রিত পুস্তকাদি কিছুই ছিল না এবং বাংলা মুদ্রাক্ষর কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও কেহ অবগত ছিলেন না। অতঃপর মাষ্টার উইলকিন্স (যিনি সার্ চারল্‌স্ নামে খ্যাত) সাহেব বহু যত্নসহকারে বাংলা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিবার দারোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গদেশের অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই মহাত্মাকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের আদি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার একজন মেম্বর ছিলেন, এবং এতদ্দেশীয় বিবিধ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্

১ "Besides the one at Goa, there were four other printing presses set up by the Portuguese in Southern India."— মৎপ্রণীত Promotion of Learning in India by Early European Settlers (up to about 1800 A.D.) পৃঃ ১০৩

২ ঐ গ্রন্থ পৃঃ ১০৫ ১০৬

সাহেবের আনুকূল্যে তিনিই প্রথমত সংস্কৃত ভগবদ্গীতা ইংরেজীতে প্রচার করেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ছয় সাত বৎসর কাল এতদ্দেশে অবস্থিতি করণান্তর স্বয়ং মুদ্রাক্ষরের ছেনী প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করিয়া স্বহস্তে এক সেট বাংলা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। অতঃপর স্বোপার্জিত ছেনী-প্রস্তুত-পন্থা এতদ্দেশীয় পঞ্চানন কর্মকার নামে এক ব্যক্তিকে শিখাইয়া দেন। এই ব্যক্তি বাংলা-মুদ্রাক্ষর-প্রস্তুত-বিদ্যা স্বল্পকাল মধ্যে সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের যে কি পর্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা সুদূর-পরাহত"।[১] এই উইলকিন্স সাহেবকে কেহ কেহ তৎকালে "বাংলার ক্যাকস্‌টন্‌" (Caxton of Bengal) বলিয়া অভিহিত করিতেন[২]।

হ্যালহেড-প্রণীত এই ব্যাকরণখানি যে "ফিরিঙ্গীদিগের" ('বিদেশীয়' অর্থে ব্যবহৃত) উপকারের অর্থাৎ তাহাদের বাংলা-ভাষা শিক্ষার সাহায্যের জন্য রচিত হয়, তাহা গ্রন্থের টাইটেল্‌ পৃষ্ঠায় শীর্ষস্থানে মুদ্রিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী।"

গ্রন্থখানি ইংরেজীতে রচিত। বৈয়াকরণিক নিয়মের উদাহরণাবলী কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এই অংশ-গুলিই কাষ্ঠখোদিত বড় বড় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। হ্যালহেড্‌ সাহেব পার্শী, আরবী, সংস্কৃত ও বাংলা এই চারি ভাষা জানিতেন। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে একটি ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লেখেন এবং এই ভূমিকায় বহু কথার মধ্যে তিনি ইহাও প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—ভারতবর্ষের

১ "বাংলা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন"—পৃঃ ২৩

২ "Who, by his perseverance amidst many difficulties, deserves the title of the Caxton of Bengal."—Calcutta Review, Vol. XIII, p. 134

সভ্যতাই জগতের যাবতীয় সভ্যতার অপেক্ষা প্রাচীন, এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার জননী।

তিনি কিরূপ সুন্দর ও সহজে বাংলায় কথোপকথন করিতে পারিতেন, তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—"Halhed was so remarkable for his proficiency in colloquial Bengali, that he has been known to disguise himself in native dress and to pass as a Bengali in assemblies of Hindus." ১

"মাষ্টার হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই সার ইলাইজা ইম্পে সংগৃহীত ইংরেজী ব্যবস্থাসকল মাষ্টার জোনাথন ডন্‌কেন ২ দ্বারা বাংলাভাষায় অনুবাদিত হইয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে 'কোম্পানীর প্রেস' নামক যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।"৩

ইহার পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত চারিখানি আইন গ্রন্থ এবং একখানি ইংরেজী-বাংলা অভিধান (দুই ভাগে) বাহির হয়।—

১৭৯১ খৃঃ (১) Bengali translation of Regulations for the administration of Justice, of the Fowzdary or criminal courts, in Bengal, Behar and Orissah—N. B. Edmonstone

১৭৯৬ খৃঃ (২) ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্ট রেগুলেশনের অনুবাদ --H. P. Foster

(৩) সদর দেওয়ানী আইন-বিধি—রামতারক রায়

(৪) নিজামৎ আইন-বিধি—রাধারমণ বসু

১৭৯৯ খৃঃ (৫) Vocabulary in two parts English and Bengali and vice versa—H. P. Forster

ইহার প্রথম ভাগ (English and Bengali) ১৭৯৯ খৃঃ এবং দ্বিতীয় ভাগ (Bengali and English) ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

---

১ Calcutta Review, Vol. XIII, p. 134

২ ইনি পরে বোম্বাইয়ের গভর্ণরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।

৩ "বাংলা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন"—পৃঃ ২৪

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও তৎপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

১৮০০ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, কেরী প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদিগের চেষ্টা ও যত্নে "শ্রীরামপুর মিশন প্রেস" নামে শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং ইংরেজ রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ীদিগের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য এই সময়েই কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার সাহায্যোপযোগী পুস্তকের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায়, উক্ত কেরী সাহেব তদীয় সহযোগিবর্গ এবং কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতের সাহায্যে বহু বাংলা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাংলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সেই শৈশবকালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মহানুভব খৃষ্টীয় ধর্মযাজকবৃন্দের দ্বারা বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল।

	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	গ্রন্থকার বা সম্পাদক
১।	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০১ খৃঃ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
২।	হিতোপদেশ	,,	গোলোকনাথ বসু
৩।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য রচিতং	,,	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থ পরে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে—"লন্দন মহানগরে চাপা হইল ১৮১১।"

বিলাতে মুদ্রিত এই সংস্করণ ব্যতীত এখানে এই গ্রন্থের ছয়টি সংস্করণ হইয়াছিল। "শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড জে লং সাহেব মহোদয়ের আদেশানুসারে শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানির উদ্যোগে" ১৭৮০ শকাব্দে (১৮৫৮ খৃঃ) কলিকাতার বিশ্ববিকাশ যন্ত্র হইতে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির হয়। ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম জীবন-চরিত-গ্রন্থ।

	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	গ্রন্থকার বা সম্পাদক
৪।	সাগর দ্বীপের শেষ নৃপতি, মহারাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	১৮০২ খৃঃ	রামরাম বসু

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রবৃন্দের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত ও

সম্পাদিত হইয়া ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী হইতে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৫।	Bengali Grammar	১৮০১ খৃঃ	Rev. W. Carey
	১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।		
৬।	জ্ঞানোদয়	১৮০১ খৃঃ	রামরাম বসু
৭।	Missionaries' Address to the Hindoos	”	”
৮।	Colloquies বা কথোপকথন	১৮০১ খৃঃ	Rev. W. Carey
৯।	Miller's Dictionary	”	Miller
১০।	লিপিমালা	১৮০২ খৃঃ	রামরাম বসু
১১।	মহাভারত	”	কাশীরাম দাস
১২।	রামায়ণ	১৮০৩ খৃঃ	কৃত্তিবাস ওঝা

খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদিগের কল্যাণে মহাভারত ও রামায়ণের ইহাই প্রথম প্রকাশ।

১৩।	ঈসপের ও অন্যান্য গল্পের বঙ্গানুবাদ	১৮০৩ খৃঃ	তারিণীচরণ মিত্র ও ডাক্তার গিল্ ক্রাইষ্ট
১৪।	ঠাকুরের বাংলা ও ইংরেজী শব্দাবলী	১৮০৫ খৃঃ	কেরি সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী গ্রন্থ-রক্ষক (Assistant Librarian) এই অভিধান সঙ্কলন করেন
১৫।	সার-রত্নাবলী	১৮০৫ খৃঃ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৬।	ইলিয়াদের প্রথম সর্গের বঙ্গানুবাদ	”	জে সার্জণ্ট
১৭।	খৃষ্ট-চরিত্র	”	রামরাম বসু
১৮।	রাজাবলী	১৮০৮ খৃঃ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৯।	ইতিহাসমালা	১৮১২ খৃঃ	Rev. W. Carey

২০।	Carey Dictionary	১৮১৫ খৃঃ	Rev. W. Carey
২১।	Abridgment of Johnson's Dictionary (English and Bengali)	১৮২২ খৃঃ	John Mendies
২২।	Bohoodurson (বহুদর্শন) "অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ও লাটিন জাতীয় ও গৌড়ীয়, সংস্কৃত, পারস্য ও আরবীয় ভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও নীতি-শিক্ষা।"	১৮২৬ খৃঃ	নীলরত্ন হালদার

এই গ্রন্থের প্রথমে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় তুইটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে।

বাহুল্য ভয়ে এই তালিকা আর বর্ধিত হইল না।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শে কলিকাতায় কয়েকটি মুদ্রযন্ত্র স্থাপিত হইয়া সেগুলি হইতেও বাংলা পুস্তক বাহির হইতে লাগিল।

'তোতা ইতিহাস'

১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একটি মুশলমানের ছাপাখানায় "তোতা ইতিহাস" নামক পুস্তক ছাপা হয়। ইহা অনুবাদ গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী চণ্ডীচরণ কর্তৃক ইহা পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত। গ্রন্থ-খানি সাহেবমহলে খুব আদৃত হয় এবং তাহার ফলে বিলাত হইতে ১৮২২ ও ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার তুইটি সংস্করণ বাহির হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকখানি edited and translated by Graves Chamney Hough-ton of East-India College, Haylebury। এই গ্রন্থ ডিমাই ৪ পেজী আকারে সর্বসমেত ২০৩ পৃষ্ঠায় [ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২ পৃষ্ঠা, বাংলা অংশ ৮৪ পৃষ্ঠা, ইংরেজী অনুবাদাংশ ৫৭ পৃষ্ঠা, এবং Vocabulary (Bengali and English) ৫৭ পৃষ্ঠা] সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বাংলা

অংশের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ দ্বারা সম্পাদক বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞদিগের এই গ্রন্থমর্ম জানিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ইহা উগ্রেট্ কুইন্ ষ্ট্রীটের Cox and Baylis দ্বারা মুদ্রিত হয়। উপরি উক্ত হাউটন্ সাহেব Rudiments of Bengali Grammar পুস্তকের রচয়িতা। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে যে সংস্করণ পূর্বোক্ত Cox and Baylis কর্তৃক পুনরায় মুদ্রিত হয়, তাহাতে কেবল বাংলা অনুবাদটি স্থান পাইয়াছে। ডিমাই আটপেজী আকারে ১৪০ পৃষ্ঠায় এই সংস্করণ সমাপ্ত। ইহার প্রচ্ছদ-পত্রে লিখিত নামাদি কৌতূহলপ্রদ বিবেচনায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রী-
তোতা ইতিহাস
বাংলা ভাষাতে
শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সীতে রচিত
লন্দন রাজধানিতে চাপা হইল।
১৮২৫"

উপরিলিখিত বিবরণ দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বিদেশীদিগের যত্নে ও উদ্যোগে প্রথমে বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সেই শৈশব সময়ে তাঁহাদের স্নেহ-সিঞ্চন দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া আজ বাংলার মুদ্রিত পুস্তকসংখ্যা বহুশাখা ও পত্রপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য এজন্য তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়'-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর পরিচয়

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিষ্ঠাতাগণ গ্রন্থপ্রকাশে মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার ফলে ঐ সালেই "নূতন অভিধান" প্রকাশিত হইল। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে প্রথমে দুইখানি মাত্র পুস্তক তাঁহাদের যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পরে অদ্বৈত বাবু পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া অভিধান, ব্যাকরণ, পুরাণ,

অনুবাদ প্রভৃতি নানা বিভাগীয় বহু গ্রন্থ সম্পাদন, প্রকাশ ও প্রচার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বহুল পুষ্টিসাধন করেন। প্রথমে তাঁহারা অভিধান গ্রন্থ প্রকাশ করেন; সেই হিসাবে সর্বপ্রথমে তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত ও সম্পাদিত অভিধানগুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

'নূতন অভিধান'

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই বাংলা অভিধানের প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। 'সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাদক জগন্নারায়ণ শর্মা (মুখোপাধ্যায়) এই অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাই 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' যন্ত্র হইতে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৭৮ শকাব্দ) প্রকাশিত সংস্করণের প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে—

"নূতন অভিধান
জগন্নারায়ণ শর্মকৃত।
বিদ্যার্থি ও জ্ঞানার্থি জনগণের ব্যবহারার্থ
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ
সাহায্যে
পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক
কর্তৃক
বহুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্বক
পুনর্নবীকৃত
কলিকাতা
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত
শকাব্দাঃ ১৭৭৮"

রয়্যাল ১৬ পেজী আকারে ৩৫৬ পৃষ্ঠায় দুই কলমে আলোচ্য গ্রন্থ সমাপ্ত। শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদক্ষরে এবং শব্দার্থগুলি ক্ষুদ্রাক্ষরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে সম্পাদক কর্তৃক যে ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

'নূতন অভিধানে'র ভূমিকা

"ইদানীন্তন সময়ে বঙ্গীয় ভাষার প্রতি সর্বসাধারণের অনুরাগ হওয়াতে সকলেই এই ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে কোন ভাষার আলোচনা অথবা তাহাতে জ্ঞানোপার্জনের বাসনা করা যাউক, উপদেশক কিম্বা অভিধানাদির সাহায্য ব্যতীত সেই বাসনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইতে পারে না, এই বিবেচনায় যদিও বহু বহু বহুজ্ঞ বিজ্ঞ মহোদয়গণ কর্তৃক বঙ্গীয় ভাষায় ভূরি ভূরি অভিধান সংগৃহীত হইয়াছে, তত্রাচ সর্ব-সাধারণের সুলভ অথচ সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় ও প্রচলিত শব্দে পরিপূর্ণ অভিধান প্রায় এতাবৎ কাল পর্যন্ত একখানিও হয় নাই।

অপর জগন্নারায়ণ শর্মকৃত নূতন অভিধান শব্দাম্বুধি ব্যতীত যাবতীয় কোষ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ, এ প্রযুক্ত অনেকে সর্বদা তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু কালবশতঃ তাহা দুষ্পাপ্য হইয়াছে।

অতএব সংক্ষেপে বহুল শব্দ ও সদর্থে ভূষিত একখানি নূতন অভিধান সংগ্রহ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে উল্লিখিত জগন্নারায়ণীয়াভিধান সংশোধন করিয়া ভূরি ভূরি শব্দ সংকলন ও সদর্থ সংযোগ পূর্বক এই নূতন অভিধান সংগৃহীত হইল। যদিও শব্দাম্বুধি দ্বারা যত উপকার হইতেছে, ইহাতে তত হইবার সম্ভাবনা নাই, তত্রাচ সাধারণের উপকার আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজনীয় বহুল শব্দ সংকলনে পরিশ্রম করিতে ক্রটী করা যায় নাই, তাহাতে অন্যূন বিংশতি সহস্র শব্দ সংকলিত হইয়াছে। এক্ষণে গুণজ্ঞ বিজ্ঞ মহোদয়গণ যদি অবলোকন করিয়া ইহা সাধারণের হিতকর হইবেক এমত স্বীকার করেন, তাহা হইলেই আমরা আত্মপরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

এই সংস্করণের মূল্য এক টাকা।

'শব্দাম্বুধি'

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭৫ শকাব্দে এই অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়। এই শব্দাম্বুধি গ্রন্থ তৎকালে এরূপ আদৃত হইয়াছিল যে, প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক ছয় মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যায়;—ইহা দ্বিতীয়

সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানিতে পারা যায়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৮৮ শকে ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ইহা "বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ" এবং "শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত।"

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে—

"অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥"*

ইহা ডবল ক্রাউন্ ১৬ পেজী আকারে দুই কলমে ৬০৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। চতুর্থ সংস্করণের গ্রন্থখানি ৬১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। আলোচ্য অভিধানের 'অনুক্রমণিকা' হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল। এতদ্দ্বারা এই গ্রন্থের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

'শব্দাম্বুধি'র অনুক্রমণিকা

"এতদ্দেশীয় ভাষার শব্দার্থ প্রকাশ নিমিত্ত অভিধানের অল্পতা আছে এমত নহে, মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, পাদরি কেরি, মার্টন্ সাহেব, জগন্নারায়ণ এবং স্কুল বুক সোসাইটী ইত্যাদির প্রণীত কতিপয় অভিধান প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু এ ভাষা যে প্রকারে দিন দিন নূতন আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে ঐ সকল অভিধান এক্ষণে সমুদায় শব্দের অর্থ প্রকাশে সক্ষম নহে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ভূরি ভূরি শব্দ গৌড়ীয় সাধু ভাষা মধ্যে ব্যবহার্য হওয়াতে এখন সংস্কৃত ভাষার অভিধান সহকৃত বঙ্গীয় অভিধান হওয়াই আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে শুদ্ধ বঙ্গীয়াভিধানে নবীন বৃদ্ধিশীল সংশোধিত সাধু ভাষার সকল শব্দ সাধারণের সুগম্য হইবার সম্ভাবনা বিরহ; অতএব রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম এবং ডাক্তার উইলসন্ সাহেবের সংস্কৃতাভিধান হইতে বহু বহু সংস্কৃত শব্দ আকর্ষণ পূর্বক

* তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন আমি এবং ভাষ্যকার শব্দসমুদ্রের পারে গমন করিতে পারি নাই, মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন মানবগণের ত কথাই নাই।

গৌড়ীয় ভাষার যাবতীয় অভিধানের শব্দ সকল সংকলনানন্তর শব্দাম্বুধি এই সুবিস্তীর্ণ অভিধান সংগ্রহ করা গেল।"

এই অভিধানের মূল্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"স্বাক্ষরকারির প্রতি দুই টাকা এবং বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি আড়াই টাকা।"

'অমরকোষ'

অমর সিংহ-রচিত অমরকোষ নামক সংস্কৃত অভিধানের একটি সংস্করণও পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের (১২৬২ সাল) সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র নামক সাময়িক পত্রের ৯ম সংখ্যার মলাটের ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে—"নবরত্নাগ্রগণ্য কবিবরানর সিংহ বিরচিত নাম লিঙ্গানুশাসন নামকাভিধান এ যন্ত্রে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ॥০ আনা।"

'অমরার্থ-দীধিতি'

উপরি লিখিত অমরকোষ অভিধানের ইহা বঙ্গানুবাদ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের আদর্শেই ইহার নামগুলি সাজান হইয়াছে। রয়্যাল ১৬ পেজী আকারে দুই কলমে ১৯০ পৃষ্ঠায় ইহার অভিধানাংশ সমাপ্ত। পরিশেষে অমরকোষস্থ শব্দ সকলের বর্ণমালানুসারে ১২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে। এই সূচীপত্র তিন কলমে বিভক্ত। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের ব্যবহারের পক্ষে এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান। এই গ্রন্থের মূল্য এক টাকা।

সংগৃহীত গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রখানি নাই। পূর্বোল্লিখিত 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে, ইহা যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায়।

ইংরেজী অভিধান

"A Dictionary of the English Language with English Definitions and a Bengali Interpretation, compiled from European and Native Authorities, by U. C. Addy.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়াং তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্‌॥*

Calcutta
Sungbad Poorno Chundrodoy Press
1854"

উপরে এই ইংরেজী বাংলা অভিধানখানির সমগ্র প্রচ্ছদ-পত্রটি উদ্ধৃত হইল। ইহা ডিমাই আট পেজী আকারে দুই কলমে ৭৬১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এক সময়ে ইহা সাধারণ্যে Addy's Dictionary নামে সুপরিচিত ছিল।

এই অভিধানে প্রথমে ইংরেজী শব্দ, পরে তাহার ইংরেজী অর্থ এবং তারপর তাহার বাংলা অর্থ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইংরেজী অভিধানের ভূমিকা

অদ্বৈত বাবু এই অভিধান গ্রন্থের যে একটি ভূমিকা লেখেন, তাঁহার মধ্য হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The English Dictionaries by Dr. Johnson, Mr. Walker, and the Anglo-Bengali Dictionaries by Dr. Carey, Baboo Ram Camul Sen, and other European and Native Authors and Compilers, have unquestionably been of great utility to the Native in his acquisition of the English language and to the European in his study of the vernacular language of Bengal. It has been observed, however, by teachers of the Colleges and Schools that there is naturally a disposition on the part of intelligent students to analyze and compare the meanings of words in both the languages; and the inconvenience and loss of time in referring for this purpose to two separate Dictionaries are great, and

* ইন্দ্রাদিও যে শব্দ-সমুদ্রের পারে গমন করিতে পারেন নাই, সেই সমগ্র শব্দ-শাস্ত্রের প্রয়োগ-নির্দেশে সামান্য মানব কি প্রকারে সমর্থ হইবে?

present an impediment to study. The excellent Dictionary by Mr. D' Rozario gives the significations of words in the English, Bengali and Hindoosthani languages, in the Roman character; but Bengali words are not easily and correctly readable unless written in the Bengali character; besides which the work is expensive, and must be beyond the reach of many a devoted student, both Native and European; hence it is so seldom used that its first impression of 1837 is yet believed to be unexhausted. The gentlemen engaged in imparting education have been impressed with the idea that a Dictionary combining the two first mentioned works, or one based on Johnson's Dictionary as a ground work, with copious definitions in Bengali, as well as English, the former dialect being spelled in the vernacular character, would afford great facility to the study of both these languages.

At the suggestion of an esteemed friend, I took upon myself, though with much hesitation, the arduous and onerous task of supplying what seemed to be so much wanted. By devoting my leisure hours of several years assiduously to the task I have compiled a Dictionary of the English Language, with English definitions and a Bengali interpretation, which is now submitted to the public."

ইংরেজী অভিধানের প্রশংসা

তৎকালে বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গ এই অভিধান দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অদ্বৈতবাবুকে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"I have much pleasure in stating that I think it (English and Bengali Dictionary) is calculated to be very useful. The English synonyms form a peculiar and important feature of the work and are likely to enhance its utility very considerably. The Bengali renderings appear to me to be, generally speaking, correct and well chosen. * * * There can be no doubt that to many of your countrymen, who are auxious to study the English language, this Dictionary will be extremely valuable."—*Dr. J. Wenger, Calcutta.*

"I augur well of the work and doubt not it will prove of great assistance to the students of either language. Your Bengali renderings of English terms appear to me as correct as the former language will admit, and your abstaining from Hindusthani words, where the Bengali possesses equally expressive ones of its own, does, in my opinion, greatly enhance the value of the work. You have my best wishes for its success."—*Revd. A. F. Lacroix, Calcutta.*

"The Dictionary * * promises to be a very valuable addition to our Indian lexicography. I sincerely wish you success."—*Revd. K. M. Banerjee, Calcutta.*

"I have looked over the specimen of your Dictionary and think it will be useful."—*Revd. James Long, Calcutta.*

"Your Dictionary will prove an useful work. It is copious, and * * well arranged. The price too is not high."—*Babu Rajendra Lall Mitra, Assistant Secretary, Asiatic Society.*

"It appears likely to prove an exceedingly useful acquisition to English Schools in this country. Such a compilation has long been a desideratum, and I sincerely trust your effort to supply this want will meet with liberal encouragement. The double interpretation will help the student to diversify his mode of expressing himself in English, and also to acquire a knowledge of the synonyms of his own language".—*Mr. W. Robinson, Inspector of Schools in Assam.*

রেভারেণ্ড লং সাহেবের বাংলা পুস্তকের তালিকায় সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত অভিধানের উল্লেখ

১৮৫৫ অব্দে রেভারেণ্ড লং সাহেব চৌদ্দশত পুস্তকের বিবরণ-সম্বলিত যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ "মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকা" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়*। তদ্দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে,—

১। নূতন অভিধান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পত্র-সংখ্যা ১২০ এবং শব্দ-স্যখ্যা ১২০০০। লং সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Calcutta Christian Observer পত্রে Cinsurensis মহাশয় যখন "Notices of Bengali Dictionaries" প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে বাহির করেন, তখন জগন্নারায়ণ শর্মা কৃত এই "নূতন অভিধানে"র সম্পূর্ণ মুদ্রিত ফাইল ফর্মা-দৃষ্টে ইহার একটি বিবরণ উক্ত পত্রের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন এবং উক্ত গ্রন্থের প্রশংসা-কল্পে বলেন যে—"The interpretation likewise is much fuller and the whole compilation a very creditable specimen of purely native lexico-

* ১ম বর্ষ, ১৩০১, পৃঃ ১৮১ ; ২য় বর্ষ, ১৩০২, পৃঃ ২০, ৩৫৯, ৫০৬

graphy." তারপর পরবর্তী ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি (Cinsurensis মহাশয়) এই গ্রন্থের একটি বিস্তৃত সমালোচনা[১] করেন। তাহাতে তিনি প্রকাশ করেন যে—"I doubt not it will be found a valuable addition to our stock of Bengali lexicography. Partial exceptions might no doubt be taken; generally speaking, however, the words are judiciously selected, the explanations given satisfactory; and for the most part there is a most praiseworthy exclusion of impure and exotic terms. The extremely low price of one Co's Rupee, at which a most useful and purely native word-book, numbering upwards of 400 pages[২], and embracing a large proportion of the best and most accredited terms of the language, is now offered, is a phenomenon in indigenous bibliography as praiseworthy as it is well-timed." লং সাহেব লিখিত ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ যে "নূতন অভিধানে"র প্রথম প্রকাশকাল নহে, তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

এই গ্রন্থ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও তৎকালীন পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক অদ্বৈতচরণ আঢ্য কর্তৃক "বহুতর শব্দ-সংযোগ ও সংশোধন পূর্বক পুনর্নবীকৃত" হইয়া বাহির হয়, তখন লং সাহেবের "মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকা" ছাপা হইতেছিল। তিনি এই সংস্করণের "নূতন অভিধান"কে জগন্নারায়ণ শর্মকৃত "নূতন অভিধান" হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া, "আঢ্যের নূতন অভিধান"[৩] নামে ইহার পৃথক নামকরণ করেন। ইহা যে জগন্নারায়ণ শর্মকৃত "নূতন অভিধান" ব্যতীত স্বতন্ত্র অভিধান নহে, তাহা উক্ত গ্রন্থের (১৭৭৮ শকাব্দে বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) প্রচ্ছদ-পত্রের

---

১ Vol. VIII, 1839, p. 98

২ লং সাহেবের মতে এই সংস্করণ ১২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।—সা-প-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৩০১, পৃঃ ১৮৫

৩ আঢ্যের নূতন অভিধান। শব্দ-সংখ্যা ২০,০৬০। মূল্য ১৲। [লং সাহেবের তালিকা প্রণয়নকালে যন্ত্রস্থ]—সা-প-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, পৃঃ ১৩১, ১৮৬

"জগন্নারায়ণ শর্মকৃত" এই পংক্তি ও ভূমিকা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। এই সংস্করণে শব্দ-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র হইতে বিংশতি সহস্রে পরিবর্ধিত হইয়াছিল।

২। শব্দাম্বুধি—লং সাহেবের মতে—এই গ্রন্থ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। পত্র-সংখ্যা ৬০৪। এই সংস্করণের মুদ্রিত ২০০০ খণ্ড এক বৎসরেই প্রায় নিঃশেষ হয়। ২৮০০০ বাংলা শব্দের অর্থ মর্টন, কেরী, রাধাকান্ত দেব, ও রামচন্দ্রের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে বাংলা ভাষার পূর্ণতা ও শক্তিবর্ধনের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়*।

প্রথমত এই গ্রন্থ রোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। কারণ ইহার প্রথম সংস্করণের গ্রন্থদৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে, ইহা ১৭৭৫ শকাব্দে (১৮৫৩ বা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে) "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত" এবং "শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" এই রাজকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণচন্দ্র-যন্ত্রের মুদ্রাকর বা প্রিণ্টার ছিলেন এবং

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শব্দাম্বুধি
১৮৫৪ " " Prabodh Chandrodaya & Atmabodh
" " " সেক্সপিয়ার
১৮৫৫ " " শ্রীমদ্ভাগবত
১৮৫৬ " " আরবীয়োপাখ্যান
" " " নূতন অভিধান

প্রভৃতি গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামক সাময়িক পত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন।

দ্বিতীয়ত—লং লিখিত—"এই সংস্করণের মুদ্রিত ২০০০ খণ্ড এক বৎসরেই প্রায় নিঃশেষ হয়।" ইহাও ঠিক নহে; কারণ উক্ত অভিধানের

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৩০১, পৃঃ ১৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক ছয় মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যায়।[১]

৩। অমরার্থ-দীধিতি—লং সাহেবের মতে ইহা কোলব্রুকের[২] অমর-কোষের প্রথানুকরণে সঙ্কলিত।

৪। A Dictionary of the English Language with English Definitions and A Bengali Interpretation. লং সাহেবের মতে ইহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং ইহার শব্দ-সংখ্যা ২৩০০০। কিন্তু প্রথম সংস্করণের পুস্তক দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্বালোচিত অভিধানগুলি ব্যতীত আরও দুইখানি অভিধান বা কোষ-গ্রন্থের (যাহা পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত হয় নাই—মাত্র পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল) বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান'

এই অভিধানখানি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নীলকমল মুস্তফী মহাশয় এই অভিধান সঙ্কলন করেন। ইনি নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহা ৯৬ পৃষ্ঠা পরিমিত এবং ইহার মূল্য ॥০ আনা। প্রায় তিন হাজার পার্শী শব্দের বাংলা অর্থ ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে। ইহাই প্রথম পার্শী-বাংলা অভিধান এবং তৎকালে ইহা যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল। Calcutta Christian Observer[৩] পত্রে ইহার সমালোচনা ব্যপদেশে Cinsurensis মহাশয় বলেন—"As a first attempt it is highly meritorious." ইহার মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে তিনি লেখেন—"The typographical execution is most respectable indeed, and does

---

১ "সর্বসাধারণ গুণজ্ঞ মহোদয় যত্ন করিয়া এই পুস্তক গ্রহণ করেন। তাহাতে ষণ্মাস মধ্যেই প্রথমবারের মুদ্রিত দ্বিসহস্র পুস্তক নিঃশেষ হয়।"—দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের ভূমিকা

২ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব প্রথমে অমরকোষ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জমিদার জগন্নাথ মল্লিক উহা নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন।—সা-প-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, পৃঃ ১৮৭

৩ Vol. VIII, 1839, p. 276, 278

very great credit to the native press."[১] বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের সেই প্রথম যুগে পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।

'ব্যবহারবিচার শব্দাভিধান'

ইহা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বা ১৮৯৫ সম্বতের ১০ই আষাঢ় প্রকাশিত হয়। পুরুলিয়ার সদর আমীন পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এই অভিধান সঙ্কলন করেন। ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়্যাম কলেজের লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি—

১। মিতাক্ষরা গ্রন্থ
২। দত্তক কৌমুদী
৩। ব্যবস্থা রত্নমালা
৪। দায়-সংগ্রহ
৫। হিতোপদেশ[২]

গ্রন্থ সম্পাদন ও অনুবাদানন্তর প্রকাশ করেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির আকার ক্ষুদ্র—৩৫ পৃষ্ঠা (ডিমাই আট পেজী) পরিমিত হইলেও, ইহা কিরূপ মূল্যবান্ তাহা গ্রন্থকার লিখিত "সমাবেদন-মিদং" (সম্যক্‌রূপে এই আবেদন) পাঠে প্রতীতি হইবে—"ভারতবর্ষস্থ রাজধানীর সকল বিচারস্থলে পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষা দ্বারা রাজশাসন ও রাজস্ব আদায় ও অন্য অন্য তাবৎ কর্ম নির্বাহ করিতে সুপ্রিম কৌন্‌শল্ হইতে যে অবধি আজ্ঞা হইয়াছে, এইক্ষণ পর্যন্ত তাহা সুচারুরূপে নির্বাহ হওয়া সুদূরপরাহত। বঙ্গদেশের মধ্যে নানাস্থানে নানাবিধ শব্দ প্রয়োগ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল স্থানের ব্যবহার নিষ্পত্তি হইয়া যখন দ্বিতীয় বিচারার্থে সদর দেওয়ানিতে উপস্থিত হইবে, সে সময়ে বিচারকর্তাদিগের এবং পাঠকলেখক-

১ Vol. VIII, p. 278

২ এই হিতোপদেশ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বা ১২৩৭ সালে "শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। ইহা রয়্যাল আট পেজী আকারে ৫১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে মূলের সহিত বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং মূলটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। তিন প্রকার অক্ষরে (দেবনাগর, বাংলা ও ইংরেজী) ছাপা হিতোপদেশ এই খানি ব্যতীত আর নাই।

দিগের অনর্থক কালহরণ ও বৈরক্তি জন্মিতে পারে ; অতএব এক বিষয়ের যত আবশ্যক পারস্য শব্দ আপন প্রাপ্ত ব্যবহার বিচার সময়ে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অর্থ মিতাক্ষরাদি ধর্মশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিয়া তাহা সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক অনেক শব্দ পুনর্বিবেচিত হইয়া মুদ্রিত হইল।"

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এই অভিধানখানি "বঙ্গরাজধানীস্থ সকল বিচারকর্তা মহাশয়দিগের নিকটে স্বীয়ানুকূল্যে বিতরণ" করেন। লং সাহেবের পুস্তক-তালিকা দৃষ্টেও জানিতে পারা যায় যে, উক্ত পুস্তক বিভিন্ন জেলায় বিতরণার্থ গভর্ণমেণ্টকে ২০০ শত খণ্ড প্রদত্ত হয়।

এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ শত। গ্রন্থখানিতে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে পারসী শব্দগুলি বঙ্গাক্ষরে প্রথমে তৎপরে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

পারসী শব্দ	বঙ্গানুবাদ
"আল্লা	ঈশ্বর
অগর	যদি, যদ্যপি
অলবত্তা	অবশ্য
অতুল	উল্লঙ্ঘন
অবরখ	অভ্র
অন্দর	মধ্য, অন্তঃপুর
অহদ্	অঙ্গীকার
অরজ	নিবেদন
অরজী	আবেদনপত্র"

'নূতন অভিধানে'র সমসাময়িক অন্যান্য অভিধান

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে "পূর্ণচন্দ্রোদয়" যন্ত্র হইতে জগন্নারায়ণ শর্মা প্রণীত "নূতন অভিধান" প্রকাশিত হয়। ঐ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত ইংরেজী-বাংলা, সংস্কৃত-

বাংলা বা বাংলা অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটি ধারাবাহিক তালিকা সঙ্কলিত হইল—

A Vocabulary in two parts:

১৭৯৯ খৃঃ—Part I. English and Bengalee.

১৮০২ খৃঃ—Part II. Bengalee and English by H. P. Forster.

ইহাই প্রথম ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাহির হয় এবং উক্ত কোম্পানী এই পুস্তকের একশত কপি ক্রয় করেন।

১৮০১ খৃঃ—Bengali Dictionary by A. Miller.

১৮০৫ খৃঃ—A Vocabulary Bengali and English by Mohun Persud Takoor. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮০৯ খৃঃ—শব্দসিন্ধু—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা "ভগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান অকারাদিক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা হইল।"

বাংলা অভিধান—গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহা কলিকাতার হিন্দুস্থানী যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

১৮১৫ খৃঃ—A Dictionary of the Bengalee Language by W. Carey D. D. Vol. I. & Vol. II. in two parts. ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম ভাগ বাহির হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

১৮১৮ খৃঃ—বাংলা অভিধান—রামচন্দ্র শর্মা প্রণীত। ইহাই প্রথম বাংলা অভিধান।

বাংলা অভিধান —সঙ্কলনকর্তার নাম অজ্ঞাত। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

১৮২১ খৃঃ—A Vocabulary by Ram Krishna Sen, English, Latin and Bengalee.

১৮২২ খৃঃ—Abridgment of Johnson's Dictionary in English and Bengalee by John Mendies.

১৮২৪ খৃঃ—Mylins School Dictionary (বাংলা অনুবাদ) by J. Lavandier.

১৮২৫ খৃঃ—Glossary by Haughton.

(বাংলা-ইংরেজী অভিধান)

১৮২৭ খৃঃ—A Dictionary in Bengalee Language by Tarachand Chacrabertty.

A Dictionary of the Bengalee Language by J. C. Marshman, Bengalee and English, Vol. I.

(Abridged from Dr. Carey's quart. dictionary)

১৮২৮ খৃঃ—A Dictionary of the Bengalee Language—English and Bengalee Vol. II. by J. C. Marshman.

A Companion to Johnson's Dictionary—Bengalee and English by John Mendies.

দ্বিভাষার্থকাভিধান—or A Dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and an English interpretation by Rev. W. Morton.

১৮২৯ খৃঃ—A School Dictionary—English and Bengalee[1] by J. D. Pearson.

১৮৩০ খৃঃ—সংক্ষিপ্ত জনসনের ডিক্সনারী—by J. Lavandier.

১৮৩১ খৃঃ—শব্দকল্পলতিকা—জগন্নাথ মল্লিক প্রণীত[2]

১৮৩৩ খৃঃ—Dictionary—Bengalee and Sanskrit, explained in English by Sir Graves C. Haughton.

এই অভিধান বিলাতে মুদ্রিত হয়।

১ লং সাহেবের মতে এই অভিধান ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, পৃঃ ১৮৫।

২ ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে "শব্দকল্পতরঙ্গিণী" নামক অভিধান প্রকাশ করেন। লং সাহেব লিখিত A Return of the Names and Writings of 515 Personsএর ১৩০ পৃষ্ঠায় "রত্নাবলী" নামে ইঁহার তৃতীয় বাংলা অভিধানের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে।

১৮৩৪ খৃঃ—A Dictionary in English and Bengalee in two volumes by Ram Kamal Sen.

১৮৩৭ খৃঃ—A Dictionary, English, Bengalee and Hindustani in the Roman Character by P. S. D'Rozario.

১৮৩৮ খৃঃ—বাংলা অভিধান—

জগন্নাথ শর্মা প্রণীত

শব্দকল্পতরঙ্গিণী—

জগন্নাথ মল্লিক প্রণীত

পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান—

নীলকমল মুস্তফী প্রণীত

ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান—

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার

পার্শী-বাংলা অভিধান—

জয়গোপাল তর্কলঙ্কার

'গৌড়ীয় ভাষার' ব্যাকরণ

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। সে ব্যাকরণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই ; কোন্ সালে উহা প্রকাশিত এবং কে ঐ ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাও অজ্ঞাত রহিয়াছে। তবে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের (১২৫৭ সালের ২৯শে শ্রাবণ) "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে যে "যন্ত্রালয়ের বিজ্ঞাপন" বাহির হয়, তদ্দৃষ্টে এই ব্যাকরণের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। নিম্নে সেই বিজ্ঞাপনটি অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ

উক্ত পুস্তক উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে অতি উত্তমরূপে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অল্প দিবস মধ্যেই সমাপ্ত হইবেক। মূল্য বান্ধাই সম্বলিত প্রত্যেক।০ চারি আনা মাত্র।"

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখের (৪ঠা বৈশাখ, ১৮৫৮)

পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে—এই ব্যাকরণ "মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে"—বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র সমসাময়িক অন্যান্য ব্যাকরণ

হ্যালহেড্ সাহেব (Nathaniel Brassey Halhed) প্রণীত A Grammar of the Bengali Language ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপরে কেরী (খৃঃ ১৮০১), কীথ (খৃঃ ১৮২০), হৌটন (খৃঃ ১৮২১), মরে (খৃঃ ১৮৩৩), রবিন্সন্ (খৃঃ ১৮৪৬) ও বেন্দার (খৃঃ ১৮৪৯) প্রভৃতি ইয়োরোপীয়গণ, এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (খৃঃ ১৮১৬), রামচন্দ্র (খৃঃ ১৮২২), রামমোহন রায় (বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজী অক্ষরে ১৮২৬ খৃঃ এবং ঐ ব্যাকরণ বঙ্গাক্ষরে ১৮৩৩ খৃঃ), পূর্ণচন্দ্র দে (খৃঃ ১৮৩৯), ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ (খৃঃ ১৮৪০), ব্রজকিশোর (খৃঃ ১৮৪০), শ্যামাচরণ (ইংরেজী-বাংলা ব্যাকরণ ১৮৫০ খৃঃ এবং বাংলা ব্যাকরণ ১৮৫২ খৃঃ), ক্ষেত্রমোহন দত্ত (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম সংস্করণ) প্রভৃতি দেশীয়গণ বাংলা এবং ইংরেজী-বাংলা ব্যকরণ প্রণয়ন করেন।

'হরিভক্তিবিলাস'

অদ্বৈত বাবু নিষ্ঠাবান ও ধর্মপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। তিনি সংবাদপত্র ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশের ন্যায় হিন্দুর বড় আদরের ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি প্রকাশে বিশেষ যত্নবান হইলেন।

প্রথমে তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থ প্রকাশে যত্নবান হন।

* বিংশ বিলাস বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সমুদয় ধর্মক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপাত্র প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহাশয় রঘুনাথদাস গোস্বামী ও রূপসনাতনকে প্রীত করিবার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন।

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণের ২য় শ্লোক

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৬৭ শকে অদ্বৈত বাবু বহুতর সুবিজ্ঞ পণ্ডিত সহ আলোচনাপূর্বক এবং পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ দ্বারা সংশোধন করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

'হরিভক্তিবিলাসে'র প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের একটি প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

"শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস

সটীকঃ।

মহামহোপাধ্যায় পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট্ট

সংগৃহীত।

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদকোদ্‌যোগতো বহুতরসুবিজ্ঞপণ্ডিতবরৈঃ সহ বিবেচ্য।

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশেন শোধিতঃ।

কলিকাতায়াং

পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রে মুদ্রাক্ষরৈর্মুদ্রিতোভূৎ।

শকাব্দা ১৭৬৭"

'হরিভক্তিবিলাসে'র ভূমিকা

গ্রন্থখানি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হহয়াছে। ফুল্‌স্কেপ আকারে ৭১৭ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত। ইহাতে প্রথমে ইংলিশ অক্ষরে মূল এবং তন্নিম্নে পাইকা অক্ষরে সনাতন গোস্বামী কৃত দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা এবং দশ পৃষ্ঠা ব্যাপী সূচীপত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নে সংস্কৃত ভূমিকাটি উদ্ধৃত এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

"যদ্যপ্যেতদ্দেশীয়নিখিলশাস্ত্রমহীরুহমূলসনাতনবেদানুযায়িনো মানবাঃ পুরাণতন্ত্রাদ্যুক্তস্বস্বাভীষ্টদেবোপাসনাভেদাদ্বৈষ্ণবশাক্তশৈবগাণপত্যাদীন্ বিবিধানুপাধীনবলম্বমানাঃ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থানুসারেণ তত্তদ্বিষয়কান্ ক্রিয়াকলাপান্ সমাদধতে তথাপি বৈষ্ণবব্যতিরিক্তানাং সর্বেষামেবাশ্রমোচিতানি

দৈবপিত্র্যকর্মাণি স্মার্তশূলপাণিপ্রভৃতিপ্রণীতনিবন্ধানুসারেণ নির্বহন্তি বৈষ্ণবাস্তু সংস্বপ্যোন্যেষু ব্যবস্থাপকগ্রন্থেষু নিখিলোপাসনাঘটিতানামাশ্রমবিহিতানামান্যেষাঞ্চ কর্মণাং সুশৃঙ্খলতয়া বিধায়কত্বেন সর্বোৎকৃষ্টং হরিভক্তিবিলাসমেবাবলম্ব্য বিদধতি নিত্যনৈমিত্তিকদৈবপৈত্র্যকার্যজাতং যো হি বিষ্ণুপরায়ণানাং গৃহিণামুদাসীনানামন্যেষামপি কৃত্যপ্রদর্শনে দর্পণইব, সুতরাং বৈষ্ণবানাং সদা স্বস্বসন্নিধানে পুস্তকং তদবস্থাপয়িতুমুচিতমাবশ্যকঞ্চ বিশেষতোগৃহস্থানাং—

অমুষ্মিন্ গ্রন্থে নিবন্ধকৃতা মহামহোপাধ্যায়শ্রীগোপালভট্টেনাত্মনো ভগবদ্বিষয়িকা পরমা ভক্তিরসাধারণপাণ্ডিত্যঞ্চ প্রকাশিতং বৈষ্ণবানামত্যবশ্যকর্তব্যাচারব্যবহারদীক্ষাশ্রাদ্ধোপবাসাদ্যনুষ্ঠানশ্রীমূর্তিনির্মাণপ্রতিষ্ঠাপনাদ্যুপাসনাঘটিত সকল কার্যাণাং যথাক্রমমেকত্র বিধিং সবিশেষমশেষতো নিরূপ্য মহোপকারঃ কৃতঃ। সম্প্রত্যদো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণমহোপকারি পুস্তকং কালবশাৎ প্রায়শোঽসুলভমভবৎ অনল্পতয়া চাস্য গ্রন্থস্যাক্ষরসংখ্যানাং স্বয়ং বহুবিত্তসাধ্যতয়া চ লিপিকরৈরপি সম্পাদনং ন সর্বসুকরং, যদ্যপি কুত্রচিৎ কস্যচিন্মহাত্মনো নিলয়ে একং দ্বিকং বা পুস্তকমবাপ্যতে তদপি প্রায়শষ্টীকয়া বিরহিতমশুদ্ধভূয়িষ্ঠং বা টিপ্পনীসাহায্যমন্তরেণ চাস্য ন ভবতি সর্বত্র যথার্থার্থসংগ্রহস্তাৎপর্যগ্রহো বেতি নবদ্বীপ-মালিপাড়াপ্রভৃতিপ্রসিদ্ধস্থানতো বহুযত্নেনানেকানি পুস্তকানি সমাহৃত্য তত্তৎপাঠানাং টীকয়া সহ মেলয়িত্বা পণ্ডিতবরৈঃ সংশোধ্য তদদো হরিভক্তিবিলাসনামকং মহাপুস্তকং মুদ্রাঙ্কিতমিদানীঞ্চাস্য বহুত্বং সর্বসুলভত্বঞ্চ সম্ভাবিতমিতি।—"

বঙ্গানুবাদ—"এই দেশের সকল শাস্ত্রের মূল সনাতন বেদশাস্ত্র; বেদমূলক পুরাণতন্ত্রে নির্দিষ্ট দেবতাগণের উপাসনাভেদে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় আপন আপন দেবতার ভাব আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কেবল বৈষ্ণব ভিন্ন আর সকল সম্প্রদায়ের লোকই শূলপাণি রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকার-বিরচিত সন্দর্ভ অনুসারে আপন আপন দৈব ও পিতৃকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন; কেবল বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না। বৈষ্ণবগণের স্মৃতিসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ থাকিলেও, হরিভক্তিবিলাসই তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণবদিগের উপাসনা-ঘটিত সমস্ত বিধান, সকলের আশ্রমবিহিত

সমস্ত কর্ম এবং অন্যান্য অনুষ্ঠেয় কর্মের অতি সুন্দর ও পরিপাটি ব্যবস্থা আছে। দর্পণে যেমন নিখিল বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বিষ্ণুপরায়ণ গৃহী, পরম উদাসীন এবং অন্য সকলের অনুষ্ঠেয় নিত্যনৈমিত্তিক, দৈব ও পিতৃকার্য কিরূপে নির্বাহ করিতে হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে; সুতরাং বৈষ্ণবগণের সর্বদা এই উপাদেয় গ্রন্থ নিজ নিজ কাছে রাখা উচিত।

এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে নিবন্ধকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট স্বীয় ভগবদ্বিষয়ক পরমা ভক্তি ও অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণবগণের নিত্য অনুষ্ঠেয় আচারব্যবহার, দীক্ষা, শ্রাদ্ধ, ভগবানের উপাসনা-পদ্ধতি, ভগবানের মূর্তি-নির্মাণ, মূর্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যসমূহের একত্র সমাবেশ করিয়া তিনি মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

কালপ্রভাবে অধুনা এই ভগবদ্ভক্তি-প্রকাশক অতি উপকারী গ্রন্থ প্রায়ই দুর্লভ হইয়াছে। গ্রন্থখানি বৃহৎ সে কারণ হাতে লিখিয়া ইহার বহুল প্রচার করা বহু অর্থব্যয়সাধ্য ও অসম্ভব। যদিও কোন কোন মহাপুরুষের নিকট দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় টীকাশূন্য ও অশুদ্ধিবহুল। টীকাটিপ্পনী ব্যতীত এই দুরূহ গ্রন্থের প্রকৃত অর্থবোধ ও তাৎপর্যজ্ঞান দুষ্কর। (আমি) নবদ্বীপ মালিপাড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু কষ্ট স্বীকার পূর্বক অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া সেই সেই পুঁথির হস্তলিখিত পাঠের সহিত মিলাইয়া শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ দ্বারা সংশোধন করাইয়া এই হরিভক্তিবিলাস নামক মহাগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছি। সম্প্রতি (মুদ্রিত হওয়ায়) সংখ্যাধিক্য বশতঃ ইহা সকলের পক্ষে সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইল বলিয়া মনে করি।”

ইহার মূল্য দশ টাকা মাত্র।

অদ্বৈত বাবুর লিখিত ভূমিকা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ইহাই হরিভক্তিবিলাসের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ।

এই সংস্করণে মাত্র মূল ও তৎসহ টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; সাধারণ পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্যার্থ মূলের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু কেবল সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ বলিয়া নয়, মহাকবি সেক্সপীয়ার

লিখিত ইংরেজী নাটকাদির, পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত কবিতা ও উপাখ্যানসমূহের অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার একটা প্রবল ঐকান্তিক ইচ্ছা অদ্বৈত বাবুর মনে জাগরূক ছিল। হরিভক্তিবিলাস প্রকাশের সময় (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে) ইহা কার্যে পরিণত করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে দশবৎসর পরে (অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার এই সংকল্প কার্যে পরিণত করেন। '১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত

হরিভক্তিবিলাস প্রকাশের দশ বৎসর পরে অদ্বৈত বাবু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-প্রকাশকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭৭ শকে (১২৬২ বঙ্গাব্দে) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরেই—২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। একাদশ বর্ষ ধরিয়া খণ্ডে খণ্ডে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৮৮ শকাব্দের ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড বাহির হয়।*

প্রথম সংস্করণের প্রতি স্কন্ধে স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র প্রচ্ছদ-পত্র

প্রথম সংস্করণের "প্রচ্ছদ-পত্র" নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীমদ্ভাগবত।
মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।
প্রথম স্কন্ধ।
পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত-
দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

* সপ্তদশ শত অষ্টাশীতি শকাব্দে বৈশাখীয় সপ্তম দিবসে গুরুবাসরে সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে
পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক* কর্তৃক
গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত।
কলিকাতা।
পূর্ণচন্দ্র-যন্ত্রে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা
যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দাঃ ১৭৭৭।"

'শ্রীমদ্ভাগবতে'র ভূমিকা

নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা উদ্ধৃত হইল—

"মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবত সর্বপ্রধান; যেহেতু শাস্ত্রালোচনায় অবগত হওয়া যায়, নানা পুরাণ-প্রবন্ধ দ্বারাও ভগবান্ বাদরায়ণির চিত্তপ্রসাদ না হওয়াতে নারদের উপদেশে সর্বশেষে এই মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়া তিনি কৃতার্থ হন। ফলত এই গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অবসানে বৈরাগ্যাখ্যান এবং সর্ব বেদান্তের সার ব্রহ্মৈকত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু তথা হরিলীলাকথামৃত দেদীপ্যমান্ আছে। এই নিমিত্ত ধর্মপরায়ণ, বিশেষত মুমূর্ষু ও বৈষ্ণব মানব মাত্রেই এই গ্রন্থের প্রতি মহতী ভক্তি করিয়া থাকেন এবং গ্রন্থের তাৎপর্য পরিগ্রহ নিমিত্ত নানাপ্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কিন্তু অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা এই মহাপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় যদ্রূপ গুরুতর, ইহার রচনাও তদ্রূপ অতিশয় গভীরার্থ; সংস্কৃতাভিজ্ঞ জনগণের পক্ষেও তত্তাৎপর্য-বোধ সুকঠিন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনের মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া মর্মাবগত হইবার সম্ভাবনা কি?-

পরন্তু যে গ্রন্থের প্রতি দেশীয় সর্বসাধারণ মানবের ঐকান্তিক ভক্তি, তাহার অন্তত স্থূল মর্মার্থ অবগত হইবার কোন উপায় না থাকা অতিশয় ক্ষোভের বিষয়। অতএব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী কৃত শ্রীভাগবত-

* তৎকালে অদ্বৈত বাবু পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদক ছিলেন।

দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে ঐ মহাপুরাণ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম স্কন্ধ অনুবাদানন্তর মুদ্রিত হইল; যদিস্যাৎ এতৎপাঠে পাঠকবর্গের আস্থা এবং উৎসাহের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, অন্যান্য খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ হইতে পারিবেক।

মূল গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোকাঙ্কানুসারে অঙ্ক দিয়া সংখ্যা করা গেল। ইহাতে যদিও উপরে মূল দিয়া নিম্নে অনুবাদ দিলে দুই ভাষায় ভাগবত একত্র দৃষ্ট হইতে পারিত, তথাচ যাঁহাদের নিমিত্ত এই গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ উপকার-সম্ভাবনা নাই। কেবল গ্রন্থবাহুল্য ও মূল্যবাহুল্য এবং সঙ্কলন ও মুদ্রাঙ্কনে কালবিলম্ব। অতএব মূল ও স্বামিকৃত টিপ্পনী ইহার সঙ্গে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল না; টীকার অর্থ ও তাৎপর্যার্থ সহিত মূলেরই অনুবাদ হইল।"

এই অনুবাদ-কার্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অদ্বৈত বাবুকে প্রথম হইতে দশম স্কন্ধের কিয়দংশ পর্যন্ত সাহায্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় দশমের বাকী অংশ এবং একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদে সাহায্য করেন।

'শ্রীমদ্ভাগবতে'র ভাষার নমুনা

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদ্বয়ের সাহায্য লইয়া অদ্বৈত বাবু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ভাষা তৎকালীন সংস্কৃত শব্দ, সন্ধি ও সমাসভারাক্রান্ত গলদ্‌ঘর্মী ভাষায় পরিণত হয় নাই—ইহা সাধারণের বোধগম্য ও বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"এই ভাগবৎশাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীতলে পতিত হইয়াছে, অতএব হে রসবিশেষ ভাবনাচতুর রসিকবৃন্দ অমৃতরসান্বিত রসস্বরূপ এই ফল মোক্ষ পর্যন্ত মুহুর্মুহু সেবন কর।

এক সময় শৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে বসিয়া হরিলোক প্রাপ্তি কামনায় সহস্রবৎসরব্যাপী সত্র নামক কর্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

প্রথম সংস্করণ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র মূল্য

প্রতি স্কন্ধের মূল্য নিম্নলিখিত প্রকারে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল, তবে যাঁহারা সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিতেন, মূল্যস্বরূপ তাঁহাদের মাত্র ৬৲ টাকা (৮৲ টাকা স্থলে) দিতে হইত।

প্রথম স্কন্ধ	৷৷০	সপ্তম স্কন্ধ	৷৷০
দ্বিতীয় স্কন্ধ	৷০	অষ্টম স্কন্ধ	৷৷০
তৃতীয় স্কন্ধ	৸০	নবম স্কন্ধ	৷৷০
চতুর্থ স্কন্ধ	৸০	দশম স্কন্ধ	২৲
পঞ্চম স্কন্ধ	৷৷০	একাদশ স্কন্ধ	১৲
ষষ্ঠ স্কন্ধ	৷৷০	দ্বাদশ স্কন্ধ	৷০

'শ্রীমদ্ভাগবতে'র দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে, এবং অদ্বৈত বাবুর পরলোকগমনের সতের বৎসর পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "নূতন সংস্করণ" নামে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ অদ্বৈত বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আঢ্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এই সংস্করণে রয়্যাল আট পেজী আকারের প্রায় পূর্ণ এক পৃষ্ঠা পরিমিত ২৪ খানি সুন্দর কাষ্ঠের উপর খোদাই করা ছবি সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থসৌন্দর্য অধিকতর পরিবর্ধিত হয়। প্রথম সংস্করণের মত ইহাতেও প্রতি স্কন্ধে স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও রয়্যাল আট পেজী আকারে কিঞ্চিদধিক সাড়ে নয় শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র প্রচ্ছদ-পত্র

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্রের লিখিত অংশের কিছু পরিবর্ধন দ্বিতীয় সংস্করণে ঘটিয়াছে। পরিবর্ধিত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

"পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত-দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম গদ্যে অনুবাদিত।"

‘শ্রীমদ্ভাগবতে’র অন্যান্য সংস্করণ

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের চৌদ্দ বর্ষ পরে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় সংস্করণ গোষ্ঠ বাবু কর্তৃক পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বা ১৩১১ সালে প্রকাশিত হয়। এই ৩য় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কন-পারিপাট্য, সুন্দর কাগজ ও রঙ্গীন কালিতে ছাপা চিত্রগুলির সমাবেশে পূর্ব দুইটি সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

এই তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার কিছু পূর্বে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবুর তত্ত্বাবধানে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ সংস্করণ “বসুমতী”র পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশের বন্দোবস্ত হয় এবং ইহার ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে চতুর্থ স্কন্ধ পর্যন্ত (১৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার পর আর কোন স্কন্ধ প্রকাশিত হয় নাই।

অদ্বৈত বাবুর সম্পাদিত সংস্করণের সমসাময়িক শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য সংস্করণ

অদ্বৈত বাবুর সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকার অংশবিশেষ এবং দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত “বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম গদ্যে অনুবাদিত” পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের কোন গদ্য বঙ্গানুবাদ বাহির হয় নাই। এই গ্রন্থ ১৭৭৭ শকে বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু ইহার দুই বৎসরে পরে অর্থাৎ ১৭৭৯ শকাব্দে বা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন (ভট্টাচার্য) মহাশয়* শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ যে মূল

---

* ই বি কাউয়েল সাহেবের অধ্যক্ষতাকালে ইনি সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় বিশ বৎসরের অধিক কাল “নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা” নামক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫২ সালে কলিকাতার “হিন্দুধর্মানুরঞ্জিকা” সভার মুখপত্র রূপে ইহা প্রকাশিত হয়। প্রথম দশ বৎসর কাল পাক্ষিক আকারে থাকিয়া পরে ইহা মাসিক আকার ধারণ করে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম সাধারণকে জ্ঞাপন করা এবং হিন্দুধর্মের উপর বিধর্মিগণের অযথা আক্রমণ ব্যর্থ করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পণ্ডিত নন্দকুমার একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক, অনুবাদক ও রচয়িতা ছিলেন;—কালিকৈবল্যদায়িনী, গীতগোবিন্দ, গণার্থমুক্তাবলী, জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা, জ্ঞানসৌদামিনা, ব্যবস্থাসর্বস্ব, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (উত্তর খণ্ড), বাল্মীকি রামায়ণ, বৈধব্য-ধর্মোদয়, বিবাদভঙ্গার্ণব, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শিবসংহিতা, শব্দার্থমুক্তাবলী, শুকবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবত,

শ্রীমদ্ভাগবত* প্রকাশ করেন, সেই "গ্রন্থস্য ভূমিকেয়ং" এবং নিম্নলিখিত অংশ পাঠে জানিতে পারা যায়—"এতদ্রাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে একাল পর্যন্ত কোন মহাত্মাই সস্বামিক ভাগবত শ্লোকার্থ গৌড়ীয় ভাষা প্রবন্ধে বিরচন করেন নাই, এতন্নিমিত্ত সজ্জনানুরঞ্জনার্থে ভগবন্মহিমা প্রতি নিতান্ত নির্ভর করতঃ পটোলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ আঢ্য মহাশয়ের সুযত্নভক্তিডোরকাবদ্ধ হইয়া সম্প্রতি এতদ্‌গাঢ় সংস্কারাপন্ন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করণে বাধিত হইলাম।"

এই গ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ ১৭৭৪ শকের (১৮৫২ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাস হইতে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে। ৩২ খণ্ডে সমগ্র প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ হয়। প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৭৭৪ শকে ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। পর বৎসরহইতে ইহা অনিয়মিত হইয়া পড়ে, তাহার ফলে—

১৭৭৫ শকে—১৩ সংখ্যা হইতে ১৯ সংখ্যা পর্যন্ত
১৭৭৬ „ —২০ „ হইতে ২৫ „ „
১৭৭৭ „ —২৬ „ হইতে ২৯ „ „
১৭৭৯ „ —৩০ „ হইতে ৩২ বা শেষ সংখ্যা পর্যন্ত

প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ২৪ পৃষ্ঠা আকারে (ডিমাই আটপেজী) প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশম স্কন্ধ (মূল ও পদ্যানুবাদের সংশোধক), শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য, সংস্কৃত প্রস্তাব, সন্দেহ-নিরসন।

* আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র—

"শ্রীমদ্ভাগবত
প্রথম স্কন্ধ
নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য কর্তৃক
সস্বামিক মূলার্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায়
প্রতিভাষিত হইয়া
কলিকাতা
পাতরঘাটা মণ্ডল ষ্ট্রীটে
১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
মূল্য অষ্ট মুদ্রা মাত্র
শকাব্দা ১৭৭৯"

এই গ্রন্থ ডিমাই আট পেজী আকারে ৭৫৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

হইত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা করিয়া নির্দিষ্ট ছিল। প্রথম স্কন্ধের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রন্থ সমাপ্তির সময় বিজ্ঞাপন করিতেছে ;—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্যাদ্যখণ্ডস্য পরিপূর্ণতা।

জাতা নভস্যোনবিংশে দ্বাদশ্যাং কশ্যপাত্মজে॥"*

এই গ্রন্থ ১৭৭৯ শকে বা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ৺অদ্বৈত বাবুর শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশারম্ভের তিন বৎসর পূর্বে এই কার্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশে সাহায্যকারী দুর্গাচরণ আঢ্য

যে মহাত্মার "সুযত্নভক্তিডোরকাবদ্ধ" হইয়া স্বর্গীয় কবিরত্ন মহাশয় এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, "পটলডাঙ্গা নিবাসী দুর্গাচরণ আঢ্য" মহাশয়ও এই আঢ্য বংশেরই সন্তান। অদ্বৈত বাবুর পিতামহেরা চারি সহোদর, জ্যেষ্ঠ মথুরামোহন, মধ্যম বৃন্দাবন, (অদ্বৈত বাবু ইঁহারই পৌত্র), তৃতীয় হলধর (দেশপ্রসিদ্ধ ৺রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই হলধর বাবুর দৌহিত্র ছিলেন ; ইঁহার দ্বিতীয়া কন্যার গর্ভে এবং বিশ্বম্ভর বাবুর ঔরসে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকের চোর-বাগানের নীলমণি মল্লিক মহাশয় দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।) এবং চতুর্থ নন্দকিশোর।

দুর্গাচরণ বাবুর পিতার নাম রামচাঁদ ; তিনি মথুরামোহনের পুত্র, দুর্গাচরণ বাবুরা তিন সহোদর ; বাল্য ও কৈশোর কাল চুঁচুড়ায় অতিবাহিত এবং সেইখানেই পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

তৎপরে তিন সহোদর কলিকাতায় আগমন পূর্বক পায়রাটোলা গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়েই তাঁহারা তিন সহোদরই পর্যায়ক্রমে কলিকাতায় বন্দুক বিক্রেতা ম্যানটন এণ্ড কোম্পানীর অফিসে হিসাবরক্ষক (Accountant) ছিলেন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া পেন্‌সন গ্রহণ করেন।

---

* অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আদি খণ্ড অদ্য ভাদ্র মাসের ঊনবিংশ দিবসে রবিবার দ্বাদশী তিথিতে সম্পূর্ণ হইল।

তিনি খড়দহের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশোদ্ভূত গোস্বামিগণের শিষ্য ছিলেন।

তিনি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন এবং দেবপূজা ও দেবসেবা প্রভৃতিতে একনিষ্ঠ ছিলেন। পূজায় বসিয়া তিনি এমন তন্ময় হইতেন যে, তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইত না।

ধর্মগ্রন্থপাঠে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। তাহারই ফলে আনুমানিক ২৬।২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয়কে বঙ্গাক্ষরে শ্রীধরগোস্বামীর টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ এবং তৎসম্পর্কে সহায়তা করেন। আমাদের বোধ হয়, দুর্গাচরণ বাবুর এই সাধু প্রযত্ন অবলোকন করিয়াই অদ্বৈত বাবু শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

তাঁহারা তিন সহোদর মিলিয়া পটোলডাঙ্গায় শ্রীগোপালমল্লিকের লেনে বসতবাড়ী ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রাদি আজিও সেই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ফকিরচাঁদ ও কৃষ্ণদাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া আনুমানিক সত্তর বৎসর বয়সে ১৩০৩ সালের (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) ২৯শে বৈশাখ রবিবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন তিনি গঙ্গালাভ করেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ ব্যতীত অন্য কোন স্কন্ধের সন্ধান বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই। কবিরত্ন মহাশয় সম্পাদিত "নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা" পত্রেও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ (শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ প্রকাশের পরবর্তী পাঁচ বৎসর পর্যন্ত) এই প্রথম স্কন্ধের বিজ্ঞাপন মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বোধহয় প্রথম স্কন্ধ ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের অন্য কোন স্কন্ধ তিনি বাহির করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ইহা ব্যতীত কবিরত্ন মহাশয় ১৭৮৩ শকাব্দে বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বীরভদ্র গোস্বামী কর্তৃক পদ্যে অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবতের সমূল দশম স্কন্ধ* সংশোধন পূর্বক প্রকাশ করেন।

রেভারেণ্ড লং সাহেবের তালিকায় (পৃঃ ১৪০) আর একখানি শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ; মূল

* এই গ্রন্থ "জিলা বীরভূম সংক্রান্ত কড়িধা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সেনস্তাদেশানুসারে শ্রীযুক্ত বীরভদ্র গোস্বামীর প্রণীত।"

ও তাহার পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম প্রকাশের কাল জানিতে না পারিলেও, দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৮০ শকাব্দে বা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং ডিমাই ৮ পেজী আকারে ২৮৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“শ্রীশ্রীহরি শরণং
শ্রীমদ্ভাগবতীয়
একাদশ স্কন্ধঃ।
এবং
মান্যবর শ্রীযুক্ত সনাতন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্তৃক
তদর্থভাষা প্রতিপন্ন প্রকাস্থমান্ গ্রন্থ নানা
শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চূড়ামণি
ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত
হয়, এক্ষণে পুনর্বার সংশোধিত
হইয়া মুদ্রিত হইল।
এতদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক
শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস
কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে
শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা,
বাহির মৃজাপুর,
১৩ সংখ্যক ভবনে
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল।
শকাব্দা ১৭৮০। সন ১২৬৫।
মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।”

উপরে যে তিনখানি শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় উল্লেখ করা গেল তাহার মধ্যে প্রথমখানি—প্রথম স্কন্ধের মূল, টীকা ও গদ্যানুবাদ।

দ্বিতীয় খানি—দশম স্কন্ধের মূল ও পদ্যানুবাদ এবং তৃতীয় খানি—একাদশস্কন্ধের মূল ও পদ্যানুবাদ অর্থাৎ তিন খানিই বিভিন্ন তিনটি স্কন্ধের

সংস্করণ মাত্র। সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত, মাত্র মূল ও শ্রীধর স্বামী কৃত ভাবার্থদীপিকা টীকা সহ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বা ১২৩৬ সালে বাহির হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অন্য কোন সংস্করণ অদ্বৈত বাবুর সংস্করণের সমকালে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি মাসের (১২৫৮ সালের ১৫ই ফাল্গুন) সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ের বিক্রেয় পুস্তক-তালিকার বিজ্ঞাপন মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে—"শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সটীক —১৬৲"। ইহার রচয়িতা কে তাহা ইহা দ্বারা জানিবার উপায় নাই; তবে ইহাতে যে মূল ও টীকা ব্যতীত বাংলা অনুবাদ নাই, তাহা বিজ্ঞাপনের ভাব দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথির আকারে (১৭॥ × ৭ ইং) তুলোট কাগজে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত এবং ৫৩০ পৃষ্টায় সমাপ্ত। ছাপা অতি পরিপাটী। প্রায় নব্বই বৎসর আগেকার ছাপা পুস্তক এখনও যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত অংশ ব্রাহ্মণ কর্মচারী দ্বারা মুদ্রিত হয়। সটীক শ্রীমদ্ভাগবতের ইহাই প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। "সমাচার চন্দ্রিকা"-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রীমদ্ভাগবত সম্পাদন করেন এবং ইহা তাঁহারই "সমাচার চন্দ্রিকা-যন্ত্রে" যন্ত্রিত হইয়া ১৭৫২ শকাব্দের (১২৩৬ সালে) ৩১শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়।*

উপরে যে কয়খানি ভাগবতের আলোচনা করা গেল, তাহাতে অদ্বৈত বাবুর পূর্বে কেহই সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের গদ্যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন নাই। অদ্বৈত বাবুই সর্বপ্রথমে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই কার্যের পথপ্রদর্শক হন; তৎপরে ১২৭৮ সালে জৌগ্রাম নিবাসী কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ (প্রায় ২৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী)

* "শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতং
শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন প্রযত্নতোবহুবুধশোধিতং
পঞ্চশরধরাধরধরাশাকীয়বৈশাখস্যৈকত্রিংশদ্বাসরে
কলিকাতানগরে সমাচারচন্দ্রিকাযন্ত্রেণাঙ্কিতম্।"

প্রকাশ করেন। ইহার পরে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় ১২৯১ সাল হইতে ১২৯৩ সাল মধ্যে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ও উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

'অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা'

ইংরেজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৬২ সালে) অদ্বৈত বাবু "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামক একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন। এই পত্রের পঞ্চম সংখ্যায় (১১৩ পৃঃ ১২২ পৃঃ) "নারদপুরাণোক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকার"* অনুবাদ বাহির হয়। "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" বাহির হইবার অব্যবহিত পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ডবল ফুলস্কেপ ১৬ পেজী আকারে ২৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ভূমিকা এক পৃষ্ঠা ও "অনুক্রমণিকার নির্ঘণ্ট" এক পৃষ্ঠা আছে।

'অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা'র প্রচ্ছদ-পত্র

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"নারদ পুরাণোক্ত"
অষ্টাদশ মহাপুরাণীয়
অনুক্রমণিকা
শ্রীযুক্ত জনমেজয় মিত্র কর্তৃক
অনুবাদিত।
কলিকাতা
পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত
শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ প্রকাশিত
শকাব্দা ১৭৭৭"

* বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৯২ হইতে ১০৯ পর্যন্ত আঠারটি অধ্যায়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণের (ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, শ্রীভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, প্রবাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড) অনুক্রমণিকা সন্নিবিষ্ট আছে।

'অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা'র ভূমিকা

"পুরাণানুক্রমণিকা

অর্থাৎ

অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় শ্লোক, পর্ব, খণ্ড, ভাগ, এবং উপাখ্যান নিরূপণ।

এতদ্দেশের প্রাচীন ধার্মিক হিন্দু মহাশয়গণ স্ব স্ব গৃহে অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ করণে যত্নবান হইয়া থাকেন, কিন্তু কাল এবং দুর্দৈববশত শাস্ত্রসকল লোপ হওয়াতে বহু ক্লেশেও সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সুকঠিন, আর যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহাও খণ্ডিত হইয়া উঠে, কারণ এমত কোন পুরাণানুক্রমণিকা প্রচলিত নাই যাহাতে কোন্ পুরাণে কত খণ্ড, কি কি পর্ব, কিম্বা ভাগ এবং কি কি উপাখ্যাত আছে তাহা জানিতে পারা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। যদিচ ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুরাণের নাম এবং শ্লোক-সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে কোন্ পুরাণে কি কি উপাখ্যানাদি আছে তাহা নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং শ্লোকসংখ্যার ঐক্য হয় না। একারণ দুষ্প্রাপ্য নারদীয় পুরাণ হইতে এতৎ অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত এবং নানা পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিলাম। ইহা দৃষ্টে বিষয়িমহোদয়গণের পুরাণ সংগ্রহ করণের উপকার দর্শিতে পারিবেক এবং কোন্ পুরাণে কত শ্লোক, পর্ব, ভাগ, খণ্ড এবং কি কি উপাখ্যান আছে তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।"

এই গ্রন্থে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'

"শ্রীমদ্ভাগবত" (১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত) ও "অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা" (১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত) প্রকাশের পূর্বে অদ্বৈত বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করেন। বহু অনুসন্ধানেও এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই, সুতরাং ঠিক কোন খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে

অক্টোবর তারিখের "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" আলোচ্য গ্রন্থ-বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহা এখানে অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"ভাষা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

মহামুনি বাল্মীকিকৃত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, যাহা কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্তৃক ভাষা পদ্যে রচিত হইয়াছে, তাহা মূলের সহিত ঐক্য করিয়া শুদ্ধরূপে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে অতি পরিপাটী পূর্বক পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, সম্পূর্ণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য বান্ধাই সম্বলিত স্বাক্ষরকারির প্রতি তিন মুদ্রা মাত্র।"

ইহার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রামায়ণের মুদ্রণ-কার্য আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "শব্দাম্বুধির" প্রচ্ছদ-পত্রে প্রকাশিত "রামায়ণের" বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি "উত্তমাক্ষরে দেবতা ও রাক্ষসদিগের বহুতর প্রতিমূর্তি সহিত পূর্ণ-চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।"—দেখিতে পাই। এই দুইটি বিজ্ঞাপন দৃষ্টে, মনে হয়, ১৮৫০ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস হইতে প্রথম মুদ্রিত হইয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হয়।

'মহাভারত'

অদ্বৈত বাবু কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থও সংগৃহীত হয় নাই। তবে তৎসম্পাদিত "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" নামক সাময়িক পত্রের (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) মলাটে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল—

"অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত

বেদব্যাস প্রণীত উক্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থ যাহা ৺কাশীরাম দাস কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইয়া প্রসিদ্ধ আছে তাহা উত্তমরূপে সংশোধন পূর্বক সহস্র পৃষ্ঠা পরিমাণ এ যন্ত্রে একখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য বান্ধাই সম্বলিত চারি ৪৲ টাকা।"

কিন্তু ঠিক কোন সালে ইহা প্রকাশিত হয় তাহা জানিবার কোন উপায় না থাকিলেও, কবে যে ইহার মুদ্রন-কার্য প্রথম আরম্ভ হয়, তাহা "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পাঠে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দ ১২ই এপ্রেল, তৃতীয় পৃষ্ঠা) জানা যায়—

"ধর্মবিষয়ক।
মহাভারতীয় আদিপর্ব।"

সুতরাং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেই এই কার্য আরম্ভ হয় এবং ঐ সালের ১২ই এপ্রেল মধ্যে ইহার আদিপর্ব প্রকাশিতও হয়।

কাশীদাসী মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস হইতে বাহির হয়।

(ক) হরিভক্তিবিলাস, (খ) শ্রীমদ্ভাগবত, (গ) অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা, (ঘ) সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, (ঙ) মহাভারত,—এই পাঁচখানি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত এই শ্রেণীর আর কোনও গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ উপস্থিত পাওয়া যায় নাই। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", "শ্রীচৈতন্যভাগবত" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহাদের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তবে এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে এ অনুমানে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

'লীলাবতী'

বাংলা ১২৫৬ (ইং ১৮৫০) সালে "মনোতত্ত্বসারসংগ্রহ" প্রকাশিত হয়, তাহার ১৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৭২ সালে (ইং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে "লীলাবতী" নামক আর একখানি বৈজ্ঞানিক (গণিতবিজ্ঞান) গ্রন্থ বাহির হয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদক।

'লীলাবতী'-অনুবাদকের পরিচয়

বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় পশ্চিম দেশীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। ইংরেজী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত কামরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গত

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে ইনি ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন প্রবীণ ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক এবং আদর্শ হিন্দু ছিলেন। "লীলাবতী" ব্যতীত ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির রচয়িতা, বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার গ্রন্থের যথেষ্ট আদর আছে। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোন কোনখানির দশম একাদশ সংস্করণ পর্যন্ত হইয়াছে।

অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব, আর্যপাঠ, আর্যচরিত, আর্যশিক্ষা, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত*, কবিতা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্যবিচার, নীতিকথামালা, পাঠশালাশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, বিজ্ঞানসার; বাংলা ব্যাকরণ, বাংলাশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, মানবতত্ত্ব ("Man" নাম দিয়া গ্রন্থকার ইহার একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন), শিশুশিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ, শিশুবিজ্ঞান, সাহিত্যশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ।

এতদ্ব্যতীত তিনি—(১) বিজ্ঞানদর্পণ, ১২৮৯ সালে প্রকাশিত
(২) সহচরী, ১২৯০ " "
(৩) জাহ্নবী, ১২৯১ " "

নামক তিনখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার "লীলাবতী" প্রকাশিত হয়।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' লীলাবতীর বিজ্ঞাপন

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ১২৭২ সালের (১৮৬৫ খৃঃ) ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংখ্যায় সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়—

"শ্রীমৎ ভাস্করাচার্য প্রণীত সংস্কৃত লীলাবতীর প্রথম হইতে শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্যন্ত প্রথম ভাগ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মুদ্রাঙ্কন শেষ হইবে। মূল্য ॥০ আনা, স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি ।✓০ সাত আনা। পুস্তক অনুমান ১০০ পৃষ্ঠা, যাঁহারা এই পুস্তক গ্রহণ করিবার মানস করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রালয়ে আমার নিকট পত্র লিখিবেন। লীলাবতী পাঠ করিলে পূর্বকালে

* স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মাহশয়ের দেশপ্রসিদ্ধ "কুরুক্ষেত্র" কাব্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরুদ্ধ ভাব সন্নিবেশিত হওয়ায়, পাঁড়ে মহাশয় "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নাম দিয়া তাহার কঠোর সমালোচনা-মূলক এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

আমাদের দেশে গণিতশাস্ত্রের কি প্রকার চর্চা ছিল, তাহা বিশেষভাবে জানা যায়। ইহার প্রথম ভাগে ইংরেজী পাটিগণিতের (Arithmetic) দশমিক ভগ্নাংশ (Decimal Fraction) ভিন্ন সমুদয় অঙ্কই আছে। তদ্ভিন্ন ইংরেজী বীজগণিতের (Algebra) সাহায্য ব্যতিরেকে ক্রিয়া করা যায় না, এমন অনেক অঙ্ক ইহাতে আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে ক্ষেত্র ব্যবহার, ছায়া ব্যবহার (Mensuration) প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে।

নিবেদক

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।"

'লীলাবতী'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল—

"লীলাবতী

শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্যন্ত

প্রথম ভাগ

পাটিগণিত

শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য প্রণীত সংস্কৃত হইতে

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে দ্বারা

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত

'——গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥' রঘুবংশ

Leelavattee

Part I Arithmetic

Translated from the Sanskrit by

Beerashur Panday

কলিকাতা

পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

মূল্য ॥০ আনা। ১৭৮৭ শকাব্দা। Price 8 annas."

'লীলাবতীর' ভূমিকা

নিম্নে অনুবাদক মহাশয় লিখিত ভূমিকা উদ্ধৃত হইল—

"বিজ্ঞাপন

অনেকেই বিবেচনা করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে শুভঙ্করী অঙ্ক ভিন্ন অন্য প্রকার গণিতের চর্চা ছিল না; কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ভারতবর্ষই গণিতবিদ্যার আদি স্থান। এক হইতে নয় পর্যন্ত অঙ্কের সংজ্ঞা এবং দশ গুণোত্তর বৃদ্ধির নিয়ম, এই দেশেই সৃষ্ট হয়; এই দেশ হইতেই উহা পৃথিবীর সর্বস্থানে নীত হইয়াছে। বীজগণিতও এই ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়। আরবেরা উহার অনুবাদ করে—এবং আরব হইতে উহা ইয়োরোপে নীত হয়। তদ্ভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রেরও কিছু কিছু গ্রীকেরা এ দেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্বকালে যখন পৃথিবীর সমুদয় দেশই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলোক সমুজ্জ্বলিত ছিল। গণিত বিদ্যা যে এ দেশে কোন্ সময়ে সৃষ্ট হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই মাত্র অনুমান করা যায় যে, যে সময়ে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ, মিহির প্রভৃতি জ্যোতিঃ পণ্ডিতেরা বর্তমান ছিলেন, সে সময়ে উহার বিশেষ চর্চা ছিল; এবং ভাস্করাচার্যের সময়ে উহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য ১০৩৬ শকাব্দে সহ্যকুলাচলের নিকটবর্তী নগরে মহেশ্বরাচার্য নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্ট ব্যাকরণ, ষট্ভিষজ, অষ্টাদশ সংহিতা, ষট্তর্ক, পঞ্চগণিত, চতুর্বেদ, রত্নত্রিতয় ও মীমাংসাদ্বয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কবিতা শক্তিরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণি নামে লীলাবতী, বীজগণিত, গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় প্রস্তুত করেন। এই সকলগুলিই সুললিত পদ্যে লিখিত। কিন্তু তিনি কি কারণে তাঁহার প্রথম পুস্তকের লীলাবতী নামকরণ করেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় পাওয়া যায় না। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা লীলাবতী অতি অল্প বয়সে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়েন; ভাস্করাচার্য তাঁহাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত এই সকল অঙ্ক শিক্ষা দেন ও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন রচনা করেন; এবং তাঁহারই

নামে উহার লীলাবতী নামকরণ করেন। যাহা হউক, ভাস্করাচার্য প্রণীত এই কয়েকখানি গ্রন্থ ও আর্যভট্ট প্রণীত সূর্যসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে, আমাদের দেশে গণিত, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের কি প্রকার চর্চা ছিল, তাহা বিশেষরূপে জানা যায়; কিন্তু উন্নতি ও চর্চার অভাবে এই সকল একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পূর্বকালের গণিতাদির বিষয় জ্ঞাত করাইবার মানসে, আমি প্রথমে লীলাবতী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহার প্রতি স্বদেশীয়দিগের কি পরিমাণ আদর জন্মিবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত এবং এককালে অধিক মূল্য দিয়া লইতে অনেকের কষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া, ইহাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিলাম। শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্যন্ত অর্থাৎ সমুদয় পাটিগণিত এই ভাগে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় ভাগে ক্ষেত্রব্যবহার প্রকাশিত হইবে। যদি সকলের আদর পাই এবং আমার সাধ্য হয়, তবে বীজগণিত প্রভৃতিও প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। আমি ইহার অনুবাদ বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। সকলের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিস্তৃতও করিয়াছি; এবং হিন্দীতে অনুবাদিত লীলাবতীতে যে কয়েকটি শোধন করিবার নিয়ম ও উপপত্তি লিখিত আছে, তাহাও বিস্তারিত করিয়া অনুবাদ করিয়াছি। এক্ষণে ইহা দ্বারা যদি কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শে, তবে সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক ইহার কিয়দংশ পাঠ ও সংশোধন করিয়া, মুদ্রাঙ্কন করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

কলিকাতা,
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭২ সাল। } শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।"

অনুবাদক মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে লিখিত বিজ্ঞাপনের তারিখ স্থলে লেখা হইয়াছে;—২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭২ সাল। ইহা দ্বারা প্রতীতি হয় যে, উক্ত সময় বা উহার কোন স্বল্প পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

বিজ্ঞাপনের শেষাংশ পাঠে আমাদের মনে হয়—যে সময়ে পাঁড়ে মহাশয়ের অনূদিত "লীলাবতী" সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে বাহির হয়, সে সময়ে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-পত্র ও ইহার গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের কার্যাবলীর সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহারই আংশিক সংশোধন ও অনুমোদনে এই গ্রন্থ পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থকার-সঙ্কলিত বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ (ক্ষেত্রব্যবহার) প্রকাশের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই এবং বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই।

'লীলাবতী'র বিষয়-বস্তু

ডিমাই আটপেজী আকারে ৯০ পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে এবং ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে—

"পরিভাষা, কড়া আদি নিষ্ক পর্যন্ত সংজ্ঞা, যব আদি ধটক পর্যন্ত সংজ্ঞা, গুঞ্জাদি পল পর্যন্ত সংজ্ঞা, যবোদরাদি যোজন পর্যন্ত সংজ্ঞা, নিবর্তন ক্ষেত্র, খারিকাদি সংজ্ঞা, সংখ্যাস্থান নির্ণয়, সঙ্কলন ও ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার, বর্গ করিবার নিয়ম, বর্গমূল, ঘন করিবার নিয়ম, ঘনমূল, ভিন্ন পরিকর্মাষ্টক, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি, ভাগানুবন্ধ ও ভাগাপবাহ, ভিন্ন সঙ্কলন ও ভিন্ন ব্যবকলন, ভিন্ন গুণন, ভিন্ন ভাগহার, ভিন্ন বর্গ ও বর্গমূল এবং ভিন্ন ঘন ও ঘনমূল, শূন্যপরিকর্মাষ্টক, ব্যস্তবিধি, ইষ্টকর্ম, সংক্রমণ, বিষম-কর্ম, বর্গ-কর্ম, গুণ-কর্ম, ত্রৈরাশিক, ব্যস্ত-ত্রৈরাশিক, পঞ্চ-রাশিকাদি, ভাণ্ড-প্রতিভাণ্ড, মিশ্র-ব্যবহার, সুবর্ণগণিত, ছন্দ রসাদির ভেদ করিবার নিয়ম, শ্রেঢ়ী ব্যবহার, সঙ্কলিত অঙ্ক যোগ করিবার নিয়ম, বর্গযোগ করিবার নিয়ম, ঘনযোগ করিবার নিয়ম, মধ্য, অন্ত ও সর্ব-ধন নির্ণয় করিবার নিয়ম, সমাদি বৃত্তের ভেদ করিবার নিয়ম।"

'হিতোপদেশ'

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বা ১২৬৭ সালে "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" যন্ত্র হইতে হিতোপদেশ বাহির হয়। ডবল ফুলস্কেপ ১৬ পেজী আকারে, ৪৮৩ পৃষ্ঠায়

এই গ্রন্থ সমাপ্ত। প্রথমে পাইকা অক্ষরে মূল ও তন্নিম্নে-স্মলপাইকা অক্ষরে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

অনূদিত 'হিতোপদেশে'র ভাষার নমুনা

গ্রন্থের অনুবাদ বেশ সরল ও মূলানুগত; উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল—

"যেহেতু ব্যাঘ্র ও বৃহৎ হস্তিসেবিত অরণ্যও ভাল, বৃক্ষ আশ্রয়ও ভাল, পক্কফল ও জল আহারও ভাল, তৃণশয্যাও ভাল, বৃক্ষের বাকল পরিধানও ভাল, তথাপি বান্ধব-লোকের মধ্যে ধনরহিত হইয়া জীবনধারণ ভাল নহে।" পৃঃ ১০১

'হিতোপদেশে'র প্রচ্ছদ-পত্র

আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"হিতোপদেশ
অর্থাৎ
পণ্ডিতবর বিষ্ণু শর্ম্ম সংগৃহীত
মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি-বিষয়ক প্রস্তাবীয়
সংস্কৃত গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় সাধুভাষায়
তদীয়ার্থ
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ
সাহায্যে
পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক* কর্তৃক
সংশোধন পূর্বক
কলিকাতা
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত
১২৬৭।"

---

* অদ্বৈত বাব

'হিতোপদেশে'র ভূমিকা

নিম্নে হিতোপদেশের ভূমিকা উদ্ধৃত হইল—

"সংস্কৃত হিতোপদেশ যে বিষ্ণুশর্ম্মার কৃত এবং তাহার সঙ্কলনের যে কিরূপ উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় তাহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহার যত যত অনুবাদ হইয়াছে, তাহার মধ্যে একখানিও পূর্ব্বাপর সংলগ্ন বা অবিকল অর্থ কিম্বা উত্তমরূপ সংশোধিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্তে আমি কয়েকজন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করত এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিলাম। ইহার অর্থের সঙ্গতি ও সংশোধন বিষয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় পাঠকগণ পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন এবং ছাত্রগণেরও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব যদি ইহার কোন স্থানে কোন রূপ ভ্রম দৃষ্ট হয়, তবে পাঠকগণ স্বীয় সারল্যগুণে তাহা সংশোধিত করিয়া লইলেন। এক্ষণে ইহা সর্বত্র প্রচারিত ও পরিগৃহীত হইলেই কৃতার্থ হইব ইতি।" এই পুস্তকের মূল্য একটাকা মাত্র।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে "হিতোপদেশ" প্রথম মুদ্রিত হয় এবং গোলোকনাথ বসু মহাশয় ইহা সম্পাদন করেন। তৎকালে এই গ্রন্থ প্রায় ২০০০০ হাজার কপি বিক্রীত হইয়াছিল।

সার উইলিয়াম জোন্সের ইংরেজী 'হিতোপদেশ'

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, এশিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ও বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত সার উইলিয়াম জোন্স হিতোপদেশ গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত মনুসংহিতা ও শকুন্তলা গ্রন্থদ্বয়ও তৎকর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে মিঃ জন্ ষ্টক্‌ডেন ও মিঃ জন্ ওয়াকার সার উইলিয়াম জোন্সের যে সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করেন—তাহার ত্রয়োদশ ভাগে "হিতোপদেশে"র অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। লর্ড টেইনমাউথ ত্রয়োদশ খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

আমাদের দেশে সার উইলিয়াম জোন্স-অনূদিত হিতোপদেশ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, অদ্বৈত বাবু এই গ্রন্থ প্রকাশে যত্নবান হন।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' যন্ত্র হইতে ঠিক কোন সময়ে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংগৃহীত গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রটি না থাকায় জানিতে পারা যায় না। তবে "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিজ্ঞাপন পাঠে* জানিতে পারা যায় যে, ইহা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে প্রকাশিত হয়।

ডিমাই ৮ পেজী আকারে ১১১ পৃষ্ঠায় (সূচী দুই পৃষ্ঠা ও ভূমিকা এক পৃষ্ঠা) গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

অদ্বৈত বাবুর লিখিত ভূমিকা

গ্রন্থের পুরোভাগে অদ্বৈত বাবু বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা বিষয়ে যে নাতিদীর্ঘ "ভূমিকা" লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"The Hitopadesa of Vishnu Sarman is one of the best works in Sanskrit literature. It describes domestic manners and human nature in so masterly a style that the whole picture is acknowledged to be as true as it is interesting. The maxims which are illustrated by tales and fictions are received by all mankind with acquiescence. After the lapse of centuries, the work continues to be popular amongst the nations, both in the East and in the West. It has been considered so well adapted to the edification of mankind that it has been translated into Bengali, Persic, Arabic, Hebrew, Greek and English, and, in short, in all the dialects spoken in the East and in all the languages of

---

* "সার উইলিয়াম জোন্সের কৃত হিতোপদেশ—বিষ্ণু শর্মাব কৃত হিতোপদেশের ইংরেজী তর্জমা যাহা সার উইলিয়াম জোন্স সাহেব করেন, তাহা অতি উত্তমরূপে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।"

modern Europe. No other work, excepting the Holy Bible has perhaps undergone so many versions.

In India, the original in Sanskrit and its Bengali and English versions are in great demand. The two former are amply supplied by the Native Press ; but the different versions in the last mentioned language by the late Sir William Jones, and the late Dr. Wilkins, respectively, are out of print, and not a copy of either is procurable at a reasonable cost. With a view, therefore, to supply the Indian public with the desideratum, I have republished the English version by Sir William Jones from an edition of his entire works, published by Davison*, London, in 1807, adding a copious index, instead of the brief one prefixed to the book of the celebrated Orientalist."

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের যথাসম্ভব সুলভ মূল্য—১৷৷০ টাকা মাত্র ধার্য করা হয়।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সুকবি ভারতচন্দ্র রায় রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া অদ্বৈত বাবু ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর (বাংলা ১লা আশ্বিন, ১২৫৮ সাল) তারিখের "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" "সুকবি ভারতচন্দ্র রায়ের কৃত পুস্তকচতুষ্টয় প্রকাশের ভূমিকা" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়—"এতদ্দেশীয় ভাষায় বিরচিত যাবতীয় পদ্য গ্রন্থ অপেক্ষা সুকবি ভারতচন্দ্র রায়ের রচনা অতি মধুর এবং পদ্য রচনার আদর্শ স্বরূপ ইহা সকলেই স্বীকার করেন, যে হেতু উক্ত রচনা পাঠ করিয়া প্রায় কেহই তৃপ্তির শেষ জ্ঞান করিতে পারে না, যতবার পাঠ করা যায় কেবল 'নবং নবং প্রীতি রহো করোতি' ন্যায় বোধ হয় এবং রচনা ঘটিত শুদ্ধাশুদ্ধ সংশয়ে ঐ রচনাই

* মিঃ ডেভিসন এই গ্রন্থের মুদ্রাকর ছিলেন।

প্রমাণ করা গিয়া থাকে। সর্বোত্তম ও সর্বপ্রিয় উক্ত রচনা সকল মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টির পর অবধি অনেকবার অনেক যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া বহুলীকৃত হইলেও সমুদয় একত্রিত হইয়া অদ্যাপি সুলভ হয় নাই অর্থাৎ অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ, মানসিংহ, এই চারি পুস্তক সর্বাঙ্গে শোধিত হইয়া উত্তমরূপে উত্তমাক্ষরে একত্র মুদ্রিত প্রায় হয় নাই। প্রথমোল্লিখিত পুস্তকদ্বয় সামান্য যন্ত্রালয়ে বহুল সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়াতে যদিও অনেকের সুলভ হইয়াছে, তথাপি তৎসৌলভ্যে পুস্তক পাঠের সম্যক ফলোৎপত্তি সম্ভাবনা বিরহ সুতরাং তাহা নিরর্থক হইল, ফলত কেবল কুৎসিতাক্ষরে কদর্য কাগজে কদর্যরূপে মুদ্রিত অশুদ্ধের ভাণ্ড পুস্তক পাঠে, কাহার পুস্তক-পাঠ জন্য ফললাভ হইয়া থাকে? অতএব আমরা সাধারণ জনগণের ভারতচন্দ্রীয় সমগ্র পুস্তক সুলভ ও পুস্তক-পাঠের ফল সম্পাদন মানসে, নানাস্থান হইতে নানা প্রকার আদর্শ সংগ্রহ পূর্বক উক্ত গ্রন্থচতুষ্টয় সংশোধন করিয়া উত্তমাক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত করিলাম।"

প্রথম সংস্করণের পুস্তক সংগৃহীত হয় নাই; সুতরাং ইহার প্রথম প্রকাশের সময় ঠিক নির্ধারণ করা গেল না। তবে মনে হয়, এই সন্দর্ভ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১২৬৪ সালে বা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে—অন্নদামঙ্গল—১৫৭ পৃষ্ঠায়, বিদ্যাসুন্দর (চোর-পঞ্চাশৎ সহ)—২২১ পৃষ্ঠায়, এবং মানসিংহ ৭১ পৃষ্ঠায় (মোট ৪৪৯ পৃষ্ঠায়) সমাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থ মধ্যে কোন "ভূমিকা"র সন্নিবেশ নাই। তবে অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ—প্রত্যেক পুস্তকের প্রথমে প্রচ্ছদ-পত্র দেওয়া হইয়াছে।

'অন্নদামঙ্গলে'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে প্রথম পুস্তক "অন্নদামঙ্গলের" প্রচ্ছদ-পত্র উদ্ধৃত হইল—

"অন্নদামঙ্গল

নবদ্বীপাধিপতি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতিক্রমে
মহাকবি
ভারতচন্দ্র রায়
কর্তৃক বিরচিত
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ
সাহায্যে
পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক
অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য এবং
সংশোধন পূর্বক মুদ্রিত
কলিকাতা
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত
১২৬৪"

আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকখানি কাঠের ব্লকের ছবি আছে। ইহার ছাপা বেশ সুন্দর এবং ইহার মূল্য এক টাকা মাত্র।

'শিব-সংকীর্ত্তন'

১২৬০ সালে বা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সংবাদ-পূর্ণ-চন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে শিব-সংকীর্তন বাহির হয়। ডিমাই ১৬ পেজী আকারে, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় বর্তমান গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রেভারেণ্ড্ লং সাহেব তাঁহার Returns relating to native printing presses and publications in Bengalএর ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্তমান গ্রন্থ ২৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন।* লং সাহেব লিখিত ঐ তালিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই গ্রন্থ ১০০০ হাজার কপি মুদ্রিত হয় এবং ১২৬০ সাল মধ্যেই ২৫০ সংখ্যা পুস্তক বিক্রীত হয়।

গ্রন্থ মধ্যে কোন ভূমিকা নাই।

* List of Books and Pamphlets published in the Town of Calcutta in 1853-1854 or the Bengali year 1260.

'শিব-সংকীর্ত্তনে'র প্রচ্ছদ-পত্র

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শিব-সংকীর্তন

———

রাজাধিরাজ যশমন্ত সিংহের

সভাসদ্

স্বর্গীয় ৺রামেশ্বর ভট্টাচার্য

কর্তৃক

গৌড়ীয় সাধু ভাষায় ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ।

কলিকাতা

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র।

সন ১২৬০ সাল।"

প্রচ্ছদ-পত্রের অপর পৃষ্ঠে —"Raj Krishna Ghose Printer" লিখিত আছে। ইহার পর ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী "নির্ঘণ্ট" বা সূচীপত্র।

'শিব-সংকীর্ত্তনে'র আলোচনা

আলোচ্য গ্রন্থখানি কাব্য, দীর্ঘ ও লঘু-ত্রিপদী এবং পয়ার ছন্দে রচিত। ইহা প্রাচীন হইলেও বেশ প্রাঞ্জল ; নমুনা-স্বরূপ "চৈতন্য-বন্দনা" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"বন্দিব সঙ্গীত গুরু চৈতন্য দেবতা।
করুণানিধান কৃপাময় কল্পলতা॥
ভুবন তারিতে ভক্তরূপী ভগবান।
নবদ্বীপে শচীর উদরে অধিষ্ঠান॥
শুভক্ষণে গোরাচাঁদ পাইয়া প্রকাশ।
অবনীর অজ্ঞান তিমির কৈলা নাশ॥
শশিকলা যেন বাড়ে গোকুলে গোপালে।
শিলা গলে গোরা গুণে বাল্যলীলা কালে॥

ত্রিভঙ্গ গৌরাঙ্গ গদ গদ ভাবে হয়ে।
রাধা রাধা ডাকে উচ্চরবে রয়ে রয়ে॥
কিশোর বয়স হরি রসে হরি বল।
বরিষে চৈতন্য-মেঘে হরিরস জল॥" পৃঃ ৮, ৯

ইহাতে প্রথমে গণেশ, শিব, নারায়ণ, চৈতন্য, সর্বদেব বন্দনা, তৎপরে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ে সতীর জন্ম, মহাদেবের সহিত বিবাহ, বাণরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা শিব-সংকীর্তন হইলেও ইহাতে "হরিভক্তি ও দিলীপ উপাখ্যান, বিষ্ণুনাম মাহাত্ম্য, রুক্মিণীব্রত বিবরণ, রুক্মিণীহরণ ও রুক্মিণীর বিবাহ" প্রভৃতি আখ্যায়িকা স্থানলাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার "শিবপদাম্বুজে আত্মসমর্পণ করিয়া সার বুঝিয়াছেন—

"জয় শিব ব্রহ্ম সনাতন।
শিব গোবিন্দের অঙ্গ, শক্তি সনে সদা সঙ্গ,
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব জীবন॥
অতএব তিন দেবে, ভক্তিভাবে যদি সেবে,
তবে ভবার্ণবে হয় পার।" গ্রন্থ-সূচনা, পৃঃ ১৪

"নায়কে গায়কে সুখে রাখিবে শঙ্কর।
হরপ্রীতি হরিবল শুন সর্ব নর॥ পৃঃ ২৪

তিনি সাম্প্রদায়িকত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বে উদার ও মহৎ সাধকের পুরে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থের মূল্য এক টাকা মাত্র।

'বত্রিশ সিংহাসন'

বর্তমান গ্রন্থ অদ্বৈত বাবু কর্তৃক সম্পাদিত[১] হইয়া ১৮৫৩-১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে[২] (১২৬০ সালে) বাহির হয়।

১ Rev. J. Long's A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature either as authors or translators of printed works, p. 143

২ Rev. J. Long's List of Books and Pamphlets published in the Town of Calcutta in 1853-1854 or the Bengali year 1260, p. 95

ফোর্ট উইলিয়্যাম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য এই গ্রন্থ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে প্রথম ছাপা হয় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইহা অনুবাদ করেন।

'শান্তিশতক'

শিহ্লন মিশ্র প্রণীত শান্তিশতক একখানি সুপ্রসিদ্ধ নৈতিক গ্রন্থ; ১২৬০ সালে (১৮৫৩-১৮৫৪ খৃঃ) পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে ইহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড্ লং সাহেব তাঁহার উল্লিখিত তালিকার ৯৫ পৃষ্ঠায় ইহাকে—"A prize translation of the Sanskrit College" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ ২০০ কপি মুদ্রিত হয় এবং ১২৬০ সাল মধ্যে উহার ২০০ কপি বিক্রীত হয়। ১৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত এবং ইহার মূল্য /০ আনা মাত্র।

'ঋতুসংহার'

মহাকবি কালদাস কৃত সংস্কৃত ঋতুসংহার এবং তাহার বঙ্গানুবাদ ১২৬০ সালে (১৮৫৩-১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাও লং সাহেবের মতে—"A prize translation of the Sanskrit College" এবং ইহাও ২৫০ কপি মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থ ১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ইহার মূল্য /০ এক আন মাত্র।

প্রবাদমালা

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ এই গ্রন্থ সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড্ লং সাহেব পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকজন এতদ্দেশীয় লোকের সাহায্যে এই প্রবাদমালা সংগ্রহ করেন।

বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় ৩৯ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে "দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ" (Collection of Proverbs, Bengali and Sanskrit with their translation and application in English) মেসার্স থ্যাকার এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড ডবলিউ মর্টন এই গ্রন্থনিহিত প্রবাদসমূহ সংগ্রহ ও সেগুলি সম্পাদন করেন।

‘প্রবাদমালা’র প্রচ্ছদ-পত্র

“প্রবাদমালার” প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“Three Thousand Bengali Proverbs
and
Proverbial Sayings illustrating
Native Life and Feeling
among
Ryots and Women
প্রবাদমালা
——
এতদ্দেশীয়
বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক
কলিকাতা।
পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
১৬ই মার্চ, সন ১৮৭২ সাল।”

‘প্রবাদমালা’র ইংরেজী ভূমিকা

লং সাহেব লিখিত ইংরেজী ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“This little work completes the series of Proverbs and Proverbial sayings of Bengal which I have brought out in co-operation with Pandit Nabin Chunder Bunarjyea and other Native Gentlemen to whom I owe a deep debt of obligation for the assistance they rendered.

The series consist of about 6000 proverbs, but there are still many local sayings unpublished, and I hope some Native Gentlemen will continue my work in this direction.

J. Long
Calcutta, 11th March, 1872”

আলোচ্য গ্রন্থ ডিমাই ১২ পেজী আকারে ১৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে ৩৪০৯টি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। মাঝে মাঝে পাদটিকায় কোন কোন প্রবাদের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

"ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক"

১২৬০ সালে (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে "ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক" প্রকাশিত হয়। মহাকবি সেক্সপীয়ার কৃত Merchant of Venice নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে, হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র, হুগলী নিবাসী হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নাটক রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি মালদহ জেলার আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

"ভানুমতী চিত্তবিলাস" প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলায় যে কয়খানি নাটক ও নাটক নামধেয় পুস্তক বাহির হয়, নিম্নে তাহার তালিকা ও বিবরণ প্রদত্ত হইল—

'চণ্ডীনাটক'

মহাকবি ভারতচন্দ্র প্রণীত (অসম্পূর্ণ)।

'রমণীনাটক'

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৪ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "নাটক" নামে অভিহিত হইলেও, ইহা যে নাটক নহে—তাহা গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র দৃষ্টে ("রমণী নাটক নামক গ্রন্থ। কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণী নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৌড়ীয় সুসাধু সরল বঙ্গভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব দিব্য 'নব্য কাব্য' সহিত বিরচিত হইয়া।") ও গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই বোধ হয়। এই গ্রন্থকার প্রণীত "প্রেম নাটক" নামক আর একখানি "নায়ক নায়িকা ঘটিত আদিরস বর্ণন গ্রন্থ" ১২৬০ সালে বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়।

'ভদ্রার্জুন'

তারাচরণ শীকদার প্রণীত

ইহা ১২৫৯ সালে বা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী ছাঁচে ঢালা প্রথম প্রকাশিত আদি বাংলা নাটক।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটকে'র প্রশংসা

এই "ভদ্রার্জুন" নাটক প্রকাশের এক বৎসর পরেই "ভানুমতী চিত্ত-বিলাস" প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" নামক গ্রন্থের (১৮০০ শকাব্দে বা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ৫১ পৃষ্ঠায় "ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ভূতপূর্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'; তাহা সেক্সপিয়ারের 'মার্চেণ্ট অব্ বেনিস' নামক নাটককে আদর্শ করিয়া লিখিত।"

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটকে'র প্রকাশ-কাল

এই গ্রন্থখানিকে "One who knows" নামধেয় কোন ভদ্রলোক "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" পত্রে "ভদ্রার্জুন নাটকের পূর্ববর্তী" বলেন।[১] শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—[২] "শরৎবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫৩ খৃঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতে 'ভদ্রার্জুন নাটকের পূর্বে রচিত বলা যায় না।" কিন্তু "ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক" ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর ১৭৭৪ শকের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হইলেও[৩] গ্রন্থ মধ্যে যে

১ নারায়ণ, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ৫০৪। (শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্ এ, বি এল্ লিখিত প্রবন্ধের ফুটনোট দ্রষ্টব্য)।

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪২ ("ভদ্রার্জুন" নামক প্রবন্ধের ফুটনোট দ্রষ্টব্য)।

৩ গ্রন্থনিহিত বাংলা ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ইংরেজী ভূমিকা আছে, তাহাতে গ্রন্থকারের নামের পার্শ্বে "20th October 1852" তারিখ দেওয়া আছে।

"ভানুমতী চিত্তবিলাস"ই মহাকবি সেক্সপিয়ার রচিত নাটকাবলম্বনে লিখিত প্রথম নাটক এবং হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই সর্বপ্রথমে সেক্সপিরিয়ান নাটকাবলীর আখ্যান-বস্তু লইয়া বাংলায় প্রথম নাটক রচনা করেন।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটকে'র ইংরেজী ভূমিকা

আলোচ্য গ্রন্থে একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা, সর্বসমেত তুইটি ভূমিকা আছে। ইংরেজী ভূমিকার শেষে তিনি লিখিয়াছিলেন—"But should my work meet with their (public) approbation, I would deem my labours amply rewarded and, if thus encouraged, endeavour to devote my leisure hours to writing other work of a similar nature." আমাদের মনে হয়, তাঁহার এই গ্রন্থ সাধারণ্যে আদৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সেক্সপিয়ার রচিত আর একখানি নাটক "রোমিও জুলিয়েট" অবলম্বনে "চারুমুখ চিত্তহরা নাটক" রচনা-পূর্বক প্রকাশ করেন।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটকে'র প্রচ্ছদ-পত্র

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক

——

হুগলি বিদ্যালয়ের পূর্ব ছাত্র

ইদানীং

মালদহের আবকারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ

কর্তৃক রচিত।

——

কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

——

সন ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫"

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটকে'র ভূমিকা

"এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি 'সেক্সপিয়র' নামক ইংল্যণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে 'মারচেণ্ট-অফ-ভিনিস' ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্মমাত্র গ্রহণ পূর্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্তবোধে তদনুসারে এই 'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক' গদ্য পদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরেজী কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্মগ্রহণ করিয়াছি, তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা সুদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্টরূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেষ্বিতি।

হুগলী,
ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দা। } শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ।"

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটকে'র আলোচনা

ডিমাই ৮ পেজী আকারে [ভূমিকা বাং ও ইং (২ পৃষ্ঠা)+বর্ণিত ব্যক্তিগণের নাম ও উপাধি (২ পৃষ্ঠা)+পরিশেষে (২ পৃষ্ঠা)+শুদ্ধিপত্র (এক পৃষ্ঠা) ব্যতীত] ২১৮ পৃষ্ঠায় বর্তমান গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের মুদ্রাকর রাজকৃষ্ণ ঘোষের নাম মুদ্রাকর ও প্রকাশক-রূপে মুদ্রিত আছে।

গ্রন্থখানি গদ্য ও পদ্যে পয়ার এবং দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল।

গ্রন্থখানি পাঁচটি অঙ্কে এবং সর্বসমেত ৩৬টি দৃশ্যে বা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত হইয়াছে। বর্তমান নাটকের লীলাস্থল উজ্জয়িনী এবং গুজরাট। উজ্জয়িনীর রাজা বীরবরের কন্যা ভানুমতীই বর্তমান গ্রন্থের নায়িকা। নায়ক চিত্তবিলাস গুজরাট দেশীয় পোতবণিক্ "চারুদত্তের মিত্র এবং ভানুমতী লাভার্থী।"

সেক্সপিয়ার-সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিম্নলিখিতভাবে দেশীয় নামে রূপান্তরিত হইয়াছে—

বেসানিও	...	...	চিত্তবিলাস
এন্টনিও	...	...	চারুদত্ত
সাইলক	...	...	লক্ষপতি রায়
পোসিয়া	...	...	ভানুমতী

ইত্যাদি।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকীয় ধরণে বর্তমান নাটকের আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই সূত্রধার নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারা 'সরস্বতীর বন্দনা' গাহিয়াছেন।

"সারদে বরদে বাণি, নারায়ণি বীণাপাণি,
তার মা গো সর্ব প্রাণী ভবভয়ভঞ্জিনী।
খণ্ডিত মল্লিকা মালা, দশ দিক্ করি আলা,
ভুবনমোহিনী বালা সর্বমনোরঞ্জিনী॥
ত্বমাদ্যা প্রকৃতি সতী, অগতি জীবের গতি,
ত্বংহি মাতা ভগবতী, গিরিরাজনন্দিনী।
কোমলাঙ্গী সিত ছবি, উজ্জ্বলা জিনিয়া রবি,
চরণাবনত কবি, সুররাজবন্দিনী॥
স্বরাগরাগিণী রঙ্গে, তাল মান, সুপ্রসঙ্গে,
অমর অমরী সঙ্গে নৃত্যগীতরঙ্গিণী।
আসরে আসিয়া উর, অজ্ঞানের আশা পূর,
সুরস্বরে মহাশূর হরিহরসঙ্গিনী॥"

তারপর স্বীয় প্রিয়া নর্তকীকে আহ্বান করিয়া বর্তমান নাটকের ভূমিকা গাহিয়াছেন।

নাটকের "পরিশেষ" অধ্যায়ে "ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাঁহারা ইংরেজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের বিজ্ঞাপনার্থে কতিপয় উপদেশ" লিখিত হইয়াছে।

হরচন্দ্র বাবু "ভানুমতী-চিত্তবিলাস" ও "চারুমুখ-চিত্তহরা" ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও রচনা করেন—কৌরববিয়োগ নাটক, সপত্নীসরো (উপন্যাস), রজতগিরিনন্দিনী নাটক, রাজতপস্বিনী (গদ্য কাব্য), বারুণী-বারণ নাটক। এগুলি ব্যতীত তিনি ইংরেজীতে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক' রচয়িতার পরিচয়

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র বাবু হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন বড়লাট আরল্ অফ অক্ল্যাণ্ডের নাম স্বাক্ষরিত একটি রূপার ও একটি সোণার মেকের ঘড়ি পুরস্কার পান। ইনি পার্শী ও ইংরেজী উভয় ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহার এই পুরস্কার-লাভের পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হুগলাতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে তাঁহার সম্পাদিত "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রিকায় লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে হরচন্দ্র প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করেন।

তিনি রামপুর বেয়ালিয়া ও মালদহের আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ ছিলেন। পরে তিনি বহরমপুরে থাকবস্ত বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর হন। বহরমপুর হইতে তিনি রঙ্গপুরে বদ্লী হন। এই জেলার সুবৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ বাহারবন্দ পরগণা হরচন্দ্র বাবুই জরীপ করেন। ইহার পর তিনি কিছুদিন দিনাজপুরেও এই কার্য করেন। কিন্তু তথায় হাতীর পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার উৎকট পীড়া হয়। এই কারণে এবং তথাকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য তিনি থাকবস্ত বিভাগের কার্য পরিত্যাগ করিয়া বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি

রাজকীয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসর পেন্‌সন্ ভোগের পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন।

'অপূর্বোপাখ্যান'

চার্লস্ ল্যাম্ব্ ও তাঁহার ভগ্নী মিস্ ল্যাম্ব্ মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত নাটকাবলী গদ্যে ও গল্পাকারে রূপান্তরিত করিয়া "Tales from Shakspeare" নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই অনূদিত হইয়া অপূর্বোপাখ্যান নামে "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" যন্ত্র হইতে ১২৫৮ সালে বা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'অপূর্বোপাখ্যানে'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে ঐ গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র উদ্ধৃত হইল—

"Tales from Shakspeare
by Mr. Lamb and Miss Lamb
সেক্সপিয়র
কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত
অপূর্বোপাখ্যান
মেং ল্যাম্ব্ ও মিশ ল্যাম্ব্ কর্তৃক রচিত।
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃদগণ
সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক
বঙ্গভাষায় সংকলিত।

কলিকাতা
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়
সন ১২৫৮ সাল।"

'অপূর্বোপাখ্যানে'র অনুক্রমণিকা

"মহাকবি সেক্সপিয়ার কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ প্রসিদ্ধ নাটক বিবিধ অদ্ভুত রসভাবে পরিপূর্ণ, এতৎ প্রযুক্ত ইংরেজী বিদ্যাবিশারদ

ব্যক্তি মাত্রে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ; উক্ত মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য কেবল উপন্যাস সকল পরিজ্ঞাত হইলেও চিত্ত মধ্যে পরম সন্তোষ এবং চিন্তাশক্তির উদয়ে ধর্মজ্ঞান, সম্ভ্রমকর কর্মে উৎসাহ, বিনয়ৌদার্য, ধৈর্য ইত্যাদি সদ্‌গুণে প্রবৃত্তি এবং স্বার্থপরতা ও গর্হিত বিষয়ানুধ্যানে বিরতির অনির্বচনীয় ফল প্রত্যক্ষানুভূতপ্রায় হয়। ফলত উক্ত গ্রন্থের নানাস্থলে প্রসঙ্গত ঐ সমস্ত বিষয়ের বর্ণন আছে। এই নিমিত্ত জর্মান-দেশীয় কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়াছেন ইংল্যণ্ডের কি সৌভাগ্য, মহাকবি সেক্সপিয়র বহুকাল গত হইল পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন তথাপি তদীয় গ্রন্থ প্রাজ্ঞ শিক্ষকতুল্য অদ্যাবধি নানা প্রকারে সদুপদেশ ও বিবিধ বিষয়ে বিজ্ঞান প্রদান করিতেছে।

পূর্বে ঐ পুস্তকের রচনার কাঠিন্যহেতু ইংরেজী ভাষায় অনধিকজ্ঞানসম্পন্ন জনগণ তাহা পাঠ করিয়া তদীয় অনির্বচনীয় রসভাব অনুভব করণে বঞ্চিত হইতেন, পরে মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব উক্ত গ্রন্থের উৎকৃষ্টতর বিংশতিটি উপাখ্যান ইংরেজী সহজ ভাষায় গদ্যে অনুবাদ পূর্বক সংকলন করাতে ইংরেজী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানবান সর্বসাধারণে সেক্সপিয়র রসভাব পরিগ্রহণে সক্ষম হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষোভ নিবারণ হইয়াছে।

মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব প্রথমত নবীন বয়স্ক অপ্রবীণ পুরুষদিগের চিত্তপ্রমোদ নিমিত্তই সেক্সপিয়রের সর্বোৎকৃষ্ট গল্প ইংরেজী সহজ ভাষায় সংকলন করেন, কিন্তু সেই সমস্ত উপন্যাস আশ্চর্য মাধুর্য এবং বিবিধ সদুপদেশ সম্পন্নতা-প্রভাবে কালক্রমে আবালবৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জন হইয়াছে। গ্রন্থকর্তার সৌভাগ্য বশত গ্রন্থের অভিধেয় বিষয় অল্পবয়স্ক-দিগের জন্য সংগৃহীত হইয়া পরে যদিস্যাৎ সমধিক বয়স্কদিগেরও প্রমোদপ্রদ হয় তাহাতে সমধিক আদর ও আস্থা হইয়া থাকে, যথা আরেবিয়ান্ নাইট ইত্যাদি পুস্তক সর্বসাধারণের মহা সন্তোষকর হইয়াছে।

সেক্সপিয়র লিখিত বিষয় এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা উক্ত মহাকাব্যের উত্তমোত্তম উপাখ্যান সকলের ভাব অত্রত্য সহৃদয় রসজ্ঞ মানবনিকরের জ্ঞানগোচর হয় এ দেশের মধ্যইংরেজী বিদ্যার প্রবলতর চর্চার প্রারম্ভাবধি অনেকে এবম্প্রকার মানস করিতেছেন, কিন্তু মূলগ্রন্থের

রচনা অতিশয় দুরূহ, বিশেষত ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ, একারণ মূলের অনুবাদ পূর্বক দেশীয় ভাষায় তাবৎ মর্ম প্রকাশ করণ কঠিন কর্ম, অনুমান হয়, এতন্নিমিত্তই এতকাল কেহ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই, কিন্তু এই অনুপম কাব্যের কেবল উপাখ্যান সকল বিদিত হইলেও গ্রন্থের অপূর্ব রস ভাবের বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এবং মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব যে বিংশতিটি উপাখ্যান সারোদ্ধার স্বরূপে নির্বাচন পুরঃসর সংকলন করিয়াছেন সে সকল অনুবাদ করা অসাধ্য নহে ; অতএব উক্ত মহাকাব্যের অভিধেয় এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ নিমিত্ত মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্বের সংগৃহীত পুস্তক সমুদায় অনুবাদ পূর্বক উপন্যাসের বর্ণনীয় ব্যক্তিবিশেষের প্রতিমূর্তি সহিত মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। ইংরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদে অবিকল রসভাব প্রকাশ হয় না এতন্নিমিত্ত যদিও স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে হইয়াছে তথাপি আনুপূর্বিক সমস্ত মর্ম সংকলনে ত্রুটি মাত্র হয় নাই। এক্ষণে পাঠকমণ্ডলী যদিস্যাৎ এই পুস্তক পাঠে সেক্সপিয়রের অপূর্ব উপন্যাস ও রসভাব অনুভব পুরঃসর প্রসঙ্গত সদুপদেশ লাভ বোধে সন্তোষ প্রকাশ করেন তাহা হইলেই অনুবাদকদিগের প্রযত্ন সাফল্য এবং চরিতার্থতা লভ্য হইবে।"

এই "গ্রন্থানুক্রমণিকা"র শেষে নিম্নলিখিত অংশও স্থান পাইয়াছে ;—

"এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ মুদ্রাঙ্কন অথবা বিক্রয় করিলে ১৮৪৭ সালের ২০ আক্ট অনুসারে দণ্ডার্হ হইবেন ইতি।"

গ্রন্থ শেষে নিম্নলিখিতভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম লিখিত হইয়াছে—

"Rajkrisna Ghose, Printer and Publisher, 12 Omratoloh Street."

এই সঙ্কলিত গ্রন্থে সেক্সপিয়ারের কৃত ২০ খানি নাটকের বিবরণই আছে। গ্রন্থ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ইহাতে মহাকবি সেক্সপিয়ারের একখানি এবং গ্রন্থনিহিত উপাখ্যানগুলি সংক্রান্ত ১৪ খানি কাষ্ঠের উপর খোদাই

করা ছবি দেওয়া হইয়াছে। ডিমাই ১২ পেজী আকারের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

গত ১৩১৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ "বসুমতী" সংবাদপত্রের পুস্তক-বিভাগ হইতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে গ্রন্থকারের নামস্থলে মলাট ও প্রচ্ছদ-পত্রেও মাত্র ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রণীত" লিখিত হইয়াছে—অথচ প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে "শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃদগণ সাহায্যে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গভাষায় সংকলিত" স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। এই অংশের প্রতি "বসুমতী"র কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রথম সংস্করণের "গ্রন্থানুক্রমণিকা"র শেষভাগে লিখিত অংশ—"এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ..................দণ্ডার্হ হইবেন ইতি।" দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে "গ্রন্থকারস্য" কথাটি নূতন যোগ করা হইয়াছে।

"অপূর্বোপাখ্যান" প্রকাশের এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটী" (Vernacular Literature Society) হইতে "ল্যাম্বস্ টেলের" কতিপয়* আখ্যায়িকার অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মহাকবি সেক্সপীয়ার রচিত নাটকের মধ্যে ৯ খানির অনুবাদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। Dr. Hans Heinrich Edward Roer কর্তৃক গল্প-গুলি অনূদিত হয় এবং "গার্হস্থ্য বাংলা-পুস্তক-সংগ্রহের" (Bengali Family Library) অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

* The Tempest .. .	ঝড় বৃত্তান্ত
Midsummer Night's Dream	নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন-বিবরণ
Winter's Tale ...	শিশির জমান রহস্য
Much Ado about Nothing .	অকারণ গোলযোগ
As you like it .	তোমাদের যথেচ্ছা
Merchant of Venice ..	বেনিস নগরীর বণিক্
King Lear	লিয়র রাজা
Macbeth ..	ম্যাক্‌বেথ্
Hamlet	হ্যামলেট্

অনুবাদের দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধন হয়—বিদেশীয় সাহিত্যের অলঙ্কার-স্বরূপ মূল্যবান্ বিষয়গুলি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহার গৌরব বর্ধিত হয়। সেক্সপীয়ার রচিত সুবিখ্যাত নাটকগুলির উপাখ্যান ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গীয় বঙ্গভাষা-হিতৈষী ইংরেজ লেখকগণের দ্বারা অনূদিত হইতে আরম্ভ হয়।

'রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যানে'র প্রচ্ছদ-পত্র

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১২৫৫ সালে "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" যন্ত্র হইতে সেক্সপীয়ারের "রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান" বাহির হয়। ইহাও মিঃ ল্যাম্বস্ ও মিস্ ল্যাম্ব রচিত উপাখ্যান গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করা গেল—

"শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর

উপাখ্যান।

সেক্সপীয়ার কৃত নাটক গ্রন্থের সংগৃহীত লেম্বস্ কৃত

ইতিহাসের গ্রন্থ হইতে

শ্রীযুত গুরুদাস হাজরা কর্তৃক বঙ্গীয় সাধু ভাষায়

অনুবাদিত হইয়া

শ্রীযুত কালীনাথ সার্বভৌম ও শ্রীযুত গণেশচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের দ্বারা

সংশোধিত পুরঃসর

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

—০—

Translated from Lamb's Tales from

Shakspeare.

এই পুস্তক যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি সাং মলঙ্গা গুড়িয়ার মাতার পুষ্কর্ণীর দক্ষিণাংশে শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের ৩৩নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

সন ১২৫৫ সাল”

‘রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যানে’র ভূমিকা

“গ্রন্থানুষ্ঠান

অধুনা বহু সংখ্যক ইংরেজী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্বক প্রকাশ হওয়াতে কলিকাতা মহানগরস্থ এবং অন্য অন্য স্থানস্থ যে মহাশয়গণ দেশীয় সাধুভাষায় সর্বদা আলোচনা এবং তদ্বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, বিশেষত তদনেকাংশ ব্যক্তি যাঁহারা প্রচলিত ইংল্যণ্ডীয় ভাষা জ্ঞাত নহেন, তত্তাবতের জ্ঞানোপার্জনের উত্তম উপায় হইয়াছে। তাঁহারা ইংরেজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকিয়াও অনায়াসে উক্ত গ্রন্থ সমুদায়ের অর্থ এবং ভাব গ্রহণ করত প্রশংসিতরূপে সুশিক্ষিত এবং পারদর্শী হইতেছেন। অধিকন্তু তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রীতি নীতি ব্যবহার ও নানা মনোরম্য ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ জ্ঞান আলোকে পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা সেক্সপিয়ার কৃত সুললিত নাটক গ্রন্থের রসপূর্ণ উপাখ্যান সকলের ভাব এবং তদ্রসাস্বাদন গ্রহণেচ্ছুক তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের কোন উপাখ্যান বঙ্গভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতে পারেন। অতএব উক্ত মহাশয়দিগের মনোনুরঞ্জনের নিমিত্তে কথিত নাটক গ্রন্থের সংগৃহীত লেম্বস্ কৃত উপাখ্যানের ইংরেজী যে গ্রন্থ আছে তাহা হইতে এক অতি অপূর্ব মনোহর ইতিহাস বঙ্গীয় সাধু ভাষায় অনুবাদ পুরঃসর পদ্য ছন্দে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইল। পরন্তু যদি উক্ত গুণগ্রাহি মহাশয়েরা অনুবাদের দোষ সমস্ত বর্জন করত কেবল গুণ গ্রহণ পূর্বক এতদগ্রন্থের রসাভাষ পঠনে আনন্দ বোধ করিয়া এই পুস্তক গ্রহণে স্বীকৃত হয়েন তবে ঐ নাটক গ্রন্থের অন্য অন্য চিত্তরঞ্জন ইতিহাস যাহা আছে তাহাও ক্রমশ সাধুভাষায় অনুবর্ণন পূর্বক প্রকাশ হইবে।”

ডিমাই ১২ পেজী আকারে পাইকা অক্ষরে ৮৮ পৃষ্ঠায় (গ্রন্থানুষ্ঠানের দুই পৃষ্ঠা ব্যতীত) এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে মূল্যের কোনও উল্লেখ নাই। গ্রন্থশেষে তিন পৃষ্ঠা "অশুদ্ধ শোধনং" প্রদত্ত হইয়াছে।

'আরবীয়োপাখ্যান'

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭৬ শকাব্দে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় কার্যালয় হইতে "আরবীয়োপাখ্যান" প্রকাশিত হয়। ইহা রেভারেণ্ড এড্ওয়ার্ড ফষ্টর কৃত ইংরেজী আরব্যোপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। চারিখণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ "শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত"; ইনি সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়েরও মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ-সময় মুদ্রাকরপ্রমাদবশত ১৮৫৪ স্থলে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডের পুস্তক পাওয়া যায় নাই। প্রথম খণ্ড ২৯৪ পৃষ্ঠায় (অনুক্রমণিকা দুই পৃষ্ঠা, নির্ঘণ্ট এক পৃষ্ঠা), দ্বিতীয় খণ্ড ৩২৪ পৃষ্ঠায় (নির্ঘণ্ট এক পৃষ্ঠা) ও তৃতীয় খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠায় (নির্ঘণ্ট এক পৃষ্ঠা) সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭৫ শকে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭৬ শকে, তৃতীয় খণ্ড ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত হয়।

প্রথম খণ্ড 'আরবীয়োপাখ্যানে'র ভূমিকা

প্রথম খণ্ডে যে "অনুক্রমণিকা" প্রদত্ত হইয়াছে, আবশ্যকবোধে তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"অনুক্রমণিকা

আরবীক ভাষার প্রসিদ্ধ আলেফ লয়লা নামক পুস্তকের উপন্যাস সকল অলৌকিক বর্ণনা ও বিচিত্র রসভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব দেশীয় বিদ্বজ্জনগণই নির্বাচন পূর্বক স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় ঐ পুস্তক কএক প্রকারে সংগৃহীত হইয়াছে, কোন মহাশয় উক্ত পুস্তকের অল্প সংখ্যক উপন্যাসের চামৎকার্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া তাবন্মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ বা অধিক সংখ্যক উপন্যাসের রসভাব গ্রন্থে রসিক হইয়া

আগ্রহাতিশয় প্রকাশ পুরঃসর তৎসমুদায় সংকলন করত গ্রন্থ-নিবদ্ধ করিয়াছেন, ফলত আলেফ লয়লার একাধিক সহস্র উপাখ্যান যদিও সমুদায় অদ্ভুত বর্ণন ও চমৎকার রসভাবে অলঙ্কৃত না হইতে পারে, কেন না সহস্র মধ্যে অবশ্য কিয়দংশ সামান্য হইবার সম্ভব, অথচ উক্ত পুস্তকের অধিকাংশ উপন্যাস যে অতিশয় মনোহর ও নানাবিধ বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ ইহাতে সন্দেহ মাত্র হয় না, এই নিমিত্ত ইংরেজী ভাষায় উপন্যাস-পাঠক মহাশয়েরা বহুল উপন্যাস পূর্ণ আরেবিয়ান নাইটের প্রতিই যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন ও তৎপাঠেই কৃতাদর হন।

আলেফ লয়লার উপন্যাস সকল অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ হইতে দেখিয়া তাহার গুণে সমাকৃষ্ট হওত অস্মদ্দেশীয় অনেক বিদ্যোৎসাহী মহোদয় স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ পূর্বক পুস্তক সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কতিপয় গল্প বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, কেহ বা ক্রমাগত সমুদায় অনুবাদ করিবার সংকল্প করিয়া একখানি মাত্র পুস্তক প্রচার করত বিরত হয়েন, কোন মহাত্মা বা অপেক্ষাকৃত অনল্প গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যদিও উক্ত সমুদায় গ্রন্থকার মহাশয় একেবারে নির্বাচিত উপন্যাস সংগ্রহের বাসনায় সমুৎসুক হইয়া ইংরেজী পুস্তক অবলম্বন পূর্বক অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি যে পুস্তকে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গল্প নির্বাচিতানন্তর সংগৃহীত হইয়াছে, কেহই তাহা অবলম্বন করেন নাই, সুতরাং প্রসিদ্ধ আলেফ লয়লার ভূরি ভূরি উপন্যাসের অদ্ভুত রসভাবের বিষয়ে যাঁহাদের পরিজ্ঞান আছে, তাঁহারা ঐ সকল পুস্তক পাঠে স্ব স্ব চিত্তকে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না; অপর ঐ সকলের পুস্তক মধ্যে পরস্পর রচনাগত তারতম্য থাকাতে যাঁহারা ইদানীন্তন সময়ের পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষার অনুশীলনে অনুরাগী তাঁহাদের পক্ষে তত্তৎ পুস্তক একত্র সংকলন পূর্বক পাঠেও প্রবৃত্তির সম্ভাবনা বিরহ, অতএব আমরা পাদ্রি এডবার্ড ফষ্টর সাহেবের অনুবাদিত ও শ্রীযুত জি ময়র বনি সাহেবের দ্বারা শোধিত আরেবিয়ান নাইট নামক পুস্তকে সর্বাপেক্ষা বহুল সংখ্যক উপন্যাস নিবদ্ধ দেখিয়া গৌড়ীয় সাধু ভাষায় তাহা অনুবাদ পূর্বক আরবীয়োপাখ্যান নামক পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সমুদায় পুস্তক একেবারে প্রকাশ করা বহুকাল ও বহু ব্যয়সাধ্য, কেন না যে পুস্তক অবলম্বন পূর্বক অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল; তাহার পৃষ্ঠা পরিমাণ প্রায় পাঁচ শত, ভাষান্তর করিতে অবশ্য তদপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা, অতএব খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করণ সংকল্প করিয়া সংপ্রতি এই প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা গেল। পাঠক মহাশয়েরা যদিস্যাৎ এতৎপাঠে অনুরাগ প্রকাশ করেন তাহা হইলে যতকালে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে অনুমান করা গিয়াছে তদপেক্ষা স্বল্প সময়ের মধ্যে সমুদায় পুস্তক দেখিতে পাইবেন।"

'আরবীয়োপাখ্যানে'র প্রচ্ছদ-পত্র

প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদ-পত্রশীর্ষে "শ্রীশ্রীঈশ্বর" শব্দ নাই এবং প্রকাশের সময় ও খণ্ড সংখ্যা ব্যতীত সকল বিষয়ে তৃতীয় খণ্ডের সহিত উহার সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য তৃতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।
আরবীয়োপাখ্যান।
আরবদেশীয়
অদ্ভুত গল্প সমূহ
শ্রীযুত পাদ্রি এড্বার্ড ফষ্টর সাহেবের সংগৃহীত
ইংরেজীভাষার পুস্তক হইতে—
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়
সাহায্যে
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক
কর্তৃক
গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদিত।
কলিকাতা।
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত
শকাব্দা ১৭৭৬।"

তিন খণ্ড গ্রন্থই পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত।

প্রথম খণ্ড 'আরবীয়োপাখ্যানে'র বিষয়-বস্তু

প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত উপাখ্যানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে—

আরব দেশের উপাখ্যান, গর্দভ, বলীবর্দ ও কৃষকের কথা, বণিক্ ও দৈত্যের কথা, প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথা, দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের কথা, ধীবর ও দৈত্যের কথা, গ্রীকদেশের রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা, এক মনুষ্য ও শুকপক্ষীর কথা, দণ্ডিত মন্ত্রীর উপাখ্যান, কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের কথা, এক বাহক, তিন উদাসীন রাজপুত্র ও বোগ্‌দাদস্থ রমণীত্রয়ের গল্প, প্রথম উদাসীন রাজপুত্রের গল্প, দ্বিতীয় উদাসীন রাজপুত্রের গল্প, পরশ্রীকাতর ও তাহার দ্বেষ্য ব্যক্তির কথা, তৃতীয় উদাসীনের ইতিহাস, জোবেদীর বাক্যাবশেষ, জোবেদীর বিবরণ, আমিনীর কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড 'আরবীয়োপাখ্যানে'র বিষয়-বস্তু

দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত উপাখ্যানসমূহ আছে—

সিন্ধবাদ নাবিকের কথা, সিন্ধবাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বাণিজ্য-যাত্রা, তিনটা আতা ফলের গল্প, নিহত অবলা ও তাহার স্বামীর কথা, নুরদ্দিন আলি ও বদরদ্দিন হোসেনের উপাখ্যান, ক্ষুদ্র কুব্জের কথা, খ্রীষ্টিয়ান বণিকের কথিত উপন্যাস, খানসামার কথিত ইতিহাস, ইহুদি বৈদ্যের কথিত ইতিহাস, দরজীর কথিত উপাখ্যান।

তৃতীয় খণ্ড 'আরবীয়োপাখ্যানে'র বিষয়-বস্তু

তৃতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত উপাখ্যানগুলি নিহিত আছে—

নরসুন্দরের কথা, নরসুন্দরের প্রথম ভ্রাতার কথা, নরসুন্দরের দ্বিতীয় ভ্রাতার কথা, নরসুন্দরের তৃতীয় ভ্রাতার কথা, নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার কথা, নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার কথা, নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার কথা, সৌচিকের অবশিষ্ট বিবরণ, কালিফ হারুণ আল রসীদের প্রিয়া সমসেলনেহার ও আবুল হোসেন আলী ইবনবেকারের ব্যভিচার ঘটিত বৃত্তান্ত, খালেদানের যুবরাজ কমারলজমান ও চীনদেশীয় রাজকন্যা বৈদৌরার প্রেম বৃত্তান্ত।

প্রত্যেক খণ্ডের এক টাকা হিসাবে চারি খণ্ড আরবীয়োপাখ্যানের মূল্য চারি টাকা মাত্র।

রেভারেণ্ড লং সাহেবের মতে[১] এই আরবীয়োপাখ্যানের অনুবাদ উত্তম (Translation good)।

'আরব্য উপন্যাস দ্বিতীয় খণ্ড'

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৭ সালে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে সুবিখ্যাত "নবনারী" গ্রন্থ প্রণেতা নীলমণি বসাক[২] কর্তৃক অনূদিত আরব্য উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয়। এই দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬টি উপাখ্যান বা গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজী আকারে ১৭০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত হইয়াছে, এই খণ্ডে কোনপ্রকার ভূমিকা প্রদত্ত হয় নাই। নিম্নে ইহার প্রচ্ছদ পত্রটি অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"আরব্য উপন্যাস
দ্বিতীয় খণ্ড

ইংরেজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে
বাংলা ভাষায়
শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্তৃক
অনুবাদিত হইয়া
কলিকাতা আমড়াতলার ১২নং সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়
যন্ত্রে মুদ্রিত হইল
১২৫৭"

---

১ Rev. J. Long's Return relating to Native Printing Presses and Publications in Bengal, p. 99

২ নীলমণি বাবু বর্ধমানের কালেক্টার সাহেবের সহকারী ছিলেন। তিনি আরব্য উপন্যাস ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়খানিও বাংলা ভাষায় রচনা ও অনুবাদ করেন—

(১) নবনারী (নয় জন পৌরাণিক হিন্দুমহিলার জীবন কথা)

(২) বত্রিশ সিংহাসন (৩) পারস্য উপন্যাস (৪) ইতিহাস-সার

নীলমণি বাবুর অনূদিত আরব্য উপন্যাসের প্রথম খণ্ড ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৭ সালে "হিন্দুস্থান যন্ত্রে" মুদ্রিত হয় ও ডি রোজারিও এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের ভূমিকার অংশবিশেষ, "কেবল বঙ্গীয় ভাষায় সমগ্র উপন্যাস অননুবাদিত প্রযুক্ত অত্রত্য ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন, অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আশ্বাস করি গুণজ্ঞ মহাশয়েরা ইহাতে কোন দোষ দর্শন হইলে গণ্য করিবেন না।" পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ইহার পূর্বে আরব্য উপন্যাস এতাধিক বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় নাই ; নীলমণি বাবুই সে কার্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কলিকাতার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া প্রেস হইতে এই বৎসরেই আরব্য উপন্যাসের আর একখানি অনুবাদ বাহির হয়।[১]

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ১৮ই ফেব্রুয়ারি (১৮৫২ খৃঃ) বা ৭ই ফাল্গুনের (১২৫৭ সাল) সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনাংশ পাঠে নীলমণি বাবুর রচিত আরব্য উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়—

"২৪। আরব্য উপন্যাস, নীলমণি বসাকের কৃত ৩ খণ্ড ৩৲।" এই তৃতীয় খণ্ডের পর আর কোন খণ্ড বাহির হইয়াছিল কি না—তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

'প্রবোধচন্দ্রোদয় ও আত্মবোধ'

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত সার উইলিয়াম্ জোন্সের ন্যায় আর একজন প্রাচ্যজ্ঞানপিপাসু সহৃদয় ইংরেজ কর্তৃক প্রবোধচন্দ্রোদয় ও আত্মবোধ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। ইহার নাম—জে টেলার (J. Taylor)। ইনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বোম্বাই লিটারার‍্যারী সোসাইটীর সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ডাক্তারের কাজ করিতেন। এই পুস্তকদ্বয় বোম্বাই নগরের তাৎকালীন Recorder, Sir James Mackintosh Kt.[২] মহাশয়কে উৎসৃষ্ট করা

---

১ Calcutta Review Vol. XIII, p. XVII.

২ "Was made Recorder of Bombay, and held the appointment from February 1804 to November 1811, founded the Literary Society of Bombay in 1805 and became its President." "Wrote on Philosophy for the

হয়। অনুবাদক লিখিত ঐ উৎসর্গপত্র পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থদ্বয় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় ৪৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ দুইখানি সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

উৎসর্গ-পত্রের প্রথমেই অনুবাদক সার জেমস্ ম্যাকিণ্টস্ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিতেছেন, তদ্দারা এই গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদের কারণ বেশ উপলব্ধি করা যায়—"In January, 1809, you mentioned to me at Poona in a conversation respecting the ancient Literature and Science of the Hindus, that they had two systems of philosophy which seemed to be subjects of important and curious enquiry ; the Vedanta, which was supposed to have some similarity to the speculations of the ingenious and celebrated Bishop Berkeley ; and the Nyayai, which, in one of the Letters Edifiantes, is said to resemble the Logical System of Aristotle. You conceived that it was especially a matter of interest to investigate the Hindu Logical System, that means might be furnished for a comparison between it and that of the Grecian Philosophy, in order to ascertain whether they were both original or whether the one had, in any degree, been borrowed from the other."

উপরি লিখিত ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে উভয়ের যে দেখা সাক্ষাৎ এবং হিন্দুদিগের দর্শন-সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়, তাহার কিছু পরে টেলর সাহেব যখন সরকারী কার্যোপলক্ষে পুনায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি

Edinburgh Review and the *Encyclopædia Britannica* and the *History of England;* was made a Privy Councillor and a Commissioner of the Board of Control, 1830; joined in the enquiry into East Indian Affairs preparatory to the renewal, in 1833, of the Co.'s Charter:"—Dictionary of Indian Biography, p. 264.

হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুঁথি পান। এই সমস্ত পুঁথির আলোচনা-ব্যপদেশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত হিন্দুবেদান্ত সম্বন্ধীয় "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক একখানি নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে সংকল্প করেন। এই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকখানি রূপকচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। এই নাটকের সহিত যে আত্মবোধ গ্রন্থের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, অনুবাদের মতে গ্রন্থখানি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য-রচিত।

'প্রবোধচন্দ্রোদয় ও আত্মবোধে'র প্রচ্ছদ-পত্র

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্রখানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"Prabodh Chandrodaya,
or
The Moon of Intellect ;
An Allegorical Drama
And
Atma Bodh
or
The Knowledge of Spirit.

——

Translated from the Sanscrit and Pracrit,
By J. Taylor, M. D.
Member of the Asiatic Society, and of the Literary Society, Bombay.

——

Calcutta :
Re-printed at the Poornochundrodoy Press
1854,"

এই প্রচ্ছদ-পত্রের পৃষ্ঠে "Rajkrishna Ghose, Printer" মুদ্রিত আছে।

‘প্রবোধচন্দ্রোদয় ও আত্মবোধে’র আলোচনা

পুস্তক দুইখানি পরিশিষ্ট সমেত ডবল ফুলস্কেপ ১৬ পেজী আকারে ১২৫ পৃষ্ঠায় (ইহা ব্যতীত টাইটেল পেজ ১+উৎসর্গপত্র ৫+Dramatis Personæ ২ ও Prologue ৫ পৃষ্ঠা আছে) সমাপ্ত। পুস্তকে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। তবে “সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র” নামক সাময়িক পত্রের মলাটের ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে* জানিতে পারা যায় যে, ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা ধার্য হইয়াছিল। ইহার ২৭ বৎসর পরে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯ সাল) বিজ্ঞাপনে ইহার মূল্য কমাইয়া ৷৷০ আনা করা হইয়াছিল।

ছয় অঙ্কে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকখানি সমাপ্ত। মধ্যে মধ্যে পাদটীকা দ্বারা অনেক দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ৮৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার মধ্যেও স্থলে স্থলে পাদটীকা আছে।

এই দুইখানি গ্রন্থের পরে ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্ট আছে। এই পরিশিষ্ট প্রণয়নে টেলার সাহেব পাণ্ডিত্য ও দর্শন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং প্রথমোক্ত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকখানির অনুবাদ মূলানুগত হইয়াছে।

‘রোমীয় ইতিহাস’

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই “রোমীয় ইতিহাস” বাহির হয়। পিনক্ সাহেব ডাঃ গোল্ড্স্মিথের History of Romeএর যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করেন ইহা তাহারই অনুবাদ। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদক।

* “তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও আত্মবোধ এতদুভয় গ্রন্থ যাহা বিচক্ষণবর ডাঃ টেলর্ সাহেব ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন, তাহা দুষ্প্রাপ্য প্রযুক্ত এ যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত ও একত্রে বাঁধাই হইয়া বিক্রয় হইতেছে, মূল্য ১৲ টাকা” সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র, ৯ম সংখ্যা, ১২৬২ সাল (১ম বর্ষ)।

'রোমীয় ইতিহাসে'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র প্রদত্ত হইল—

"Pinnock's Edition
of
The Abridgment
of
Dr. Goldsmith's
History of Rome:
Translated into Bengalee
for
The use of schools and private students

By
Khettro Mohan Mookerjea

রোমীয় ইতিহাস
Calcutta
Poornochundrodoy Press
1854."

'রোমীয় ইতিহাসে'র ভূমিকা

নিম্নে রোমীয় ইতিহাসের ভূমিকা উদ্ধৃত হইল—

"প্রাচীন ইতিহাস পাঠ দ্বারা মনুষ্যের বিশেষত বিদ্যার্থি বালকের সহজে বহুদর্শিত্ব ও বিবিধ বিষয়ক উপদেশ লাভ হওয়াতে সর্বদেশীয় বিদ্যা-রসাভিজ্ঞ জনগণ পুরাবৃত্ত পুস্তকের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় যুবকবর্গকে অন্যদেশের রীত্যনুসারে শিক্ষা-প্রদানের প্রথা প্রচরদ্রূপ হইলে পর অত্রত্য ভূরি ভূরি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরও উক্ত

বিদ্যার প্রতি ঐরূপ অভিপ্রায় হয়। কিন্তু এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল গ্রন্থ আছে তাহা নানা বিষয় বিমিশ্রিত থাকাতে তাহা হইতে যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া ইতিবৃত্ত পাঠের প্রকৃত প্রয়োজনোপযোগী গ্রন্থ সংকলন অতি কঠিন ব্যাপার। ইয়োরোপের অন্তঃপাতি প্রসিদ্ধ দেশসকলের প্রাচীন ও নব্য ইতিহাস অনেকাংশে মূল শুদ্ধ, এবং তাহা হইতে মানবজাতির অবশ্য পরিজ্ঞেয় নানা বিষয়ের বিশেষ উপদেশ পাওয়া যায়, এ কারণ ঐ সমস্ত পুস্তকের প্রতি সকলেই আস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক এ দেশের ভাষায় অনুবাদ না করিলে অত্রত্য সর্ব-সাধারণ লোকের তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও ইয়োরোপীয় কতিপয় ব্যক্তির মতে প্রথমত গ্রীশদেশীয় ইতিহাস অনুবাদ পূর্বক প্রকাশ করি। তৎকালে ভূরি ভূরি বিদ্যানুরাগি সদ্বিদ্বন্মহো-দয়ের ঐ বিষয়ে অনুরাগ দর্শনে রোম দেশীয় ইতিহাস অনুবাদ পূর্বক স্বদেশীয় ভাষায় প্রচার করণে আমার অভিলাষ জন্মে এবং যে গোল্ডস্মিথ সাহেবের গ্রন্থ হইতে গ্রীশদেশীয় ইতিবৃত্ত অনুবাদ করিয়াছিলাম, তাহা রোমীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিতেও সংকল্প করি। যদিও বিশেষ প্রতিবন্ধক বশত আমার ঐ সংকল্পিত সম্পাদনে বহুকাল বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি আমার প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতেই হউক অথবা আমার ঐ সংকল্পিত অনুবাদিত গ্রীশদেশীয় পুরাবৃত্তে আস্থা বশতই হউক এতাবৎকাল মধ্যে ইংরেজী ভাষার বিবিধ পুস্তক বহু বহু বিদ্বজ্জন কর্তৃক অনুবাদিত হইলেও উক্ত পুস্তক অবিকল অনুবাদ করণে কেহ প্রবৃত্ত হয়েন নাই অতএব এতৎ পূর্বক প্রকাশ করিয়া সর্বসাধারণ সমীপে নিবেদন করিতেছি এই যে গ্রীশদেশীয় ইতিহাস অনুবাদ করণে যদ্রূপ যত্ন করা গিয়াছিল এতৎ সংগ্রহে তদপেক্ষা সমধিক পরিশ্রম স্বীকার করা গিয়াছে। পাঠকবর্গ এতৎ প্রতি আস্থা প্রকাশ করিলেই শ্রম সাফল্য হইবেক।"

পুস্তকখানি অনুবাদক কর্তৃক Bengal Civil Serviceএর J. J. Hervey সাহেবকে বিশেষ সম্মানের সহিত (as a token of gratitude for his uniform kindness to the translator) উৎসর্গ করা হইয়াছে।

'রোমীয় ইতিহসে'র আলোচনা

এই গ্রন্থ ডিমাই আটপেজী আকারে ৫৫৯ পৃষ্ঠায় (+ভূমিকা—২+ উৎসর্গপত্র—এক+নির্ঘণ্ট ৩+মুখবন্ধ—৭৯ পৃষ্ঠা) 'সমাপ্ত। পুস্তকখানিতে ২৮টি অধ্যায় আছে, অধিকাংশ অধ্যায়ই তিন হইতে সাত পর্যন্ত খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিখণ্ডের শেষে পাঠার্থীর পরীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকের ভাষা বেশ সরল ; সমস্ত পুস্তক গদ্যে অনূদিত। রোম-অধিরাজ এড্রিয়ানএর মৃত্যুকালীন পঠিত তত্ত্বপূর্ণ কবিতাটির সরল বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদকের লিপিকুশলতার ও অনুবাদ ক্ষমতার পরিচয় প্রদত্ত হইল—

"ওহে মনোহর, পরম সুন্দর,
প্রাণপক্ষিবর, কি দেখি আর।
ত্যজি নিজ ঘর, এ দেহ পিঞ্জর
হবে কি অন্তর, ভেবেছ সার॥
করেছ কি লক্ষ্য, এলায়েছে পক্ষ,
কাঁপিছ প্রত্যক্ষ, দেখিতে পাই।
আমারে বিপক্ষ, করিয়া যে পক্ষ,
লইলে সে পক্ষ, লক্ষ্য তা নাই॥
দোষে কুতূহল, বাসনা বিফল,
ছিল যে সকল, বিফল হ'ল।
ভুলিয়াছ মায়া, ছাড়িবে এ কায়া,
তাই বুঝি দয়া, ফুরায়ে গেল॥
কেন অন্য মন, দেখি অনুক্ষণ,
ভাবিলে এখন, বল কি হবে।
কারে কর ভয়, নাহিক নিশ্চয়,
অথচ হৃদয়, আকুল ভেবে॥" পৃঃ ৪৫৭

পুস্তকে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। তবে "সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র" (মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১২৬২ সাল) ও "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"

(১১ই কার্তিক, ১২৭২ সাল, তৃতীয় পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনদ্বয় পাঠে জানিতে পারা যায় যে এই "রোমীয় ইতিহাসে"র মূল্য ৬৲ ছয় টাকা ছিল।

'ম্যাজিস্ট্রেটীয় উপদেশ'

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে Fulwar Skipwith সাহেব "The Magistrates' Guide"* নাম দিয়া আইন-সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮৪৯ সাল মধ্যে ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

---

* আবশ্যক বোধে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্রের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"The
Magistrates' Guide
Being
An Abridgment
of the
Criminal Regulations and Acts,
of
The Circular Orders and Constructions;
and of the
Cases decided and reported
By the
Court of Nizamut Adawlut,
under
The Presidency of Fort William
in
Bengal

Corrected up to the 31st August, 1843

By
Fulwar Skipwith Esq., B. C. S
A.D. 1843.

Calcutta:
G. H. Huttmann, Bengal Military Orphan Press

1843"

এই গ্রন্থ-নিহিত আইনসমূহ ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পূর্ণচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয় সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্য মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করিয়া "ম্যাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ" নামে প্রকাশ করেন। 'শিব-সংকীর্তন' (১৮৫৪ খৃঃ প্রকাশিত) গ্রন্থের মলাটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পাঠে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য জানিতে পারা যায়—

"ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ফৌজদারী দপ্তরের কর্মচারীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ফৌজদারী আইন, সাকুর্লার অর্ডর, কনষ্ট্রাক্‌সন ইত্যাদির মর্ম এফ্ স্কিপ উইথ্ সাহেব যাহা সংগ্রহ করেন, তাহা শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য কর্তৃক বঙ্গভাষায় প্রথমবার অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত। মূল্য ৩৲ টাকা।"

চট্টগ্রামের আবকারী সেরেস্তাদার অভয়চরণ দাস মহাশয়ও এই গ্রন্থ অনুবাদপূর্বক প্রকাশ করেন—তাহার মূল্য ৬৲ টাকা নির্ধারিত ছিল।

বটতলার (কলিকাতাস্থ) জ্ঞানকৌমুদী যন্ত্র হইতে এই গ্রন্থের আর একখানি বঙ্গানুবাদ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের* পূর্বে প্রকাশিত হয়। রাধারমণ বসু এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন। ইনি Construction of the Sudder Dewani Decrees ও Abstracts of Regulations from 1829 to 1839 নামক দুইখানি আইন গ্রন্থও বাংলায় অনুবাদ করেন।

উদয় বাবুর অনূদিত "ম্যাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ" গ্রন্থখানি না পাওয়ায় উহার প্রকাশকাল দেওয়া গেল না। তবে ১২৫৭ সালের ৭ই বৈশাখের (18th April, 1850) সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "প্রেরিত পত্র" পাঠে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের পূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য কর্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটীয় গাইড বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত হওয়াতে সর্বসাধারণের আইন ইত্যাদিতে বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছে।"

* এই পুস্তকখানির তৎকালীন অধিকারীর স্বাক্ষরিত নামের নীচে "*27th October 1843*" তারিখ দেখিয়া উপরি-লিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

'স্মরক্কুলর অর্ডর'

এই গ্রন্থখানিও পাওয়া যায় নাই। তবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখের সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে ইহার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়।

"স্মরকুলর অর্ডর

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালত হইতে যে সমস্ত স্মরকুলর অর্ডর ইং ১৭৯৩ সাল অবধি ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত প্রচার হইয়াছে, তাহা বিলাতী উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ১৲ টাকা।"

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক

নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়খানিও পাওয়া যায় নাই ; তবে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের ১২৮৮ সালের ৪ঠা শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও রেভারেণ্ড লং সাহেব প্রণীত পুস্তক-তালিকা দৃষ্টে ইহাদের বিবরণ জানিতে পারা যায়—

"বর্ণপরীক্ষা। ৩য় বার মুদ্রিত। মাশুল সমেত ৵১০।"

"টাকার পদ্য (রহস্য)। ২য় বার মুদ্রিত। মাশুল সমেত ।১০।"

"নব চিকিৎসাবোধ। বহুতর মতের ঔষধ। ২য় বার মুদ্রিত। মাশুলাদি সমেত ১/০।"

"ইংরেজী শিশুবোধ। ইং বাং। প্রথমবার মুদ্রিত হইতেছে। মাশুল সমেত ॥১০।

এইক্ষণ যাঁহারা স্বাক্ষর করিবেন—।৵০ আনায় পাইবেন। মাশুল লাগিবে না।"

"Bramley's Inaugural Lecture, translated"

এই পুস্তকখানির সন্ধান লং সাহেব প্রণীত তালিকা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

অদ্বৈত বাবুর পারিবারিক জীবন ও মৃত্যু

অদ্বৈত বাবুর দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্যামচাঁদ, বিহারীলাল, কুঞ্জলাল ও গোষ্ঠবিহারী নামে চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র, শ্যামচাঁদ ও কুঞ্জলাল মৃত। বিহারীলাল (রায়বাহাদুর) ও গোষ্ঠবিহারী আজও জীবিত আছেন।

সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের ৮ বৎসর পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত বাবু পরলোকগমন করেন।

অদ্বৈত বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র এবং তৎপরে তাঁহার পৌত্র মহেন্দ্রনাথ "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র সম্পাদন-কার্য নির্বাহ করিতেন।

ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেন

বংশ-পরিচয়

ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৪১ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্যামাচরণ সেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মথুরামোহন সেন তাঁহার প্রপিতামহ। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল গড়গোবিন্দপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলাইচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ জয়মণি সেন গড়গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া সূতানুটিতে বাস করিতে থাকেন।

ব্যাঙ্কার মথুরামোহন সেন

জয়মণির পুত্র মথুরামোহন নিজের প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন এবং একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া সুদী কাগজ বাহির করেন। প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৬ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নীলের ব্যবসাও করিতেন এবং যশোহরে ৭টি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। তিনি ৪টি পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার মধ্যমপুত্র রূপনারায়ণ সেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য তত্ত্বাবধান করিতেন। রূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ সেন। অল্প বয়সে রূপনারায়ণের মৃত্যু হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং ভ্রাতৃগণ পরস্পর পৃথক হইয়া যান। ইহাতে নাবালক শ্যামাচরণ প্রথমে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও স্বীয় চেষ্টায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুলিশ কমিশনারের অফিসে প্রধান কেরাণীর পদ লাভ করেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচন্দ্র।

বিদ্যাশিক্ষা

বলাইচন্দ্র পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেন
(১৮৪১—১৯২১)
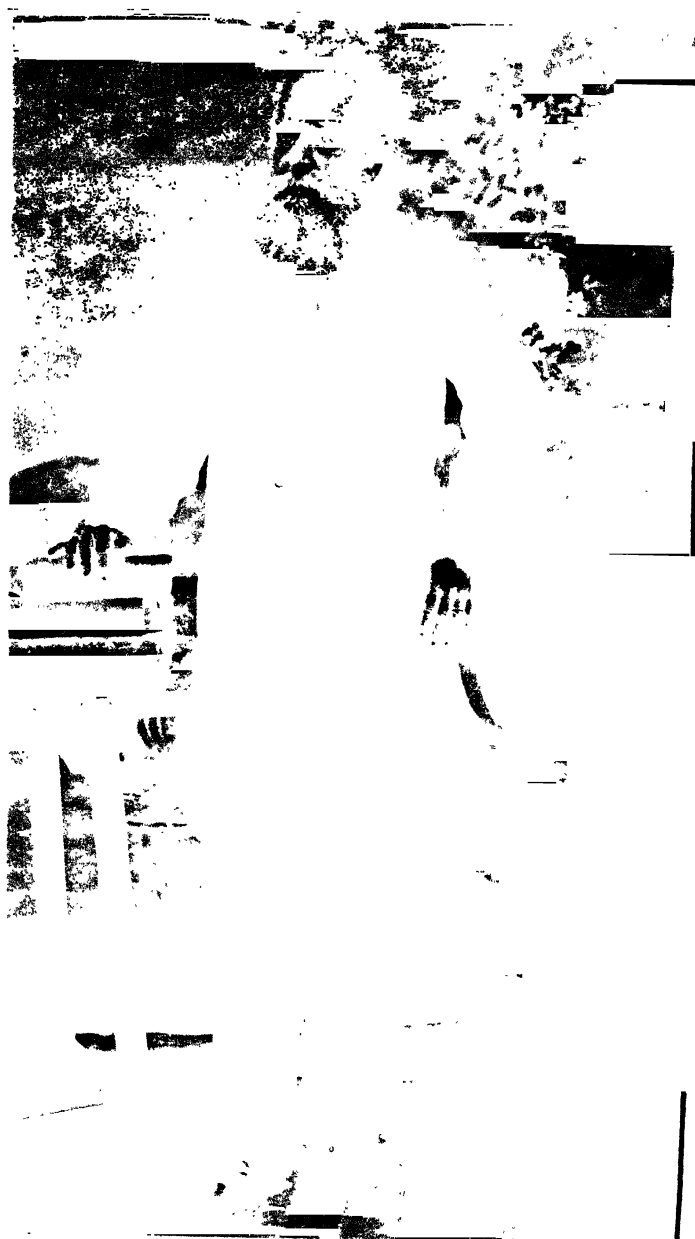
হন। এই সময় দানবীর সার তারকনাথ পালিত, প্রসিদ্ধ উকিল অম্বিকাচরণ বসু, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন নিয়ম অনুসারে তিনি মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঐ পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের তৃতীয় বৎসরে তিনি জুনিয়ার ডিপ্লোমা পাস করিয়া সিনিয়ার ডিপ্লোমার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। জুনিয়ার ডিপ্লোমা পরীক্ষায় তিনি মেডিসিনে সেকেণ্ড সার্টিফিকেট অফ্ অনার পাইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা শ্যামাচরণ ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করায় তিনি নানা অভাবের মধ্য দিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা পাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ২১ বৎসর।

কর্মজীবন

তাঁহার অনেকগুলি সহোদর ছিল। অর্থাভাবে ভ্রাতৃগণের ও অন্যান্য পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ভালভাবে চলিতেছিল না। সুতরাং তিনি পরীক্ষা পাশ করিয়াই ১০০৲ টাকা বেতনে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনের পদ গ্রহণ করিয়া মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গমন করেন। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলপথ মাত্র জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি তথা হইতে পদব্রজে, গরুর গাড়ী ও এক্কাযোগে জব্বলপুর ও নাগপুর ঘুরিয়া রায়পুরে উপনীত হন। পথে তিনি বন্য জন্তু ও ঠগীর হাতে পড়েন। কিন্তু সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহিষ্ণুতা গুণে তিনি উক্ত বিপদ্‌সমূহের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন।

রায়পুর হইতে তিনি এলাহাবাদে বদলী হন এবং তথায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া ছয় মাসের ছুটিতে কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। আরও কয়েক স্থানে কার্য করিয়া তিনি রায়বেরেলীতে বদলী হন। এই স্থানের জল-হাওয়ার গুণে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। তিনি তথায় দশ

বৎসর ছিলেন। রায়বেরিলীতে চাকুরী করিবার সময় তিনি হাসপাতালে বিবিধ রোগের রোগী দেখিবার সুবিধা পান এবং তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসার—বিশেষত পাথরী রোগে অস্ত্রোপচারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ঐ হাসপাতালের সিভিল সার্জন তাঁহার পদোন্নতির জন্য ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অফ্ সিভিল হস্‌পিট্যালস্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম উদ্ধৃত হইল—"তিনি সুবিবেচক, তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য অসাধারণ এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় তাঁহার সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ত্রোপচারে, বিশেষত পাথরী চিকিৎসায়, তিনি যে কোন ইয়োরোপীয় সার্জনের সমকক্ষ। আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রী ও শিশুদিগের রোগের গবেষণায় নিরত হইয়াছেন।"

অস্ত্রচিকিৎসকরূপে তাঁহার খ্যাতি শুধু বেরিলী নহে, এমন কি সুদূর নেপাল রাজ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল। নেপাল হইতেও অনেক লোক অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিকট আসিত।

তাঁহার বেরিলী অবস্থান কালে রামগঙ্গার মেলায় বিসূচিকা রোগ দেখা দেয়। উহা ক্রমশ মেলা-স্থান হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বেরিলী সহর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। সকলে আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, উহা ভীষণভাবে সংক্রামিত হইয়া বহু লোকের প্রাণনাশ করিবে। বলাই বাবুর দক্ষতা ও কার্যতৎপরতায় উক্ত মহামারীর প্রকোপ অল্প সময়ের মধ্যে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন বলাইচন্দ্র সেন মহামারীর প্রশমনকল্পে যে কার্য করিয়াছেন, তজ্জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার দান সমীচীন হইবে; সেই হেতু উহা মঞ্জুর করা গেল।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাম নবমী উৎসবের সমর হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বাধে। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হইতে থাকে। এই সময় তিনি যে সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. C. Colvin উক্ত দাঙ্গা সম্বন্ধীয় রিপোর্টে বলাই বাবুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল—"এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন

বলাইচন্দ্র সেন অবিলম্বে দাঙ্গার স্থানে উপস্থিত হন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সাহায্য প্রদান করেন, তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল।"

পাশকরা ধাত্রীর প্রচলন

বেরিলীতে থাকা কালে তিনি দেখিতেন দেশীয় অশিক্ষিত ধাত্রীর দোষে বহু প্রসূতি ও শিশু সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রথা দূরীকরণ মানসে তিনি বেরিলী হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন এবং উক্ত বিদ্যায় শিক্ষিতা ধাত্রীদিগকে সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার প্রচলিত শিক্ষিতা ধাত্রীর প্রচলনে প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর হার কমিতে থাকে। ইহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনায় বদলী হন। পাটনা হইতে তিনি বাঁকীপুরে আসেন। তথায় ৪ বৎসরকাল কার্য করিবার পর ডাক্তার তমিজ খাঁ বাহাদুর অবসর গ্রহণ করায় তিনি ১৮৮১ সালের জুন মাসে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে তিনি খ্যাতি ও সম্মানের সহিত ১৫ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। এই অধ্যাপনাকালে ছাত্রগণ ও ছাত্রীবৃন্দ তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ৩৩ বৎসরব্যাপী কর্মের অবসানে তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে সাধারণ পেন্সন না দিয়া, তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী কার্যের পুরস্কারস্বরূপ, বিশেষ পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অবসর-গ্রহণে ছাত্রবর্গের প্রদত্ত অভিনন্দন

বলাই বাবুর অবসর-গ্রহণে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার চিত্র সমেত এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করে। এই উপলক্ষে রচিত বিদায়-গীতির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"এস তবে গুরুদেব দিবনাক বাধা আর,
উন্মুক্ত অন্তরে যাও লয়ে হৃদি দয়াধার ;
দেখগে স্বদেশবাসী—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কত,
রুগ্ন ব্যতিব্যস্ত জন, পথে বসে অবিরত,
কাঁদিতেছে হাহাকারে, মাগিছে করুণা-কণা,
যাও দয়াময় তথা, বাঁচুক অভাগা জনা।"

সিভিল সার্জন পদে পুনর্নিয়োগ

ছয় মাস পেন্সন ভোগ করিবার পর বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পুনরায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দেড় বৎসরের জন্য সিভিল সার্জনের পদে নিযুক্ত করিলেন।

প্রথমে তিনি বীরভূমের সিভিল সার্জন পদে কার্য করেন এবং তথা হইতে বরিশালে বদলী হন। ইহাই তাঁহার শেষ কার্যস্থল। এই স্থান হইতে বিদায়-গ্রহণের সময় ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত একটি জনসভায় তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করেন।

কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট

তিনি তৎকালীন কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটির সদস্য ছিলেন ও পরে উহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। এই সভায় তিনি নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন—

১। Medical Registration Act.

২। Enlargement of the Liver of Children in Bengal.

৩। The Use and Abuse of Opium.

৪। The Nubile Age of Females in India.

৫। Indian Causes of Diabetes, its Prevention and Treatment.

৬। The Medical Profession and its Ethics.

কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট

তিনি কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ক্লাবের অধিবেশনে যোগদান করত জটিল পীড়াবিষয়ক আলোচনায় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল বিবৃত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই ক্লাবের সদস্যগণ স্মৃতি-সভায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন এবং ক্লাব-গৃহে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী

আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের তিনি অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। যখন তিনি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ছিল না এবং বিদ্যালয়-ভাণ্ডারে দুই হাজার টাকা মাত্র ছিল। তিনি বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে উহার জন্য গৃহনির্মাণ-ভাণ্ডার স্থাপন করেন এবং পল্লীস্থ ভদ্রমহোদয়গণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া চাঁদা আদায় করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুকালে বিদ্যালয়-ভাণ্ডারে প্রায় ২০,০০০৲ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের ৬১তম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে নিম্নলিখিত অংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"আমরা গভীর শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৫শে জানুয়ারী, ১৯২১ সাল, বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারী ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস মহোদয় অশীতি বর্ষ বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ২২ বৎসর কাল উক্ত পদে থাকিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিদ্যালয় অনেক কঠোর বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহারই যত্নে বিল্ডিং ফণ্ড স্থাপিত ও পুষ্ট হইয়াছে। রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি বিদ্যালয়ের হিত-চিন্তায় প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনে বিরত ছিলেন না। তাঁহার স্বর্গারোহণে বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ করা অসম্ভব। তিনি ইহাকে চির ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

সাময়িক পত্রিকায় চিকিৎসা-নৈপুণ্যের উল্লেখ

তাঁহার সম্বন্ধে "ভিষক্-দর্পণ" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ডাক্তার বলাইচন্দ্র অন্যূন আটাশ বৎসর গভর্ণমেণ্টের কার্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি প্রথমে পাটনা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা কার্য করেন। আজ প্রায় ১১ বৎসর ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক রহিয়াছেন। শিক্ষকতা ও চিকিৎসা কার্যে পারদর্শিতা হেতু ইনি বিখ্যাত অধিক কি ইহার দর্শনে মুমূর্ষু রোগীর দেহেও জীবনশক্তির সঞ্চার হয়। ইহার 'অন্ত্রাবরোধ ও তচ্চিকিৎসা' এবং 'প্লুরিসি রোগগ্রস্ত একটি রোগী'… পাঠ করিলে অনেক দূরধিগম্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয়।"*

সামাজিক জীবন

১৩০৯ সালে কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি উহাতে যোগদান করত উহার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হন। এই সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি অবহিত ছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন। পরে তিনি এই সমাজের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন।

তিনি দেশ-কালের উপযোগী সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহের উপযোগিতা সম্বন্ধে ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল কন্‌ফারেন্সে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের 'মর্মর-প্রাসাদে' অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি-পদ গ্রহণার্থ আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি শারীরিক দৌর্বল্যবশত উক্ত পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। জীবনের শেষ কয় বৎসর সুবর্ণবণিক্ সমাজের

* ভিষক্-দর্পণ, জুলাই ১৮৯২, পৃঃ ৩

অধিবেশন-সমূহে রীতিমত যোগদান করিতে না পারিলেও, তিনি আজীবন উহার সদস্য ছিলেন এবং সমাজের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেসে বলাইচন্দ্র

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল কংগ্রেসে বলাই বাবু ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তিনি Menstruation in Warm Climates নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত করেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সে ঋতুমতী হয় বলিয়া যে সাধারণ মত প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে।

প্রবন্ধাবলীর আলোচনা

তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়া ভারতে ও ইয়োরোপে খ্যাতিলাভ করেন, তাহার কতকগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। যে কয়েকটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইল।

The Nubile Age of Females in India—এই প্রবন্ধ তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটিতে পাঠ করেন। পরে ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়

পুস্তিকাখানি ২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ভূমিকা ২ পৃষ্ঠা। ইহাতে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন—"বর্তমানে এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন দিক্ হইতে পত্রিকাসমূহে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু কেহই বিষয়টিকে শরীরতত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করেন নাই ; শরীরতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া উহার বিচার করাই ঠিক।"

গ্রন্থকার প্রথমে বাল্য-বিবাহের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দেশের জল-হাওয়া যে বালিকাদের অল্প বয়সে ঋতুমতী হওয়ার কারণ নহে, তাহাও দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন দেশীয় ডাক্তারের মত আলোচনা করত স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তৎপরে তিনি শরীরতত্ত্বের দিক্

হইতে কোন বালিকার পক্ষে প্রথম ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সহবাস ও গর্ভধারণ করা সমীচীন কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করত দেখাইয়াছেন যে, উহা বিবিধ দোষের আকর। তিনি বলিতেছেন "বাল্য-বিবাহ কোনরূপ সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করে। বুদ্ধিজীবী বাঙালী বাণিজ্যজীবী বোম্বাইবাসীর নিকট পরাস্ত হইতেছে। এই বিশাল দেশে পার্শীরা প্রত্যেক জাতিকে অতিক্রম করিয়া দিন দিন ইংরেজের সমকক্ষ হইতেছে। পক্ষান্তরে বাংলা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শীদের মধ্যে ১৪ বৎসরের পূর্বে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, যদিও তৎপূর্বে বাগ্‌দান প্রচলিত আছে।"

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে গ্রন্থকার দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ডাক্তারগণের যে অভিমত প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ডাক্তারের নাম	বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম বয়স		বালিকাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স
ডাঃ চন্দ্রকুমার দে	১৪	বৎসর	...
,, চার্লস	১৪	,,	...
,, নবীনকৃষ্ণ বসু, খাণ্ডোয়া	১৫	,,	১৮
,, এ ভি হোয়াইট, বোম্বাই	১৫ বা ১৬	,,	১৮
,, মহেন্দ্রলাল সরকার	১৬	,,	...
,, তমিজুদ্দিন খাঁ বাহাদুর	১৬	,,	...
,, নর্ম্যান শিভার্স	১৬	,,	১৮
,, ডি বি স্মিথ	১৬	,,	১৮ বা ১৯
,, ইওয়ার্ট	১৬	,,	ঐ
,, জে ফায়েরার	১৬	,,	ঐ
,, এস্ এস্ জি চক্রবর্তী	১৬	,,	২১
,, আত্মারং পাণ্ডুরং, বোম্বাই	২০	,,	...

পরিশেষে তিনি বলিতেছেন—"আমি আমার চিকিৎসক বন্ধুগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা প্রাচীন স্মৃতিকারগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশত,

কিম্বা দীর্ঘকালের আচার-ব্যবহারের প্রতি প্রীতি হেতু, যে ধারণা পোষণ করিতেছেন, তাহা পরিহার করত বিবাহের এমন বয়স নির্ধারিত করুন, যাহা বিজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।" পৃঃ ২০

On Remarriage of Hindoo Widows—এই পুস্তিকাখানি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সোশ্যাল কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত বক্তৃতার পুনর্মুদ্রণ। ইহা ১৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার প্রথমে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখাইয়াছেন, সাধারণের ধারণা, বাংলায় হিন্দু নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা বেশী ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। তিনি ১৮৯১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া পুরুষের সংখ্যা যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা ২৭৩,৩০৭ জন বেশী, তাহা দেখান। মোট স্ত্রীলোক ৮৮৯৭৬৭৪ জনের মধ্যে ২৫৯৩০৫৫ জন বিধবা। এই বিধবার মধ্যে অল্পবয়স্কা বালিকার সংখ্যা নিম্নরূপ—

১-৪ বৎসর বয়স	৫-৯ বৎসর	১০-১৪ বৎসর	মোট সংখ্যা
২৩৪৮	৭৯৬৪	২৯,৮৬৩	৪০,১৭৫ জন

এই সমস্ত বিধবার বিবাহ দিলে সমাজের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ব্রাহ্ম ও দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলনে সামাজিক ও পারিবারিক সুখশান্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে বিধবা-বিবাহের উপযোগিতা তিনি সমাজ, ধর্ম, নীতি ও রাজনীতির দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'দেশবাসীর নিকট নিবেদন' হইতে ও কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন।

Indian Causes of Diabetes, its Prevention and Treatment —এই প্রবন্ধ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে Indian Medical Gazetteএর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার পুস্তিকাখানি তাঁহার দেশবাসীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা ১৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার প্রথমে বহুমূত্র রোগে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল ও ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্রের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। দুইটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতায় হিন্দুর মধ্যেই বহুমূত্র রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। কলিকাতায় ১৮৭৬-১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ মৃত লোকের মধ্যে তিনি বহুমূত্র রোগে মৃত লোকের সংখ্যা নির্ণয় করত উহার সহিত, প্যারিস, ইংল্যণ্ড ও ওয়েলস এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত রোগে মৃত লোকের সংখ্যার তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়, লক্ষ মৃত লোকের মধ্যে বহুমূত্র রোগে মৃত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০ জন, ইংল্যণ্ড ও ওয়েলসে ৩০০ জন এবং কলিকাতায় ৪০৫ জন। তাঁহার মতে এই রোগ সভ্যজগতে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। অতঃপর তিনি এই রোগের নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্ণয় করিয়াছেন—

(১) বাল্য বিবাহ
(২) বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুতর চাপ
(৩) খাদ্য সম্বন্ধে অমিতাচার
(৪) শারীরিক ব্যায়ামের অভাব
(৫) জীবন-সংগ্রাম

উপরি লিখিত কারণসমূহ দূর করাই প্রধান চিকিৎসা। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য ও মাংস উপযুক্ত পরিমাণ আহার করা দরকার। মদ্যপান পরিহার, অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ ও কালজামের বীজ গুঁড়া করিয়া আহার করাও বহুমূত্র রোগ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়।

তাঁহার এই প্রবন্ধ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখের বৃটিশ মেডিকেল জার্ন্যালে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা উপসংহারে বলিতেছেন—"Dr. Sen has rendered a most important public service in bringing this snbject to the front, and we hope that the serious facts to which he draws attention, and the weighty lessons which he inculcates, will give rise to thought and effort among his fellow countrymen to the

end of adopting such domestic and social reforms as may tend to stay that course of constitutional deterioration of which the increase of diabetes is a certain sign."

উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জেনারেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের সম্পাদক ডাক্তার এ ক্রোম্বল তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"You have treated the subject of Diabetes very exhaustively and from the practical point of view and there can be no question of the importance of the subject in this part of India, and of the value of your suggestions as to the causes of its great and increasing prevalence among your countrymen."

ডাক্তার সার কৈলাসচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—"এদেশে বাঙালীদের মধ্যে Diabetes Melitus, অর্থাৎ বহুমূত্র দোষ আছে। ডাক্তার বলাইচন্দ্রই ইহার অনুসন্ধান করিবার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন।"

হিজলী বাদামের তৈল সম্বন্ধে অভিমত

তিনি হিজলী বাদাম (Cashew Nut)-এর তৈল সম্বন্ধে গবেষণা করত উহাকে একপ্রকার কুষ্ঠ রোগের ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণার ফল জর্জ ওয়াট প্রণীত Dictionary of Economic Products of Indiaর প্রথম খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—"The oil I have used with benefit in the anæsthetic variety of leprosy"

পারিবারিক জীবন

তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখপূর্ণ ও শান্তিময় ছিল। পিতামাতাকে ভক্তি ও সহোদরগণকে তিনি স্নেহ করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি কনিষ্ঠ সহোদরগণকে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করেন। তজ্জন্য

চাকুরীর প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে কিছু অর্থকৃচ্ছ্রতাও ভোগ করিতে হইয়াছে। পারিবারিক জীবনে তিনি একান্নবর্তী পরিবারের পক্ষপাতী ছিলেন। কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ চেরিটেবল্ সোসাইটিতে তিনি পিতামাতার স্মৃতি-রক্ষার্থ সাড়ে তিন টাকা সুদী ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন; পরে নিজ নামেও ২৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

মৃত্যু

তিনি ১৯২১ সালের ২৪শে জানুয়ারী ৮০ বৎসর বয়সে পত্নী, ৪টি পুত্র, ২টি কন্যা ও একটি ভ্রাতাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

৺গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য

গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য

জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা

গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য মহাশয় অদ্বৈতচরণ আঢ্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র (প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত)। তিনি আনুমানিক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হিন্দু স্কুলে এনট্র্যান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্কুল-ত্যাগের পরে তিনি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকট কিছুদিন ইংরেজী পড়েন।

১৭ বৎসর বয়সে পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি বড়বাজার ঢাকাপটীনিবাসী স্বর্গীয় নিমাইচরণ মল্লিকের বংশীয় নবকিশোর মল্লিক মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। গোবিন্দবাবুর তিন কন্যা এবং দুই পুত্র। তন্মধ্যে দুই কন্যা ও দুই পুত্র (চন্দ্রকুমার ও ইন্দ্রকুমার) এখনও বর্তমান।

কর্মজীবন

কলেজ পরিত্যাগের প্রায় তিন বৎসর পরে তিনি চাকুরীতে প্রবেশ করেন। চাকুরীতে তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের হিসাব-রক্ষক বিভাগে রেকর্ড-তত্ত্বাবধায়ক পদে তিনি উন্নীত হইয়াছিলেন। এই কার্যের জন্য তিনি কলিকাতায় অবস্থানকালে মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা এবং শিমলায় অবস্থান-কালে মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন। ২৭ বর্ষকাল সুখ্যাতির সহিত কার্য করিয়া তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন।

গোবিন্দ বাবুও সরকারী অফিসের চাকুরী, "পূর্ণচন্দ্রোদয়"-সম্পাদন, প্রেসের কার্য-পরিচালনা এবং তাঁহার পিতার স্থাপিত Poorno Chunder Loan Office and Land Mortgage Bank—একত্রে এই সমস্ত কার্য করিতেন। তাঁহার সময়ে গ্রন্থপ্রকাশ ও পুস্তকালয়ের কার্য একেবারে মন্দা হইয়াছিল।

২২ বৎসর বয়স হইতে তিনি পিতার আদেশ অনুযায়ী “সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে” নিয়মিতভাবে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং অদ্বৈত বাবুর জীবিতকালে সহকারী সম্পাদকের কার্য করিতেন।

‘সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়’ সম্পাদন

অদ্বৈত বাবুর মৃত্যুর পর গোবিন্দ বাবু ‘সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়’ সম্পাদন করেন। তাঁহার সম্পাদনকালে বাংলা ১২৮৫ সালে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাচরণ সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। সেই সময়ে এই ব্যাপার লইয়া গোবিন্দ বাবু সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বহু আলোচনা করেন। তাহার মধ্য হইতে একটি মাত্র প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“বাংলা সংবাদপত্র

বাংলা সংবাদপত্রের অভিনয় এখনও শেষ হয় নাই। আমাদিগের হর্তাকর্তাদিগের কি মত তাহা এখনও আমরা বিশেষরূপে টের পাই নাই, তাঁহারা সংবাদপত্রের অবস্থা আপনারা কদাচ স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন, দর্শন করিয়া কিরূপ মত স্থির করিয়াছেন তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু পুঁটি মাছের বিনাশ করিতে বড় বেশী চেষ্টা করিতে হয় না ইহা সকলেই জানেন। অল্পে অল্পে দেশীয় পত্রের কিছু ভাল হইতেছে, এমন সময় আমাদের উপর যদি কঠিন নিয়মই স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কি আর এতদ্দেশীয় পত্রের গৌরব রক্ষা হইতে পারিব? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট অর্থের দ্বারা এ দেশে শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছেন, আবার গবর্ণমেণ্টই সেই শিক্ষার ঘাড়ে আঘাত করিতে বসিলেন, সুতরাং আর আমাদের উৎসাহদাতা কে? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় পত্র সমস্তের কিরূপ অবস্থা তাহা আমরা সম্যক্ অবগত নই; সুতরাং প্রদেশীয় পত্রের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা দুরূহ এবং দুঃসাধ্য। কিন্তু স্বদেশীয় পত্রগুলির অবস্থা যেরূপ অবগত আছি, তাহাতে অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি যে, একেবারে সংবাদপত্রের উপর না চটিয়া অল্পে অল্পে ইহাকে সংস্কৃত হইতে দিউন এবং উদারভাবে উৎসাহ দান করুন, ইহাতে ভদ্রতা রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। ইহা না করিয়া অন্যবিধ নিয়ম স্থাপন করিতে গেলেই সংবাদপত্রের গোল উপস্থিত

হইবে একে ত এ দেশের লোকের খবরের কাগজের উপর যথেষ্ট অনুরাগ নাই, তাহাতে এমন সকল কঠিন নিয়ম স্থাপিত হইলে, এ দেশে আর পত্র বাহির হইবে না।”

‘সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়’-সম্পাদনে গোষ্ঠবাবুর সাহায্যলাভ

তাঁহার সম্পাদন-সময়ে তদীয় চতুর্থ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আঢ্য মহাশয় “পূর্ণচন্দ্রোদয়ে” নিয়মিত ভাবে লিখিতেন এবং ইহার উন্নতি-কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোষ্ঠ বাবু জীবিত এবং বর্তমানে সরকারী অপিষের উচ্চ কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নে ১৩১১ সালে তদীয় পিতা অদ্বৈত বাবুর অক্ষয়-কীর্তি সম্পূর্ণ দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের (গদ্যানুবাদ) তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গোবিন্দবাবু সুন্দর ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। তিনি বড়বাজার Family Literary Clubএর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সে সময়ে প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় উক্ত সভায় সম্পাদকের কার্য করিতেন। ঐ সভায় তিনি বহু ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতেন।

ব্যক্তিগত চরিত্র

তিনি সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান ও দেবতাব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি ধূমপান বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ও মাংসাদি গ্রহণ করিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় তেজস্বী, মহানুভব ও হরিপরায়ণ ছিলেন।

পারিবারিক জীবন ও মৃত্যু

গোবিন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকুমার বাবু ডেপুটী একাউন্টেণ্ট জেনারেল অফ্ পোষ্ট অফিসের মনিঅর্ডার বিভাগের সুপারভাইজার ছিলেন। ২৮ বৎসর কাল কার্য করিয়া তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশত পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন এবং এখনও তিনি শারীরিক অসুস্থতায় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার

পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার আঢ্য মহাশয় গভর্ণমেণ্টের মিলিটারী একাউণ্টস্ বিভাগে কার্য করিতেছেন।

দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তিনি ১৩০২ সালের ২৪শে কার্তিক শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় (১৮৯৫ খৃঃ ১০ই নভেম্বর) ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পরলোকগমনের নয় বৎসর পরে ১৩১১ সালে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়।

৺প্রসাদদাস মল্লিক

প্রসাদদাস মল্লিক ও বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ

'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা' পত্রিকায় গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের উল্লেখ

"বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা" পত্রিকার ১২৮২ সালের ৩রা বৈশাখের (১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৫ খৃঃ) সম্পাদকীয় স্তম্ভে "ফেমিলী লিট্রারী ক্লাব" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সন্দর্ভের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বিগত শনিবার রজনী অষ্টম ঘটিকার সময় বড়বাজার নিবাসী ধনরাশী (?) ৺রামমোহন মল্লিকের ভবনে উপরোক্ত সভার মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। কার্যবশত সভাপতি[১] অনুপস্থিত থাকায়, সভার সেক্রেটারী বাবু প্রসাদদাস মল্লিকের প্রস্তাবে এবং বাবু আশুতোষ ধর বি এল্ মহাশয়ের পোষকতায় দারজিলিং উপরিভাগের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসনে উপবেশন করেন। তৎপরে সেক্রেটারী বাবু প্রসাদদাস মল্লিক গত সভার পূর্ণ বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেন। বিজ্ঞাপনী পাঠান্তে সভার অপরাপর কার্য সমাধা হইল। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া বাবু যশোদানন্দন সরকার হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ... ... মূল বক্তা আসন গ্রহণ করিলে পর, সভার অন্যান্য সভ্যেরা সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর আমাদের সহকারী সম্পাদক[২] মহোদয়ের সহিত নৃত্যলাল মল্লিক মহোদয়ের এক ঘণ্টাকাল বাক্যুদ্ধ চলিয়াছিল। মল্লিক বাবুর বাংলাভাষায় বাক্পটুতা দেখিয়া আমরা যারপর নাই পরিতুষ্ট হইলাম। এই ফেমিলী লিট্রারী ক্লাবটি দীর্ঘকাল সংস্থাপিত হইয়াছে।

১ এ বৎসর এড্‌ভোকেট জেনারেল জি সি পল বি এ আলোচ্য সাহিত্য-সমাজের সভাপতি ছিলেন (অষ্টাদশ বর্ষের বার্ষিক কার্য-বিবরণীর ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২ ইঁহার নাম গোষ্ঠবিহারী মল্লিক।

সেক্রেটারী বাবু প্রসাদদাস মল্লিক ইহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত করিয়া থাকেন। এই কলিকাতা সহরে যতগুলি দেশহিতকর সভা সংস্থাপিত আছে, তন্মধ্যে বেথুন-সমাজ এবং ফেমিলী লিট্রারী ক্লাবই সর্বাগ্রগণ্য, কেন না এই দুইটি সমাজের সহিত স্বদেশের জ্ঞান উন্নতির বিলক্ষণ সংস্রব আছে।"...

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের নিমন্ত্রণ-পত্র

একদিন ঘটনাচক্রে এই ফেমিলী লিটারারী ক্লাবের একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র সংগৃহীত হয়। নিম্নে উহার একটি নকল প্রদত্ত হইল—

Burrabazar Family Literary Club
request the favor of
....

company at the Eighteenth Anniversary Meeting of the Club to be held at No. 80, Cross Street, Burrabazar, at the premises of the late Baboo Ram Mohan Mullick, on Friday the 22nd Instant at 8 p. m. when a Lecture will be delivered by Rev. Professor A. Pedler on "The Air We Breathe" with Experiments. His Honor The Lieutenant Governor of Bengal will preside.

Calcutta
Burrabazar
The 4th Feb. 1875

Prosad Doss Mullick
Honorary Secretary."

উপরি-উদ্ধৃত নিমন্ত্রণ-পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই সাহিত্য-সমাজের বয়স ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুসন্ধানে পরিজ্ঞাত হওয়া গেল যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে*।

* The Fifteenth Anniversary Report of the Family Literary Club, Burrabazar—মলাট।

To the Editor of the Bongadoot in Baboo Nobin Chunder

Burrabazar Family Literary Club

Request the favor of your insertion following in your Editorial Col.

4th Ordinary

~~Company at~~ the ~~EIGHTEENTH ANNIVERSARY~~ MEETING OF THE CLUB to be held at No. 89, Cross Street Burrabazar, at the premises of the late BABOO RAM MOHUN MULLICK, on Friday the 22nd Instant at 8 P.M., when a Lecture will be delivered by the Rev. PROFESSOR A. ~~PEDLER~~ on "THE AIR WE BREATHE" with EXPERIMENTS, ~~HIS HONOR THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL will preside.~~

CALCUTTA,
BURRABAZAR,
The 4th ~~February~~ Decr 1876.

PROSAD DOSS MULLICK,
Honorary Secretary

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের নিমন্ত্রণ-পত্র

প্রসাদদাস মল্লিকের বংশ-পরিচয়

এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় সুবর্ণবণিক্। ইনি শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারী মল্লিক-বংশোদ্ভূত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইঁহারই বৃদ্ধপ্রপিতামহ নয়নচাঁদ মল্লিক ও তাঁহার খুল্লতাত শুকদেব মল্লিক সপরিবারে বর্গীর হাঙ্গামায় বাসভূমি ত্রিবেণী পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতার বড়বাজারে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। নয়নচাঁদ মল্লিক মহাশয় স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকটে বড়বাজারে "একটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য তদানীন্তন মান্যবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন।" এই রাস্তাটি পরে ক্রশ ষ্ট্রীট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে[১]।

নয়নচাঁদ কাশী, মাহেশ প্রভৃতি স্থানে মন্দির ও ধর্মশালা এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য বাংলা দেশের স্থানে স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী স্বর্ণমুদ্রায় তুলাদান করিয়াছিলেন[২]।

১১৮৩ সালে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণ নামক তিন পুত্র রাখিয়া নয়নচাঁদ পরলোকগমন করেন। নিমাইচরণের রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপ চন্দ্র ও মতিলাল নামে আটটি পুত্র। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্র রামমোহন মল্লিক মহাশয়ই দীর্ঘজীবী। ইনি ১২৭০ (১৮৬৩ খৃঃ) সালে পরলোকগমন করেন।

রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের দ্বারকানাথ, তারকনাথ, প্রেমনাথ, ভোলানাথ ও হরনাথ নামে পাঁচটি পুত্র ; তন্মধ্যে রামমোহনের মৃত্যুর পূর্বেই জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ (১২৬৫ সাল) ও সর্বকনিষ্ঠ হরনাথ (১২৫৬ সাল) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রামমোহনের তৃতীয় পুত্র প্রেমনাথের তিন পুত্র,—প্রসাদদাস, নিত্যলাল ও মনুলাল। এই প্রসাদদাসই আলোচ্য "গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে"র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

---

১ শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারীগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২১

২ ঐ

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা

১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খৃঃ) প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় জোড়াসাঁকোর একজন শিক্ষিত সুবর্ণবণিক্ বন্ধুর সহযোগে এই সাহিত্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই বন্ধুটির নাম গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, ইঁহার বাড়ী রতন সরকার গার্ডেন লেনে অবস্থিত ছিল। ইনি বহুদিন যাবৎ সাহিত্য-সমাজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের কার্যাবলী

প্রসাদ বাবু কর্তৃক বহু বর্ষ পরিচালিত হইয়া এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান দেশের জ্ঞান-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিশ বৎসর পর্যন্ত উপস্থিত ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই বিশ বৎসরকাল দেশের শিক্ষিত ও সুধীসমাজ এবং বৈদেশিক পণ্ডিতবর্গ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিবৃন্দ সানন্দে এই সাহিত্য-সমাজে যোগদান করেন। সভার বাৎসরিক অধিবেশনগুলি মহাসমারোহে পরিচালিত হইত। কোন কোন অধিবেশনে ৪।৫ শতের উপর লোক সমাগত হইত।

মাসে একটি করিয়া অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল এবং সমাজে ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইত। প্রতি বৎসর সমাজ হইতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হইত। পুরস্কার প্রদানের পর সভা হইতে ঐ প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাইয়া সভ্য ও জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল।

মধ্যে মধ্যে এই সমাজ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অভিনন্দিত করিবার প্রথাও বর্তমান ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড লং সাহেব (Rev. J. Long) বিলাত যাত্রা করেন, তখন বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। লং সাহেব ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৭ পর্যন্ত নয় বৎসর কাল এই সমাজের সভাপতি ছিলেন এবং ইহার কার্য-পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিতেন।

রেভারেণ্ড লং সাহেবকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র

নিম্নে লং সাহেবকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র উদ্ধৃত হইল—

"To the Rev. James Long.

Rev. and Dear Sir,

We, the members of the Family Literary Club desire to convey to you this humble expression of our heartfelt sorrow at the prospect of your departure from India, and of the deep sense of obligation which our couhtrymen in general and this Society in particular entertain for the benefits your philanthropic labours have conferred upon them.

You will remember that in the year 1859, when our Society was yet in its infancy, you kindly accepted the office of our President. We thankfully cherish the recollection of the zeal, earnestness, and assiduity, with which you promoted its welfare and advancement. You worked with us, Sir, in the strong consciousness and hope that it might, in the Providence of God, materially help the cause of native enlightenment. Although your departure for Europe in 1863 necessitated a temporary severance of our connection with you, we have always had signal proofs of the deep interest you take in our efforts to repair the breach which separates the European and native by bringing them together in social and intellectual fellowship. The ready condescension with which you have always come forward to direct our faltering steps and strengthen us with your words of encouragement has commanded our heartfelt gratitude.

It is difficult, Sir, to estimate the amount of good you have conferred on this country by lending your powerful aid towards the improvement of our vernacular literature. Your intimate knowledge of the Bengali language, your lifelong labours to raise its status, your admirable and exhaustive collection of proverbs spoken by the ryots and women of Bengal, embodying their wisdom and practical good sense, have brought before the European world a knowledge of our inner life which the most elaborate work on India would fail to convey. We humbly pray to the Divine Disposer of Events to raise up men like yourself to continue the work of native enlightenment after your simple and unostentatious fashion.

... ...

We remember the days of agitation when the wrongs inflicted on the dumb ryots by the Indigo planters roused your benevolent heart and led you, at immense personal sacrifice, to wield your powerful pen against the oppressor; and whatever may have been the judgment of a frail earthly tribunal on a matter, we firmly believe that, in addition to the blessings of thousands that were ready to perish, the consciousness of having performed a duty and a strong faith that your conduct was approved before the throne of the Eternal, proved a most powerful solace in your numerous earthly tribulations.

And now, Sir, we bid you a hearty farewell, let us hope only for a time. May the Almighty Father of us all restore your health and strength to enable you to return

to our shores and to promote the welfare of our countrymen, to which you have devoted the best years of your life.

We remain
Rev. and Dear Sir,
Your most obedient servants
Prosad Doss Mullick,
Aushoo Toss Dhur,
Hurry Mohun Chatterje,
Gosto Behary Mullick,
Behary Lall Dhur,
Govinchand Addy,
Bollai Chand Mullick,
Brojo Loll Dutt
and several others.
Calcutta, March 20, 1872."

অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে লং সাহেব

নিম্নে লং সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর উদ্ধৃত হইল—

"To

Baboo Prosad Doss Mullick,
Honorary Secretary, Family Literary Club.

My dear Prosad Baboo,

I regret that press of engagement (as I leave for Bombay to-morrow) prevents my replying more at large to your address, which interested me very much, showing that there are men among the educated classes who sympathise with my humble efforts to do something to raise the masses of their countrymen through the potent agencies of vernacular education and security of tenure to the ryot.

Your Society has been always peculiarly interesting to me as you conducted the proceedings in the native language as well as the language of the foreigners. The Bengali language is now attaining the strength of a giant in its capabilities of expressing all ideas which it can do by its connection with the Sanscrit.

Social questions, and not mere literary ones, have also come in for their due share in your attention. You have here a boundless field before you in the Bengali people, who well deserve a study.

The position of your Society in Burrabazar has often reminded me, in threading its labyrinth, of the adage, 'One-half the world does not know how the other lives.' The Burra-bazar and Mugul part of Calcutta are quite a *terra incognita* to the other part, and I hope your Society will pursue its inquiries into the curious social life of the Marwaris, Jews, and Muguls, that inhabit the far-famed Burra-bazar.

I am delighted at receiving an address from some of you in that expressive language both musical in its tone and expressive in its ideas.

A change is coming over Bengal: the Bengali language is happily dropping the old Sanscrit style, and assuming a nervous idiomatic form. I trust my Bengali friends are learning to be not merely *kotha* but also *kurmo* men, men of deeds and not mere words.

If my health allow, it will afford me much pleasure to return to this country, but time carries us away. May

we all, as we are approaching another world, feel that our relations to God are of superior importance—that the concern of a future state ought to be our chief care.

Yours sincerely,
J. Long."[১]

লর্ড নর্থব্রুককে অভিনন্দন-পত্র প্রদান

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেমস্ লং সাহেব ব্যতীত তৎকালীন Viceroy ও Governor General of India, Lord Northbrook. মহোদয়কেও গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। এই অভিনন্দন-পত্র পাঠে জানিতে পারা যায় যে, গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের কর্তৃত্বাধীনে একটি অ্যাংলো ভার্ন্যাকুলার স্কুল পরিচালিত হইত (An Anglo-Vernacular school is conducted under its supervision, chiefly with the view of promoting the education of the Hindusthani children).[২] ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৭ মে তারিখে গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে এই অভিনন্দন-পত্র পাঠান হয় এবং তিনিও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর মারফতে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া জানান যে,—"His Excellency will always be glad to give his encouragement and support to a society formed with laudable objects of bringing Europeans and Natives together in closer literary union and intellectual sympathy."[৩]

'আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা'

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে (১২৮৩ সাল) এই গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত "আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা" নামক একখানি পুস্তকে কয়েকটি

১ The Fifteenth Anniversary Report of the Family Literary Club, pp. 27, 29.

২ ঐ p. 30.

৩ ঐ p. 31.

পরবর্তী অংশে এই বার্ষিক রিপোর্ট R. F. L C. বলিয়া অভিহিত হইবে।

পুরস্কার-প্রবন্ধ আছে। মাঝে মাঝে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ হইতে নির্ধারিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইত। আলোচ্য গ্রন্থখানি ঊনবিংশ বর্ষের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত ছয়টি প্রবন্ধে গ্রথিত। ডিমাই আটপেজী আকারে ৪৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত।

'আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে পুস্তকের প্রচ্ছদ-পত্রের একটি নকল প্রদত্ত হইল—

"আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত
পুরস্কার দ্বারা কতিপয় প্রবন্ধ প্রাপ্ত।
অবৈতনিক সম্পাদক
শ্রীপ্রসাদদাস মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত

PRIZE ESSAYS
ON
THE AYOORVAIDIK SYSTEM OF
PRESERVING HEALTH.
Published by the Honorary Secretary to the
Barabazar Family Literary Club.

কলিকাতা
বি পি এম্‌স্ যন্ত্রে মুদ্রিত
১২৮৩।"

'আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা'র ভূমিকা

পুস্তকখানির 'অনুক্রমণিকা'য় সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় লিখিতেছেন—"সম্প্রতি অস্মদ্দেশে আধুনিক মতানুবর্তনে লোক-সমাজের

আয়ুর্ব্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্যসমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত
পুরস্কার দ্বারা কতিপয় প্রবন্ধ প্রাপ্ত।

অবৈতনিক সম্পাদক
শ্রীপ্রসাদ দাস মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

PRIZE ESSAYS

ON

THE AYOORVAIDIK SYSTEM OF
PRESERVING HEALTH.

PUBLISHED BY THE HONORARY SECRETARY TO THE
BARABAZAR FAMILY LITERARY CLUB.

কলিকাতা

বি, পি, এম্, কর্ত্তৃক
বি, পি, এম্‌স্ যন্ত্রে
মুদ্রিত।

১২৮৩।

'আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা'র প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি

প্রবৃত্তি হেতুক রোগ, শোক, পরিতাপ ও অকাল মৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটনার স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হওয়াতে অনেকে শারীরিক স্বাস্থ্য পরিচালনে অক্ষম, কাহাকেও পুরুষায়ুঃ পরিমিত শত বৎসরকাল জীবিত দেখিতে পাওয়া যায় না, অষ্টত্রিংশৎ অথবা চত্বারিংশৎ বৎসর অতীত না হইতেই রুগ্ন ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; কারণ শীতপ্রধান দেশীয় স্বাস্থ্যকর নিয়ম, উষ্ণপ্রধান দেশবাসিগণের পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। এবম্বিধ অনিষ্ট-পাতের প্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া অতীব কর্তব্য বিবেচনায় আমি সভ্যগণের মতানুসারে আয়ুর্বেদ বিহিত উপায় অবলম্বনপূর্বক পূর্বতন আর্যগণ কিরূপে সুস্থ ও সবল থাকিতেন, এতদ্বিষয়ে যাঁহারা সুবিস্তীর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহারা উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে পঞ্চবিংশতি, পঞ্চদশ এবং দশ রৌপ্যমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।"

আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ-রচয়িতৃগণের মধ্যে পুরস্কৃত ব্যক্তিবর্গের নাম

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পুরস্কার ঘোষণা করায় প্রসাদদাস বাবু কলিকাতা ও মফস্বল হইতে কতিপয় প্রবন্ধ প্রাপ্ত হন। প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে, সভার নির্দিষ্ট পরীক্ষকগণ ছয়টি প্রবন্ধ মনোনীত করেন। পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন—

ফরিদপুরের অন্তর্গত কাশিয়ানী নিবাসী কবিরাজ

	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন	প্রথম পুরস্কার	২৫৲
বাগাণ্ডা নিবাসী	„ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিতীয় „	১৫৲
শান্তিপুর নিবাসী	„ কালিদাস সেন	তৃতীয় „	১০৲
		টাকা ও প্রশংসাপত্র	
কলিকাতা নিবাসী	„ হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	
ঐ	„ উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী	ঐ	
ঐ	„ রোহিণীনন্দন দাস বাবাজী	ঐ	

'আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা'র আলোচনা

পুস্তকখানিতে প্রথম প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ এবং বাকী পাঁচটি প্রবন্ধের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধটি বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী। প্রবন্ধটিতে লেখকের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-পাঠে বোঝা যায়, লেখকের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-সম্মত বক্তব্য বিষয়টি গুছাইয়া বলিবার শক্তি আছে। শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রাতঃকৃত্যাদি কিরূপে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহার সবিস্তারে বর্ণনাপূর্বক লেখক পর পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন - ব্যায়াম, তৈলমর্দন, স্নানবিধি, স্নানের গুণ, স্নান নিষেধ, গমন-বিধি, ভোজনান্তরবিধি, নিদ্রাকালের পরিমাণ, নিদ্রার ক্রম, শয়নের দিক্‌-নির্ণয়, শয্যা-নির্ণয়, শয়ন-স্থান নির্ণয়, জল, অবিকৃত জলের লক্ষণ, জলের দোষ, জল-সংস্কার, জলের গুণ, জলপানের গুণ, বায়ু, বায়ুর গুণ, বায়ুর দোষ, বিবাহ-প্রকরণ, স্ত্রীসংসর্গবিষয়ক নিয়ম, নিষিদ্ধ সময় ও স্থান, সাধারণ বিধি। মূল প্রবন্ধশেষে লেখক যাহা বলিতেছেন, বর্তমান সময়ে তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হয়—

"একশত এক প্রকার মৃত্যু, তন্মধ্যে একপ্রকার মৃত্যু কালকৃত, অপর এতশত প্রকার মৃত্যু আগন্তুক, অর্থাৎ অনবধানতা বা পাপজনিত রোগাদি কর্তৃক সংঘটিত হয়। পাপকার্যে বিরত হইয়া যথাবিধি নিয়মে চলিতে পারিলে একশত প্রকার আগন্তুক মৃত্যুর হস্ত হইতে দেহ-রক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু কাল-কৃত মৃত্যু অবশ্যই হইবে।

আয়ুর্বেদ-বিহিত যে সকল নিয়ম কথিত-হইল ঐ সকল নিয়মানুসারে আহারবিহারাদি অনুষ্ঠিত হইলে, শরীর নীরোগ হইয়া একশত বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় এবং মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে; আর ঐ নিয়মাবলীর কিয়দংশ প্রতিপালিত হইলে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকা যাইতে পারে।" পৃঃ ২২

প্রবন্ধ-শেষে উক্ত লেখক "ঋতুবিবরণ" নাম দিয়া ছয়টি ঋতুর প্রত্যেকটিতে আচরণীয় ও অনাচরণীয় কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির সারাংশ তের পৃষ্ঠাব্যাপী; ইহার মধ্যেও স্বাস্থ্যরক্ষা

সম্বন্ধীয় অনেক কাজের কথা আছে। বাকী চারিটি প্রবন্ধের সারাংশ আট পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি পড়িলে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য কথা জানিতে পারা যায়। প্রায় ৫৬।৫৭ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থ-মধ্যে যাহা আছে, আজকালকার প্রকাশিত অনেক স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেশীয় চিকিৎসা দেশের লোকের পক্ষে যে কতদূর উপযোগী, তাহা দেশের শিক্ষিত সমাজ বুঝিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই, দেশের ও বিদেশের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণকামনায় আয়ুর্বেদ-সম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রসাদদাস বাবু ছাপাইয়া বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (১২৮১ সালের ফাল্গুন, শুক্রবার) বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে, বাংলার তদানীন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত উক্ত ছয়জন প্রবন্ধ লেখককে নিজহস্তে পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র প্রদান করেন।

প্রথম প্রবন্ধটি (কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ মহাশয় লিখিত) ১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসের "অণুবীক্ষণ" পত্রে (পৃঃ ৩৩৭) প্রকাশিত হয়।

'আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা'র প্রশংসা

১২৮৪ সালের "আর্য-প্রতিভা" নামক মাসিক পত্রিকায় এই পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"আয়ুর্বেদ সম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা। বড়বা ার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার দ্বারা কতিপয় প্রবন্ধ প্রাপ্ত। অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীপ্রসাদদাস মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। ধনী হইলেই যে বিদ্যোৎসাহী হন, একথা আমরা বলি না, একাধারে ধন ও বিদ্যা দেখিতে পাওয়া যায়

না; প্রসাদদাস বাবুতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে; ইনি একটি বিখ্যাত ধনী অথচ যথার্থ বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার প্রকাশিত এই 'আয়ুর্বেদ সম্মত স্বাস্থ্য-রক্ষা গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" পৃঃ ৯৬

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সংগৃহীত বার্ষিক কার্য-বিবরণীর তালিকা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত বার্ষিক কার্য-বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

২য় বর্ষ, ১৮৫৮ খৃঃ	১২শ বর্ষ, ১৮৬৮ খৃঃ
৩য় বর্ষ, ১৮৫৯ "	১৩শ " ১৮৬৯ "
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৮৬২ "	১৪শ " ১৮৭০ "
৭ম বর্ষ, ১৮৬৩ "	১৫শ " ১৮৭১ "
৮ম বর্ষ, ১৮৬৪ "	১৬শ " ১৮৭২ "
৯ম বর্ষ, ১৮৬৫ "	১৭শ " ১৮৭৩ "
১০ম বর্ষ, ১৮৬৬ "	১৮শ " ১৮৭৪ "
১১শ বর্ষ, ১৮৬৭ "	১৯শ " ১৮৭৫ "

প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের এবং ঊনবিংশ বর্ষের পর আর কোন বর্ষের কার্য-বিবরণী পাওয়া যায় নাই।

সমসাময়িক পুস্তক ও পত্রিকায় গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের উল্লেখ

আপাতত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ ২৪ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল পর্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে "ন্যাশনাল ম্যাগ্যাজিনে" "Some Literary Societies of Calcutta" নামক প্রবন্ধের ২১৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"The Rev. Mr. Long had already ventilated the question by delivering a lecture on Social Science for India at the Family Literary Society in April 1866 much to the satisfac-

tion of the ladies and gentlemen present.'' এইটুকু ব্যতীত আলোচ্য সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আর কোন তথ্য ন্যাশনাল ম্যাগ্যাজিনের এই প্রবন্ধে পাওয়া যায় না। তবে লোকনাথ ঘোষ মহাশয় দুইখণ্ডে যে The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc. পুস্তক প্রণয়ন করেন, সেই দুইখণ্ডেরই প্রচ্ছদ-পত্রে তিনি তাঁহার নামের নীচে, অন্যান্য পরিচয়ের সঙ্গে—"Member, Family Literary Club"—এই পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (চব্বিশ বৎসর) এই প্রতিষ্ঠান জীবিত ছিল।

লোকনাথ বাবু তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে বড়বাজার মল্লিক-বংশের কীর্তি-কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রসাদ বাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (পৃঃ ৭০)—

''Babu Prasad Das Mullick is the enthusiastic Secretary of the Family Literary Club, established by his exertion some 22 years ago. He bears all the expenses of the Club, and takes great interest in its improvement.''

লোকনাথ বাবুর এই লেখা হইতে জানিতে পারা যায় যে, একা প্রসাদদাস বাবুই বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। প্রসাদ বাবু যে কতদূর বিদ্যোৎসাহী ও উন্নতমনা ছিলেন, তাঁহার এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The second Anniversary Report of the Famlly Literary Club and the Anniversary Addresses" সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রাতন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ও সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রের সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন মহাশয় সুবর্ণবণিক্। কলিকাতার বড়বাজারে এই যন্ত্রালয়টি অবস্থিত ছিল এবং সেখান হইতেই পত্রিকাখানি বাংলা ও দেবনাগর এই দুই অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইত।

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য-বিবরণ

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য-বিবরণ ডিমাই আট পেজী আকারে ২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাবের অধিকাংশ কার্যই ইংরেজীতে সম্পন্ন হইত। সুতরাং কার্য-বিবরণও ইংরেজীতে লিখিত।

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের নিয়মাবলী

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য-বিবরণীর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম বার্ষিক কার্য-বিবরণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের পর এই প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত ১৯টি নিয়ম (Introductory Rules) প্রদত্ত হইয়াছে—

1. "That this club shall be called the 'Family Literary Club.'

2. That men of all religious denominations shall be eligible as members.

3. That members shall be proposed and seconded at one Meeting and elected by a majority of votes, after his name has been circulated among the members.

4. That the Society shall have one President, one Vice-President, and one Secretary, elected annually from the members of the club.

5. That the old office-bearers shall be eligible to the same posts by a majority of votes, if by past good conduct, they shall have shown themselves worthy of such re-election.

6. That a special committee of five members shall exist for taking into consideration, and disposing of any special business of the club with the concurrence of the society.

7. That the club shall hold its meeting once a week on every Friday evening.

8. That the hours of the society during the months of October to March shall be from 7 to 10 p. m. and during April to September from $7\frac{1}{2}$ to $10\frac{1}{2}$ p. m. after which it shall be optional with the members to leave the room.

9. That no member shall leave the room during such hours without any special plea.

10. That at every meeting one Essay or a Lecture on a subject made known at a previous meeting shall be read or delivered, and the essayist will be selected according to the alphabetical arrangement of the names of the members.

11. That such essays and lectures and discussions shall be followed by addresses, and remarks on them by the members.

12. After the Chairman has addressed the meeting on the subject, none shall be at liberty to speak except what falls from the chair.

13. That the English Language shall be the language used for all purposes in connection with the Club.

14. That no one shall disturb the speaker while he is delivering his thoughts, but if the Chairman thinks that the time of the meeting is uselessly taken up by the speaker, he is at liberty to call his attention to this.

15. That the Chairman shall have the power of checking a speaker if his speech is in any way unbecoming in the Society.

16. Subjects of all descriptions shall be admissible into the Club.

17. That a member when he is elected will be required to conform to the rules of the club and to his acquiescence in this he shall put his name in the club-book before he is enrolled.

18. That the visitors to the club shall be permitted to offer remarks on the subject before the meeting.

19. That in case any person unconnected with the club intends to deliver a lecture or read any essay, he must express his intention to the Secretary by writing, and he shall lay this before the President who shall accept or reject such request."

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

ফ্যামিলি লিটারারী সোসাইটির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় হয়। রেভারেণ্ড মিঃ ড্যাল (Rev. Mr. Dall) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভ্যগণ ব্যতীত বহু ইয়োরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক এই অধিবেশনে উপস্থিত হন। সম্পাদক প্রসাদদাস বাবু প্রথম বর্ষের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, অন্যতম সভ্য পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতি চুণীলাল গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সমাজের পক্ষ হইতে একটি বক্তৃতা করেন। বার্ষিক অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি রেভারেণ্ড মিঃ ড্যাল ক্লাবের কার্য-বিবরণ ও পুলিন বাবুর বক্তৃতায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তারপর তিনি "Essentials and Accidents of Man" বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, এই সভার কাজ যেন মাত্র কথায় পর্যবসিত না হয়—ইহা কার্যকরী হইয়া জাতীয় চরিত্রের গঠন ও উন্নতিবিধানের সহায়তা করে।

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষে চুণীলাল গুপ্ত সভাপতি, সি গ্রেগরী সহকারী সভাপতি এবং প্রসাদদাস মল্লিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বর্ষের সদস্য-তালিকায়

নিম্নলিখিত ৩২ জন সদস্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে একজন ইয়োরোপীয় এবং দুইজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ছিলেন—

কুঞ্জবিহারী ধর	প্রসাদদাস মল্লিক
চুণীলাল গুপ্ত	কেদারনাথ গুপ্ত
তুলসীদাস দত্ত	নৃত্যলাল মল্লিক
পুলিনচন্দ্র রায়	ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়
আশুতোষ ধর	নন্দকিশোর
তুলসীদাস শীল	কেদারনাথ দত্ত
রাখালদাস শীল	সি গ্রেগরী
হরিমোহন শীল	ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধবলাল শীল	পিতাম্বর দে
গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য	বিহারীলাল ধর
বলাইচাঁদ রায়	ব্রজনাথ মল্লিক
ক্ষেত্রমোহন পাইন	পার্বতীচরণ ঘোষ
মোহনলাল মল্লিক	রমানাথ নন্দী
যদুনাথ মল্লিক	গোপালদাস ক্ষেত্রী
কেদারনাথ ঢোল	উমেশচন্দ্র মজুমদার
ব্রজমোহন আঢ্য	ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়

এই বত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে অর্দ্ধাধিক সদস্য সুবর্ণবণিক্। ৭০নং বড়বাজারে আর এম্ মল্লিকের (৺রামমোহন মল্লিক) গৃহে এই সভার সমস্ত অধিবেশন হইত।*

দ্বিতীয় বর্ষে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে British Indian Societyর সম্পাদক মহাশয় গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে একটি প্রস্তাব পাঠাইয়া এই সভাকে তাঁহাদের সহিত সম্বদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গার্হস্থ্য

* "The Meetings of this Society are held at the residence of Baboo R. M. Mullick No. 70, Burrowbazar."—R. F. L. C., 2nd year, p. 1.

সাহিত্য-সমাজ তাঁহাদের এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণপূর্বক উক্ত সভাকে নিয়মাবলী প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন।

দ্বিতীয় বর্ষের আলোচনা ও প্রবন্ধাবলীর তালিকা

বার্ষিক অধিবেশন ব্যতীত দ্বিতীয় বর্ষে ২৭টি অধিবেশন হয়। ইহার মধ্যে ২৫টিতে প্রবন্ধ-পাঠ এবং বাকী দুইটিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা ও প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষায় হয়।

আলোচনা

অধিবেশন	বিষয়	আলোচনাকারী
তৃতীয়	Public and Private Education	আশুতোষ ধর ও তুলসীদাস শীল
৬ষ্ঠ	Whether speaking falsehood under certain circumstances is sinful or not	কেদারনাথ গুপ্ত ও গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য

প্রবন্ধ

অধিবেশন	বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম	Awake, Arise or be for ever fallen	রাখালদাস শীল
দ্বিতীয়	Advantages of moral education	মোহনলাল মল্লিক
চতুর্থ	The Parliamentarians were justified in executing Charles I	মাধবলাল শীল
পঞ্চম	Advantages and Disadvantages of Society	সি গ্রেগরী
সপ্তম	Early Marriage	প্রসাদদাস মল্লিক (সম্পাদক)
অষ্টম	How far we possess liberty under the British rule	আশুতোষ ধর
নবম	Polygamy	ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দশম	Female Education	বিহারীলাল ধর
একাদশ	The inconvenience and inexpediency of depending on others	গোপালদাস ক্ষেত্রী

অধিবেশন	বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
দ্বাদশ	Cause and Effect of Indian Mutiny	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
ত্রয়োদশ	The Connection between Christianity and Civilization illustrated from history	সি গ্রেগরী
চতুর্দশ	Selfishness	হরিমোহন শীল
পঞ্চদশ	The Justice or otherwise of the execution of Mary Queen of Scotts	মাধবলাল শীল
ষোড়শ	Government	মনোলাল চট্টোপাধ্যায়*
সপ্তদশ	A review of the Vedantic, Shaustrick and Poranic theories respecting the sciences of all descriptions	পুলিনচন্দ্র রায়
অষ্টাদশ	The Advantages and Disadvantages of a country life	পীতাম্বর দে
ঊনবিংশ	The Character of Women	প্রসাদদাস মল্লিক
বিংশ	The Assumption of the Indian Government by Her Majesty	রাখালদাস শীল
একবিংশ	Music (with illustration)	তুলসীদাস দত্ত
দ্বাবিংশ	The Importance of studying Mathematics	তুলসীদাস শীল
ত্রয়োবিংশ	Whether hope of reward or fear of punishment has greater influence over the human mind	আশুতোষ ধর
চতুর্বিংশ	The Public and Private Charity of the English & Natives compared	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
পঞ্চবিংশ	Religion and Religious	সি গ্রেগরী
ষড়বিংশ	Honesty	হরিমোহন শীল
সপ্তবিংশ	Friendship	মাধবলাল শীল

* ইনি গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সদস্য নহেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে শুক্রবার রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড লং সাহেব (Rev. J. Long) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সদস্যগণ ব্যতীত সভায় বহু দর্শক ও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সমাগম হয়। সভায় অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয় "The Sentiments entertained towards the natives and their education during the recent Mutiny of the Bengal Army" বিষয়ে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লং সাহেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি বলেন—"সভার ত্রয়োদশ নিয়মটি (That the English Language shall be the language used for all purposes in connection with the club.) পরিবর্তন করা সদস্যগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সভার সভ্য ও উদ্যোগিবর্গ প্রায় সকলেই বাঙালী এবং তাঁহাদের মাতৃভাষাও বাংলা। সে হিসাবে সভার বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ কেবল ইংরেজীতে হওয়া উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি বাঙালীদের হইয়া বলেন—"Whatever our attainments be in a foreign tongue, our usefulness in society must ultimately depend on our proficiency in our own vernacular." তাঁহার এই বক্তব্যের উপযোগিতা ও সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নানা দেশের ইতিহাস হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তাঁহার এই বক্তৃতায় সভ্যগণ বিশেষ মুগ্ধ হন। আলোচনার পর ত্রয়োদশ নিয়মটি পরিবর্তিত হয়। পরিশেষে লং সাহেব সভার কার্য-বিবরণ ও বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত পুলিন বাবুর বক্তৃতাটি ছাপাইয়া কয়েকখণ্ড ইংল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। অতঃপর পূর্বোক্ত নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়া এইরূপ হয়—

"That both the English and Vernacular languages shall be used by the menbers."

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষে রেভারেণ্ড লং সাহেব গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বৎসর আশুতোষ ধর মহাশয় সাহিত্য-সমাজের সহকারী সভাপতি, প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় সম্পাদক এবং নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

তুলসীদাস দত্ত	সি গ্রেগরী
রাখালদাস শীল	নিতাইলাল মল্লিক
ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
লালমাধব মুখোপাধ্যায়	মাধবলাল শীল

এই বর্ষে (১৮৫৯ খৃঃ) গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভ্য-সংখ্যা চল্লিশ ছিল ও বার্ষিক অধিবেশন ব্যতীত ১৬টি অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের কার্য বাংলায় ও বাকী ১৪টি ইংরেজীতে নির্বাহিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বর্ষের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীর তালিকা

অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠ করেন—

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা বা প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম	Industry and its Advantages	কুঞ্জবিহারী ধর
দ্বিতীয়	Divine Love	মাধবলাল শীল
তৃতীয়	Learning	নরসিংহ দে
চতুর্থ	Lyric Poetry	নৃত্যলাল মল্লিক
পঞ্চম	Liberty	প্যারীলাল গুপ্ত
ষষ্ঠ	The Nobility of Rome, England and India compared	প্রসাদদাস মল্লিক
সপ্তম	History	পুলিনচন্দ্র রায়
অষ্টম	Whether Virtue and Happiness are equally attained by the rich or the poor	রমানাথ দত্ত

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা বা প্রবন্ধ-লেখক
নবম	Hindu Drama	রাখালদাস শীল
দশম	Whether misery is always wedded to guilt	তুলসীদাস দত্ত
একাদশ	How far is Jurisprudence based upon Ethics and Moral Philosophy	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
দ্বাদশ	Duties	সি গ্রেগরী
ত্রয়োদশ	Does Friendship exist among different Ages, Sects, Religions	কুঞ্জবিহারী ধর
চতুর্দশ	Whether a Bengalee will be a good Soldier or not	লালমাধব মুখোপাধ্যায়
পঞ্চদশ	Whether marriage or single life is preferable	মাধবলাল শীল
ষোড়শ	To compare Ancient and Modern Oratory	নৃত্যলাল মল্লিক

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি রেভারেণ্ড লং সাহেব এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাকক মহাশয় কর্তৃক-কার্য-বিবরণ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়—"The duties of educated natives to their uneducated countrymen at the present crisis" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত রেভারেণ্ড লঙের বক্তৃতার মর্ম

আমি আপনাদের ক্লাবের এই অধিবেশনে যে বিষয়ে বলিব বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহা "অশিক্ষিত ভারত-বাসীদের প্রতি শিক্ষিত দেশবাসীর

কর্তব্য" সম্বন্ধে। আমাদের বর্তমান সময় সঙ্কটপূর্ণ সময়, কারণ যে সব ইংরেজ ভারতবর্ষকে নিজের দেশ মনে না করিয়া মাত্র হোটেল বলিয়া বিবেচনা করে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; সাদা ও কালোয় রেষা-রেষির ভাব জন্মিয়াছে; বিভিন্ন স্থান হইতে এই মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ২০ কোটি ভারতবাসীর মঙ্গল নয়, কিন্তু মুষ্টিমেয় বিদেশীর স্বার্থরক্ষাই শাসনকার্যের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদকের মত লেখকেরা সাহসের সঙ্গে স্বদেশবাসীর সমর্থনে লাগিয়া গিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে,—দেশবাসীর মধ্যে তাঁহাদিগকেই প্রথম ইয়োরোপীয়দের বিরোধিতা সহিতে হইতেছে; ইস্কুল-কলেজ সংখ্যায় বাড়াতে যত চাকুরী আছে তাহার চেয়ে বেশী প্রার্থী হইয়াছে;—সমগ্র বাংলা দেশেই যেন একটা যুগ-পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে এবং এক্ষণে শিক্ষিত ও জমিদার সম্প্রদায়কেই নিজেদের কথা জানাইতে অক্ষম শত শত রায়তদের রক্ষকরূপে দাঁড়াইতে হইবে।

আপনাদের নিকট বক্তৃতা করিতে আসিয়া সর্বাগ্রে আমার এই কথা মনে পড়িতেছে যে, আপনারা যাঁহারা ইংরেজী লিখিতে পারেন ও বিখ্যাত লোকদের লেখা উপভোগ করেন ও অন্যদিকে আপনাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি যারা লেখাপড়ার কোন ধার ধারে না,—এই উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলার গ্রাম্য জনগণের শতকরা ৯৮ জন মাতৃভাষায় সাধারণ বইও পড়িতে পারে না। সুতরাং নীলকুঠিতে তাহাদগকে যে মিথ্যা ঋণের দায়ে দায়ী করা হয় বা মহাজন ও যথেচ্ছাচারী জমিদার তাহাদিগকে পীড়ন করে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। লর্ড বেকন বলিয়াছেন "জ্ঞানই শক্তি।" আশা করি আপনারা জনগণের শক্তি সঞ্চারে সহায়তা করিবেন।

বর্তমান সময়ে সর্বত্রই জনগণের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইংল্যণ্ডে নিম্নশ্রেণীর দুঃখ দূর করার কার্য গর্বের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানকার ইংরেজদের সম্বন্ধেও সে কথা বলিতে পারিলে খুসী হইতাম। কিন্তু স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে গা করেন না। শিক্ষিত বাঙালীকে প্রায়ই এই বলিয়া নিন্দা করা হয় যে, তাহার সাহস নাই।

সে চিন্তা করে জ্ঞানীর মত কিন্তু কাজ করে অর্বাচীনের মত। আশা করি এই নিন্দার কারণ দূরীভূত হইবে।

এই সম্পর্কে আমি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে আগ্রায় কি কাজ হইতেছিল তাহা উল্লেখ করিতে চাই। ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে বারাণসী থাকা কালে আমি যে রোজনাম্চা রাখিয়াছি তাহা হইতে বলিতেছি।

(১) উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চাষীর সম্পত্তি নিরাপদ্

চাষীর জমি যত ক্ষুদ্রই হোক্, বাংলার মত সেখানে তাহা জমিদার বা নীলকর যথেচ্ছভাবে কাড়িয়া লইতে পারে না। এইরূপ নিরাপত্তা ব্যতীত জনগণের সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সম্ভব নহে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নীলকরগণ বাংলার নীলকর ও স্থানীয় ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে বিপদের কারণ বুঝিতে পারেন না। কারণ সেখানে নীলকর বাংলার মত অত্যাচার করিতে পারে না। এমন কি বারাণসীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকিলেও, বারাণসী রেসিডেণ্ট জোনাথন ডানকানের চেষ্টায় চাষীর অধিকারসমূহ স্বীকৃত ও রক্ষিত হইতেছে।

(২) সরকারী অবিচলিত নীতি হইতেছে জনগণকে লেখাপড়া শিখানো

ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য কলেজসমূহ স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকার নিজে প্রণোদিত হইয়া গ্রাম্য ইস্কুল স্থাপনে উৎসাহ দিতেছেন। এই সব ইস্কুলে চাষিগণ নৈতিক শিক্ষা ও অত্যাচারী জমিদার বা রাজকর্মচারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় শিক্ষা করিতেছে। এক বারাণসী কেন্দ্রের ইস্কুলগুলিতেই ১০,০০০ ছাত্র পড়িতেছে; আর চাষীদের এই সব ইস্কুলের সাহায্যকল্পে জমিদারগণ সরকারের ইঙ্গিতে সম্পত্তির উপর ১% কর দিতে সম্মত হইয়াছেন। আগ্রা বিভাগে এইরূপে জমিদারদের নিকট হইতে প্রায় অর্ধ লাখ টাকা পাওয়া গিয়াছে—আমাদের বাংলার জমিদারেরা এ বিষয়ে কিছু করিয়াছেন কি? বর্ধমান-রাজ তাঁহার বাৎসরিক ৪০ লাখ টাকা আয় সত্ত্বেও কোন খানে একটি ইস্কুল খুলিয়াছেন কি? এই আন্দোলনের জন্য জেলসমূহ হইতেও

কাজ আদায় করা হয়; আগ্রা জেলে ৫৪টি লিথো ছাপাখানা আছে, তাহা হইতে ইস্কুলপাঠ্য ২৫।৩০ হাজার খণ্ড পুস্তক ছাপা হইতেছে; গত বৎসর এইরূপে বই ছাপাইয়া কয়েদীরা ২২,০০০৲ টাকা পাইয়াছে। এক এক খণ্ড মানচিত্র ।/০ আনা দরে ও ভাল গ্লোব ৫৲ টাকা দরে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। সরকার ইস্কুলপাঠ্য হিন্দী ও উর্দু পুস্তকসমূহ এক এক সংস্করণে ২০ হইতে ৫০ হাজার খণ্ড পর্যন্ত ছাপিতেছেন—একমাত্র অভিযোগ তবু এই যে, যত দরকার তত বই ছাপা হইতেছে না। শিব প্রসাদ নামে একজন ইস্কুল ইন্‌স্পেক্টর একা মাতৃভাষায় ৩৬টি বিভিন্ন পুস্তক অনুবাদ অথবা প্রণয়ন করিয়াছেন ও সকলগুলিই বেশ বিক্রী হইতেছে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রধান প্রধান সকল শহরে সরকার মাতৃভাষায় প্রণীত পুস্তক বেচিবার জন্য পুস্তকের দোকান খুলিয়াছেন। এইরূপ দোকানের সংখ্যা ১১২। বইয়ের কাট্তি ক্রমেই বাড়িতেছে। কোন কোন বহি সচিত্র।

আগ্রা, মিরাট, আজমীড় ও বারাণসী প্রত্যেক স্থানে একটি করিয়া নর্মাল ইস্কুল চলিতেছে। বারাণসীর ইস্কুলটি ছয় মাস পূর্বে কমিশনার এইচ সি টাকার মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে ও সরকার উহার জন্য ১,২০০ টাকা সাহায্য করিতেছেন। গত ১৮৫৭ সনের ১০ই জানুয়ারীতে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর নেতৃত্ব করেন এবং বিভিন্ন ইস্কুল হইতে ১৮৬ জন শিক্ষক এবং আমলা ইত্যাদির পদপ্রার্থী ৪০ জন পরীক্ষা দেন। উচ্চশ্রেণীকে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর তাহাদের মাতৃভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইউক্লিডের ৪ ভাগ, গ্লোব, হিন্দী ও উর্দু হইতে অথবা হিন্দী ও উর্দুতে অনুবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার্থিগণ সুন্দর সুন্দর মানচিত্র, পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের জরীপ, শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতার শ্রুতিলিপি দেখান; একজন ছাত্র টিন দিয়া অতি সুন্দর একটি গ্লোব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইহুদিদের ইতিহাস ও পরিমিতিও (মেনস্যুরেশন) ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় ছিল।

আমি দুইটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত দেশবাসীদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের দুইটি বাধা

রহিয়াছে ; (১) কেরাণীত্ব ও মুখস্থ বিদ্যা ; (২) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টির অভাব ; কৃষি-বিভাগ, সংস্কৃত, সমাজবিজ্ঞান ও স্বদেশীয় ভাষা। সৌভাগ্যবশত কেরাণীর প্রভাব ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। কেরাণীর অনেক কাজ ভবিষ্যতে যন্ত্র দ্বারা করা সম্ভব হইবে। নকল করায় কোন বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না—রামের বানরেরা কেরাণীকুলের অঙ্কুর।

কেরাণীত্বের পরিবর্তে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিংএর বিভিন্ন বিভাগ—রেলপথ, বাষ্পচালিত এঞ্জিন, যানবাহন—কত কার্যের পথই না উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে! আমি আপনাদের দৃষ্টি শিল্প-শিক্ষালয়ের দিকেও আকৃষ্ট করিতে চাই, তাহাতে অঙ্কন, কাঠের উপর কাজ, ছাঁচ ও মূর্তি তৈরী প্রভৃতি যে সব বিষয়ে ইতালি প্রসিদ্ধ সেগুলি শিখানো হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় কলিকাতার মত শহরে কোন ভাল দেশী বাড়ী তৈরীকারক ও শিল্পী নাই, ইয়োরোপীয়দের কাছে যাইতে হয় এবং তাহারা নিজেদের কাজের জন্য উচ্চ মূল্য চাহিয়া বসে যেন তাড়াতাড়ি বেশ মোটা টাকা হাতে করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায় জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিতগণের সহানুভূতির অভাবের একটি কারণ এই যে, কেরাণীদের সংস্পর্শ শুধু পুস্তকের সঙ্গে, মানুষের ও প্রকৃতির সঙ্গে নয়। অনেকগুলি বই পড়িলেই তাহাকে বিদ্বান্ বলিয়া বিবেচনা করা ভুল। আরিষ্টটল, কালিদাস, মহম্মদ ইঁহারা প্রকৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অনেক নিরক্ষর চাষীর জ্ঞানের কাছে কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ লজ্জা পাইবে, ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।

জাতীয় উন্নতির পক্ষে অন্য এক বাধা হইতেছে সরকার-প্রবর্তিত শিক্ষা দিবার প্রণালী। এই প্রণালী খালি মুখস্থ করা, কোন রকমে পরীক্ষায় পাশ করা শিখাইয়াছে। কাজেই ছেলেরা পাশের পর আর পড়াশুনা করা দরকার বলিয়া মনে করে না। অন্য একটি কুফল এই যে, ইয়োরোপীয় শিক্ষকগণ এদেশীয়দের আচারব্যবহার ও ভাষা না জানায় এবং তৎ-সম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হওয়ায় এদেশীয় উদাহরণ ইত্যাদি দিয়া কোন বিষয় বুঝাইতে পারেন না। তাহাতে ছেলেদের জ্ঞানের পিপাসার কিরূপে উদ্রেক হইবে!

কালিদাস যে দেশে জন্মাইয়াছেন সেই দেশের লোককে গ্রাম্য দৃশ্য ও কৃষিকার্যের মর্যাদা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। কৃষিতে শুধু টাকা আনা পাই লাভ করা যায় না, সাধারণ জনগণের সংস্পর্শে আসিবার সুবিধাও হয়। আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলার গাছগাছড়া সম্বন্ধে নোট লইয়াছিলাম। সে সময়ে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য আমাকে প্রায়ই চাষীদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইত এবং আমি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি বাংলার কৃষকের বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ-শক্তি বিলাতী কৃষকের চেয়ে অনেক বেশী। এইরূপে আমি ইহাও জানিতে পারি যে, তাহারা টাকাকড়ি ছাড়া অন্য কথাও ভাবে। ইহাতে আমি তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছি। শিক্ষিত জমিদারেরা যদি কৃষি-বিজ্ঞানে দক্ষ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাদের সম্বন্ধে আরো বেশী খোঁজখবর রাখিতেন। চীনের সম্রাট্ বৎসরের একদিন নিজে লাঙ্গল চালনা করেন। বিলাতে মহারাণীর স্বামীর ক্ষেত ও বাগান আছে। এ দেশে জাতিভেদ এ বিষয়ে অন্তরায় বটে। কিন্তু বারাসতের ব্রাহ্মণ-বালকেরা বাগান তৈরী করিয়া পথ-প্রদর্শন করিয়াছে। কিছুকাল আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরাও বাগান তৈরী করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু করে নাই। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলে পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইলে ভাল হয়। কৃষি-রসায়ন অধ্যয়ন করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় গোবরের কথায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া ময়লা বলিতেন না। স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণি এমন কি রুশিয়াতেও কৃষি-রসায়ন শিখাইবার অধ্যাপক মোতায়েন আছেন। বাংলার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও মধ্যযুগে আছেন, এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই। আমি নিজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে এক সহজ পুস্তক তৈরী করিয়া তাহা বাংলায় অনুবাদ করাইয়াছি; তাহার ৩,০০০এর বেশী খণ্ড বিক্রী হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বালকেরা এ বিষয় উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতেছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। আবার এমন এক শিক্ষক আছেন যিনি ইংরেজীর একবর্ণও না জানিয়া যে কোন দেশীয় গাছ-গাছড়ার কথা বলিতে পারেন।

আপনাদের প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ রহিয়াছে, সংস্কৃত শিক্ষায় আপনাদের কখনো উদাসীন হওয়া উচিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন টোলগুলি উঠিয়া যাইতেছে এবং যুবক বাংলা ভারতীয় প্রাচীন সমস্তই জঞ্জালস্বরূপ বিবেচনা করিতেছে, তখন ইয়োরোপে ও আমেরিকায় সংস্কৃতের আদর বাড়িতেছে, সেখানে ৩৩ জন সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, মূল্যবান্ সংস্কৃত বহি সকল প্রকাশিত হইতেছে। আমার দুঃখ এই জার্মাণি, রুশিয়া অথবা ফ্রান্সের চেয়ে ইংল্যণ্ডে এ বিষয়ে চর্চা কম। হিন্দুগণ সহজে সংস্কৃত শিখিতে পারেন, কারণ বাংলার ৯/১০ অংশ সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ প্রকৃতপক্ষে তিন মাসে শিখা যায়। অধ্যাপক উইলিয়ামসের ইঙ্গ-সংস্কৃত ব্যাকরণ এ বিষয়ে বেশ সাহায্য করিবে। কাব্যামোদী ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত জ্ঞান বিফল হয় না। আমি নিজে রামায়ণের অনেকাংশ এবং ভারতের ওয়ার্ডসওয়ার্থ কালিদাসের গ্রন্থাবলী সংস্কৃতে পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহার তুলনা নাই। সংস্কৃতে অশ্লীল কবিতাও আছে বটে। কিন্তু প্রাচীন ইংরেজী উপন্যাস বা কাব্যে নাই কি? বাংলায় অনুবাদ বা রচনার পক্ষে সংস্কৃত বিশেষ সাহায্য করে, তাহা বলাই বাহুল্য। পারিভাষিক সমস্ত শব্দ সংস্কৃত হইতে লওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা বাংলায় গ্রহণ করা যায়। আমি গত কয়েক বৎসর সংস্কৃত আলোচনার পর এই বুঝিয়াছি যে, খুব অল্প বাঙালী টমসনের শীত (উইন্টার) বা গোল্ডস্মিথের ভিকার অব্ ওয়েকফিল্ড বুঝিতে পারেন, কিন্তু কালিদাসের ঋতুসংহার বা শকুন্তলা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে বুক অব্ জোবের (এক আরব দলপতির মানসিক ইতিহাস) সহিত সমসাময়িক ঋগ্বেদের ও সলোমনের প্রবচনাবলীর সহিত বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশের তুলনা চলিতে পারে। আমার স্বদেশীয়গণ যখন যাহা কিছু প্রাচ্য তাহাই রুচিবিগর্হিত ও বর্বর বলিয়া গালি দেন, তখন আমি এই উত্তর দেই যে দেখ বাইবেলও প্রাচ্য, সুতরাং তোমরা নিজের ধর্মকে গালি দিতেছ। বাংলার গ্রামবাসীরাও কত সহজে বাইবেলের কথা বুঝিতে পারে তাহা শুনিয়া কলিকাতার ইয়োরোপীয়গণ আশ্চর্যান্বিত হয়।

ইদানীং বিলাতে জনগণের সামাজিক অবস্থার আলোচনা চলিতেছে। যে বিজ্ঞান সামাজিক সম্বন্ধ আলোচনা করে তাহার নাম সমাজ-বিজ্ঞান (সোসিওলজি)। বিলাতে সমাজ-বিজ্ঞান সমিতি এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড ব্রার্ডহাম, ষ্টানলি, আর্ল অব্ শাফ্‌ট্‌সবারি পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। আশা করি এদেশীয় কৃতবিদ্যগণও এই বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইবেন। এই সকল বিদ্যার ব্যাপারীরা ভারতকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। শুধু ভারতের নয়, এশিয়াবাসীর প্রতি এই কুসংস্কার। ওয়ার্ড প্রণীত একাউণ্ট অব্ দি হিণ্ডুস একখানি উৎকৃষ্ট বই। কিন্তু উহাতে বাঙালী সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা পড়িলে ঘৃণা হয়।

সমাজ-বিজ্ঞানের জন্য আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি—

১। হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন—উহাতে প্রাকৃতিক নিয়ম কতটা কথিত হইয়াছে, আর সমাজের উন্নতির সম্ভাবনাই বা কতটা।

২। বাংলায় বর্তমান হিন্দু-সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি—৩৬টি বংশানুক্রমিক বর্ণ সম্বন্ধে গবেষণা।

৩। হিন্দু-সমাজের উপর মুসলমান ও ইংরেজ-বিজয়ের প্রভাব।

৪। মনুর শাসন স্বাভাবিক কারণে কতদূর পরিবর্তিত হইয়াছে।

৫। হিন্দু-সমাজের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব।

৬। বাংলার বর্তমান শিক্ষালয়সমূহের সামাজিক প্রভাব।

৭। রেলওয়ে হিন্দু-সমাজের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিবে।

৮। বাংলার তুলনায় উড়িষ্যার হিন্দু-সমাজের অবস্থা।

৯। মিষ্টার ওয়ার্ডের পুস্তকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও গত ৫০ বছরে এদেশীয়দের সামাজিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে।

১০। কলিকাতার হিন্দু-পরিবারসমূহের ইতিহাস।

১১। কি অবস্থায় এদেশীয়দের বিদেশীয় আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করা উচিত ও তাহা তাহারা কতদূর করিয়াছে।

১২। এদেশীয়দের গৃহের আকৃতি ও কতজন লোক থাকে।

১৩। পূর্বের সঙ্গে তুলনায় বর্তমানে হিন্দু-সমাজে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাধারণত আলাপাদি হয়।

দেশীয় ভাষায় শিক্ষা না দিয়া, ইংরেজীতে শিখাইবার ফলে স্কুলের বালকেরা কোন বিষয় ভাল করিয়া শিখিতে পারে না এবং শিখাইতেও অনেক সময় লাগে। যেমন ইংরেজীর মধ্য দিয়া শিক্ষায় দেশের লোক ইতিহাসও শিখিতেছে না, ইংরেজীও শিখিতেছে না। বাংলার মধ্য দিয়া ঐ দুই বিষয় অতি অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে শিক্ষা করা যাইতে পারে। বর্তমানে বাংলার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উল্লেখ

এই অধিবেশন সম্বন্ধে ১২৬৬ সালের ৩১শে বৈশাখের (১৩ই মে, শুক্রবার, ১৮৫৯ খৃঃ) "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" নিম্নলিখিত সংবাদ বাহির হয়—

"অদ্য রজনী সাড়ে সাত ঘটিকা সময়ে ফেমিলি লিটররি ক্লাব নামক সভার দ্বিতীয় বার্ষিক বৈঠক হইবেক। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনচন্দ্র রায় এক প্রস্তাব পাঠ করিবেন। তন্মর্ম এই যে, বিদ্রোহিতা সময়ে বাঙালীদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে কোন্ ব্যক্তি কি প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

পুলিনবাবু এই বক্তৃতাটি ইংরেজী ভাষায় দেন। সভার কার্য-বিবরণে ইহা ছাপা হইয়াছে। ঐ বিবরণী ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী।

পুলিন বাবুর বক্তৃতার মর্ম

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতবাসীদের উপর ইংরেজরা বিশ্বাস হারাইয়াছিল এবং ইংরেজী শিক্ষাকে তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী করিয়া ইস্কুল-কলেজের সংখ্যা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা গিয়াছিল। ইহারই সমালোচনা করিয়া বক্তা বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি ইংরেজী সাহিত্যের স্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা সমীচীন হইবে না। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা-প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমা উচিত নয়।

কারণ দেশের লোককে এইরূপে শিক্ষিত করিলে এবং তাঁহারা নানা প্রকার উচ্চ রাজকার্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত হইলে, দেশের অসন্তোষ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা এবং গভর্ণমেণ্টও রাজ্যশাসনে দেশের লোকের সহায়তা পাইবেন।

তৃতীয় বর্ষের কার্য-বিবরণ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। তবে ষষ্ঠ বর্ষের রিপোর্টের প্রারম্ভে ৫ম বর্ষের বার্ষিক সভার বিবরণ আছে।

পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় বড়বাজার ৭০নং ক্রস ষ্ট্রীটস্থ ৺রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের গৃহে ফ্যামিলি লিটররী ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সহকারী সভাপতি আশুতোষ ধর মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় গত বর্ষের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, মিঃ এম্ ক্যামেল* "The Origin and Progress of Civilization" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। পরে এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সমাগত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ও সভাপতি মহাশয় আলোচনা করিলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ বর্ষের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীর তালিকা

ষষ্ঠ বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভ্যসংখ্যা ৪৮ জন ছিল। এই বর্ষে দশটি বক্তৃতা ও তুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয় নিম্নে সেগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল—

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
দ্বিতীয়	Whether the Laws of Lycurgus were beneficial to the Spartans	মাধবলাল শীল
তৃতীয়	The Social, Moral and Intellectual condition of the Natives of Bengal	রাখালদাস শীল

* ইনি গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের অন্যতম সহকারী সভাপতি।

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
চতুর্থ	The Influence and Time considered as Talents	মিঃ এম্ ক্যামেল
পঞ্চম	The Influence of Time and Place on legislation	আশুতোষ ধর
ষষ্ঠ	The Duties of Man after School-life	তুলসীদাস দত্ত
সপ্তম	The Advantages of Studying Moral Philosophy	নৃত্যলাল মল্লিক
অষ্টম	The Morality and Immorality of the Soul	রাধাবল্লভ দাস
দশম	The Steam Engine	মতিলাল ধর
একাদশ	The Administration of Warren Hastings	কেদারনাথ দত্ত
দ্বাদশ	The Manners, Customs and Duties of the English and Native Females	প্রসাদদাস মল্লিক

প্রবন্ধ

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
প্রথম	Jurisprudence	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী
নবম	The Law of Primogeniture	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য

সভার সভাপতি রেভারেণ্ড জে লং সাহেবের অনুপস্থিতিতে ক্যাপটেন পামার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে সুপ্রসিদ্ধ কাউয়েল সাহেব (E. B. Cowell M. A.) গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভাপতি মনোনীত হন।

ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য-বিবরণীর শেষে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"The Members, while they congratulate themselves in this respect, feel that they can lay claim to the credit of having done some good, and of having prepared the way for greater. They feel that the multiplication of Associa-

tions like theirs can have but one result—unmixed good to the country. May their fond hopes be speedily realized."*

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে শুক্রবার, রাত্রি আট ঘটিকার সময় পূর্বোক্ত মল্লিক-ভবনে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয়। ই বি কাউয়েল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভ্যগণ ব্যতীত, এই অধিবেশনে বহু ইয়োরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রমহোদয় উপস্থিত হন। কার্য-বিবরণ পাঠের পর, রেভারেণ্ড ই ষ্টোরো (Rev. E. Storrow) "The Responsibilities and Duties associated with Knowledge and Wealth" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত রেভারেণ্ড ষ্টোরোর বক্তৃতার মর্ম

রেভারেণ্ড ষ্টোরোর বক্তৃতার মর্ম নিম্নরূপ—

জগতে প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন কাজে লাগে। অচেতন পদার্থ-সমূহেব নিজেদের কোন সার্থকতা নাই—বিভিন্ন জীবজন্তুর উপকার করিতে পারে বলিয়াই উহাদের সার্থকতা। চেতন পদার্থ সম্বন্ধে বলা চলে যে, উহাদের মধ্যে সুখী ও সার্থক হইবার উপাদান রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহারা নানা স্তরে বিভক্ত। নিম্নস্তরের প্রাণিগণ উচ্চস্তরের প্রাণিসমূহের খাদ্যস্বরূপ হইয়া থাকে, অথবা অন্য প্রকারে উচ্চস্তরের প্রাণিসমূহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে।

সমুদয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে মানুষ শুধু আহরণেই মহত্ত্ব ও বৈচিত্র্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হয় না, আহরিত বস্তুর এমন ব্যবহার করিতে সে সমর্থ যে তদ্দ্বারা অন্য বহু প্রাণী উপকৃত হয়। এই সম্পর্কে জ্ঞান ও ধনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্ঞানের আহরণে

* ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য-বিবরণ, পৃঃ ৫

মানুষ উন্নত হয়, সুখ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বটে এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। লোকে সাধারণত জ্ঞান বা ধনকে অন্য চোখে দেখে; তাহারা জ্ঞানকে মনে করে উচ্চ পদ ও শক্তি লাভের সোপান মাত্র। আর ধনকে মনে করে অলস ও বিলাসী জীবনযাপনের উপায়। অনেকেই ভাবে, 'আমরা যদি ধনী হইতাম, আমরা একেবারেই কাজ করিতাম না; বাবুগিরি করিতাম, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতাম, অনেক অনুচর রাখিতাম আর লোকেরা সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভয় করিত'। কিন্তু ধনের অধিকারী হওয়া মানেই যে পরের উপকারের জন্য ধনের ব্যবহার করিতে হইবে, একথা তাহাদের মনে হয় না। বিদ্যা-দানের মস্ত সুবিধা এই যে, উহা দান করিলে কখনো কমে না। আমাদের সুখের মূল্য আমাদের নিকট যেমন বেশী, অন্যদের সুখও তেমনি তাহাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান্। সুতরাং অন্যের সুখ-সম্পাদন করিতে গিয়া যদি আমাদের সুখের কিঞ্চিৎ হ্রাসও হয়, তথাপি আমরা উহার পরিবর্তে অনেক বেশী আনন্দ পাই। মানুষ তাহার কৃতকার্য অনুসারে ফললাভ করে একথা প্রায়ই সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধনী এবং জ্ঞানবান্ হইয়াও শুধু আত্মসুখেই মগ্ন থাকেন, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে অথবা লোকদের সুখ-বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট না হন, ন্যায়বান্ ভগবান্ তাঁহার প্রতি কখনো প্রসন্ন হইতে পারেন কি? কোন্ জীবন মহত্তর? যে জীবন শুধু আত্মতুষ্টিতে রত তাহা, না যে জীবন পরের অধিকতম সুখ-সাধনে রত তাহা? ধনী ব্যক্তি দানশীল ও হৃদয়বান্ হইলে কত না উপকার করিতে পারেন। যেখানে ইস্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির ন্যায় কোন শুভকর প্রতিষ্ঠান নাই সেখানে উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি বহু লোকের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন।

সপ্তম বর্ষ

সপ্তম বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভ্য-সংখ্যা ৫১ জন ছিল। এই বর্ষে সাতটি বক্তৃতা ও ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছয়টি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম ও দশম দুইটি বাংলায় লিখিত হয়, বাকী ৪টি ইংরেজীতে।

সপ্তম বর্ষের প্রবন্ধ ও বক্তৃতার তালিকা

নিম্নে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হইল—

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
পঞ্চম	The distinction of Caste	ভুবনেশ্বর মুখার্জি
ষষ্ঠ	Polygamy	রাধাবল্লভ দাস
সপ্তম	The character and position of the Ancient and Modern Armenians	মিঃ এম্ ক্যামেল
নবম	Lord Macaulay's portrait of the Native	কেদারনাথ মৈত্র
একাদশ	The follies of the people of Ghose Parah	রাখালদাস শীল
দ্বাদশ	The Berongonah Kabbo	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
ত্রয়োদশ	The Agricultural Exhibition of 1864 at Belvedere	তুলসীদাস দত্ত

প্রবন্ধ

অধিবশন	বিষয়	লেখক
প্রথম	The Uses of Wealth and Knowledge	মাধবলাল শীল
দ্বিতীয়	The best system by which Hindoo Females are to be educated	প্রসাদদাস মল্লিক
তৃতীয়	The comparative benefits conferred upon the world by the ancient Greeks and Hindoos and the question which of the two succeeded better in the cultivation of Literature, Science and the Arts	রাখালদাস শীল
চতুর্থ	What bars the social improvement of Bengal	নৃত্যলাল মল্লিক

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
অষ্টম	Whether Imperial, Democratic, Aristocratic or the Present Form of Government is preferable for Bengal	মহেন্দ্রলাল শীল
দশম	The life and character of the late Baboo Ram Mohan Mullick of Burra-Bazar	মাধবলাল শীল

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ শুক্রবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হয়। W. Wyllys Gannett নামক একজন আমেরিকাবাসী সওদাগর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক মহাশয় গত বর্ষের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, রেভারেণ্ড সি এইচ্ এ ডাল এম্ এ মহাশয় "Laws of True Life" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধকর হয়। মাননীয় মৌলভী আবদুল লতিফ্ খাঁ বাহাদুর সভার পক্ষ হইতে বক্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তুলসীদাস দত্ত মহাশয় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন—"গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ দিন দিনই উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছে। এই উন্নতির জন্য ইহার যোগ্য সম্পাদক প্রসাদ বাবু আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ সপ্তম বর্ষ অতিক্রমপূর্বক অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। কলিকাতায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক সভাসমিতির উদ্ভব হইয়া কিছুদিন পরেই তাহাদের বিলোপ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের এই সাহিত্য-সমাজ দেশীয় ও ইয়োরোপীয় সভ্যগণ-সমবায়ে ক্রমশই সাধারণের আনন্দ-নিকেতন হইতেছে।"

ইহার পর মিঃ টমাস জোন্স নামক একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক বলিলেন "রেভারেণ্ড মিঃ ডালের বক্তৃতা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। এই সাহিত্য-সমাজ দ্বারা দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যক্তিবর্গের

মধ্যে ভাববিনিময়ের যে সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার সুফল আমরা উপভোগ করিয়া উপকৃত হইতেছি। অদ্যকার সভায় আমার স্বজাতীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। আমার মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানের কার্য ভালভাবে চলিলে ভবিষ্যতে দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা স্থায়ী প্রীতির ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আমি আশা করি, দেশীয় ভদ্রমহোদয়গণ আরও ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সহিত মেলামেশা করিবেন। আমার গৃহে আপনারা শুভাগমন করিলে আমি অধিকতর আনন্দিত হইব।"

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত 'মিঃ ডালে'র বক্তৃতার মর্ম

নিম্নে ডাল সাহেবের বক্তৃতার সার-মর্ম প্রদান করা গেল—

প্রকৃত জীবনের নিয়মাবলী

মানুষের জীবনেই ধীরে ধীরে ভগবানের প্রকাশ ঘটে। মানুষ তাঁহারই প্রতিকৃতিস্বরূপ হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করে। ভগবান্ অনন্ত কর্মী, চিন্তাশীল, প্রেমিক ও ভক্ত, আর মানুষ সান্ত কর্মী, চিন্তাশীল, প্রেমিক ও ভক্ত—উভয়ে এই পার্থক্য রহিয়াছে। বৃদ্ধি, উন্নতি, শিক্ষা হইল মানুষের স্বভাব। কখনো কখনো অধোগতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র। কেহ কেহ জীবনে দুইটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন—শ্রম ও প্রার্থনা। উহার সহিত আরো দুটি কেহ জুড়িয়া দিয়াছেন, প্রেম ও চিন্তা ও কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রেম ও আনন্দ পরস্পর সম্বদ্ধ।

কবি বলিতেছেন, বড় লোকদের জীবনী আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের জীবনকেও আমরা উন্নত করিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, কিরূপে? কোন্ পথে? আমি এই প্রকৃত জীবনের চারিটি মূলসূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছি। এগুলি কি এবং এগুলির দ্বারা কি পাওয়া যায় তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

১। দেশ, ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে প্রথম বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক অনুভব-শক্তি। শিশুদের এমন একটা বয়স থাকে যখন তাহাদের কোন

দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে না, তখন তাহারা শুধু হাসিয়া খেলিয়া আনন্দে ও নির্ভাবনায় সময় কাটায়। এই সময়টাই হৃদয়ের চর্চা করিবার বিশেষ সময়। সেই দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশুর হাসিখেলা বন্ধ করা উচিত নহে। বরং তাহার যত বেশী সংখ্যক মনোবৃত্তির চর্চা হইবে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। ভগবান্ সম্বন্ধে অনুভব প্রথম স্পষ্ট করা আবশ্যক।

২। দ্বিতীয় নিয়ম হইল বিশ্বাস। অনুভবের পর বিশ্বাসের চর্চা করা দরকার। শিশু একটু বড় হইলেই তাহার ভয় প্রভৃতি নানা প্রকার সংস্কার জন্মে, সে কল্পনায় নানা সম্ভব অসম্ভব বিষয় ভাবে, অসম্ভব গল্প শুনিতে ভালবাসে। এ সব বিশ্বাস। মানব-জীবনের উন্নতির জন্য ভগবৎ-বিশ্বাস সোপনস্বরূপ।

৩। তৃতীয় মূলসূত্র হইল বুদ্ধি। বুদ্ধির চর্চা ব্যতীত সত্যের অনুসন্ধান হয় না। বিশ্বাসকে বুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধির বিকাশ ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

৪। ভালবাসা, বিশ্বাস, জ্ঞান ব্যতীত শক্তিরও প্রয়োজন। শুধু ভালবাসা বা বিশ্বাস বা জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তদনুসারে জোরের সহিত কাজ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। শক্তি দ্বারা শুধু যে বাহিরের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার উপর জয়লাভ করা যায় তাহা নহে, অন্তরের শত্রুসমূহকেও পরাজিত করা যায়।

এই মূলসূত্রগুলির প্রত্যেকটিই তুল্যমূল্য। কিন্তু জীবনে ইহাদের সামঞ্জস্য করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়, নচেৎ নহে। প্রকৃত জীবন বিকাশের পক্ষে কোনটিকে অধিক গুরুতর মনে না করিয়া সকলগুলির সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হইতে হইবে।

অষ্টম বর্ষ

আলোচ্য বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের আট জন নূতন সভ্য নির্বাচিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ টি বেরেনি সভাপতি, এবং আশুতোষ ধর ও মনস্তত্ত্ব-সারসংগ্রহ-প্রণেতা রাধাবল্লভ দাস ইহার

সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরে কার্যব্যপদেশে রাধাবল্লভবাবু রেঙ্গুন গমন করায়, পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার স্থলে সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন।

এই বর্ষে সভাপতি ডাঃ বেরিনির প্রস্তাবানুসারে চতুর্দশ নিয়মটি পরিবর্তিত হয়। পূর্বে এই নিয়মানুসারে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যতীত সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হইতে পারিত। কিন্তু ঐ নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া স্থির হয় যে, ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ও গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে আলোচিত হইতে পারিবে।

অষ্টম বর্ষের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীর তালিকা

অষ্টম বর্ষে দশটি বক্তৃতা প্রদত্ত ও তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় ও অষ্টমটি বাংলায় লিখিত। নিম্নে প্রবন্ধ ও বক্তৃতার তালিকা প্রদান করা গেল—

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
দ্বিতীয়	The Present Condition of Education in Bengal	নৃত্যলাল মল্লিক
চতুর্থ	What is Truth	ডাঃ টি. এইচ বেরিনি
পঞ্চম	The Theories of Caste	পুলিনচন্দ্র রায়
ষষ্ঠ	The Fine Arts compared with the English and Indian	রাখালদাস শীল
সপ্তম	Atonement in general and the Christian Atonement in particular	ডাঃ টি এইচ বেরিনি
নবম	How to improve a Man's Condition	তুলসীদাস দত্ত
দশম	Geology	কেদারনাথ দত্ত
একাদশ	The proper System of Training a Child	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
দ্বাদশ	Opium—the propriety and impropriety of its use	মথুরানাথ মুখার্জি
ত্রয়োদশ	The Effects of Drinking	প্রসাদদাস মল্লিক

প্রবন্ধ

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
প্রথম	Man is a Progressive Being	রাধাবল্লভ দাস
তৃতীয়	The Views of Benares	বিহারীলাল দে
অষ্টম	Osteology with Experiments	চণ্ডীচরণ চক্রবর্তী

অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল, শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময়, গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjee) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভ্যগণ ব্যতীত যে সমস্ত ভদ্রলোক সভায় যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে কার্য-বিবরণীতে নিম্নলিখিত কয়জনের নাম পাওয়া যায়। কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল, ডাঃ ডবলিউ রব্‌সন, রেভারেণ্ড সি এইচ্ এ ডাল এম্ এ, মিঃ জি অলিভার, লালমোহন মল্লিক, শিবচন্দ্র নন্দী, প্রিয়নাথ দত্ত, আনন্দলাল মল্লিক, কালীপ্রসন্ন সেন ও হরিমোহন রায়।

সম্পাদক মহাশয় গত বর্ষের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, সভা কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার পর, সভাপতি মহাশয় রেভারেণ্ড জে মুলেনস্ ডি ডি মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর রেভারেণ্ড মুলেনস্ সভাপতি মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া "Indian Architecture" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করে। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যেও মন্দিরাদি নির্মাণের যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, সুবিজ্ঞ বক্তা তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া, সুন্দর সুন্দর চিত্র সহযোগে সেগুলি প্রদর্শন করেন। এই সম্পর্কে কাশীর বিশ্বেশ্বরের

মন্দির, মথুরা ও বৃন্দাবনের মন্দির, রামেশ্বরের মন্দির, ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা এবং অন্যান্য মন্দিরের চিত্র প্রদর্শিত হয়। তিনি বলেন, উক্ত মন্দিরগুলির যে কোন একটির মত মন্দির-নির্মাণ ব্যয়সাধ্য। তিনি আগ্রার তাজমহলের একটি জীবন্ত ও বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়া বলেন, উহার নির্মাণে যে শিল্প-কৌশল ও পরিশ্রম প্রয়োজন হইয়াছিল, উহাকে সুন্দর ও পরিপাটীরূপে সজ্জিত করিবার জন্য যে সমস্ত মূল্যবান্ প্রস্তর বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা কেবল সম্রাটের অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ বলেই হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বক্তা থানেশ্বরের মর্মর-নির্মিত রাস্তা এবং উড়িষ্যা ও দিল্লীর মন্দির নির্মাণে হিন্দুদিগের কৌশল ও পরিশ্রমের কথার উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি গ্রীসের প্রস্তর-নির্মিত সেতুর সহিত, পুরীর রাজার নির্মিত আঠারটি সেতুর সমষ্টিস্বরূপ আঠারনালা সেতুর তুলনা করেন। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল, তাহার গঠন-পদ্ধতি ও মাল-মসলা এত সুন্দর যে, উহা অদ্যাবধি ঠিক একই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপে তিনি বলেন যে, স্থপতিবিদ্যায় ভারতীয়েরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ও উন্নত।

বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড ডাল বক্তাকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধকারে লিখিত হইলে, অনেকে মুদ্রিত অবস্থায় ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারিতেন।

নবম বর্ষ

নবম বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের কয়েকজন নূতন সভ্য হয়। এই বর্ষে ভারতের বহু স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সহৃদয় সভ্যগণ একটি রিলিফ ফণ্ড খোলেন এবং নিজেরা তাহাতে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেন। বর্তমান বর্ষ হইতে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পাক্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। এই বর্ষে সমাজের সর্বসমেত নয়টি অধিবেশন হয়। ইহার মধ্যে পাঁচটিতে প্রবন্ধ-পাঠের ও চারিটিতে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নবম বর্ষের প্রবন্ধ ও বক্তৃতার তালিকা

নিম্নে অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল—

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
তৃতীয়	Effects of English Education on the Native Mind	বিনোদবিহারী ভাদুড়ী
চতুর্থ	The Life of the Duke of Marlborough	কেদারনাথ দত্ত
পঞ্চম	Atmosphere (with Experiments)	ডাঃ ডব্লিউ রব্সন
অষ্টম	Whether History has any connection with Philosophy in general	পুলিনচন্দ্র রায়

প্রবন্ধ

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
প্রথম	The Fine Arts	পীতাম্বর দে
দ্বিতীয়	Advantages of Studious Life	মাধবলাল শীল
ষষ্ঠ	Travel to the North West Provinces	সুবলদাস সেন
সপ্তম	Advantages of History	কুঞ্জবিহারী ধর
নবম	Faith	নৃত্যলাল মল্লিক

নবম বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভ্যগণ ব্যতীত সভায় একশত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সমবেত হন। এই একশত জনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, ভোলানাথ মল্লিক, আনন্দলাল মল্লিক, দীননাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজলাল মিত্র, তারিণীচরণ বসু, ক্ষেত্রমোহন পাইন, ডাঃ কানাইলাল দে, রেভারেণ্ড সি এইচ এ ডাল এম্ এ, জে রেমফ্রি, রেভারেণ্ড জে লং, মিসেস্ জে লং, মিসেস্ ডব্লিউ রব্সন, সি হিগ্স্।

পুলিনচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবে ও সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে ডাঃ ডবলিউ রব্‌সন এম্‌ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বর্ষের কার্য-বিবরণ পঠিত হইবার পর, সভাপতি মহাশয় রেভারেণ্ড লং সাহেবকে তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। রেভারেণ্ড লং সাহেবের বক্তৃতার বিষয় ছিল—Social Science, its utility for India. তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাটি বৃহৎ ও তথ্যপূর্ণ।

রেভারেণ্ড লং সাহেব প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম

নিম্নে লং সাহেবের বক্তৃতার সারমর্ম প্রদত্ত হইল—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের 'সমাজ-বিজ্ঞান সমিতি' স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়ন, সমাজে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যনীতির প্রচার, পাপের প্রতিরোধ এবং পাপীদিগের সংশোধন। পৃথক পৃথক বিভাগের উপর এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই সমিতির প্ররোচনায় বিলাতী গভর্ণমেণ্ট সাধারণের উন্নতিকর নানাবিধ আইন করিয়াছেন। 'সমাজ-বিজ্ঞান সমিতি' এখন বিলাতে একটি প্রভাব-শালী প্রতিষ্ঠান।

এই সমিতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নানা দেশে ইহার অনুরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ 'আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পরিষদে'র ভিত্তি পত্তন হইয়াছে। ইহার মধ্যে খ্রীষ্টান্‌ সমাজসেবিগণের কার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা দুঃস্থ ও নির্যাতিতদিগের উন্নতির জন্য নানাবিধ উপায় অবলন করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে জাতিনির্বিশেষে সমাজের সকল প্রকার সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। ইঁহাদের পরিশ্রমের ফলে ক্রীতদাস-প্রথা নিবারিত হইয়াছে, জঘন্য আইনগুলি উঠিয়া গিয়াছে, বেকার ও নিরন্নগণের অন্ন-সংস্থানের উপায় হইতেছে, অক্ষমদিগের জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইয়াছে, দরিদ্র শ্রমিকগণ অবসর-কালে শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে। অজ্ঞানী বিদ্যার আলোক পাইয়া ধন্য হইতেছে, স্ত্রীজাতি উদ্‌বুদ্ধ সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সমাজসেবিগণ

ধনীর মনে নিঃস্বের প্রতি তাহার কর্তব্যের কথা জাগাইয়া দিতেছেন, সর্বত্র সাম্য ও মৈত্রীর বার্তা প্রচার করিতেছেন। এ বিষয়ে বিলাতের নারীরাও পিছে পড়িয়া নাই, তাঁহারাও দুঃস্থ ও নিপীড়িতের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরি উক্ত ফল লাভের উদ্দেশ্যে বিলাতে বহু উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগারের ব্যবস্থা, সৎসাহিত্য প্রচার, সমবায় সমিতি গঠন, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে উদ্যোগীদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কোনও দেশের পারিবারিক ব্যবস্থার সহিত সেই দেশের লোকের শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য বিলাতের সমাজসেবিগণ এদিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন। সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উহার প্রকৃত অবস্থা জানা আবশ্যক। সেই জন্য সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করাও বিলাতে সমাজবিজ্ঞান সমিতির একটি কার্য।

এই ত গেল বিলাতের 'সমাজ বিজ্ঞান সমিতি'র কার্যের মোটামুটি বিবরণ। সমগ্র পৃথিবীর পাঁচভাগের একভাগ লোক ভারতবর্ষে বাস করে; এই ২০০,০০০,০০০ অধিবাসীর জন্য কি উক্তরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? ভারতে প্রাচীন তথ্যের অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে সত্য। কিন্তু যাহারা দেশের বর্তমান অধিবাসী, সমাজ-সৌধের যাহারা ভিত্তিস্বরূপ, তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা আমরা কি জানি? তাহাদের গার্হস্থ্যজীবন, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, আমোদ-প্রমোদ—ইহার কোন্ খবরটা রাখি? অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহা জলাভূমির মধ্যে বিরাট্ প্রাসাদের মত। চারিপাশের জলাভূমির অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এই প্রাসাদ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবেই।

গভর্ণমেণ্ট সেনানিবাসের জন্য নানাবিধ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয়গণের জন্য এপর্যন্ত কিছুই করেন নাই।

ভারতের সামাজিক উন্নতির জন্য বিদেশীয়েরা বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না, কারণ, ভারতের প্রকৃত অবস্থা, ভারতীয় গৃহস্থের জীবনবৃত্তান্ত, বিদেশীয়ের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ বিষয়ে ভারতীয়গণের

নিজেদেরই অবহিত হওয়া কর্তব্য। তাঁহারা সমাজের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করুন এবং সাধারণের নিকট প্রকাশ করুন।

কয়েকজন বাঙালী লেখক এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছে, ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। আমার বন্ধু টেকচাঁদ এইজন্য কলম ধরিয়াছেন। 'হুতোম প্যাঁচা' ও মধুসূদন দত্তও এইদিকে অগ্রসর হইয়াছেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস' নামক পুস্তক হইতে নব্য বাংলার অনেক কথা জানা যায়। শশিভূষণ দত্তের লেখাতেও এবিষয়ে অনেক সুলিখিত মন্তব্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আরও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমি কয়েকখানির নান করিতেছি।

১। "কাক ভুশুণ্ডি কপিন"—এই পুস্তকের কাহিনীতে গ্রাম্যজীবন ও আচারের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"—ইহা দৈনিন্দন জীবন ও সাধারণ লোকের কথা।

৩। "আপনার মুখ আপনি দেখা"—ইহাতেও সাধারণ জীবনের নক্সা চিত্রিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও বিভিন্ন দেশীয়দের মধ্যে সর্বদা বিরোধ লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, জমিদার ও রায়ত, সাহেব ও কালা আদ্‌মী, বাঙালী ও অবাঙালী কেহই পরস্পরকে জানেন না, তাহাতেই বিরোধের উৎপত্তি। পরস্পরকে জানা আবশ্যক। এই কার্যে 'গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ' প্রকৃত সহায়তা করিতে পারে। ইংরেজেরা হিন্দু-জীবনের কোন তথ্যই জানেন না। তাঁহারা নিজেরা না জানাইলে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা করিতে হইলে, সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই সকল তথ্য প্রকাশ অত্যাবশ্যক।

পুলিনচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা

রেভারেণ্ড জে লং এর সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া "বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ" ও লং সাহেবের প্রদত্ত

বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার এই আলোচনাটি সুদীর্ঘ ও মূল্যবান্। নিম্নে ইহাঁর কতক অংশ উদ্ধৃত হইল—

"It affords me uncommon pleasure to find myself this evening in the presence of so large an audience composed of scholars and men evincing an interest in the march of intellect. I trust, I am justified in assuming, that in coming here, we are influenced, less by a desire to while away the passing hour, than by a wish to prove of use to our country: a country whose welfare ought to be one of the dearest objects of our existence. We are happy to have the privilege of hearing the treatment of a subject bearing on the present and future destiny of India from the Rev. Mr. J. Long—a warm friend, not of any particular class among us but of the whole people of the country—aye of the poorest and down-trodden ryots......

"This society the 'F. L. Club' owes its birth to one of those youthful impulses, which, generous though they be, usually last not long. Many an association so born has died away as soon as the enthusiasm of the youthful projectors cools and slackens under the deadening influence of selfish enjoyments. The inexperienced founders had perhaps pointed in their minds to the imaginary advantage of an ideal Club which of course failed to be realized. Disgust is the natural result and with it the withdrawal of that interest which was the life and blood of association. The charms of novelty also no longer remain to plead for the doomed, shortlived institution.

"......Discussion on moral, philosophical, economical

and historical subjects therefore is the noblest and most useful exercise of the human mind. If you intend to work with the freshness of zeal, with indomitable perseverance and all-conquering energy, you may gain noble ends. You will work wonders; you will no longer be passive recipients, but active cultivators of useful knowledge ; you will no longer be thought-imitating or thought-repeating minds, but thought-originating and thought-producing minds. You will no longer prostrate yourself before 'the idols of the mind.' You will gain true liberty of heart and independence of mind ; you will stand as original and independent thinkers of the genuine Baconian stamp, and embrace doctrines and sentiments properly substantiated or sufficiently proved ; and reject learned folly or throw it to the winds. Above all, if with 'wishes just and wise' you combine 'firm resolves', and if 'strenuous action follow both' you will then make life 'one perpetual growth of heavenward enterprise.' Then too this society (the F.L.C.) might occupy, at no distant day, the same relative position now so grandly occupied by the Institute of Paris or the Royal Society of London among the literary and scientific associations of France and Great Britain.

"It is now my hope to speak a few words on the subject. Gentlemen, the lecture on Sociology, just delivered by the Rev. Mr. Long, is very interesting and remarkable ;......As the lecturer moved along over some of the intricate webs of the subject, it must be patent to all in any way conversant with the subject, that he moved

with the confidence and consummate skill of a master. He handled one of the most difficult of subjects after the style and fashion of Hercules: with the utmost facility, wielding the tremendous club which ordinary men could scarcely move. In the name of God, I therefore pray——Long might Mr. Long be spared to live and deliver lectures to his pagan, heathen and benighted Hindu friends. And often might the F.L.C. be privileged to listen to them with unbroken attention.

"The social science is one of modern origin. It is a science including other sciences. It is not economical, legal, ethical or political science, though it borders on all these. It is not on the one hand the socialism of Fourier and Robert Owen which regards material comfort attained by man's industry as the highest end: ......By it we know our fellow-creature, see into him, understand his goings forth—thoroughly discern both what manner of man he is and what manner of thing he has got to work and live on. In short, Sociology does not put us into the cobwebs of political intrigues and priestly controversies. It does not deal with histories of the battle fields of Bellona and Mars. It gives us a true history of a people and the masses.

"Sociology, besides its general lessons, teaches one very grand and most useful to India. It takes out that awful chasm—the wide and yawning gulf which exists between the educated natives and their ignorant ryots who are 'dumb animals' and cannot speak for themselves: and cultivate the strength and happiness of 'Unity', showing the bless-

ings of society......For, strictly considered, Sociology lies at the basis of all good government (?) the social condition of the people. Dr. Johnson said, 'The chief glory of every people arises from its authors.' Similarly social science points out to us—'That a people's prosperity mainly depends on themselves'. Government may aid, but not always, 'as dull fools suppose'. In this country I see nothing flourishes except when supported by Government and every thing languishes as soon as the support is withdrawn. Look you, gentlemen, at native exertions and undertakings requiring the co-operation of the community, and, I doubt not, you fail to realize the full extent of the beneficial operation of the 'voluntary principle.' Our countrymen, blush I to say, are accustomed to expect the 'Sircar Bahadur' to do every thing for them. Friends and countrymen 'sleep no more.' Forward is the hero's motto...........In England almost all the best of the public institutions and public works are the fruits of public spirit. There the people are every thing. Sociology has found its temple in the heart of England. Lord Brougham, the Earl of Shaftsbury and Lord J. Russell the present Premier are the 'primum mobile' of this glorious move. In Russia it has been watched with great interest.

"Enough gentlemen, I have detained you I fear too long. One word more and I have done. The Rev. Gentleman has indeed made an appeal to you, quite reasonable, strong and convincing. I would only wish you to respond to it. And study this science with practice and close observation.

Leave the quiddities of school metaphysics and give yourself up to mental philosophy of the Baconian mode of induction. Without it you gain little or nothing.

"Gentlemen, you are not only to investigate and know. You are to wed thought with act.................................. Mere good wishes, in the language of Bacon, though God accepts them, are little better than good dreams. Let therefore 'on wish just and wise', as says the poet Wordsworth, 'strenuous action follow.' Above all let your motto be written in letters of gold—'Deeds not words.' If but a portion of this be realized, this anniversary will not be an ordinary event.—Amen."

রেভারেণ্ড ডালের বক্তৃতা

অতঃপর রেভারেণ্ড ডাল যে বক্তৃতা করেন, তাহা নিম্নরূপ—

"Revd. C. H. Dall, M.A., followed, and in doing so, dwelt upon the comparative improvement of the Western and the Eastern nations. He said one peculiar fact observable among the natives of India, which he had not discovered in Europe or America, was the credit maintained by native bankers, like Joti Prasad, Bunsee Lall and others, whose pecuniary reliableness supplied to India the place of a National Bank. He knew few individuals in the West whose personal word circulated in the same way—everywhere and always as good as gold."

ইহার পর কালীচরণ দত্ত নামক একজন নবাগত ভদ্রলোক বক্তৃতার বিষয়টির উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও

বলেন যে, বিদেশীয় ধর্মযাজকদিগের পরিশ্রমফলে ভারতবর্ষের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

সভাপতি রেভারেণ্ড কে এম্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি রেভারেণ্ড কে এম্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রেভারেণ্ড লং সাহেবকে তাঁহার এই মূল্যবান্ ও চিত্তাকর্ষক আলোচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি নিজে উপকৃত হইয়াছেন। বিষয়টি কার্যকরী গবেষণা ও অনুসন্ধান-মূলক বহু বিষয়ের সূচনা করিয়াছে। তিনি মনে করেন, শ্রোতৃবর্গ গৃহে প্রত্যাগত হইবার সময় তাঁহাদের সহিত জ্ঞানের একটি মূল্যবান্ ভাণ্ডার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আরও তিনি আশা করেন যে, সুবিজ্ঞ বক্তার উপস্থাপিত প্রশ্নাবলীর সমাধানে, সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ, সচেষ্ট হইবেন। সর্বশেষে বলেন, এই বক্তৃতার জন্য গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ লং সাহেবের নিকট বিশেষভাবে ঋণী, বিশেষত যে ভাবে উক্ত মহোদয় ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য শ্রম ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাহার জন্যও সকলে তাঁহার নিকট ঋণী।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নবম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হয়।

দশম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ গার্হস্থ্য-সাহিত্য সমাজের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন—

সভাপতি—রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ
সহকারী সভাপতি—আশুতোষ ধর
সম্পাদক—প্রসাদদাস মল্লিক
সহকারী সম্পাদক—নৃত্যলাল মল্লিক

দশম বর্ষের সভ্য-তালিকা

উপরে লিখিত ৪ জন কর্মাধ্যক্ষ ব্যতীত দশম বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ৬০ জন সদস্য ছিল। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদান করা হইল—

এস্ লব্ এম্ এ	সুবলদাস সেন
এম্ ক্যামেল	নারায়ণ সিং
সি গ্রেগরী	মদনগোপাল মল্লিক
ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	বিহারীলাল দে
তুলসীদাস দত্ত	বিশ্বেশ্বর সিং
কুঞ্জবিহারী ধর	মদনমোহন বসাক
নবীনচাঁদ বড়াল	আশুতোষ মল্লিক
মতিলাল ধর	রাজেন্দ্র মল্লিক
নারায়ণচাঁদ ধর	ক্ষেত্রমোহন শীল
মাধবলাল শীল	ব্রজনাথ সিং
দেবীচরণ পাল	যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র বি এ
হরিমোহন শীল	মথুরনাথ মুখোপাধ্যায়
গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য	ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়
লালমাধব মুখোপাধ্যায়	কার্তিকচরণ সেন
ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক
রসিকলাল ধর	প্রসাদদাস মল্লিক (নং ২)
শ্রীরাম পালিত	আশুতোষ ধর (নং ২)
রাখালদাস শীল	দেবেন্দ্রনাথ শীল
বনমালী মল্লিক	বিহারীলাল ধর
রাধাবল্লভ দাস	শ্যামচাঁদ আঢ্য
শালিগ্রাম খান্না	রামলাল মুখোপাধ্যায়
পুলিনচন্দ্র রায়	ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য
কেদারনাথ দত্ত	মনুলাল মল্লিক
উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চুণীলাল গুপ্ত
হরপ্রসাদ ক্ষেত্রী	পীতাম্বর দে
ব্রজনাথ মল্লিক	সূর্যনারায়ণ সিং
রাধাজীবন ক্ষেত্রী	বিনোদবিহারী ভাদুড়ী
ব্রজবন্ধু আঢ্য	বীরেশ্বর বসু

তুলসীদাস শীল	বৈকুণ্ঠনাথ পাল
শ্যামলাল দে	প্যারীমোহন গুপ্ত

দশম বর্ষের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী

দশম বর্ষের বার্ষিক কার্য-বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, এই বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের দশটি অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে ছয়টিতে বক্তৃতা ও চারিটিতে প্রবন্ধ-পাঠ হইয়াছিল। নবম ও চতুর্থ অধিবেশনের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বাংলা ভাষায় লিখিত ও প্রদত্ত হয়। নিম্নে প্রবন্ধ ও বক্তৃতার তালিকা প্রদান করা হইল—

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
দ্বিতীয়	Education in general	লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক
তৃতীয়	Whether abstinence from animal food is conformable to the nature of man or not	আশুতোষ ধর
চতুর্থ	Hindoo Female prejudices	মনুলাল মল্লিক
ষষ্ঠ	The Duties of a wedded pair taken in a native point of view	দেবেন্দ্রনাথ শীল
সপ্তম	Whether Education ought to be compulsory	কেদারনাথ দত্ত
অষ্টম	The Mallaha of Dhulot at Nuddeah	রাখালচন্দ্র শীল

প্রবন্ধ

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
প্রথম	How far was Mr. S. Moncrieff justified in his severe criticisms on the Native Character*	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
পঞ্চম	The History of the Jains	প্রসাদদাস মল্লিক

* ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

অধিবেশন	বিষয়	লেখক
নবম	Whether the system of Polygamy is at all necessary in India	রাধাবল্লভ মুখার্জি
দশম	How the social habits of the Hindoos may be modified	নৃত্যলাল মল্লিক

দশম বর্ষের শেষভাগে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভাপতি রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড অনিবার্য কারণে পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থলে সহকারী সভাপতি আশুতোষ ধর মহাশয় সভাপতি এবং সভার অন্যতম উৎসাহী সভ্য তুলসীদাস দত্ত মহাশয় সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

আলোচ্য বর্ষের প্রথম অধিবেশনে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য মহাশয় "How far was Mr. S. Moncrieff justified in his severe criticisms on the Native Character" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মিঃ স্কট্ মনক্রীফ্ কলিকাতাবাসী একজন ব্যবসায়ী। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুনের কিছু পূর্বে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হল ও কলিকাতার অন্য কোন কোন স্থলে "Fidelity of Conscience" নামক বক্তৃতায় হিন্দু সমাজের বিশ্বস্ততার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করেন। পরে এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে 'হরকরা' প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। এই বক্তৃতা পাঠে বাঙালীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ইহারই তীব্র প্রতিবাদে গোবিন্দবাবুর প্রবন্ধটি লিখিত। এই তের পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধটির মর্ম নিম্নে প্রদান করা গেল।

গোবিন্দবাবুর প্রবন্ধের মর্ম

মনক্রীফ্ সাহেবের এই পুস্তিকায় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, বাঙালীদের বিবেক ও বিবেকানুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা, এই দুইটিরই অভাব আছে। কিন্তু এ বিষয়ে মাত্র বাঙালী জাতিকে দোষী করিবার কি কারণ আছে তাহা দেখা যাউক।

ইয়োরোপীয়ান ও বাঙালী, উভয় সম্প্রদায়েই বিবেকহীনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সৎশিক্ষা ও যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ বাইবেলের ন্যায় বেদেও পাওয়া যায়। বাইবেল ভাল করিয়া পড়িলে সত্যধর্ম জানা যায়, আর বেদ পড়িলে জানা যায় না, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। অন্যায় কাজ করা, মিথ্যা কথা বলা, উৎকোচ দেওয়া ও লওয়া, ভগবানের অভিপ্রেত কার্য, একথা বেদও বলিবে না, বাইবেলও বলিবে না। অথচ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই উক্ত দোষগুলিতে দুষ্ট লোক দেখা যায়। হিন্দুরা এগুলিকে পাপ বলিয়া নিন্দা করে। ইয়োরোপীয়েরা বর্তমানকালে শিক্ষায় হিন্দুদের অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক থাকা অধিকতর নিন্দনীয় নয় কি? মিঃ মন্‌ক্রীফ্ বলেন যে, মফস্বল আদালতের দেশী আমলারা উৎকোচ গ্রহণ করে—আমিও তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ছোট দেওয়ানী আদালতেও (কলিকাতা স্মলকজ কোর্ট) সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, উৎকোচগ্রহণকারী বিদেশীর সংখ্যাও কম নয়।

মিঃ মন্‌ক্রীফের অভিযোগসমূহ একে একে বিচার করা যাউক।

প্রথমত—মফস্বল আদালতে দেশীয় আমলাদের উৎকোচ গ্রহণ। এ অপরাধ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, আমার আশা আছে যে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ দোষ দূরীভূত হইবে। দেশীয় লোকেরা অশিক্ষিত বলিয়া না হয়, এই দোষে দোষী; কিন্তু ইয়োরোপীয়েরা শিক্ষিত, তাঁহাদের কেহ কেহ এই দোষে দোষী হইবার হেতু কি? আর তাহা দূরীভূতও বা কিরূপে হইবে?

দ্বিতীয়ত—দেশীয় লোকদের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব। এ সম্বন্ধে উত্তর এই যে, অপহরণের দৃষ্টান্ত কোন্ সমাজে নাই? বিলাতী সংবাদপত্র ও উপন্যাসাদি দেখিয়া মনে হয় না যে, সে দেশে চোর, দস্যু প্রভৃতির অভাব আছে। এমন কি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অডিনবরা পুলিশ কোর্টের কার্যবিবরণ হইতে বিবিধপ্রকার দুষ্কার্যকারী লোকদের সংখ্যা ও তাহাদের শাস্তির কথা জানা যায়। তাহা হইতে দেখিতে পাই যে, জনসংখ্যার অনুপাতে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যণ্ডের দোষীর সংখ্যা অপেক্ষা বাংলা দেশের দোষীর সংখ্যা কম।

তৃতীয়ত—দস্তুরি লওয়া। দস্তুরিটা মনিব ও বিক্রেতার জ্ঞাতসারেই লওয়া হয়। সুতরাং উহাতে দোষের কিছু নাই, মনিবের অজ্ঞাতসারে দস্তুরি লওয়াই দোষ।

চতুর্থত—হিন্দু মেয়েদের পর্দায় আবদ্ধ রাখার কারণ, মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ। হিন্দু মেয়েদের সতীত্ব সর্বত্র প্রশংসিত। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কালে যে এই পর্দা-প্রথা দূরীভূত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীয় মহিলাদের স্বাধীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামি-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ হইয়াছে। এইরূপ মনোমালিন্য হিন্দুগৃহে নাই বলিলেই হয়। হিন্দুনারীর স্বামিভক্তি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যাহাদের মধ্যে সতীদাহ ছিল, যাহারা সারা জীবন বৈধব্যব্রত পালন করে, তাহাদের প্রতি মিঃ মন্‌ক্রীফের এই ইঙ্গিত কখনই সমর্থনযোগ্য নহে।

পঞ্চমত—হিন্দুর স্বগৃহে বিশ্বস্ততার অভাব। আমাদের দেশে পিতাপুত্র বা স্বামিস্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে না—এই প্রসঙ্গে মিঃ মন্‌ক্রীফ্ একটিমাত্র উদাহরণ দেখাইয়াছেন। একটি উদাহরণ হইতে এই দোষ সমস্ত জাতির উপর আরোপ করা যায় না।

মিঃ মন্‌ক্রীফ্ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুদের ধর্ম ও শাস্ত্র ভ্রমে পরিপূর্ণ। ইহা দেখাইবার জন্য তিনি মনুস্মৃতি হইতে দুই একটি উদাহরণও দিয়াছেন। তিনি বাইবেলকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এবং খৃষ্টধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনু-স্মৃতি আমাদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ নহে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আমরা সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করি না বলিয়া, বেদ পড়িবার যোগ্যতা আমাদের হয় না। বাল্যকাল হইতেই আমরা ইংরেজী শিক্ষা করি, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে বিলাতী ভাব ও আচারব্যবহার গ্রহণ করি এবং বাইবেল পড়ি। আমরা যদি ভালরূপে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আমাদের সমাজ আজ অনেক উন্নত হইত। এ দেশের অনেক লোককেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা দ্বারা তাহাদের অনেকে উপকৃত হয় নাই, বা খৃষ্টান সমাজকেও তাহারা সমৃদ্ধ করে নাই।

দশম বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রিল, শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় বড়বাজারে স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিকের গৃহে বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভ্যগণ ব্যতীত প্রায় দুই শত বিশিষ্ট দর্শকের সমাগম হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য—

মাননীয় বিচারপতি জে বি ফিয়ার ও মিসেস ফিয়ার, মিঃ ও মিসেস্ ওলিভার, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রেভারেণ্ড সি এইচ্ এ ডাল এম্ এ, মিঃ ফ্রান্সিস্, মিঃ ম্যাক্‌মরফি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রেমনাথ মল্লিক, শিবচন্দ্র নন্দী, শ্রীনাথ সেন, যদুলাল মল্লিক, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, অদ্বৈতচরণ আঢ্য (সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক), মৌলভী আবদুল লতিফ্ খাঁ বাহাদুর, মিঃ এ জি হুইটেন, অতেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কীর্তিচরণ রায়, নবীনচন্দ্র আঢ্য (বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা-সম্পাদক), কালিদাস দত্ত, ব্রজলাল মিত্র, শ্রীনাথ ঘোষ, গিরীন্দ্রনাথ মল্লিক, অমৃতলাল দে (রয়্যাল ক্রনিক্‌ল্ ও নিউজ অফ্ দি ওয়ার্ল্ড-সম্পাদক), যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস ধর, বৈকুণ্ঠনাথ পাল, মাণিকলাল পাইন, ক্ষেত্রমোহন পাইন প্রভৃতি।

সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় কর্তৃক গত বর্ষের কার্যবিবরণ পঠিত হয়। তৎপরে রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ মহাশয় "Instinct and Intelligence in the lower animals: illustrated with anecdotes" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ, ১৪৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী।

প্রবন্ধ-পাঠের পর তুলসীদাস দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে প্রবন্ধলেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। শেষোক্ত মহোদয় এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেন যে, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত সভার সম্পাদক মহাশয় কার্য করিতেছেন,

তাহা প্রশংসার্হ। প্রসাদ বাবুর অর্থব্যয়, আগ্রহ ও পরিশ্রমেই "বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ" আজ দশ বৎসর জীবিত আছে এবং অনেক কাজ করিয়াছে।

প্রবন্ধ-সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই আলোচনা করেন। তাঁহারা সকলেই এই চিন্তাশীল ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য লেখকের বিশেষ প্রশংসা করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধের বিষয়টি হৃদয়গ্রাহিভাবে আলোচনা করার জন্য মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড সভাস্থ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। জন্তু ও কীটপতঙ্গের অভ্যাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহুপ্রকার চিত্তাকর্ষক আলোচনা হইতে পারে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কুকুরের বুদ্ধি সম্বন্ধে দুই একটি উদাহরণ দিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ঠিক মানুষের মত ইতর জীবদেরও বিবেচনা-শক্তি আছে, যদিও তাহা তত প্রবল নয় এবং ইতর জীবেরা পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে নূতন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। বক্তা মানুষের সহজাত সংস্কারের ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল উদাহরণ দেন, সভাপতি মহাশয় তৎসম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া বলেন যে, ঐ সকল উদাহরণ মানুষের মগ্ন-চৈতন্যের ক্রিয়া বলিয়াই তাঁহার ধারণা।

অতেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর, রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

একাদশ বর্ষ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ "গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে"র নূতন সভ্য নির্বাচিত হন—অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী, নবগোপাল মিত্র ("ন্যাসনাল" পত্রিকার সম্পাদক ও হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা), দেবেন্দ্রনাথ দে, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব ঠাকুর, হরপ্রসাদ ক্ষেত্রী এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড একাদশ বর্ষে "গার্হস্থ্য-সাহিত্য-সমাজে"র সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি এই সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন

এবং যত্ন লইয়াছেন। আশুতোষ ধর ও ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় সহকারী সভাপতি ছিলেন। আশুতোষ ধর মহাশয়ও সমাজের উন্নতিবিধানে বিশেষ সহায়তা করেন।

একাদশ বর্ষের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী

আলোচ্য বর্ষে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠের জন্য দ্বাদশটি অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত সভায় পঠিত প্রবন্ধ ও প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের আলোচনার জন্য এবং অন্যান্য বিশেষ কাজের জন্য আরও কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল। দ্বাদশটি অধিবেশনের মধ্যে এগারটিতে বক্তৃতা এবং একটিতে প্রবন্ধ পাঠ হয়। নিম্নে প্রবন্ধের ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম এবং বক্তৃতার বিষয় ও বক্তার নাম প্রভৃতি প্রদত্ত হইল—

প্রবন্ধ

অধিবেশন	প্রবন্ধের নাম	লেখক
সপ্তম	The Arians, their origin and spread	রামচন্দ্র ঘোষ

বক্তৃতা

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
প্রথম	Is an age of General Intellectual Culture unfavourable to the dovelopment of great men	কেদারনাথ দত্ত
দ্বিতীয়	The Life of the Hon'ble Sumbhu Nath Pundit	কুঞ্জবিহারী ধর
তৃতীয়	The Transition States of the Hindu Mind	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
চতুর্থ	Tea Plantations	ডি ম্যাক্‌মর্‌ফি
পঞ্চম	A Comparison between the three different Governments viz: Hindu, Mahomedan and English in India	মুন্সী ইথ্‌ওয়ারিলাল

[এই বক্তৃতা উর্দু ভাষায় প্রদত্ত হয়]

অধিবেশন	বক্তৃতার নাম	বক্তা
ষষ্ঠ	The Life of Choytonno Debjee	রাধামাধব ঠাকুর
অষ্টম	Abyssinia	রেভারেণ্ড জে এস্ বোমণ্ট এম্ এ, (চুচুড়া)
নবম	The late famine in the Lower Provinces of Bengal	তুলসীদাস দত্ত
দশম	The Life of the late Babu Ramgopal Ghose	কুঞ্জবিহারী ধর
একাদশ	The Vicissitudes of Fortune	দেবেন্দ্রনাথ শীল
দ্বাদশ	The Fevers of India, as popularly treated	ডাঃ লালমাধব মুখার্জি এল্ এম্ এস্

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের একাদশ বর্ষে গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য মহাশয় ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়—"The Transition States of the Hindu Mind." এ বক্তৃতাটি তের পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দুর মানসিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র সম্বন্ধে গোবিন্দবাবু

মানুষের মন পরিবর্তনশীল। নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তার ফলে মনের উন্নতি-অবনতি ঘটে। হিন্দুজাতি প্রথম অবস্থায় জ্ঞানের অভাবে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিল। বেদ ও পুরাণপ্রচারিত ধর্মকে বহুকাল ধরিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা বেদ ও ধর্মের রক্ষাকর্তা বিধায় তাঁহারাই সমাজের নেতা ছিলেন। কিন্তু সেদিন আর নাই। হিন্দুদের ধর্মসম্বন্ধীয় মনোভাব অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। একজন দেশীয় পণ্ডিত বলেন, বেদে যদিও একেশ্বরবাদের কথা পাওয়া যায়, তথাপি উহা বহু-দেববাদের কথায় পূর্ণ। অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জল প্রভৃতিতে দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে। আত্মার অমরত্ব, কর্মফল, জন্মান্তর—এইগুলিই বেদে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেদে যে 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র শিক্ষা আছে, তাহা মুষ্টিমেয় জ্ঞানীদের জন্য আর মূর্তিতত্ত্ব বিশাল জন-সমষ্টির জন্য।

প্রথম অবস্থায় হিন্দুরা মূর্তিপূজক, অর্থাৎ তাহারা জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির পূজা করিত। তাহারা ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিল ও তৎ-প্রচারিত ধর্ম মানিয়া চলিত। ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ ও আধিপত্যের কথা প্রচার করিতে থাকেন।

বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা আধিপত্য করিতে লাগিলেন, এমন সময় বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধেরা ভগবানে বিশ্বাস, জাতিভেদে যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা পার্থিব সুখবাদী ও জড়বাদী ছিল। কালে বৌদ্ধধর্মও তাহাদের আদি বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা করিতে পারে নাই এবং শেষে মূর্তিপূজা, পুরাণ, তন্ত্র ও মন্ত্র বৌদ্ধ ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই দুই ধর্মের সংঘর্ষ হইতে দেখা যায় যে, হিন্দু মনের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে। মধ্য যুগের হিন্দুধর্মে সেই কারণে পুরাণ ও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রচার বেশী হয়।

কয়েক শতাব্দী পরে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ধর্মে জাতি-বিচার নাই, এমন কি ম্লেচ্ছরা পর্যন্ত এ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিত। এ ধর্মে যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এখন হইতে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত গোস্বামি-সম্প্রদায়ের সূত্রপাত হইল। বৈষ্ণবেরা বিবাহ করিতে পারেন এবং ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইঁহাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। প্রত্যেক বৈষ্ণবকে ভেক লইতে হয়। ঐ ভেক না লইলে, ব্রাহ্মণও বৈষ্ণব হইতে পারে না। চৈতন্যদেব হাজার হাজার লোককে দীক্ষাদান করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম উৎকৃষ্ট।

ইহার পরে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম-সংস্কার দেখা দেয়। রাজা

সাত-আটটি ভাষা জানিতেন। তিনি "তত্ত্ববোধিনী সমাজ" স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রথমে বেদের অংশ-বিশেষের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার চেষ্টায় বেদের মর্ম সর্ব সাধারণের বোধগম্য হওয়ায় ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য নষ্ট হইয়া যায়। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে বহুদেববাদ নহে, উহা একেশ্বরবাদ, তাহা তিনিই প্রথম প্রচার করেন। তিনি যীশুখ্রীষ্টকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানিতেন না, কিন্তু বাইবেলকে উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ রূপে স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। দেশীয় লোকের খৃষ্টান হইবার যে প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি মানিতেন না। প্রধানত তাঁহার চেষ্টায় সতীদাহ-প্রথা নিবারিত হয়। তাঁহার এই ধর্মমতের জন্য হিন্দুসমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হইলেও, তিনি অবিচলিতচিত্তে সমস্ত নিগ্রহ সহ্য করিয়া মত প্রচারে কুণ্ঠিত হন নাই।

তাঁহার পরবর্তীয়দিগের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনই প্রধান। ইনি বেদকে ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বিরোধী এবং বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতির পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত সংস্কারক।

বেদ কিম্বা বাইবেলকে মাত্র উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ মনে করিয়া আমাদের স্বভাবানুযায়ী ধর্ম নির্বাচন করা উচিত। এই নৈতিক শিক্ষা, বাইবেল হইতেই হউক, আর বেদ হইতেই হউক, লইতে হইবে। বিবেক দ্বারা পরিচালিত পথে চলাই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিত।

তত্ত্ববোধিনী সমাজ বিশুদ্ধ বিবেক-ধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলে দেশের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

একাদশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভ্যগণ ব্যতীত এই অধিবেশনে প্রায় তিন শত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত হন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলার নাম উল্লিখিত হইল—

মিস্ মিলম্যান, মিসেস্ র‍্যাণ্ডেল, মিসেস্ ম্যাকডোনাল্ড, মিসেস্ জ্যাকসন, মিসেস্ ডেভিস্, মিস্ ডেভিস্ মিস্ পিগট, মিস্ নীল, মিস্ হার্ডিং, মিসেস্ ভগান, রাইট রেভারেণ্ড লর্ড বিশপ (কলিকাতা), মাননীয় বিচারপতি জে বি ফিয়ার, রেভারেণ্ড জে লং, রেভারেণ্ড কে এম্ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ডি ম্যাক্‌মরফি, মিঃ জি এম্ ঠাকুর, মিঃ ডব্লিউ রো, মিঃ সি এস্ গ্যাব্‌রিয়েল, মিঃ আর সি কারমাইকেল, প্রেমনাথ মল্লিক, ভোলানাথ মল্লিক, রামচাঁদ মল্লিক, যত্নাথ মল্লিক, আনন্দলাল মল্লিক, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, নন্দলাল পাল, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রামনারায়ণ মল্লিক, লালমোহন মল্লিক, ডাঃ কানাইলাল দে, রাজকৃষ্ণ আঢ্য, দামোদর দাস, ব্রজলাল মিত্র, আশুতোষ ধর, বেণীমাধব ভদ্র, মৌলভী আবত্নল লতিফ্ খাঁ বাহাত্বর, রেভারেণ্ড ই এইচ ব্লাইথ্ বি এ, রামলাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বেণীমাধব সেন, এস্ এন্ ঘোষ, দয়ালচন্দ্র মল্লিক, তুলসীদাস আঢ্য, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, পুলিনবিহারী রায় প্রভৃতি।

সভাপতি রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এম্ এ মহাশয়ের অনুরোধে সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় দশম বর্ষের কার্যবিবরণ পাঠ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইবার পর, বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাত্বর ও মাননীয় বিচারপতি নরম্যান সাহেবের ত্বইখানি পত্র পঠিত হয়। পত্র ত্বইখানিতে গভর্ণর বাহাত্বর এবং নরম্যান সাহেব তাঁহার নিজের ও মিসেস্ নরম্যানের পক্ষ হইতে ত্বঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহারা এই অধিবেশনে যোগদান করিতে অক্ষম।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, লর্ড বিশপ মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের পূর্বে বলেন—"অদ্যকার মত জনসভায় আপনাদের সমক্ষে বক্তৃতা দেওয়া বড়ই আনন্দের বিষয়। এই অধিবেশনে আমি প্রসিদ্ধ রোম-সম্রাট্ জুলিয়ানের জীবন ও জীবনের কার্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি। তাঁহাকে সাধারণত নাস্তিক বলা হয়, কারণ তিনি রোম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতে প্রবর্তিত খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে আমি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, ভগবানের সৃষ্ট প্রত্যেক বুদ্ধিমান জীবের হৃদয়ে এইরূপ প্রেরণা

জাগে, যদ্দ্বারা আমরা বিবেকানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করিবার সময়, কে আমাদের বলিয়া দেয়—তোমরা অন্যায় কার্য করিতেছ। সেই জন্য আমি জোর করিয়া এইখানে বা এই দেশের অন্যস্থানেও খৃষ্টধর্মের একজন পুরোহিতরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারি।

"জুলিয়ান অযোগ্য লোক ছিলেন না, যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ের তুলনায় তিনি সুশিক্ষিত। তিনি বহু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বক্তৃতা, শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা ব্যতীত বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করেন, যেগুলি এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণের অধিকারে আসিয়াছে। তাঁহার এমন অনেক বন্ধু ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে প্রভূত সম্মান এবং মুক্ত-কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার শত্রুও অনেক ছিল, যাহারা তাঁহার প্রত্যেক কার্য প্রকৃত পক্ষে নিন্দনীয় না হইলেও লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করিত। শৈশব জীবনে তিনি খৃষ্টধর্মে শিক্ষালাভ করিলেও, খৃষ্টধর্মের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে পৌত্তলিকতার পক্ষপাতী এইরূপ একটা ভাণ করিতেন; পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী শিক্ষকগণই তাঁহাকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করেন। জুলিয়ান পরে সকল লোককে এই বিশ্বাস করাইতে আরম্ভ করেন যে, তিনি সে সময়ে উপকথায় বর্ণিত সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভ নহেন, গর্দভ-চর্মাবৃত সিংহ।

"যে সময়ে কনষ্ট্যাণ্টাইনের পুত্র দ্বিতীয় কনষ্ট্যাণ্টাইন রাজ-পরিবারকে হত্যা করেন, তখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা গ্যালাস শিশু, সুতরাং তাঁহারা বিপজ্জনক নহেন, এই ধারণায় তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তবে তাঁহাদের উভয়কে ক্যাপাডোসিয়ার কোনও সুরক্ষিত স্থানে বন্দী করিয়া গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রহরীও নিযুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় মঠের সন্ন্যাসি-শিক্ষকগণ যেরূপ কঠোর ও নির্ম্মমভাবে তাঁহাকে শিক্ষা দেন, তাহাতে তাঁহার জীবন শোচনীয় হইয়া উঠে এবং তিনি সকল প্রকার খৃষ্টীয় শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ভ্রাতা গ্যালাসের মৃত্যুর পর তাঁহাকে মিলান নগরে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহার পরে তিনি এথেন্সে যাইবার অনুমতি পান। এথেন্সে গিয়া তিনি দর্শন শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়নে সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হন। উত্তরকালে পরম

নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত এই দুই বিষয়ের অনুশীলন করেন। কিছুদিন পরে, তাঁহার উপর সম্রাটের যে ক্রোধ ছিল, তাহা অন্তর্হিত হয় এবং সম্রাটের কাছ হইতে তিনি 'সীজার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর রাজকীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হইয়া তিনি গলে গমনপূর্বক ৩৫৭ খৃষ্টাব্দে এলে-মৌলিকে পরাভূত করেন। ইহার ফলে ফ্রাঙ্কেরা তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। গলে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাদলের এতই প্রিয় হইয়া উঠেন যে, যখন সম্রাট্ তাঁহাকে পূর্বদিকে যাইবার আদেশ করেন, তখন সমগ্র সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া জুলিয়ানকেই সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে। সে সময়ে তাঁহার বয়স ঊনত্রিশ বৎসর। এই ঘটনার অল্পদিন পরে, সম্রাট্ দ্বিতীয় কনষ্ট্যাণ্টাইন পরলোকগমন করেন, কাজেই জুলিয়ানের সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং ৩৬১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তিনি সসৈন্যে কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে জুলিয়ান নিজেই বলেন যে, সাম্রাজ্য-দেবতার আদেশ ও জুপিটারের উৎসাহেই আমি সিংহাসন অধিকার করিয়াছি; সম্রাট্ হইবার অনিচ্ছা আমার বহুদিন হইতেই ছিল, তাহা সত্ত্বেও আমি এই দুই কারণে সম্রাটের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছি। তাঁহার এই উক্তি দ্বারা ইহাই নির্দিষ্ট হয় যে, হয় তিনি পাকা ভক্ত বা দুর্বলচেতা ধর্মোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি। অবিলম্বে তিনি আপনাকে জুপিটার ও অন্যান্য পৌত্তলিক দেবতার প্রধান ধর্মচার্য বলিয়া ঘোষণা করেন। যখন তাঁহার তরুণ বয়স, সেই সময়ে খৃষ্টান ধর্ম রাজ্যের প্রচলিত ধর্ম হইলেও, তিনি তাঁহার তরুণ বয়সের শিক্ষকগণের নিকট হইতে পৌত্তলিক ধর্মমূলক শিক্ষাই লাভ করিরাছিলেন। পরে যখন তিনি এথেন্সে যান এবং যেখানে তিনি তাঁহার পাঠ্য জীবন শেষ করেন সেইখানে জাঁক-জমকপূর্ণ প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। তিনি অনেক লিখিয়া গিয়াছেন এবং যদিও তাঁহার লেখার মধ্যে যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার বিদ্যমান, তাহা হইলেও সেই সকল লেখার মধ্যে তিনি প্রভূত শক্তি ও মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সকল রচনাই সুস্পষ্ট; তিনি বাংলা দেশের ব্রাহ্মগণের ন্যায় খৃষ্টান ধর্মের অনুকরণ করিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

তিনি সকলের স্রষ্টা এবং তাঁহার ইঙ্গিতেই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে ; সূর্য, চন্দ্র, তারকা অথবা কোন প্রতিমাকে ঈশ্বরের প্রতীক্ বা প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। পারস্যের অধিপতির বিরুদ্ধে তাঁহার সকল অভিযানই সফল হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি নিজের শক্তি না বুঝিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছিল। ফিরিবার পথে শত্রুগণ তাঁহার সেনাদলকে আক্রমণ করে, ইহার ফলে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে জুলিয়ান তীরবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময়েও তাঁহার সাম্রাজ্য-লিপ্সা কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার মৃত্যুকালীন উক্তিতেই প্রকাশ। তিনি যীশুখৃষ্টকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি গ্যালিলিয়ানকে জয় করিয়াছ। মৃত্যুকালে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহার নাম তিনি করিয়া যান নাই, এইজন্য সিংহাসন শূন্য পড়িয়া থাকে ও তাহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়।” এইভাবে জুলিয়ানের জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়া এবং শ্রোতৃবৃন্দকে নানারূপ ধর্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া মাননীয় বক্তা মহাশয় তাঁহাদের প্রশংসাধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় এল এম এস মহাশয় বলেন— “কলিকাতার রাইট রেভারেণ্ড মহোদয় কেবল যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি তাহা নহে, তাঁহার আগমনে আমাদের এই সমিতি ও সমিতির সদস্যগণ সম্মানিত হইয়াছেন। এইজন্য আমাদের হৃদয়ে আজ গভীর কৃতজ্ঞতার স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। তাঁহার বক্তৃতা সারগর্ভ হইয়াছে। আমি লর্ড বিশপ মহোদয়কে পুনরায় আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্বে আমি এই সমিতিতে যোগদান করি। আজ আমার স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবের অতীত ইতিহাস আলোচনা পূর্বক বলিতেছি যে, ইহা নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আজও অচল ও অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে অঙ্কুরেই এই সমিতি বিনষ্ট হইতে পারিত, ইহার ক্রমোন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইত ; কিন্তু তাহা হয় নাই। এক্ষণে আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, বিধাতা তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া এই সমিতিকে

রক্ষা করিতেছেন এবং বর্তমানে ইহা যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে পূর্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই।

"আমাদের এই সমিতি যেভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে সকলে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। কারণ ১০ বা ১১ বৎসর পূর্বে কে আশা করিত যে, এই সমিতি তাহার একাদশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিবে ও ভারতের সর্বপ্রধান রাজকীয় ধর্মাচার্যের মুখ-নিঃসৃত অভিভাষণ দ্বারা সম্মানিত হইবে এবং আজ ইহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ উপস্থিত থাকিবেন? ইহাই এই সমিতির পক্ষে সর্বোচ্চ প্রশংসার কথা। আশা করি, ভগবানের কৃপায় অদূর ভবিষ্যতে এই সমিতি সকল প্রকার শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র হইবে এবং এখান হইতে শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা কেবল যে কলিকাতাকেই আলোকিত করিবে তাহা নহে, পেশোয়ার হইতে মান্নার উপসাগরের তট পর্যন্ত কোটি কোটি ভারত সন্তানের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করিবে। আমি হয়ত আপনাদের সময় অল্পাধিক নষ্ট করিয়াছি। যাহা হউক, আমি এইবার মাননীয় লর্ড বিশপ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিতেছি এবং আশা করি, আপনারা সকলে একবাক্যে এই প্রস্তাবের পোষকতা করিবেন। লর্ড বিশপ মহোদয় যেরূপ চিত্তাকর্ষক ভাবে এরূপ প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন সেজন্য আমরা সকলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন,—"পূর্ববর্তী বক্তা যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমিও তাঁহার সহিত একমত। এই সমিতির সদস্যগণ এবং বিশেষত অবৈতনিক সম্পাদক প্রসাদ বাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।" এই প্রস্তাব জয়ধ্বনি সহকারে গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় গৃহীত প্রস্তাবটির বিষয় লর্ড বিশপের গোচর করেন এবং বলেন,—"শ্রোতৃগণের মধ্যে যদি কেহ এই বিষয়ে কিছু বলিতে চান তাহা হইলে এই সমিতির সদস্যগণ আনন্দ সহকারে তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছেন।"

ইহার পর রেভারেণ্ড জে মারে মিচেল, এল এল ডি মহাশয় বলেন—"আমি সম্রাট্ জুলিয়ানের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বটে, কিন্তু

অদ্য সন্ধ্যায় এই বিষয়টি নূতন ও বিশদভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। লর্ড বিশপ মহোদয়ের এই উপাদেয়, উপদেশপূর্ণ এবং উচ্চ ভাবমূলক বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।"

লর্ড বিশপ মহোদয় পুনরায় গত্রোত্থান করেন এবং একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন—"প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের সমিতির সদস্যগণের সহিত পরিচিত হইয়া আমি বুঝিয়াছি যে, ইয়োরোপীয় সমাজ অপেক্ষা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের অনুরাগ ও প্রীতি অধিকতর প্রবল। আপনাদের বিদ্যা ও ধীশক্তি যে পরিপক্কতা লাভ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই সুতরাং আপনারা কেন অধিকতর জ্ঞানানুশীলন করিবেন না এবং চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইবেন না? আপনাদের সুযোগ অছে; সে সুযোগ নষ্ট করিবেন না। আপনারা যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় রাত্রি ১০টার সময়ে সভা ভঙ্গের আদেশ প্রদান করেন।

রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতার মর্ম

দশম বার্ষিক অধিবেশনে রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ মহোদয় "Instinct and Intelligence in the lower animals" নামক যে ১৪৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ইতর জীবের সহজাত সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তি

প্রথমত, জন্তুর একটি ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। জন্তু অর্থাৎ মাথা, শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট যে প্রাণীর শক্তি ও তেজ আছে এবং বিভিন্ন সহজাত সংস্কার আছে, তাহাকে জন্তু বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ সকল গুণ না থাকিলে কোন প্রাণীকে জন্তু বলা যায় না কি? সাপের পা নাই, বহুবিধ কীটপতঙ্গের উপরোক্ত কোন কোন অঙ্গ নাই, তথাপি এগুলিকে জন্তু বলা হয়। এমন কতকগুলি জন্তু আছে, যেগুলি উদ্ভিদ্ না হইলেও উদ্ভিদ্-জগতের ঠিক পরের ধাপে অবস্থিত। বস্তুত, জন্তুর

আলোচনায় যদি ধাপে ধাপে নামিয়া আসা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদ্ ও জন্তুর মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন হইয়া পড়ে। ধরুন স্পঞ্জ। পুরাকালে অ্যারিষ্টট্‌ল ও বর্তমানকালে ডক্টর জনসন ও অন্যান্য প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্ এই পদার্থ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। স্পঞ্জকে উদ্ভিদ্ বা জন্তু বলা হইবে, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে।

দ্বিতীয়ত, সহজাত সংস্কার কাহাকে বলে? সহজাত সংস্কারের ঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। টমসন ও পোপ তাঁহাদের কবিতায় ভগবান্‌কে জন্তুদের সহজাত সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডুগল্ড ষ্টুয়ার্ট বলেন, সহজাত সংস্কারের সহিত বোধশক্তির (reason) পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট; প্রথমত, সহজাত সংস্কার একই জাতের সমুদয় প্রাণীর মধ্যে ঠিক একভাবে দেখা যায়, দ্বিতীয়ত, কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ব্যতীতও ইহা একেবারে নির্ভুলভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ। মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতর জীবের সহজাত সংস্কারের মধ্যে তিনি এই পার্থক্য রেখা টানিয়াছেন যে, বিকাশের প্রথম বা নিম্ন অবস্থায় ইতর জীব নির্দিষ্ট কতকগুলি শক্তি সীমাবদ্ধভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। এগুলি সহজাত সংস্কার; আর বিকাশ প্রাপ্ত মানবের শক্তি যেরূপ অনির্দিষ্ট, তাহাদের উহা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতাও সেইরূপ অসীম। এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, (১) সহজাত সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বিকাশ কথাটার সার্থকতা নাই। সহজাত সংস্কার বলে জন্তুরা যে কাজ করে তাহা যতদূর সম্ভব নিখুঁত; মৌমাছির মৌচাকের মত এরূপ নির্মাণ-কার্য লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনিয়ারগণও দেখাইতে পারেন না এবং সহজাত সংস্কারের আর কোন অধিকতর বিকাশ আশা করা যায় না। সুতরাং বোধশক্তিকে সহজাত বিকাশ প্রাপ্ত অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। (২) জন্তু ও মানবের নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর কথাও ঠিক নহে; বরং বলা চলে যে, মানুষই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে নিজের কাজ পরিচালনা করে। রীড্ বলেন, জন্তুসমূহ কোন প্রকার লক্ষ্য স্থির না করিয়া, বুদ্ধি না খাটাইয়া এবং অনেক সময়ে নিজেরা কি করিতেছে তাহা না জানিয়া অন্ধভাবে সহজাত সংস্কার দ্বারা চালিত হয়। ডারউইন বলেন, "সহজাত সংস্কারের

বলে যে কাজ করা হয়, তাহা মানুষে করিতে গেলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু জন্তুরা, বিশেষত জন্মিবার পর, অনেকে একই ধরণের কাজ পর পর করিতে পারে। কি উদ্দেশ্যে সে কাজ করিতেছে অনেক সময় তাহাও জানে না।" কিন্তু ডারউইন যে সমস্ত তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন সেগুলি দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণিগণ তিন বিভিন্ন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়; (১) প্রাণশক্তি, (২) স্নায়বিক শক্তি ও (৩) মানসিক শক্তি। মানুষের মধ্যে একসঙ্গে সকল প্রকার শক্তির অধিকতম বিকাশ ঘটিয়াছে। বস্তুত, সৃষ্টির প্রথম হইতে সমুদয় জীবজগতের উদ্ভবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জন্ম। ওকেন, এগাসিজ্ এবং কোলরিজ এ কথাই বলিয়াছেন যে, মানুষের জন্মলাভে সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। লরেল তাঁহার Introduction to Mental Philosophyতে বলেন, (১) প্রাণশক্তি ও মানসিক শক্তি (স্নায়বিক শক্তি সহ) মূলত একই বস্তু; (২) আমাদের এই চৈতন্যময় জীবনের ভিত্তি এক মগ্নচৈতন্য জীবন (তাহাতে সহজাত সংস্কার ক্রিয়া করে); (৩) প্রাণ ও মানসিক শক্তির মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান যে, একের নিয়মাবলী অন্যের নিয়ম সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকরণ যোগাইয়া থাকে। তিনি গন্ধের উগ্রতা, সাধারণতা ও মৃদুতার উদাহরণ দিয়াছেন ও বলিতেছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে সহজাত সংস্কার দ্বারা পীড়া, আনন্দ বা অতৃপ্তি বোধ হয়। সুতরাং সহজাত সংস্কার ইচ্ছাপ্রসূত বস্তু নহে। সহজাত সংস্কারকে অপরিবর্তনীয় মনে করিবার কোন কারণ নাই। অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে সহজাত সংস্কার পরিবর্তিত হয়, ইহা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে। গৃহপালিত পশুপাখীর সহজাত সংস্কার শিক্ষার ফলেও অনেক বিভিন্ন হইয়া যায়। মনুষ্য-শিশুর মধ্যে সহজাত সংস্কারের অভাব নাই, তবে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে বলিয়া সহজাত সংস্কারগুলি কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখে না।

জীবজন্তুর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে লেখক বিভিন্ন প্রাণী লইয়া কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। যথা, কুকুর, পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজাপতি,

রাজহংসী, কাঁকড়া, স্যামন মাছ, কোকিল, বীবর, পায়রা, সাপ ইত্যাদি। সহজাত সংস্কার সম্বন্ধেও তিনি হস্তী, সিংহ, হায়েনা, কুকুর, ঘোড়া, কাক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু ও পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে, শারীরিক শক্তির জন্য মানুষ ইতর জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিতে মানুষ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বড়। ইতর জীবের আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে বর্তমান সময়ে ইতর জীবের সহজাত সংস্কার, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত বহু তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তৎপূর্বে কিছু বলা শোভন ও সঙ্গত নহে।

দ্বাদশ বর্ষের সভ্য-তালিকা

দ্বাদশ বর্ষে বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সর্বসমেত (কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্য লইয়া) ৯১ জন সদস্য ছিল। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদান করা হইল—

মিঃ জে এস্ গ্যাব্রিয়েল, মিঃ এস্ লব এম্ এ, এম ক্যামেল, সি গ্রেগরী এল্ এল্, সি সি ম্যাক্রে এম্ এ, সি মিলার বি এল্, রেভারেণ্ড ই ষ্ট্রো, রেভারেণ্ড জে লং, টমাস জোন্স, ডি ম্যাক্‌মরফি, ডব্লিউ জি ফ্র্যান্সিস্, এইচ্ আর ফিঞ্চ, মুন্সী ইথওয়ারিলাল, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এল্ এল্ আশুতোষ ধর এল্ এল্, প্রসাদদাস মল্লিক, নৃত্যলাল মল্লিক, হরিমোহন শীল, মাধবলাল শীল, রাখালদাস শীল, নারায়ণচাঁদ ধর, তুলসীদাস দত্ত, কুঞ্জবিহারী ধর, নবীনচাঁদ বড়াল এল্ এল্, মতিলাল ধর, দেবীচরণ পাল, ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এল্, রসিকলাল ধর, বনমালী মল্লিক, বিহারীলাল ধর, নবগোপাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ দে, রাধামাধব সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বসু, দীনবন্ধু সেন, প্রসন্নকুমার সেন, গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, বলাইচাঁদ দত্ত বি এ, ত্রিলোচন বসু, কৈলাসচন্দ্র সেন, রাধাবল্লভ দাস, শালিগ্রাম খান্না ক্ষেত্রী,

পুলিনচন্দ্র রায়, কেদারনাথ দত্ত, সুবলদাস সেন, নারায়ণ সিং, মদনগোপাল মল্লিক, বিহারীলাল দে, আশুতোষ মল্লিক, রাজেন্দ্র মল্লিক (পরে রাজা), ক্ষেত্রমোহন শীল, বৈজনাথ সিং, বিশ্বেশ্বর সিং, যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র বি এ, ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কার্তিকচরণ সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক, আশুতোষ ধর, দেবেন্দ্রনাথ শীল, শ্যামচাঁদ আঢ্য, রামলাল মুখোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য, মনোমোহন ঘোষ (বার-অ্যাট্-ল), উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনুলাল মল্লিক, হরপ্রসাদ ক্ষেত্রী, ব্রজবন্ধু আঢ্য, তুলসীদাস শীল এল্ এল্, চুণীলাল গুপ্ত, পীতাম্বর দে, সূর্যনারায়ণ সিং, বিনোদবিহারী ভাদুড়ী, বৈকুণ্ঠনাথ পাল বি এল্, পিয়ারীলাল গুপ্ত, মাণিকলাল পাইন, মধুসূদন চৌধুরী, সাতকড়ি দত্ত, মাধবচন্দ্র দত্ত, হরিপ্রসন্ন রায়, কৈলাস প্রধান, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল্ এল্, পণ্ডিত রাধামাধব ঠাকুর, রামচন্দ্র ঘোষ, উদয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লালমোহন মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম, মীর আস্রফ আলি খাঁ এল্ এম্ এস্।

দ্বাদশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

আলোচ্য বর্ষে রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ মহোদয় গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। কার্য-বিবরণে লিখিত আছে, "সমাজে যোগদানের প্রথম হইতে এ পর্যন্ত তিনি সমাজের উন্নতি-কল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং প্রায় সকল অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। এজন্য সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।"

আশুতোষ ধর বি এল্ মহাশয় সাহিত্য-সমাজের সহকারী সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন এবং ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এল্ এল্ মহাশয়ের স্থলে বর্তমান বর্ষে তুলসীদাস দত্ত মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি হন।

প্রসাদদাস মল্লিক সম্পাদক ও নৃত্যলাল মল্লিক সহকারী সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন।

দ্বাদশ বর্ষের বক্তৃতাবলী

আলোচ্য বর্ষে সাতটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়। এই সাতটি বক্তৃতার মধ্যে প্রথমটি সংস্কৃত ও দ্বিতীয়টি উর্দু ভাষায় এবং বাকী কয়টি ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত হয়।

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
প্রথম	The Life of Rishava Deb	রাধামাধব ঠাকুর
দ্বিতীয়	The History of Burra Buzaar	মুন্সী ইথওয়ারি লাল
তৃতীয়	The Music of various countries, with illustrations vocal and instrumental	মিঃ ও মিসেস্ এভারি
চতুর্থ	The Study of Law	বলাইচাঁদ দত্ত বি এ
পঞ্চম	Auguste Comte—the Positivist	রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ
ষষ্ঠ	Life of Prince Albert	গোষ্ঠবিহারী মল্লিক
সপ্তম	How to preserve the Infant Life	প্রসাদদাস মল্লিক

এই সাতটি অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ কার্যের জন্য আরও দুইটি অধিবেশন হয়।

দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল রাত্রি আট ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সমাজের সদস্য ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ লইয়া তিন শতেরও অধিক লোক এই অধিবেশনে উপস্থিত হন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য—

মিস্ পিগট, মিস্ ফক্নার, মিসেস ইভান্স, মিঃ টমাস জোন্স, রেভারেণ্ড আর ডব্লিউ ইভান্স, ডাঃ টাউয়ার, মিঃ ডি ম্যাক্মরফি, মিঃ ডব্লিউ জে

রোম, মিঃ জে·গ্রে, মিঃ এইচ আর ফিঞ্চ, মিঃ এস্ লাউরি, মিঃ জে ই ষ্টিক্ল্যাণ্ড. মিঃ জে চামার্স, মিঃ এন্ মরিসন্, মিঃ আর ডি পিয়ার্স, মিঃ জে ম্যাক্কিলিক্যান, মিঃ জে জে রস, মিঃ সি জে ডোনাল্ড, মিঃ সি মুলেন, বাবু প্রেমনাথ মল্লিক, বাবু আনন্দলাল মল্লিক, বাবু ভোলানাথ মল্লিক, বাবু অদ্বৈত চন্দ্র আঢ্য, বাবু ব্রজবন্ধু আঢ্য, বাবু নবীনচন্দ্র আঢ্য, বাবু বিহারীলাল ধর, বাবু নারায়ণচাঁদ ধর, বাবু কুঞ্জবিহারী ধর, বাবু রসিকলাল পাইন, বাবু দামোদরদাস বর্ম্মণ, বাবু ক্ষেত্রমোহন শীল, ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায়, বাবু শ্যামসুন্দর দে, বাবু কৃষ্ণচরণ দত্ত, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল, মৌলভী আবদুল লতিফ্ খাঁ বাহাদুর, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, মৌলভী আবদুল রাউফ্, ডাঃ হবিব্বর খাঁন, মিঃ পাস্তমজী নাসের ভানজী, মিঃ কাওজি এদুলজি, মিঃ রস্তমজী পালুজী, মিঃ পোস্তমজী নৌরজি, মিঃ হারমুস্জি আরনামজী, বাবু শ্রীনাথ সেন, বাবু রমানাথ শীল, বাবু রাধামাধব সেন, বাবু হরিদাস বসাক, বাবু আশুতোষ ধর, বাবু মাধবলাল শীল, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু দীননাথ শীল, বাবু নারায়ণ সিং, বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, বাবু যোগেন্দ্র মল্লিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, বাবু নন্দলাল মল্লিক, বাবু নন্দলাল পাল, বাবু ভারতচন্দ্র দাস, বাবু মধুসূদন চৌধুরী, বাবু শ্যামাচরণ আঢ্য, বাবু দোয়ারী ক্ষেত্রী, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম, মিঃ গ্যাবরিয়েল, মিঃ ম্যাক্-মরফি, ডাঃ মীর, মিঃ আসরাফ্ আলি খাঁন, বাবু সাতকড়ি দত্ত, বাবু যদুনাথ মল্লিক, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক, বাবু তুলসীদাস মল্লিক, বাবু অটলবিহারী মল্লিক, বাবু শ্যামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রথমে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় গত বর্ষের কার্যবিবরণী পাঠ করিলেন। ইহা সমর্থিত ও অনুমোদিত হইবার পর মাননীয় বিচারপতি জে বি ফিয়ার এম্ এ ও রেভারেণ্ড জে লং মহোদয়গণের পত্র পঠিত হয়।

সি সি ম্যাক্রের বক্তৃতার মর্ম

অতঃপর সি সি ম্যাক্রে মহোদয় "প্রেম সঙ্গীত—প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে উঠেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম নিম্নরূপ—সকল

দেশেই গদ্যের আগে কবিতার জন্ম, কোন জাতি সাহিত্য রচনা করিয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে গদ্যে কোন লেখা থাকুক বা না থাকুক পদ্যে আছে। প্রেম সম্বন্ধেও বলা চলে যে, উহা মানবের একটি সার্বজনীন মনোবৃত্তি। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, যুগে যুগে দেশে দেশে প্রেম সম্বন্ধে যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সার উইলিয়াম জোন্‌স্ তাঁহার ল্যাটিন পত্রে যথার্থই বলিয়াছেন যে, সেই কাব্যই সর্বাপেক্ষা মনোহর যাহা মানব-মনের সুমিষ্ট অনুভূতি অবলম্বনে রচিত অর্থাৎ যাহা সমুদয় মরণশীল মানবের সাধারণ-ধর্ম ভালবাসা লইয়া রচিত। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষের বাসনা পশুদের মত প্রবল ছিল, তখন তাহারা প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিত না বলিয়া প্রকৃত ভালবাসা দেখা দেয় নাই। অসভ্য সমাজে পুরুষ মানুষ অতিশয় বলশালী, এবং তাহারা চিরকাল রমণীদিগকে মনুষ্যেতর জীবরূপে বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিল। কোন সমাজে স্ত্রীলোকের প্রতি যখন শ্রদ্ধা দেখান হয়, তখন সভ্যতার প্রথম ধাপ স্থুরু হয়। তারপর সেই শ্রদ্ধা যখন গানে ও কবিতায় ফুটিয়া উঠে, তখন সে সমাজ বর্বরতা বহু দূর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই সব কবিতা ও গান বংশানুক্রমে মুখে মুখে উচ্চারিত হইয়া মানুষকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া থাকে।

এই খানে বক্তা হিব্রু, পার্শী, গ্রীক্, রোমান, ফরাসী, জার্মান, স্পেনিস, ইতালীয় ও ইংরেজ কবিদিগের লেখা হইতে কবিতা উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন কবির প্রেম-সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা করেন। কোথাও তিনি মূল কবিতা, কোথাও বা উহার তর্জমা দ্বারা উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মনোরঞ্জন করেন। সাদির কবিতা সকলে বিশেষ ভাবে উপভোগ করেন।

এই সকল কবিতার তুলনা করিয়া তিনি দেখান সকল দেশেই মানবেরা স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ করে। সর্বাপেক্ষা নিম্ন স্তরে রহিয়াছে অসভ্যদের পশুপ্রবৃত্তি, আর সর্বোচ্চে রহিয়াছে জার্মাণ ও ইংরেজদের মনোবৃত্তি। ইহারা রমণীকে বন্ধু ও পরিবারের কল্যাণদাত্রীরূপে বিবেচনা করিয়া থাকে। ফরাসীরা রমণীকে শুধু বিলাসের সঙ্গিনী বলিয়া মনে করায় কিরূপ কুফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তিনি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতা-শেষে বক্তা এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন যে, বাংলা ও হিন্দুস্থানী তাঁহার জানা না থাকায় তিনি অন্যান্য ভাষায় রচিত প্রেম-সঙ্গীতের সহিত ঐ দুই ভাষায় রচিত প্রেম-সঙ্গীত তুলনা করিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে জগতের কতকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রমণীদের কথা বর্ণনায় নিজেদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সত্য বটে ভালবাসার অপব্যবহার দ্বারা মানুষ নরকের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, কিন্তু উহার সদ্ব্যবহার দ্বারা যে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হয় তাহাতে ভুল নাই।

বাবু বলাইচাঁদ দত্ত বি এ মহোদয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া ভারতীয় প্রেম-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। জে এস্ গ্যাব্রিয়েল তাঁহার সমর্থন করেন। তৎপরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী টমাস্ জোন্স এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন ও বলেন যে, এইরূপ ক্লাব কথার চেয়ে কাজের দ্বারা বেশী করিতে সমর্থ হইবে। তিনি কলিকাতার সহিত মাদ্রাজের অবস্থার তুলনা করিয়া বলেন কলিকাতা অনেক উন্নত। বঙ্গ-সমাজের অনেক নেতার সহিত যে তাঁহার বন্ধুত্ব আছে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। অতঃপর সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মৌলভী আবদুল লতিফ্ খান বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ শুক্রবার রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে অনারেবল সার রিচার্ড টেম্পল কে সি এস্ আই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় বহু জনসমাগম হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখ-যোগ্য—

মিস্ মিলম্যান, ডাঃ এম্ মিচেল, মিসেস্ এম্ মিচেল, রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ ও মিসেস্ পিটার, মিঃ ও মিসেস্ ফিঞ্চ, মিসেস্ ব্রিটেজকি, মিঃ ও মিসেস্ সেপার্ড, মিসেস্ ম্যাকার্থি, মিঃ মার্টিন

মোয়াট এম্ এ, মিস্ ফকিনার, মিঃ ও মিসেস্ ষ্ট্রিক্ল্যাণ্ড, রেভারেণ্ড কে এম্ ব্যানার্জি, রেভারেণ্ড এ পি নীল, রেভারেণ্ড ডাঃ সি বাউম্যান, মিঃ এম্ ক্যামেল, মিঃ জি এম্ ঠাকুর, মিঃ জে এস্ গ্যাব্রিয়েল, বাবু প্রেমনাথ মল্লিক, বাবু আনন্দলাল মল্লিক, বাবু এইচ্ এম্ শীল, বাবু ভোলানাথ মল্লিক, বাবু নারায়ণ সিং, বাবু পুলিনচন্দ্র রায়, বাবু সারদা-মোহন বড়াল, মুন্সী আর জীবন, মীর আস্রফ্ আলি খাঁ এল্ এম্ এস্, বাবু বরেন্দ্রনাথ মল্লিক, বাবু লালমোহন মল্লিক, বাবু নৃত্যলাল মল্লিক, বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শালিগ্রাম ক্ষেত্রী, বাবু হরপ্রসাদ ক্ষেত্রী, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম, মিঃ নৌরজী নোসরঞ্জী, মিঃ ও মিসেস্ সাণ্ডেল, মিসেস্ নিউসন, বাবু মাণিকলাল পাইন, বাবু ক্ষেত্রমোহন পাইন, বাবু বি এল্ বসাক, বাবু আশুতোষ ধর, মিঃ এম্ রোজ, মিঃ জে ক্যামেল প্রভৃতি।

সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় বার্ষিক কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতার লর্ড বিশপ মহোদয় "Eclecticism" সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

লর্ড বিশপের বক্তৃতার মর্ম

নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম প্রদত্ত হইল—

বক্তা বলিলেন, তিনি অতীতের কাহিনী লইয়া আলোচনা করিবেন। তাহা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক দেশ-সেবকের পক্ষে অতীত-কাহিনী স্মরণ রাখা যে অবশ্য কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহা একদিকে তাঁহার কার্যপথে সাবধান করিয়া দেয়, অন্য দিকে উৎসাহ প্রদান করে।

প্রাচীন কালের লোকদের মধ্যে একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল, তাহার নাম মিশ্রদর্শনবাদ (Eclectic)। কল্পনা করুন যেন রোমান্ নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগর দিয়া যাত্রা করিয়াছে। ইহার কোন একটি জাহাজে রোমান্ সম্রাট্ যাইতেছেন। তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য দেখিবার জন্য অভিলাষী। এই সম্রাট আর কেহ নন, আদ্রিয়ান। ইনি অত্যন্ত

অনুসন্ধিৎসু,—প্রত্যেকটি জিনিষ নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা তাঁহার স্বভাব। এরূপে লব্ধ জ্ঞান তিনি কিরূপে খাটাইতেন সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাঁহাকে এক ধরণের মিশ্রদর্শনবাদী বলা চলে। রোমে তিনি নিজ নগরের দেবতাগণকে পূজা করিতেন ও প্রজারা যাহাতে তদ্রূপ করে সে বিষয়ে অবহিত থাকিতেন, কিন্তু গ্রীসে আসিয়া তিনি রোমান দেবতাদের উপহাস করিতেন। বর্তমানে আদ্রিয়ান দর্শনবাদের জন্মভূমি অ্যালেকজান্দ্রিয়া চলিয়াছেন। অ্যালেকজান্দ্রিয়া সেকালের বিখ্যাত ও সৌন্দর্যময়ী নগরী। আদ্রিয়ান অবতরণ করিয়া এক পরমৈশ্বর্যশালী শহরে প্রবেশ করিলেন। ফেরোদের ঐশ্বর্যের স্মৃতিচিহ্ন সর্বত্র দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সম্মুখস্থ রাস্তাটিকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাস্তা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, মিশরের রাজা, টলেমিদের অপূর্ব প্রাসাদে মিশরের ধনরত্ন পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। বন্দর জাহাজে পরিপূর্ণ এবং সম্রাট্‌কে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য সজ্জিত করা হইয়াছে। শস্য-বোঝাই জাহাজ ও অন্যান্য জাহাজ দেখা যাইতেছে—এগুলি রোমের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বাহন। সেরাপিসস্থ মন্দির শোভা পাইতেছে ও উহার স্থান রাজধানীর মন্দিরের নীচেই। আদ্রিয়ান বিভিন্ন রাস্তা দিয়া পথ চলিবার কালে লোকেরা দুই ধারে তাঁহাকে প্রণাম করিতে থাকিল। সম্মুখে তাহারা তাঁহাকে যথোচিত পূজা ও সম্মান দেয়। কিন্তু যেই তিনি চলিয়া যান, অমনি তাঁহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আদ্রিয়ান্ মিউজিয়াম দেখিতে গেলেন, উহার নাম সেরাপিয়াম। ইহা একাধারে লাইব্রেরী এবং পশুশালা। এখানে সাত লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। অ্যালেকজান্দ্রিয়ার জনগণ বিশেষ মিশ্রদর্শনবাদের পক্ষপাতী। মহাবীর অ্যালেকজাণ্ডার এই নগরের পত্তন করিয়া এখানে অনেক শিক্ষিত গ্রীককে আনয়ন করেন, ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন করেন। এককালে পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ কিন্তু বর্তমানে পতিত মিশরীয়গণও ছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। তখন অ্যালেকজান্দ্রিয়ার জনসংখ্যা ছয় লক্ষ। ইহারা বিশেষ উন্নত ছিল না। ইহারা ঈশ্বরের চেয়ে অর্থের বেশী উপাসক ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

অতীত সম্বন্ধে লিখিত কাহিনী হইতে উপরি উক্ত বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। অ্যালেকজান্দ্রিয়ার লোকদের সম্বন্ধে আদ্রিয়ানের ধারণা ঠিক না হইতেও পারে। কিন্তু অ্যালেকজান্দ্রিয়া মিশ্রদর্শনবাদের জন্মস্থান, ইহা সত্য কথা। মিউজিয়াম-সংক্রান্ত শিক্ষালয় এমন সব ছাত্র দ্বারা পূর্ণ ছিল, যাঁহারা বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুত, কবি, বৈয়াকরণ, ডাক্তার, ভূগোলবিৎ, জ্যামিতিজ্ঞ, শরীর-শাস্ত্রবিৎ ও বহু প্রকারের বৈজ্ঞানিকগণ অ্যালেকজান্দ্রিয়ার শোভাবর্ধন করিতেছেন। অহর্নিশি জ্ঞানের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া ইঁহারা কাল কাটাইতেন; পৃথিবীর জ্ঞাত ভূভাগসকল হইতে ছাত্রেরা আসিয়া জুটিয়াছিল। চারিদিকের লোকেরা অত্যন্ত উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল, যদিও তাহারা বাণিজ্য-ব্যাপারে বিশেষ পরিশ্রম করিত; কিন্তু ছাত্রেরা সব ছিল মিউজিয়াম-সংক্রান্ত শিক্ষালয়ে। মিশ্রদর্শনবাদের খোঁজ করিতে হইলে এই ছাত্রদের মধ্যে করিতে হইবে। যাঁহারা এই পথের পথিক হইতেন, তাঁহারা মানবের পরিণতি সম্বন্ধে গভীরভাবে ধ্যান-ধারণা করিতেন। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের চেয়ে উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। এই উচ্চতর অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়েই ছাত্রগণ মিশ্রদর্শনবাদী, নানা মতবাদ হইতে সার সংগ্রহ করে। প্রথম মিশ্রদর্শনবাদী এমোনিয়াস্ স্যাকাস্। ফিলে, প্লুটার্ক ও টাইনের এপোলোনিয়াস্কেও মিশ্রদর্শনবাদী বলা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত মিশ্রদর্শনবাদের সূচনা অ্যালেকজান্দ্রিয়াতেই হয়। এই সব লোকের টুক্রা টুক্রা জীবন চরিত আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের সমগ্র জীবন একটা প্রণালীবদ্ধরূপে পরিচালিত হইত। যে ভগবান্কে তাঁহারা আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতেন তাঁহাকে বাহিরেও অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা প্লেটো ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকগণের রচনাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা জ্ঞানান্বেষণার্থ প্রাচ্যদেশে গমন করেন ও পারসিকদের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল, —তাহা অশোকের লিপি ও দুই জন চীনা পরিব্রাজকের ভ্রমণ-কাহিনী

হইতে জানা যায়। এইরূপে তাঁহারা জ্ঞানের জন্য উৎসুক হইয়া পৃথিবীর সকল স্থানে গমন করেন। তাঁহারা অ্যাথেন্‌স ও রোমে গিয়া দর্শন শিক্ষা করেন ও তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পূর্ব দিকে যান। এখন প্রশ্ন এই, ইঁহারা কেন মিশ্রদর্শনবাদী হন? সেকালে মূর্তিপূজা, গ্রীক্ দর্শন, ষ্টইক ও এপিকিউরান্‌দের দর্শন ইত্যাদি ছিল, কিন্তু প্রাচীনতর গ্রীকতত্ত্বসমূহ এগুলির চেয়েও বেশী তাঁহাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহারা দাইলো প্রভৃতি ইহুদীদের সহিত ইহুদী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। Pantænus, Clement, Origen প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তখন খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। বহু শিক্ষিত ও চিন্তাশীল খৃষ্টান শুধু নিজেদের শাস্ত্র নয়, অ-খৃষ্টানদের শাস্ত্রও যত্নের সহিত পাঠ করিতেছিলেন। এই মিশ্রদর্শন বিদ্যা নানা প্রকার দর্শন ও ধর্ম পর্যালোচনা করিয়া প্রতি বিষয় হইতে যাহা কিছু সার তাহা সংগ্রহ করিতেন। প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম সব কিছু ঘাঁটিয়া তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা লইতেন, বাকীটা ত্যাগ করিতেন। তাঁহারা কোন বিশ্বাস বা মতকেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিতেন না, নিজেদের জ্ঞানের আলোকে সমুদয় যাচাই করিয়া লইতেন। পরে যেই তাঁহাদের সহিত খৃষ্টান-ধর্মের সংঘর্ষ বাধিল, তাঁহারা মিশ্রদর্শনবাদী বলিয়া আখ্যাত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদেরএকটি বড় অভাব ছিল, তাহা চিন্তা ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মৌলিকতার অভাব। তাঁহারা প্রত্যেক ধর্ম বিশেষভাবে বিচার করিয়া অপক্ষপাতভাবে যাহা ত্যাগ করিবার তাহা ত্যাগ করিতেন। জ্ঞানবাদী বলিয়া পরিচিত দার্শনিকগণও খৃষ্টধর্ম হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মিশ্রদর্শনবাদী। তাঁহারা বিশেষ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন বলিয়া দাবী করিতেন। ভগবৎ-প্রকাশিত সত্যের প্রতি তাঁহারা যথোচিত মর্যাদা দেখাইতেন না। এ দেশের ব্রাহ্মণদের মত তাঁহারা একটা পৃথক অভিজাত শ্রেণীতে নিজেদিগকে পরিণত করিয়াছিলেন ও সর্ব সাধারণকে কৃপার চোখে দেখিতেন। তাঁহারা বলিতেন, পরম সত্য সর্ব সাধারণের জন্য নয়, অল্প কয়েকজনের জন্য। ইহার ফলে সমাজের অবস্থা উন্নত ছিল না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পাশেই নৈতিক অধঃপতন দৃষ্ট হইত। মিশ্র-

দর্শনমতবাদিগণ নিজেদের কাজের ফলাফল চিন্তা করিতেন না। তাঁহারা মূর্তিপূজা কালে বলিতেন তাঁহারা মূর্তির পূজা করিতেছেন না, উহার ভিতরকার শক্তিকে পূজা করিতেছেন। খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে সেলসাস্ নামক এক ব্যক্তির (সম্ভবত মিশ্রদর্শনবাদী) যুক্তি নিম্নরূপ—(১) মানুষের মহত্ত্ব—সমগ্র জগৎ যে মানুষের তৃপ্তি বিধানের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আর অমরাত্মার তুলনায় গ্রহতারকারাজিও হীনপ্রভ হইয়া যায়, তিনি এই কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। (২) তাঁহার মতে খৃষ্টান ধর্ম দুর্বল ও অজ্ঞদের ধর্ম। (৩) খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ার অর্থ তিনি খুঁজিয়া পান নাই। এই বিভাগ দ্বারা যে খৃষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তাহা তিনি কাজের কথা নয় বলিয়াছেন। নব জীবন ও ধর্মান্তর তাঁহার নিকট উপহসিত হইয়াছে। তিনি বলেন পাপে যে অভ্যস্ত তাহার পক্ষে জীবনের ধারা পরিবর্তন করা অসম্ভব। খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে মিশ্রদর্শনবাদীদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপত এইরূপই। অন্য দিকে খৃষ্টানরা ভগবানের আবির্ভাবে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা দীক্ষিত হইতেন, তাঁহারা নির্দিষ্ট ভগবৎমন্দিরে যোগদান করিতেন, খৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানিতেন, নবজন্মে বিশ্বাস করিতেন ও মনে করিতেন তাঁহারা নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। মিশ্রদর্শনবাদের প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল, সেজন্য উহা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা প্রায় ২০০।২৫০ বৎসর বর্তমান ছিল। এবং যে সত্য মিশ্রদর্শনবাদীরা ত্যাগ করিয়াছিলেন আজ আমরা খৃষ্টানরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। খৃষ্টানরা ভগবানের আদর্শসমূহ শিরোধার্য করিয়া জীবন পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে ব্রাহ্ম সমাজ-ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা অনেকটা এই প্রাচীন মিশ্রদর্শনবাদের অনুরূপ। এই সমাজ বাইবেল, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্র হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছে। বক্তার আশঙ্কা এই যে, জ্ঞৈানিক বিশ্বদেববাদ রূপে বস্তুত অবিশ্বাস বা নাস্তিক্য এই দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। E. Burnouf এর তাহাই মত। ব্রাহ্ম সমাজে শক্তি ও প্রাণের অভাব দেখা যায়। একটা দুর্বলতা—প্রতিজ্ঞার দুর্বলতা ও শক্তির অল্পতা আছে।

হিন্দুদের প্রতি বক্তার স্বাভাবিক প্রীতি আছে, তাঁহাদের শক্তিও যথেষ্ট কিন্তু সত্যকে গ্রহণ করিতে তাঁহারা অতিশয় পশ্চাৎপদ এবং সেজন্যই মিশ্র-দর্শনবাদ তাঁহাদের মধ্যে আনুকূল্য পাইতেছে। যাঁহারা সভ্যতার ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে বলেন যে, এ দেশে বিশ্ব-দেববাদ জ্ঞান ও সভ্যতার ফল। জ্ঞান ও সভ্যতা মিশ্রদর্শনবাদের পুষ্টি-সাধন করিতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইয়োরোপে অবিশ্বাস হইতে মিশ্রদর্শনবাদের জন্ম এবং সভ্যতা ও জ্ঞান দ্বারা উহা বৃদ্ধি পায়। ইহা মানুষের আত্মার বিনাশ ঘটায়। বক্তার অনুরোধ এই যে, সত্যের অনুসন্ধানকারী পাদ্রিদের কথা যেন সকলে মনোযোগ দিয়া শোনেন। হিন্দুরা সাহসের সহিত সত্যকে গ্রহণ করিলে তবেই পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্ভবপর হইবে।

লর্ড বিশপের বক্তৃতার আলোচনা

ইহার পর আলোচনা আরম্ভ হয়। ডক্টর মারে মিচেল বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর বলেন, অ্যালেকজান্দ্রিয়ার ইস্কুলে যে পূর্ব ও পশ্চিমের ভাব-রাশির মিলন ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রাচীন মিশ্রদর্শনবাদ ও বর্তমান সময়ের অবিশ্বাসের সহিত একটা সাদৃশ্য আছে, সেজন্য উহা আরো প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান সময়ে কলিকাতায় পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবরাশির অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। যদি প্রশ্ন করা যায়, সেকালে ব্রাহ্ম সমাজের অনুরূপ কোন্ বস্তু ছিল ত জবাব দিতে হয় মার্সিয়ন প্রণীত দর্শন এইরূপ বস্তু ছিল। অন্যান্য জ্ঞানবাদীরা বিভিন্ন মতবাদের প্রতিকারে ব্যস্ত ছিলেন, আর মার্সিয়ন নিজ শিষ্যদিগকে লইয়া এক সমাজ গঠনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রতি তাঁহার গভীর বিরাগ ছিল, ঐশ্বরিক শক্তি হিসাবে প্রেমের বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু জাগতিক ন্যায়বিধান সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন নাই। মিশ্রদর্শনবাদের শেষ মূর্তি নিয়ো-প্লেটোনিজ্ম্। এইরূপে ইহা শেষবার খৃষ্টান ধর্মকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে। অনেক অশান্ত হৃদয় এই মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় ও তাহাতে একদিকে খৃষ্টান ধর্মের বিস্তারে বাধা হইলেও অন্য দিকে এক

উচ্চতর আদর্শ সমুপস্থিত করিয়া খৃষ্টান-ধর্ম-বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ডক্টর মিচেল অনুরোধ করেন, ব্রাহ্ম সমাজের নেতাগণ যেন ভাল করিয়া মিশ্রদর্শনবাদের আলোচনা করেন। তাহা করিলে তাঁহারা দেখিবেন যে, তাহারা খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন তাহা বহু পূর্বেই করা হইয়াছিল। দুঃখ এই যে, যে সব যুক্তির অসারতা প্রতি-পাদিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আবার সেই গুলিই অবলম্বন করিয়াছেন। ডক্টর মিচেল পরিশেষে পরম সম্মানাস্পদ বক্তাকে তাঁহার অমূল্য বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভাপতি রেভারেণ্ড কে এস ম্যাকডোনাল্ড বক্তাকে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবেব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন, তাঁহাদের ক্লাব কতকটা মিশ্রদর্শনবাদীদের আদর্শে গঠিত হইলেও তিনি আশা করেন কেহ কেহ সমগ্র সত্য অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না। বুদ্ধির অভিমান ও আচারের আবর্তে পড়িয়া প্রাচীন মিশ্রদর্শন ধ্বংস পায়, আধুনিক মিশ্রদর্শন-বাদ রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে বিনয়ের আশ্রয় লইতে হইবে, তবে মিশ্র-দর্শনবাদ সত্য পথের সন্ধানে সাহায্য করিবে।

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক একটি দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া বলেন, তাঁহার মনে হয় সেকালের খৃষ্টান সমাজের অদূরদৃষ্টি অর্থাৎ যে খৃষ্টান নয় তাহার মুক্তির আশা নাই, এই মতবাদের বিরুদ্ধে মিশ্রদর্শনবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় বর্তমান ছিল এবং অ্যামোনিয়াস্ স্যাকাস্ ইহার খুব শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন। ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে লর্ড বিশপের মন্তব্যসমূহ তিনি বুঝিতে না পারার জন্য দুঃখিত। যদিও ব্রাহ্ম সমাজ সকল প্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থ হইতে সত্য আহরণ করিয়া থাকে, তথাপি ইহা কোন ক্রমেই প্রাচীন মিশ্রদর্শন-বাদের অনুরূপ নহে। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য আমাদের ভক্তিবৃত্তির স্ফুরণ, ভারতের সর্বত্র এক ঈশ্বরের পূজার প্রচার এবং সকল মানুষের সহিত সদ্ভাব ও ভ্রাতৃভাবে বাস করার উপদেশ দেওয়া। বড় বড় বাড়ী তৈরী করিয়া, বা শুধু মাত্র বড় বড় কথা প্রচার করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শেষ হয় না, বিনা রক্তপাতে অসত্যকে দূর করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সাংসারিক

বুদ্ধির স্থানে ভগবদ্ভক্তিকে প্রচলিত করা উহার লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করেন, একদিন ব্রাহ্মধর্মের উদার সত্যসমূহ বিশ্বের সর্বত্র গৃহীত ও আদৃত হইবে। এবং সেদিন জগতের সকল জাতির নরনারী হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইবে ও পৃথিবীতে শান্তি, সুখ ও শৃঙ্খলার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রেভারেণ্ড কে এম ব্যানার্জি বলেন, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রহ্মণ্য ধর্মে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই 'ব্রহ্ম' এই কথা হইতে উদ্ভূত। তিনি খুব জোরের সহিত বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্ম ধর্ম মিশ্রদর্শনবাদ ও অস্থায়ী ধর্ম, ইহার কোন পৃথক্ ভিত্তি নাই। অতঃপর তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের উদ্ভব ও উত্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলেন, শেষ বক্তার মত ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয়ে কিছু জানেন না, তাঁহাদের সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নহে।

পরিশেষে সভাপতি অনারেবল সার রিচার্ড টেম্পল বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া চিন্তাশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথা সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া দেন।

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ১১টায় সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রয়োদশ বর্ষের নূতন সভ্য

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন—

মিঃ সি মিলার বি এল্, বার্-অ্যাট্-ল, ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ সি সি ম্যাক্রে, এম্ এ, বার-অ্যাট্-ল, মিঃ টি জোন্স, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী, মিঃ হরজীবয় মানুকজী রস্তমজী, মিঃ ডবলিউ জি ফ্র্যান্সিস্, মিঃ এইচ্ আর ফিঙ্ক, মিঃ ডি ম্যাক্মরফি, মিঃ ই উইলসন বি এ, মিঃ মনোমোহন ঘোষ, বার-অ্যাট-ল; বাবু কৈলাস প্রধান, বাবু হরিপ্রসন্ন রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু মাণিকলাল পাইন, বাবু রাধামাধব সেন, বাবু সাতকড়ি দত্ত, বাবু রামচন্দ্র ঘোষ, বাবু লালমোহন মল্লিক, বাবু কৃষ্ণদাস দে এম্ এ, বি এল্, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু দামোদরদাস বর্মণ, মীর আসরফ্

আলি খাঁ, এল্ এম্ এস্ এবং অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম। এই বৎসরে সমাজের সভ্য-সংখ্যা সর্বসমেত ১১৩ জন হয়।

ত্রয়োদশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এম্ এ মহোদয় আলোচ্য বর্ষে সমাজের সভাপতিরূপে পুনর্নির্বাচিত হন। সমাজের কার্যে তিনি বিশেষ যত্ন লয়েন; এজন্য সমাজ তাঁহার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাবু আশুতোষ ধর মহাশয় সহকারী সভাপতি-পদে পুনর্নির্বাচিত এবং তুলসীদাস দত্ত মহাশয়ের স্থলে মিঃ জে এস্ গ্যাব্‌রিয়েল মহোদয় সমাজের অন্যতম সহকারী সভাপতি-পদে নবনির্বাচিত হন।

নিয়মাবলীর পরিবর্তন

সমাজের ৫ম, ৭ম ও ১৪শ নিয়মত্রয় এই বৎসরে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তিত হয়—

৫ম নিয়ম। বর্ষাকাল ব্যতীত প্রতি মাসে সমাজের একটি করিয়া অধিবেশন হইবে।

৭ম নিয়ম। সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সমাজের অধিবেশন রাত্রি আট ঘটিকার সময় এবং মার্চ হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে।

১৪শ নিয়ম। সভায় পঠিত প্রবন্ধসমূহে সভার স্বত্ব থাকিবে।

ত্রয়োদশ বর্ষের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী

আলোচ্য বর্ষে সমাজের সর্বসমেত ছয়টি অধিবেশন হয়। এই ছয়টির মধ্যে একটিতে কেবল বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ হয়, বাকী পাঁচটিতে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে অধিবেশনগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

বক্তৃতা

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
প্রথম	The Life and Character of the late Baboo Moti Lal Seal	কিশোরীচাঁদ মিত্র

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
দ্বিতীয়	Napolean Bonaparte and his Times	সুরেন্দ্র মল্লিক
তৃতীয়	The Two Great Teachers	রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড, এম্ এ
চতুর্থ	The Elements of True National Life	রেভারেণ্ড সি এম্ গ্রান্ট এম্ এ, বি ডি
ষষ্ঠ	Religious Progress in Bengal during the last Forty Years	গোষ্ঠবিহারী মল্লিক

প্রবন্ধ

অধিবেশন	প্রবন্ধের বিষয়	লেখক
পঞ্চম	The Life of Lob and Koss, the sons of Rajah Ram Chunder Debjee	লালমাধব চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

চতুর্দশ বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের নিম্নলিখিতরূপ কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন—

সভাপতি—রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড, এম্ এ

সহকারী সভাপতি—বাবু আশুতোষ ধর ও ই উইলসন, বি এ

নির্বাচনের কিছু পরে ই উইলসনের মৃত্যু হইলে, মিঃ এইচ্ আর ফিঙ্ক অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

সম্পাদক—বাবু প্রসাদদাস মল্লিক

সহকারী— „ নৃত্যলাল মল্লিক

চতুর্দশ বর্ষের নূতন সভ্য

আলোচ্য বর্ষে সমাজের নিম্নলিখিত বার জন নূতন সদস্য নির্বাচিত হন—মিঃ ই টি রবার্টস্, মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জি, মিঃ এইচ্ ডব্লিউ

সেপার্ড, মিঃ জে এ পার্কার, বাবু রাজকৃষ্ণ দে, বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গণেশচন্দ্র মিশ্র, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন বাগ্‌চী, বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাবু হেমেন্দ্রনাথ শীল, বাবু রামকৃষ্ণ দাস ক্ষেত্রী। এই ১২ জন লইয়া সমাজের এ পর্যন্ত ১২৫ জন সভ্য হইল।

চতুর্দশ বর্ষের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী

এই বৎসর বক্তৃতাদির জন্য সমাজের সাতটি অধিবেশন হয়। এই সাতটি অধিবেশন ব্যতীত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য সমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। পূর্বোক্ত সাতটি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়াদি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
প্রথম	The Word of God, where is it to be found	টি সি লেড্‌লি
দ্বিতীয়	Intellectual, Moral and Social improvement	প্যারীমোহন বাগ্‌চী
তৃতীয়	The Life and Character of Prethee Raj	রাধামাধব ঠাকুর
চতুর্থ	The Life of Rajah Joodheesteer	বিশ্বেশ্বর সিংহ
পঞ্চম	The present condition of Hindu Society	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
ষষ্ঠ	The difference between Hinduism in general and Brahmaism	ঐ
সপ্তম	The present state of Hindu Female	বিহারীলাল আঢ্য

টি সি লেডলির বক্তৃতা

প্রথম অধিবেশনের ইংরেজী বক্তৃতাটির মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই বক্তৃতা টি সি লেডলি সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হয়। বক্তৃতাটি ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী।

ভগবদ্বাণী—কোথায় উহার সন্ধান পাওয়া যায়

ভগবদ্বাণী কোথায় প্রকাশিত হয়? হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে—বেদে ও পুরাণে—অথবা সাঙ্খ্য, ন্যায়, বেদান্তদর্শনে? বুদ্ধের উপদেশাবলী, কন্‌ফুশিয়াসের বাণী, মহম্মদের কোরাণ, প্লেটো, সক্রেটিস, জেনো প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকগণের লেখা, ইহুদীর ধর্মশাস্ত্রসমূহ—ইহাদের ভিতরই বা কোথায় ভগবানের বাণী পাওয়া যাইতে পারে?—বর্তমান কালে যে ব্যক্তি প্রকৃতই সত্যের অনুসন্ধিৎসু ও বংশপরম্পরায় আগত সংস্কার যাঁহার বুদ্ধিকে বিকৃত করে না, তাঁহার পক্ষে সমুদয় ধর্মের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হয় যে, কোন ধর্মপ্রণালীকেই সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু সত্য আছে এবং প্রত্যেক ধর্ম হইতে সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া সেগুলি একত্র করিলে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পূর্ণ ধর্ম আবিষ্কার করা যায়।

বক্তা বলিতেছেন, ইহাও মিশ্রদর্শনবাদ এবং বহুকাল পূর্বে এমোনিয়াস স্যাকাস প্রমুখ মিশ্রদর্শনবাদীরা যাহা করিয়াছেন তাহার পুনরাবৃত্তি। ইহাতে জগতের অন্যান্য ধর্মের সহিত আর একটি ধর্মের যোগ হয় মাত্র; কিন্তু তাহাতে কি সত্যকে লাভ করা যায়? ইতিহাস হইতে সপ্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধে নব-প্লেটোবাদ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। নব-প্লেটোবাদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পোপের ক্ষমতা অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই ধর্মমত সমুদয় খৃষ্টান জগৎকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়টাই "তমসাচ্ছন্ন যুগ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তারপর আসিল সংস্কারের যুগ। সভ্য ইয়োরোপের মন যেন সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিল। এই সময়ে দুইটি মতবাদ জন্মলাভ করে—প্রটেষ্টাণ্ট ও ডিইষ্টবাদ। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মে পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া নূতন ও পুরাতন বাইবেল গ্রন্থকে ধর্মের একমাত্র ভিত্তি করিয়া প্রচার করে যে, ভগবানের বাণী বাইবেলেই পাওয়া যায়। ডিইজ্‌ম্ বলে, ভগবান্‌কে একমাত্র তাঁহার কাজের মধ্যে পাওয়া যায় এবং ভগবদিচ্ছা প্রকৃতির নিকট হইতে ছাড়া অন্য কোথাও হইতে জানা যায় না।

১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর ডিইষ্টগণ খৃষ্টানদের বাইবেলকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিতেন, 'এই আকাশ এবং পৃথিবী আমাদের বাইবেল।' ভগবান্ এক বটে, কিন্তু তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য বাইবেল ঘাঁটিবার প্রয়োজন নাই। এই ছিল তাঁহাদের মত। আশ্চর্য এই যে, এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিতেন না যে, যে ইহুদী ধর্মের তাঁহারা নিন্দা করিতেন, তাহাও প্রায় ঐ কথাই বলিত। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে প্রকৃত পক্ষে বাহ্য প্রকৃতি হইতে লব্ধ শিক্ষার ফলই স্থান পাইয়াছে। সুতরাং আকাশ এবং পৃথিবী হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া কেহ যদি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় ত তাহা না পড়িলে কিরূপে চলে? ইহার উত্তরে ডিইষ্টগণ বলেন, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই মূল উৎস প্রকৃতির নিকট হইতেই কেন না ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সচেষ্ট হইব?

পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ হইতে ডিইষ্ট ধর্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই ধর্মে ভগবান্ সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা আছে তাহা মনুষ্যজাতির শৈশব অবস্থার পরিচায়ক। মানবের শৈশবকালে, যাহা কিছু মানব-ইন্দ্রিয়সমূহকে অভিভূত করিত—প্রচণ্ড কিরণবর্ষী সূর্য, রূপার থালার মত চাঁদ, অগাধ নীল সমুদ্র, রমণীয় পর্বত ও উপত্যকাপূর্ণ পৃথিবী, মনোহর দৃশ্যাবলী, সুন্দর বাগান ও গভীর গাম্ভীর্যময় বন—সবই যে ভগবানের মহিমা প্রচার করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এগুলি মানুষের একেবারে বাহ্য বা সর্বনিম্ন প্রকৃতিকে মাত্র স্পর্শ করে। কিন্তু ভগবানের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে শুধু এই বাহ্য দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই অন্তরের দিকে ডিইষ্ট ধর্ম উদাসীন বলিয়াই ইহার অসম্পূর্ণতা।

কোথায় তাহা হইলে ভগবানের বাণী পাওয়া যাইবে? যীশু বলিয়াছেন, ঈশ্বর অসীম কাল ও স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। বাহিরের এই বিশ্বজগৎ—এখানেই শুধু ভগবান্ আছেন, তাহা নয়। তিনি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে আছেন। তিনি শাশ্বত, সকল কাল ও স্থান জুড়িয়া আছেন। বাইবেল এই কথাই শিক্ষা দেয়।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম একমাত্র বাইবেলকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে।

বাইবেলই ইহার গৌরবের সামগ্রী। বিগত তিন শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ বাইবেল বিক্রীত ও বিতরিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ স্কুল, কলেজ ও অন্যত্র ইহা পঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার যুক্তিতর্কের বা প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে, সকল মানুষের মতভেদ কি দূর হইয়াছে? দুঃখের বিষয়, বিচারালয়ে বা ব্যবস্থাপক সভায় কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে ও তাহা মানিয়া চলা যায়—ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদের মীমাংসার জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, লিখিত সমুদয় অপৌরুষেয় উক্তি, শাস্ত্র, গ্রন্থ, কোরাণ, ধর্মতত্ত্ব বা দর্শন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়। নিউ টেষ্টামেণ্টকেও এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। বস্তুত, শুধু ঈশ্বর নন, তাঁহারই আকৃতিতে তৈরী মানুষও তাঁহার নিজের হাতে তৈরী সমুদয় ধর্মপ্রণালী হইতে অনেক বড়। সুতরাং, নিউ টেষ্টামেণ্টও মানুষের ক্রমবর্ধনশীল ধর্ম-পিপাসা ও অভাব মিটাইতে পারিবে না, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। যীশুখৃষ্ট নিজে একটি লাইনও লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার আগে বহুজনমান্য ওল্ড টেষ্টামেণ্টকেও খাতির করেন নাই, ইহা স্মরণ রাখা দরকার।

মানুষের হৃদয়ে কতগুলি স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তি আছে। শিশু অবস্থায় মাতার উপর নির্ভর করা হইতে ভগবানের প্রতি প্রেম পর্যন্ত সমস্তই সেই স্নেহবৃত্তির বিকাশ। মনুষ্যচরিত্র যদি স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে গার্হস্থ্য ও সামাজিক স্নেহ আপনা হইতে ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। মায়ের ভালবাসা তাহার প্রকৃতিগত জিনিষ, কেহ উহা শিখাইয়া দেয় না। মনুষ্যের সমুদয় স্নেহ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। নিউ টেষ্টামেণ্টে এমন ঐশ্বরিক নিয়মসমূহের কথা আছে যাহা মানুষের মধ্যে স্বভাবত বর্তমান থাকিতে পারে। সেই জন্য উহাকে ছাড়িয়া, মনোযোগটা মানুষের প্রতি দেওয়া দরকার।

ভগবানের অনুকরণে মানুষ নির্মিত হইয়াছে। ভগবান্ মূলত প্রেমস্বরূপ। সুতরাং মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ প্রেমেই হইতে পারে। প্রেম ব্যতীত জ্ঞানও ব্যর্থ। যে ব্যক্তি সর্বমানবকে প্রেম দিতে

পারে না, তাহর চক্ষু অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রেমের আলোকই প্রকৃত আলোক। উহাতে লোকে সত্য সত্য চক্ষুষ্মান হয়।

প্রেম দ্বারা হৃদয় পরিশুদ্ধ করিলে সেই হৃদয়ে ভগবানের বাণী শোনা যায়। যখনি নিজের অন্তরের সমস্ত বিদ্বেষকে জয় করা যায়, তখনি হৃদয়ে খৃষ্টেয় জয়লাভ ঘটে বলিতে পারা যায়, কারণ খৃষ্ট ভগবদ্-বাণী ব্যতীত কিছুই নন। যত দুঃখ কষ্ট সংগ্রাম আসুক্, মানুষ অবিচলচিত্তে সত্যপথে থাকিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারিলে, তাহার পক্ষে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া সহজ হয়। এবং অবশেষে তাহার মধ্যে ভগবদ্বাণী আপনিই অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

চতুর্দশ বর্ষের পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের চতুর্দশ বর্ষে—"The present condition of Indian Agriculture and the best means of improving it" সম্বন্ধে বাংলায় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য দুইটি পুরস্কার (একটি ২৫৲ টাকার এবং অপরটি ১০৲ টাকার) ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ছয় জন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রবন্ধ আসে—

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী দেব, আর পি দে, এম্ এন্ পালিত, এম্ এন্ দত্ত, এন্ কে নাথ।

রেভারেণ্ড জেমস্ লং সাহেব প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার নির্বাচনে হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি প্রথম পুরস্কার (২৫৲ টাকা) এবং কুঞ্জবিহারী দেব মহাশয় দ্বিতীয় পুরস্কার (১০৲ টাকা) প্রাপ্ত হন।

প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনার নমুনা

প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ভারতীয় কৃষিজীবী লোকের বর্তমান অবস্থা ও ভাবী উন্নতির উপায়

কৃষকেরা কেবল ভাদ্র ও পৌষ মাসে উদর পূরিয়া অন্ন খাইতে পায়। যে কয়েক দিবস ক্ষেত্রে ধান কাটিতে থাকে, সেই কয়েক দিবসই তাহাদিগের

সুখের সীমা পরিসীমা থাকে না। পৌষ মাসে ধানের আটি দিয়া তাহারা সমস্ত দ্রব্যই ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কৃষকদিগের মনের আনন্দ ক্ষণপ্রভার ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। বহু-কষ্ট-উপার্জিত ধান্য কর্তন করিয়া যে কয়েক দিবস পালুই বাঁধিয়া খামারে রাখে, সেই কয়েক দিবসই তাহা তাহাদিগের নয়নের আনন্দদায়ক হয়, তাহার পর সাধু, মহাজন, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত এবং পাট্‌নী প্রভৃতি আসিয়া ধান্য লইয়া যায়; যেহেতু কৃষীবল লোকেরা সম্বৎসর সকলকেই পৌষ মাসের ধান দেখাইয়া রাখে। কাজেই পৌষ মাসে সম্বৎসরের ঋণ পরিশোধ করিতে করিতে ধান্য-ধন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আইসে। তাহার পর যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে, তাহাও বিক্রয় করিয়া জমিদারের প্রথম কিস্তির খাজনা দিতে হয়। এই প্রকারে তাহাদিগের সমস্ত ধান্য নিঃশেষ হইয়া যায়। ফাল্গুন মাস শেষ হইতে না হইতেই তাহাদিগের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়; কাজেই মহাজনের বাড়ী ধান্যের বাড়ি লইতে আরম্ভ করে।

ধান্য ব্যতীত অনেক স্থানের কৃষকেরা রবি-শস্য এবং ইক্ষু ও তামাকের চাষ করিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল ফসলের সহিত ধান্যের তুলনা হয় না। ধান্যই কৃষকদিগের সর্বস্বধন। সেই ধান্য এক বৎসর উত্তমরূপ না জন্মিলে কৃষকদিগের আর দুর্দশার পরিসীমা থাকে না।

বাংলার ভিতর বর্ধমান জেলার ভূমিসকল যারপরনাই উর্বরা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, উক্ত জেলার এক বিঘা ভূমিতে ২২৷২৩ টাকার ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য অন্যান্য জেলার কৃষকাপেক্ষা বর্ধমান জেলার কৃষকেরা মধ্যে দিনকতক বেশ গুছাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাবে তাহাদিগের পূর্বধন বিনশ্যতি হইয়া গিয়াছে।

এ সকল অঞ্চলাপেক্ষা উড়িষ্যা দেশের কৃষীবল লোকের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়। একে কয়েক বৎসরাবধি উক্ত স্থানে দুর্ভিক্ষ মূর্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার উপর আবার কয়েকজন দুষ্ট জমিদার একত্রিত হইয়া রাইয়তের নিকট নূতন নূতন কর আদায়ের পন্থা করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে সে বিষয় গভর্ণমেন্টের গোচর হইবার পর জমিদারেরা কিঞ্চিৎ শান্তিমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, বর্ধমান জেলার কৃষকগণ ভিন্ন অন্যান্য সকল জেলার হলধারীরাই পূর্বের ন্যায় কষ্টভোগ করিতেছে।

কৃষিজীবিগণের ভাবী উন্নতির উপায়ের বিষয় আজকাল সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য কি কথা গভর্ণমেণ্টেরও এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যে, হলধারীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলেই তাহাদিগের দুর্দশার শেষ হইবে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহা কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়। চাষার ছেলেরা যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিলেই লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিতে যায়, আর জাতীয় ব্যবসা করিতে চাহে না। এই জন্য আমরা বলিয়া থাকি, অস্মদ্দেশে বিদ্যাজ্যোতিঃ যে পরিমাণে বিস্তৃত হইবে, সেই পরিমাণে তাহাদিগের দীনতা উপস্থিত হইতে থাকিবেক। আপাতত কৃষীবল লোকের উপকারের জন্য যদি এক একটি পরগণার ভিতর এক একটি সমাজ সংস্থাপিত হয়, তবে সেই সভাই কৃষীবলদিগের অভিভাবক স্বরূপ হইয়া গভর্ণমেণ্টের আইনকানুনের ভাবার্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। উক্ত সভার অধীনে এক একটি উপযুক্ত গুরু-পাঠশালা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার সহিত ইংরেজী ভাষার কোন সংস্রব থাকিবে না, কেন না নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ইংরেজী শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না। কৃষকদিগের সন্তানগণকে লেখাপড়া শিখাইতে গেলে, এক্ষণকার বঙ্গীয় বিদ্যালয়সকলের পাঠ্য পুস্তকসকল তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পুস্তকাদি প্রস্তুত করিতে হইবে; যাহাতে কৃষি-কার্যের প্রতি তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই তাহদিগের পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। বিনা অধ্যয়নেই চাষারা মধ্যবিত্ত লোকাপেক্ষা অধিক ধার্মিক; উহাদিগের চাতুরী ও প্রবঞ্চনা-জাল বিস্তার করিতে প্রায় দেখাই যায় না। নদীয়া জেলার ভূমি সকল অত্যন্ত অনুর্বরা; কিন্তু সেই সকল ভূমিতে ইক্ষু, কপি, আলু প্রভৃতি তরকারী উৎপন্ন হইতে পারে কি না? সভা তাহা তদন্ত করিয়া কৃষকদিগকে উপদেশের দ্বারা সুপরিজ্ঞাত করিতে পারেন। শুদ্ধ ধান্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, কৃষকদিগের সর্বপ্রকার ফসল উৎপন্ন করণের শিক্ষা পাওয়া উচিত। যদি একপ্রকার ফসল জন্মিতে ব্যাঘাত

ঘটে, তাহা হইলে অপর একটা অধিক কিম্বা সমপরিমাণে জন্মিলেই ক্ষতিপূরণ হইতে পারিবে।”

চতুর্দশ বর্ষের শেষ ভাগের সভ্য-তালিকা

চতুর্দশ বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সভ্য-সংখ্যা ১২৫ হয় বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে; কিন্তু বর্ষ মধ্যে মৃত্যু ও পদত্যাগ হেতু উক্ত সংখ্যা ১০৩এ পরিণত হয়। নিম্নে উক্ত ১০৩ জনের নাম ও কার্যাধ্যক্ষগণের নাম প্রদত্ত হইল—

রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ—সভাপতি, বাবু আশুতোষ ধর এল্ এল্—সহকারী সভাপতি, মিঃ এইচ্ আর ফিঙ্ক—সহকারী সভাপতি, বাবু প্রসাদদাস মল্লিক—সম্পাদক, বাবু নৃত্যলাল মল্লিক—সহকারী সম্পাদক, রেভারেণ্ড জে লং, মিঃ ই ষ্টোরো, মিঃ সি সি ম্যাক্রে এম্ এ, বার-অ্যাট্-ল, মিঃ সি মিলার বি এল, বার-অ্যাট্-ল, মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জি, বাবু মনোমোহন ঘোষ, মিঃ এস্ লব এম্ এ, মিঃ এম্ ক্যাম্বেল, বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, মিঃ ই টি রবার্টস, বাবু বলাইচাঁদ দত্ত, মিঃ সি গ্রেগরী এল্ এল্, বাবু ত্রিলোচন বসু, মিঃ সি রাটলেজ, বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন, মিঃ জে এ পার্কার, মিঃ টমাস জোন্স, মিঃ এম্ ক্যামেল, মিঃ জে এস্ গ্যাব্রিয়েল, মিঃ এইচ্ ডব্লিউ সেপার্ড, মিঃ ডবলিউ জি ফ্র্যান্সিস্, মিঃ মাণিকজি রস্তমজি, মুন্সী ইথওয়ারীলাল, বাবু ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এল্ এল্, বাবু মোহনলাল মল্লিক, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু মাধবলাল শীল, বাবু রাখালদাস শীল, বাবু নারায়ণচন্দ্র ধর, বাবু তুলসীদাস দত্ত, বাবু কুঞ্জবিহারী ধর, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল এল্ এল্, বাবু মতিলাল ধর, বাবু দেবীচরণ পাল, ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, বাবু রাধাবল্লভ দাস, বাবু শালিগ্রাম খান্না ক্ষেত্রী, বাবু পুলিনচন্দ্র রায়, বাবু কেদারনাথ দত্ত, বাবু সুবলদাস সেন, বাবু নারায়ণ সিং, বাবু রাজকৃষ্ণ দে, বাবু বিহারীলাল দে, বাবু আশুতোষ মল্লিক, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু ক্ষেত্রমোহন শীল, বাবু বৈজনাথ সিং, বাবু বিশ্বেশ্বর সিং, বাবু যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র বি এ, বাবু ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়,

বাবু কার্তিকচরণ সেন, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক, বাবু আশুতোষ ধর বি এ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ শীল, বাবু শ্যামচাঁদ আঢ্য, বাবু সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল এল্, বাবু দামোদরদাস বর্ম্মণ, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, বাবু বিহারীলাল ধর, বাবু নবগোপাল মিত্র, বাবু দেবেন্দ্রনাথ দে, বাবু রাধামাধব সেন, বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণদাস দে এম্ এ, বি এল্, বাবু চুনীলাল গুপ্ত, বাবু পীতাম্বর দে, বাবু বিহারীলাল আঢ্য, বাবু হেমেন্দ্রনাথ শীল, বাবু বিনোদবিহারী ভাদুড়ী, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ পাল বি এল্, বাবু প্যারীলাল গুপ্ত, বাবু মাণিকলাল পাইন, বাবু মধুসূদন চৌধুরী, বাবু সাতকড়ি দত্ত, বাবু হরিপ্রসন্ন রায়, ডাক্তার মীর আসরফ্ আলি খান্ এল্ এম্ এস্, বাবু রামকমল মুখোপাধ্যায়, বাবু ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য, বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু শশীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু গণেশচন্দ্র মিশ্র, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন বাগ্চী, বাবু রামকৃষ্ণদাস ক্ষেত্রী, বাবু মনুলাল মল্লিক, বাবু ব্রজবন্ধু আঢ্য, বাবু কৈলাসচন্দ্র প্রধান, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল্ এল্, পণ্ডিত রাধামাধব ঠাকুর, কবিরাজ রজনীকান্ত রায়, বাবু রামচন্দ্র ঘোষ, বাবু উদয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু লালমোহন মল্লিক, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাবু তুলসীদাস শীল, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম।

গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতার মর্ম

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৮॥০ ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্যসমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় "Rise and Progress of the Brahmo Samaj Movement in India" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম প্রদত্ত হইল।

হিন্দুস্থানের অধিবাসী আর্যজাতির মত এরূপ ধর্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান্ ও প্রভাবশালী জাতি আর দেখা যায় না। সম্প্রতি এই দেশে এমন এক নূতন ধর্মের বিকাশ হইয়াছে, যাহা সমুদয় প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মকে ত্যাগ করিয়াছে। এই ঘটনা ভারতবর্ষের ধর্মেতিহাসে বিশেষ

স্মরণীয় এবং দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও পরহিতব্রতী প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ইহা হইতে প্রচুর চিন্তার খোরাক জুটিতেছে। যুগে যুগে, দেশে দেশে সত্যের অন্বেষণে মানুষ ক্রমোন্নতিলাভ করিয়াছে, বক্তা এই অন্বেষণের ইতিহাস সকলকে বুঝাইয়া বলেন। ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা সর্বত্রই বহুদিনের পোষিত ও আদৃত মিথ্যা ধারণা ও কুসংস্কারসমূহ অপসৃত হইতেছে। বর্তমান সময়ে যে জনপ্রিয় খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাকে আলোকপ্রাপ্ত ও মার্জিত খৃষ্টান ধর্ম কুসংস্কার জ্ঞান করিয়া বিধ্বস্ত করিতে চাহে। আমাদের দেশেও ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মুস্লিম ধর্মও ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। এসিয়াতেও এক নূতন ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। তাহা পারস্যের "বেবি" (বাহাই) ধর্ম। ইহা বহুবিবাহ বন্ধ করিয়া ও স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া দেশের বহু উপকার সাধন করিয়াছে।

অতঃপর বক্তা ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই বক্তৃতার সময় পর্যন্ত ইহা যে সমস্ত উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তিনি তাহা বিবৃত করেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের উত্থানকালে গোঁড়া হিন্দুধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন। অতঃপর, নয় বৎসর আগে ব্রাহ্মদের সহিত খৃষ্টান পাদ্রীদিগের যে বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল এবং আজও যাহা চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে বক্তা প্রধান প্রধান যুক্তিসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখান এবং বর্তমান কালে যে অল্পলোকেই খৃষ্টান হইতেছে, ইহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

এখন ব্রাহ্মসমাজে যে সকল মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে একদল লোক নূতন সমাজ গঠন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, অগ্রগামী দল ঠিক কাজই করিতেছেন। এই ঘটনাকে তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের স্কটল্যাণ্ডের জেনারেল এসেম্ব্লির ভাঙ্গনের সহিত তুলনা করেন। ইহাতে তিনি আশা করেন যে, স্কটল্যাণ্ডের ফ্রি-চার্চের মত অগ্রগামী ব্রাহ্মগণের পরিশ্রমও একদিন সার্থক হইবে। কোন কোন ব্রাহ্মের বিরুদ্ধে মনুষ্য-পূজার দোষারোপ করা হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার পর বক্তা বলেন যে, বর্তমান যুগেও এদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে

কোথাও কোথাও অপ্রেম ও রেষারেষির ভাব দেখা গিয়াছে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজকদের মধ্যে ক্ষমাশীলতা ও পরস্পারের প্রতি সদ্ভাব থাকা স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মদের উদ্দেশ করিয়া বক্তা বলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তাঁহারা একেশ্বরবাদীদের এক মহান্ সম্মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলুন—এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহাদের দিকে সত্য থাকিলেও সকল বিষয়ে, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই তাঁহাদের শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে। বহুকালাগত যে সমস্ত কুসংস্কার লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেগুলিকে দূর করিতে হইলে শক্তিমান্ প্রতিষ্ঠানকে কাজে নামিতে হইবে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের একেশ্বরবাদিগণ বাংলার ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে থাকুন। বিলাতী একেশ্বরবাদী ভ্রাতৃগণের সাহায্য ও সহানুভূতিও তাঁহাদের প্রয়োজন। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষের ভার ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া, ইহারা এক্ষণে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য ও শক্তি বর্ধন করুন। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ এইরূপে পরস্পারের সহায়তা করিলে, সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসীরা সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও গোঁড়ামী বর্জিত হইবে এবং ভ্রাতৃত্ব, ধর্মগত ঐক্য ও পরস্পারের প্রতি সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

সমাজের অন্যতম সহকারী সভাপতি আশুতোষ ধর এল্ সি মহোদয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতার শেষে তিনি সভার পক্ষ হইতে বক্তাকে তাঁহার এই সারগর্ভ ও সুচিন্তিত বক্তৃতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ, শুক্রবার রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। নিম্নে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল—

মিঃ টি সি লেড্লী, মিসেস্ লেড্লী, মিস্ ফিঙ্ক, মিঃ জে লরেন্স, মিসেস্ লরেন্স, মিঃ ডব্লিউ এইচ্ ডেভিড্সন, মিঃ আর নরোজী, বাবু নবীনচাঁদ আঢ্য, বাবু চুণীলাল সেন, বাবু ঈশানচন্দ্র নন্দী, বাবু লালবিহারী আঢ্য, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু তুলসীদাস শীল, বাবু ক্ষেত্রমোহন দে, বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাবু ব্রজলাল পাইন, বাবু নৃত্যলাল মল্লিক, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু মহেশচন্দ্র মল্লিক, বাবু শ্রীনাথ সেন, বাবু শ্যামলাল আঢ্য, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম, বাবু অক্ষয়কুমার মল্লিক, বাবু মনুলাল মল্লিক, বাবু বিশ্বেশ্বর সিং ও বাবু আশুতোষ ধর।

সর্বসম্মতিক্রমে মিঃ টি সি লেড্লী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক মহাশয় বাষিক কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে পর, উহা গৃহীত হয়।

নানা কারণে সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পত্র লিখিয়াছিলেন—

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
অনারেবল সার রিচার্ড টেম্পল কে সি এস্ আই
মাননীয় বিচারপতি ফিয়ার ও তাঁহার পত্নী মহোদয়া
রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্ডোনাল্ড
কর্ণেল জে আগ্নাস্
রেভারেণ্ড এ পি নীল প্রভৃতি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মিঃ ডব্লিউ সি ফিঙ্ককে তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। মিঃ ফিঙ্কের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Woman, her characteristics, position, mission &c."

এই বক্তৃতার পর সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

চতুর্দশ বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের চতুর্দশ বর্ষের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হয়। এই

অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—মিঃ এইচ আর ফিঙ্ক, মিঃ কুয়েরজি এতুল্‌জি, বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক, বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু লালমোহন বসাক, বাবু ব্রজনাথ দত্ত, বাবু মণিমোহন রায়, বাবু এম্ এল্ মল্লিক, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু অক্ষয়কুমার মল্লিক, বাবু বিহারীলাল আঢ্য, বাবু ডব্‌লিউ সি চাটার্জি, বাবু বৈজনাথ সিং প্রভৃতি।

সমাজের সহকারী সভাপতি এইচ আর ফিঙ্ক্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্পাদক প্রসাদবাবু বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের এক পত্র পাঠ করিয়া জানান যে, তিনি গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের সদস্যরূপে প্রস্তাবিত হইলেন—

মিঃ এইচ্ এস্ বিডন সি এস্ (লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী), মিঃ কুয়েরজি এতুল্‌জি, রেভারেণ্ড আর রবিন্‌সন, মিঃ টি সি লেড্‌লী, মিঃ ডব্‌লিউ সি ফিঙ্ক্।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি বিশেষ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন—

রেভারেণ্ড কে এস্, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, রেভারেণ্ড জে লং, বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, মিঃ সি সি মাক্রে, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, মি এইচ্ আর ফিঙ্ক্, আশুতোষ ধর, প্রসাদদাস মল্লিক, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যলাল মল্লিক, হরিমোহন শীল ও শালিগ্রাম খান্না ক্ষেত্রী।

সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর, সভাপতি মহোদয় গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয়কে—"St. Paul the Apostle, His Life and Work" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন।

গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতার মর্ম

নিম্নে এই বক্তৃতার মর্ম প্রদান করা হইল—

বক্তা সেণ্ট পলের ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া, তিনি ধর্মের

জন্য যে দুঃখকষ্ট ও গ্লানি সহ্য করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

সেণ্ট পল এসিয়া মাইনরস্থ সাইলিসিয়া প্রদেশের টার্সাস সহরে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ইহুদী জাতির ফ্যারিসি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবসা ছিল তাঁবু তৈয়ারী করা। এই শিল্প চালাইবার জন্য প্রধানত টোরাসের পাহাড়ীগণের নিকট হইতে লোম কিনিয়া লেভাণ্টের লোকদের কাছে উহা বিক্রয় করা হইত। নিজ সহরে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া পল প্রসিদ্ধ শিক্ষক গামালিয়েলের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে জেরুজিলাম গমন করেন। যীশুখৃষ্ট তাঁহার প্রচার-কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই, অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পল তাঁহার টার্সাসের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। পরস্পর পরস্পরকে না জানিয়া, যীশু ও পল উভয়ে একই মন্দিরে কতদিন পূজা দিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে, পল জেরুজিলামে ফিরিয়া আসেন এবং ষ্টীফেনের সহিত তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ষ্টীফেনের নিকট তখন বিধবাদের টাকাকড়ি রক্ষা করিবার ভার ন্যস্ত ছিল। কিছুকাল পরে ইঁহাকে ঢিল মারিয়া হত্যা করা হয়। পল গোঁড়া ইহুদী ছিলেন এবং এই সময় তিনি খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তদানীন্তন প্রধান ধর্মযাজকের নিকট হইতে তিনি এই কার্যভার পান যে, ডামস্কাসে খৃষ্টানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিনি বাঁধিয়া জেরুজিলামে লইয়া আসিবেন। ডামস্কাসের পথে তিনি আকাশে এক উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া, মুখ থুবড়িয়া মাটীতে পড়িয়া যান এবং শুনিতে পান যীশু তাঁহাকে বলিতেছেন—"পল, পল, কেন তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ?" এই আদেশ-বাণী সম্বন্ধে বক্তা রেনার ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নন। তিনি ইহাকে প্রলাপস্বরূপ মনে না করিয়া বিবেচনা করেন যে, বাহ্যচক্ষু বা কাণ দিয়া কিছু না দেখিলে বা না শুনিলেও, তাঁহার আত্মায় ঐ বাণী প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই বাণী হইতেই পলের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনি খৃষ্টভক্ত হইলেন।

অতঃপর পল কিরূপে ডামস্কাসের ইহুদীদের হাত হইতে অতি কষ্টে

রক্ষা পান, কিরূপে জেরুজিলামে যীশুর শিষ্যদের সহিত তিনি ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কিরূপেই বা নূতন ধর্মপ্রচারের জন্য এসিয়া-ইয়োরোপের বহুস্থান ভ্রমণ করেন, বক্তা সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করেন। পল রোমে আসিয়া হাত-বাঁধা অবস্থায় ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। বিচারের পর মুক্তি পাইলে, প্রচার করিতে করিতে তিনি স্পেন গমন করেন। সেখান হইতে নিয়াপোনিসে ফিরিয়া আসিবা মাত্র তিনি রোমান গভর্ণমেণ্টের আদেশে ধৃত হন। ধর্মবিদ্বেষ ও বিদ্রোহের অপরাধে তরবারীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। রোমান্ সাম্রাজ্যের বন্দর ওটিয়া যাইবার পথে এই ঘটনা ঘটে।

পলের জীবনবৃত্তান্ত শেষ করিয়া বক্তা উহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, পল মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা যে ভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকলের সবিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু তথাপি ইহা বলা প্রয়োজন যে, তাঁহার জীবন ও মতবাদ ভ্রমপূর্ণ ছিল। যীশুখৃষ্টের রক্ত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত, পুনরুজ্জীবন, ক্রুশবিদ্ধ নাজারিন ছুতারকে ইহুদীদের প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ঘোষণা, বার্ণাবাসের সহিত তাঁহার অশোভন বিবাদ, জেরুজিলামে তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি তাঁহার ভ্রমের পরিচায়ক। সাধু পল নিখুঁত ছিলেন না। তাঁহারও ভুলচুক হইয়াছিল, এই সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য তাঁহাকে ছোট করা নয়, যথাযথভাবে তাঁহাকে চিত্রিত করা। ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। এই সমুদয় দোষ সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের মধ্যে একজন এবং স্বয়ং যীশু ব্যতীত আর কোন ইহুদী তাঁহার সমসাময়িক লোকেদের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার প্রদত্ত ধর্মশিক্ষা দ্রুতবেগে সমগ্র রোমান্ সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। জনসাধারণকে তাহাদের হীন অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি অবিরত চেষ্টা করিতেন। পবিত্রতা, ধর্ম, স্বাধীনতা ও সংযম জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত—এই কথাই লোকদের মনে উদ্রেক করিবার জন্য তিনি সত্যই তাহাদের উপদেশ দিতেন। পল যেরূপ উপদেশ দিতেন, নিজের জীবনকেও সেইরূপ শুদ্ধ ও মৃত্যুভয়ের অতীত করিবার প্রয়াস পাইতেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও প্রখর চিন্তাশীলতায় সেই সময়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।

আমাদের কাছে পলের ধর্মোপদেশসমূহের বিশেষ মূল্য আছে ; কারণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টারূপে তিনি এসিয়ার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই প্রাচীন কুসংস্কার ও দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে সাহসের সহিত প্রচার আরম্ভ করেন, যদিও ইহাতে গ্রীক্ ও রোমান্ শিল্প এবং স্থাপত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টার ফলে, সমগ্র ইয়োরোপ ধীরে ধীরে যীশুখৃষ্টের উপদেশবাণী গ্রহণ করে।

পরিশেষে বক্তা আশা করেন যে, আধুনিক খৃষ্টানগণও পলের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন। এই ভ্রাতৃভাব হইতে ইংল্যণ্ড কোন দিন ভারতবর্ষকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাহার দাসত্ব-পাশ মোচন করিবে। ফলে ইহাতে, ইংল্যণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে ও জগতের ইতিহাসে ইংল্যণ্ডের নাম চিরস্মরণীয় হইবে।

দীর্ঘ প্রশংসাধ্বনির মধ্যে বক্তা উপবেশন করিলে, তাঁহার বক্তৃতার আলোচনা আরম্ভ হয়।

গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতার আলোচনা

মিঃ পি কুয়েরজি এহুল্জি বক্তাকে তাঁহার এই সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক বলেন যে, পলের বাগ্মীতার কথা বক্তার আরো বেশী করিয়া আলোচনা করা উচিত ছিল।

সমাজের সম্পাদক প্রসাদদাস বাবু, বক্তার বক্তৃতা-প্রণালীর ও বিষয়-বিশ্লেষণের বিশেষ প্রশংসা করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—যেরূপ সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণভাবে বক্তা তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সভাস্থ সকলেরই ধন্যবাদার্হ। বর্তমান সময়ে সভ্য-সমাজের সর্বত্রই ধনবশ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং বক্তার আলোচ্য বক্তৃতাটি এ সময়ের পক্ষে যে বিশেষ উপযোগী, এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বক্তৃতার বিভিন্ন অংশের সৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়া সভাপতি মহাশয়, সাধু পলের জীবনের গুরুতর ঘটনা অর্থাৎ তাঁহার নবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার মতে, বক্তা ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সহিত বাইবেলোক্ত

বিবরণের কোন অসামঞ্জস্য নাই। "সাধু পলের প্রচারিত মতবাদে ও তাঁহার জীবনে ভ্রম ছিল"—বক্তার এই উক্তির বিরুদ্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পলের চরিত্রকে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান সমীচীন হয় নাই। এই সাধুর উপদেশাবলীর দ্বারা যে জনগণ উপকৃত হইয়াছিল—বক্তার এই মত সভাপতি সমর্থন করেন। সাধু পলের গুণাবলী যেরূপ বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বক্তা বর্ণনা করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনা তিনি আর পূর্বে কোথাও শুনেন নাই।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন অদ্যকার সভায় তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করায় তিনি কৃতজ্ঞ এবং তিনি বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের চতুর্দশ বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশনে পিয়ারীমোহন বাগ্চী মহোদয় "Intellectual, Moral and Social Improvement" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের, ২৭শে মে শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই অধিবেশন হয়। সমাজের সভাপতি রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এম্ এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হরিমোহন শীল, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, নারায়ণচন্দ্র ধর, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, চণ্ডীচরণ রায়, নন্দলাল সরকার, মনুলাল মল্লিক, সুবলদাস সেন, বিহারীলাল আঢ্য, অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম, মুন্সী ইথওয়ারিলাল, ই অলিভার প্রভৃতি অনেকে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ ও কয়েকজন নূতন সভ্যের নাম প্রস্তাবের পর বক্তা তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করেন।

পিয়ারীমোহন বাগচীর বক্তৃতার মর্ম

এই বক্তৃতার মর্ম নিম্নে প্রদান করা হইল—

নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতি

আমাদের উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সহযোগিতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা বিশেষ প্রয়োজন। ইহাদের একটিরও অভাব থাকিলে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য-

সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিত। বুদ্ধির বিকাশ মানুষের পক্ষে এরূপ প্রয়োজনীয় যে, উহা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদে স্থাপন করা যায় না। অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকিলে, পশুর সহিত মানবের প্রভেদ সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধির চর্চার জন্যই ইয়োরোপীয়গণ আফ্রিকার কাফ্রীদের অপেক্ষা এরূপ শ্রেষ্ঠ। ভাতবর্ষের নাম যে জগতের সমুদয় সভ্যসমাজের মধ্যে অমরতা লাভ করিয়াছে, তাহারও কারণ এই বুদ্ধির চর্চা। বিজ্ঞান মানবজাতির কতই না উপকার করিয়াছে। এই বিজ্ঞানও বুদ্ধি-চর্চার পরিণতি।

এই গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? বুদ্ধির বিকাশই কি ইহার উদ্দেশ্য নয়? বাঙালীদের যশোলিপ্সা অতিশয় প্রবল, তাহাদের স্মরণশক্তি এবং বুদ্ধিও প্রখর। প্রমাণস্বরূপ বাঙালীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের যশের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র যে, যে কাজে প্রতিভা ও বুদ্ধির দরকার, তাহা যতই কঠিন হউক না কেন, ইহারা তাহা সম্পন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু যেখানেই শক্তি ও তেজের প্রয়োজন, সেখানে বাঙালী অগ্রবর্তী নহে। এই অভাবের জন্য আমরা স্বাধীনতা-প্রসূত বিমল সুখের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই না! কিন্তু নৈতিক উৎকর্ষের নিমিত্ত সাহসের প্রয়োজন। বিবেকসম্পন্ন জীবরূপে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক উন্নতির জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। এখানে-ওখানে দুইচারিজন সংসারবিরক্ত ব্যক্তি বনে অথবা নির্জনে জীবনাতিবাহিত করিলেও, মানব সাধারণত সামাজিক জীব। সমাজ-মধ্যে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণেই প্রবল। পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্য মানবদিগের মধ্যে, এমন কি অসভ্যদিগের মধ্যেও সমাজভুক্ত হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা দেখা যায়। সুতরাং সমাজিক উন্নতি সর্বদা আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই সমাজিক উন্নতির অভাবে অন্য সকল প্রকার উন্নতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। শত বৎসর সুশাসনে থাকিয়া ব্যক্তিগত ভাবে বুদ্ধির চর্চা ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিলেও সামাজিক উন্নতির প্রতি উদাসীন থাকিলে, সুখময় জীবন যাপন করিবার সুবিধা নাও ঘটিতে পারে। মানুষ মরুভূমিতে

বাস করিতে পারে না, সমাজ-মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিবার কামনা স্বতঃই তাহার মনে জাগ্রত হয়। আর বুদ্ধির বিকাশ ও নৈতিক উন্নতির জন্য সমাজের প্রভাব যে মানবের পক্ষে বেশ প্রবল, তাহা বুঝা যায়।

পিয়ারীবাবুর বক্তৃতার আলোচনা

ঘন করতালির মধ্যে বক্তা আসন গ্রহণ করিলে পর, হরিমোহন শীল মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় এই ধন্যবাদ সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন যে, মদ্যপানের অভ্যাসে আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি দুঃখপ্রকাশপূর্বক বলেন, দেশের ধনী ব্যক্তিরা বিলাসের আমোদে ডুবিয়া রহিয়াছেন। ইহার পর বাবু সুবলদাস সেন, হরপ্রসাদ ক্ষেত্রী, লক্ষ্মীনাথ ঘোষ ও নন্দলাল ঘোষ এই আলোচনায় যোগদান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাটির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, পরিবারের উন্নতিসাধনের অপেক্ষা নিজের উন্নতিসাধন করা আগে দরকার। আর আত্মোৎকর্ষের অর্থ—শরীর ও মস্তিষ্ক, উভয়েরই পুষ্টিসাধন করা। শুধু মুখস্থ বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। বুদ্ধিকে কাজে খাটাইবার শক্তি না থাকিলে, সমস্তই ব্যর্থ হয়। অন্যে কি করিয়াছে তাহাতেই মাত্র সন্তুষ্ট না হইয়া নিজেকেও কিছু করিতে হইবে। হৃদয়ের উৎকর্ষ ব্যতীত নৈতিক উন্নতি হয় না। তুমি যত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকই হও না, যদি তোমার কাজ ও ব্যবহারে আন্তরিক সত্যপ্রিয়তা না থাকে, ভগবানের নিকট তোমার কোন মূল্য নাই। ভগবৎ-প্রীতি ও প্রতিবেশি-প্রীতি দ্বারা জীবনের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা কর্তব্য। সামাজিক উন্নতি প্রত্যেক মানুষের নিজের ও পারিবারিক জীবনে সর্বপ্রথম আয়ত্ত করিতে হইবে। মদ্যপানের অভ্যাস যে দূষণীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরেজদের গুণগুলি নকল না করিয়া লোকে দোষসমূহ নকল করে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

চতুর্দশ বর্ষের পঞ্চম অধিবেশন

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের চতুর্দশ বর্ষের পঞ্চম অধিবেশন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী (শুক্রবার) তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—রেভারেণ্ড সি বোম্উইক্, রেভারেণ্ড ডক্টর বোমান, রেভারেণ্ড সি রথ, মিস্ পিগট, বাবু বাচুলাল সিং, বাবু পুলিনচন্দ্র রায়, বাবু গোবিন্দলাল শীল, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু শ্যামকুমার মল্লিক, বাবু শ্যামলাল আঢ্য, বাবু কাশীশ্বর ঘোষ, বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু প্রভৃতি। সমাজের অন্যতম সহকরী সভাপতি বাবু আশুতোষ ধর মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য সম্পাদনের পর সভাপতি মহাশয় বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে "The present state of Hindoo Society" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন।

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মর্ম

নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম প্রদত্ত হইল—

হিন্দু-সমাজের বর্তমান অবস্থা

বক্তৃতার প্রারম্ভে বক্তা বলেন, যে বিষয়ের আলোচনায় তিনি আজ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে বিষয়টি বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দিগের পক্ষে বিশেষ গুরুতর বিষয়। অতঃপর তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত নয়টি শাখায় বিভক্ত করেন—

১। বাংলা সাহিত্য, ২। হিন্দুধর্ম, ৩। উচ্চশিক্ষা, ৪। জনশিক্ষা, ৫। কৃষি, ৬। কলা ও বিজ্ঞান, ৭। খাদ্য ও পরিচ্ছদ, ৮। স্ত্রীশিক্ষা, ৯। বিধবাবিবাহ।

বক্তা বাংলা সাহিত্যের দুরবস্থার জন্য দুঃখ করেন। মাতৃভাষা-চর্চার প্রতি উদাসীন থাকিয়া বাঙালী এখন একমাত্র ইংরেজীভাষা-চর্চার দিকে মনঃসংযোগ করিয়াছে, ইহার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃভাষার উন্নতির জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের, বিশেষত কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ অগ্রগামী দলের সবিশেষ নিন্দা করিয়া বলেন যে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এ প্রকার প্রচার বাতুলতা মাত্র, সনাতন হিন্দুধর্মকে কেহই বিনাশ করিতে পারিবে না।

উচ্চশিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট পূর্বে যে সাহায্য করিতেন তাহা অপসারিত করার জন্য তিনি তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে দুই হাজার বৎসর পূর্বে কৃষকের যে দুরবস্থা ছিল, আজও তাহাই আছে। তাহাদের যন্ত্রপাতি সেই মান্ধাতার আমলের। ডিপ্লোমা ও বৃত্তিধারী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ২০।২৫৲ টাকার জন্য লালায়িত না থাকিয়া ইংল্যাণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের ভদ্রযুবকদের মত কার্যকরী চাষবাসে নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য, কারণ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী ভিক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা ভাল নয়। যাত্রা ও থিয়েটারপ্রিয়তার নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, ইহার ফলে দেশের বহু যুবকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

তিনি জাতিভেদের সমর্থন করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, শিল্প-ব্যবসা জাতিগত হওয়ায় এদেশের সামাজিক আবহাওয়া উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বাংলার যুবকদিগের নৈতিক স্খলনের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, গো ও ভেড়ার মাংস ভক্ষণে বাংলার যুবকেরা আজকাল ইয়োরোপীদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বক্তা উচ্চ ও ধনী সমাজে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী কারণ তাহাদের ঐরূপ শিক্ষালাভের অবকাশ আছে। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোকদের গৃহকার্যে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকিতে হয়, তাহাদিগের শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী নন। তিনি বৈষ্ণবরীতি অনুসারে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত প্রণালী ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি প্রতিকূল মত পোষণ করেন। কারণ ভ্রান্ত মতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা দেশ মধ্যে সফলতা লাভ করে নাই। যিনি সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ করেন, তিনি ইতিমধ্যেই ঐ বিবাহ প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং এখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সংস্কারের একজন ঘোরতর শত্রু।

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় ধন্যবাদ প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—আজিকার এই চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার জন্য সুবিজ্ঞ বক্তা আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতার সারমর্ম

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ শুক্রবার ইহা অনুষ্ঠিত হয়) ডব্লিউ আর ফিঙ্ক মহোদয় "Woman, her characteristics, position, mission etc." সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটি ইংরেজীতে প্রদত্ত হয়। ইহা পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী।

নিম্নে ইহার মর্ম প্রদত্ত হইল—

সর্বকালে সকল দেশের কবিগণই নারী জাতির প্রশংসা গান করিয়াছেন। যে কোন দেশে, এমন কোনও কবি নাই, যিনি রমণীর রূপ ও গুণের কীর্তন না করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ কবি নারীর দেহের রূপকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা নারীর চরিত্র-গত মহত্ত্বের পূজা না করিয়া তাহার দৈহিক সৌন্দর্যের পূজা করিয়াছেন। এইরূপ পূজার ফলে নারী আপনাকে পুরুষের দাসী বা ভোগের উপকরণ মাত্র বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে।

পুরুষের সঙ্গিনী, সহচরী ও পরিপূরকরূপেই নারী সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষের যাহা অভাব, নারীই তাহা পূরণ করিয়া দিবে এবং ইহাতেই তাহাদের উভয়ের গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ নিহিত আছে।

নারীর শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি, তাহাদেরই প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া চাই। যে শিক্ষা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ কার্যকরী হইবে, সেই শিক্ষাই তাহাদের দেওয়া আবশ্যক। নৃত্য, সঙ্গীত, খেলাধূলা, ছবি আঁকা প্রভৃতি শিক্ষা অপেক্ষা সেই শিক্ষাই নারীকে দেওয়া উচিত, যে শিক্ষায় সে পুরুষের আনন্দ ও আরাম বিধান করিতে পারে, তাহাকে সর্ববিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে, যে শিক্ষায় তাহার বিচার-বুদ্ধি বিকাশলাভ করে, যে শিক্ষায় পুরুষের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ

হয় ও তাহার আনন্দকে নির্মল করিতে পারে। সেই শিক্ষাই নারীর প্রয়োজন, যে শিক্ষার ফলে সে পুরুষের নীতিকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার সন্তানসন্ততিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে।

দৈহিক শক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, মানসিক শক্তি বা প্রতিভায় নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন নহে। সাহিত্য বা রাজনীতি-ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। হোমারের মত কবি, কিম্বা অ্যারিষ্টটলের মত দার্শনিক, কিম্বা ইউক্লিডের মত গণিতজ্ঞ তাহাদের মধ্যে দুর্লভ হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে, কৃতিত্বে তাহারা পুরুষের কাছাকাছি। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা শুধু দেহগত নহে, মনোগতও বটে। নারীর মন যে উপাদানে তৈরী, পুরুষের মন সে উপাদানে তৈরী নয়। যুক্তিশীলতা যেমন পুরুষ-মনের বৈশিষ্ট্য, ভাবপ্রবণতা তেমনি নারী-মনের বৈশিষ্ট্য। কল্পনাশক্তি উভয়ের মধ্যেই সমপরিমাণে আছে। কিন্তু পুরুষের মত তুলনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা নারীর মধ্যে নাই। পুরুষ যাহা সমগ্র ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে, নারী তাহা খণ্ড বা অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে অর্থাৎ পুরুষ-মনের অখণ্ড সমগ্রতা নারীর মনে নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নারীর মনে যে সংযম ও সহিষ্ণুতার শক্তি আছে, সে শক্তি পুরুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার নারীর বুদ্ধির যে প্রকার ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণতা আছে, পুরুষের সে প্রকার নাই। পুরুষ অপেক্ষা তাহারা অধিক বাস্তব। পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নির্ভুলভাবে জীবনকে লক্ষ্য করিবার শক্তিও তাহাদের অসীম। অনুভব করিবার শক্তিও পুরুষের অপেক্ষা তাহাদের বেশী। এমন একটি স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি তাহাদের আছে, যাহার বলে তাহারা সমস্ত জিনিষকেই তলাইয়া বুঝিবার পূর্বে হৃদয়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করিতে পারে।

নারী মায়ের জাতি। মাতৃজাতি শিক্ষিতা না হইলে, সন্তানগণও শিক্ষিত হইতে পারে না। জগতে যে সমস্ত মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জননীই শিক্ষিতা ছিলেন। নেপোলিয়ানকে যখন কোনও ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের উন্নতির জন্য কি প্রয়োজন, উত্তরে তিনি একটি মাত্র কথা বলিয়াছিলেন—"জননী"। তৎপরে

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ ডক্টর অ্যাডাম ক্লার্ক, লর্ড বেকন ও অন্যান্য অনেক মনীষীর নামোল্লেখ করেন, যাঁহারা মাতার যত্ন ও শিক্ষায় উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বক্তা মনে করেন, এই সমস্ত উদাহরণের দ্বারা ভারতীয়েরা তাঁহাদের স্ত্রীলোক আত্মীয়দিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন। পরিশেষে এই বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন যে, একথা বলা চলে যে, জীবনবৃক্ষ হইতে জ্ঞানবৃক্ষ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বক্তৃতার আলোচনা

বক্তৃতার পর গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য মহাশয় বক্তাকে তাঁহার ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি মনে করেন যে, এই ব্যপদেশে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিষয় শ্রোতৃবর্গের গোচরীভূত করা বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেন। তারপর তিনি প্রস্তাব করেন যে, গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয়কেও সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হউক, কারণ তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতা, ও উৎসাহে, আরম্ভ হইতে চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত এই সাহিত্য-সমাজ বাঁচিয়া আছে।

বলাইচাঁদ দত্ত বি এল্ মহাশয় বলেন, এই মাত্র আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন, তাহা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তিনি হিন্দু মহিলাগণের যে চিত্র অঙ্কন করিলেন তাহা এমন জীবন্ত ও এত সত্য যে, এখানে এমন কেহ আছেন কি, যিনি ইতিপূর্বে এরূপ যুক্তি-সিদ্ধ ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতা কখনও শুনিয়াছেন। মানবজীবনে স্ত্রীলোক শৃঙ্খলা আনয়ন করে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না; নারী মানবতাকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে—ইহাও সকলের সুবিদিত। নারীই সমাজের প্রধান বন্ধন এবং নারী না থাকিলে, আমরা সকলে নিয়ম ও শৃঙ্খলাবিহীন মূর্খে পরিণত হইতাম। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এমন লোকও সংসারে আছে, যাহারা নারীকে কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার সামগ্রীরূপে মনে করে। তাহারা আরও মনে

করে, স্ত্রীলোক মহৎ কার্যের বাধাস্বরূপ এবং সেজন্য সে সমস্ত কার্যে তাহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করে না। যদি তাহারা আমাদের অদ্যকার সুবিখ্যাত বক্তার এই পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাটি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে, নারী যুবকের আনন্দবিধায়িনী, প্রৌঢ়ের সঙ্গিনী এবং বৃদ্ধের সেবিকা। প্রাচীন ভারতের কয়েকটি জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিভাশালিনী রমণীর কথা উল্লেখ করিয়া বক্তা আসন গ্রহণ করেন।

গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন, বক্তা বেশ সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচন করিয়াছেন। সকল যুগেই দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন যুগেই বর্তমান কালের ন্যায় নারীসমস্যা প্রবল হইয়া হইয়া উঠে নাই। ইংল্যাণ্ডে জন ষ্টুয়ার্ট মিল অবিরত নর-নারীর সাম্যের কথা প্রচার করিয়া গোঁড়া ক্রীশ্চানদের বিরাগভাজন হইয়াছেন। রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিলে, নারীগণ উপকৃত হইবেন, আমি এমন মনে করি না। পরন্তু ইয়োরোপীয় সমাজে স্বাধীনতা থাকায়, তথাকার নারীগণ যে সকল দোষ পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেগুলি এ দেশে দেখা যাইবে। বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার এরিষ্টোফেনিস তাহার "মেঘ" নামক নাটকে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষোচিত অধিকার লাভ করিলে, কিরূপ কৌতুককর হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষ মানসিকশক্তিসম্পন্ন প্রাক্‌সাগোরা নামক একটি নারী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হইবার বাসনায় এক দল গঠন করেন। ইহারা প্রত্যূষে নিজ নিজ স্বামীর পোষাক চুরি করিয়া ও নকল গোঁপদাড়ী লাগাইয়া তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হন এবং তথায় ভোট দ্বারা নিজেদের হাতে রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণ করেন। এইরূপে রাষ্ট্রাধিকার পাইয়া প্রাক্‌সাগোরা প্রচার করিলেন যে, সকল দেশের সকল জিনিষেই সকলের সমান অধিকার। কি নারী, কি পুরুষ কাহারও কোন পারিবারিক বন্ধন থাকিবে না, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্র বহন করিবে। বিচারালয় ও জেল তুলিয়া দিতে হইবে এবং বিচারালয়সমূহকে ভোজনালয়ে

পরিণত করিতে হইবে। ইহাদের শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইংল্যণ্ড ও আমেরিকায় স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রক্ষার জন্য যে সমস্ত সমিতি আছে, পার্ল্যামেণ্টারী অধিকার পাইলে, সেগুলিরও ঐ নাটকে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় অবস্থা ঘটিবে। নারীদের রাজত্ব অন্তঃপুরে এবং সেখানেই তাঁহারা নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া সংসারের উপকার সাধন করিতে পারেন। ইহা মনে করা ভ্রম যে, ইংল্যণ্ডের নারীরা এ দেশীয় নারীদের অপেক্ষা উন্নত। কেবল বাক্‌পটু বলিয়া বাঙালীদের অখ্যাতি রটিয়াছে। এই অখ্যাতি অমূলক বলিয়া আমি মনে করি। আজ বাংলা দেশ সমাজ-সংস্কারে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে অবস্থা ছিল আজ আর তাহা নাই। এখন নারীগণ বহু বিষয়ে উন্নত হইয়াছেন। আমাদের দেশের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইলে, দেশকে উন্নততর করিতে হইলে, কৃষ্টি ও শিক্ষা দ্বারা নারীদিগকে আরও মহৎ ও আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই সেদিন নিকটবর্তী হইবে, যখন হিন্দু নারীরা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের সেবা ও যত্ন দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিবেন এবং নিজ নিজ সন্তানদিগকেও প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন।

ইহার পর আরও কয়েকজন এ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানপূর্বক বক্তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পঞ্চদশ বর্ষ

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পঞ্চদশ বর্ষে, বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর মাননীয় সার জর্জ ক্যাম্পবেল ডি সি এল্, কে সি এস্ আই বাহাদুর ইহার পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হন।

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সমাজ দুইজন ভারতহিতৈষী ইংরেজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ইহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি জন পাক্‌স্‌টন নরম্যান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে হাইকোর্টের সিঁড়িতে উঠিবার সময় ইনি আবদুল্লা নামক একজন পাঞ্জবী কর্তৃক আহত হইয়া পরদিন সকালে মারা যান। ইনি এই সমাজের একজন উৎসাহদাতা বন্ধু ছিলেন।

সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে লর্ড মেয়োর অকাল মৃত্যুর জন্য একটি শোক-সভা হয়। সমাজের সহকারী সম্পাদক গোষ্ঠবিহারী মল্লিক কর্তৃক প্রস্তাবিত ও তুলসীদাস দত্ত কর্তৃক সমর্থিত একটি শোক-প্রস্তাব সভার সকলে অনুমোদন করেন।

গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপন উপলক্ষে বলেন—"তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার সুন্দর, যিনিই তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মনোহর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আমি নিজে তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি আমাকে তাঁহার পার্ল্যামেণ্টীয় ও ভারতীয় বক্তৃতাবলী ছাপাইবার ভার দিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল যে, উহা শেষ করিয়া নিজে তাঁহাকে উহা উপহার দিব। কিন্তু ভগবান্ অন্যরূপ বিধান করিলেন। ভগবানের ইচ্ছাকে আমরা কেমন করিয়া খণ্ডন করিব? তিনিই আমাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য এই শাস্তি দিয়াছেন। আমাদের আশা এই ঘোরতর দুর্ঘটনায় ইংল্যণ্ড ভারতের প্রতি তাহার কর্তব্যপূর্ণ দায়িত্ব বিস্মৃত হইবে না।"

পঞ্চদশ বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের বক্তৃতাবলী

এই বর্ষে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সাতটি সাধারণ অধিবেশন এবং চারিটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সাতটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়; তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম অধিবেশনের বক্তৃতা বাংলায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
প্রথম	The state of civilization at the time of Choytono Dev	পণ্ডিত লালবিহারী চক্রবর্তী

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
দ্বিতীয়	St. Paul the Apostle ; His Life and Work	গোষ্ঠবিহারী মল্লিক
তৃতীয়	The Present Evils of the Bengali Society, how to remove them	জনার্দন চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ	The difference between Private and Public Charity	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চম	Woman's place and power	রেভারেণ্ড জর্জ কেরী
ষষ্ঠ	What System is best suited in India for training children	গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য
সপ্তম	The Present Condition of Agriculture and how to improve it	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়

রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতি-পদত্যাগে দুঃখ-প্রকাশ

সাহিত্য-সমাজের সভাপতি রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ মহোদয় এই বৎসরে বিলাত-যাত্রা করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সমাজের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। সমাজের অন্যতম সহকারী সভাপতি আশুতোষ ধর মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক কর্তৃক প্রস্তাবিত ও বাবু তুলসীদাস দত্ত কর্তৃক সমর্থিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"The society accepts, with feelings of deep regret, the resignation of its esteemed President, The Rev. Mr. Macdonald, necessitated by his approaching departure for Europe, and records its strong sense of obligation to him for the services he has rendered to it as its Chairman from May 1867 to November 1871, and also for the great

zeal he has manifested and the interest he has taken in its advancement and welfare."

পঞ্চদশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের স্থানে রেভারেণ্ড জে লং সাহেব সমাজের সভাপতি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হন—

সহকারী সভাপতি— বাবু আশুতোষ ধর
মিঃ এইচ আর ফিঙ্ক
সম্পাদক — বাবু প্রসাদদাস মল্লিক
সহকারী সম্পাদক— বাবু নৃত্যলাল মল্লিক
নৃত্যলাল বাবুর পদত্যাগের পর বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক

পঞ্চদশ বর্ষের নূতন সভ্য

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্য-সমাজের নূতন সভ্যপদ গ্রহণ করেন—

মিঃ এইচ্ এস্ বিডন সি এস্ (বাংলার ছোটলাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী), রেভারেণ্ড আর রবিনসন, মিঃ এ বি মিলার বি এ (অফিসিয়্যাল এসাইনি), মিঃ জি ডবলিউ ডবলিং বার্কলে, মিঃ টি সি লেড্‌লী, ডাঃ জি এইচ ডেলে, মিঃ ডবলিউ সি ফিঙ্ক, মিঃ সি রাট্‌লেজ, মিঃ কুয়েরজি এদুলজী, মিঃ ডি মেটা, বাবু ভবানীচরণ বসু, বাবু রামলাল ক্ষেত্রী, বাবু মুকুন্দলাল ক্ষেত্রী, বাবু ব্রজলাল দত্ত, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু গোষ্ঠ-বিহারী বসাক, বাবু যাদবচন্দ্র মল্লিক এবং বাবু রসিকলাল দে।

শাখা সমিতি গঠন

সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যাদি নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত সভ্য-গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়—

সমাজের সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ ও মিঃ সি সি ম্যাক্রে, বাবু হরিমোহন শীল,

বাবু গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু শালিগ্রাম খান্না ক্ষেত্রী।

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ শুক্রবার রাত্রি ৮৷৷৹ ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলার গভর্ণর বাহাদুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ অনিবার্য কারণে তিনি আসিতে না পারায়, দুঃখ প্রকাশ পূর্বক তিনি একখানি পত্র পাঠান। সভ্যবৃন্দ ব্যতীত সভায় প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তি যোগদান করেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম লিখিত হইল—

মিসেস্ কেরী, মিস্ এম্ চেম্বারলেন, মিস্ কেরী, মিঃ এইচ এস্ বিডন সি এস্ (বাংলার গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী), রেভারেণ্ড জর্জ কেরী, রেভারেণ্ড জে উইলকিন্স্, রেভারেণ্ড আর জাডিন, ডি ডি, রেভারেণ্ড জে ডি ডন, মিঃ টমাস জোন্স, বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নীলমাধব বসু, বাবু রমানাথ শীল, বাবু ভুবনচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু দ্বারকানাথ পাঠক, বাবু নৃত্যগোপাল গোস্বামী, বাবু হরিমোহন রায়, বাবু এস্ সি বসু, বাবু দামোদরদাস বর্মণ, বাবু রাজকৃষ্ণ আঢ্য, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী, বাবু আশুতোষ ধর, বাবু তুলসীদাস দত্ত, বাবু অক্ষয়কুমার ধর, বাবু শ্রীনাথ বড়াল, বাবু নবীনচাঁদ আঢ্য, বাবু তুলসীদাস মল্লিক, বাবু মাণিক-লাল পাইন, বাবু শালিগ্রাম খান্না ক্ষেত্রী, বাবু নারায়ণচাঁদ ধর, রেভারেণ্ড কে এম্ ব্যানার্জি, মিঃ এইচ্ আর ফিঙ্ক, মিঃ এম্ এম্ সান্ন্যাল, মিঃ ওনরেট্, মুন্সী ইথওয়ারি লাল, বাবু যদুনাথ মল্লিক, বাবু রমানাথ দত্ত, বাবু আশুতোষ মল্লিক, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বলাইচাঁদ দত্ত বি এল্, বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক, বাবু জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বাবু যাদবচন্দ্র শীল এম্ এ, বি এল্, বাবু তুলসীদাস সেন, বাবু কে এম্ শীল, বাবু ব্রজলাল দত্ত, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু ভগবানদাস জহুরী, বাবু মনুলাল মল্লিক, বাবু কালীচরণ মুখোপাধ্যায়, বাবু গিরীশচন্দ্র

রায়, বাবু শ্রীনাথ সেন, বাবু আশুতোষ ধর বি এ, বাবু গোবিন্দলাল শীল, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু মহেশচন্দ্র মল্লিক, বাবু পিয়ারীমোহন বাগ্‌চী, বাবু তারকনাথ দত্ত।

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই সি এস্, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রেভারেণ্ড জে লং, রেভারেণ্ড সি এইচ এ ড্যাল এবং অন্যান্য অনেকে বিশেষ কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সভায় তাঁহাদের পত্রগুলি পঠিত হইল।

সর্বসম্মতিক্রমে কলিকাতা ছোট আদালতের জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় প্রথমে বিজ্ঞাপিত পুরস্কার-প্রবন্ধের জন্য বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু কুঞ্জবিহারী দেব মহাশয়দ্বয়কে যথাক্রমে পঁচিশ ও দশ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়। তারপর সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় কর্তৃক গত বর্ষের কার্যবিবরণ পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতার মর্ম

সভাপতি মহাশয় "The Administration of Justice" সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটি নয় পৃষ্ঠাব্যাপী।
নিম্নে এই বক্তৃতার মর্ম প্রদত্ত হইল—

বক্তা প্রথমে কোন প্রকার লিখিত কাগজের দিকে দৃষ্টি না দিয়া বর্তমান বিচার-ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ গলদ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার কাহাকে বলে, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বিষয়টিকে নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত করেন—

১। প্রয়োগমূলক বিধি অথবা মূল আইন।

২। কার্যবিধি আইন এবং মূল আইন প্রয়োগের নিয়মাবলী অর্থাৎ প্রয়োগবিধি।

৩। আইন-প্রয়োগকর্তৃগণ।

৪। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আইনসমূহ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রচিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন বিচার-প্রতিষ্ঠানে সুবিচার অথবা তাহার অল্পতার পরিমাণ নির্ণয়।

(ক) বর্তমানে প্রচলিত কতকগুলি আইনকানুন দ্বারা যে অবিচার হয়, বক্তা তাহার আলোচনা করেন। বিচার-কার্যের ভারপ্রাপ্ত কোন বিচারকই ইহাদের সাহায্যে সুবিচার করিতে পারেন না। বিখ্যাত আমীর খানের মোকদ্দমায় কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন বিচারকই ১৮২৮ সালের তিন আইনের ব্যাখ্যা যেরূপ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে অনুরূপ বিচার করিতে পারিতেন না। লবণ ও আফিম সম্বন্ধে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখিবার নিমিত্ত নিয়মাবলীও এই শ্রেণীর। মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইয়োরোপীয়ানদের বিচার না হওয়া অন্যায় আইনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। কোন সিভিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার বিচারকই, যে মোকদ্দমায় তাঁহার এক্তিয়ার নাই, তাহা বিচার করিতে পারেন না। বক্তা অতঃপর মিউনিসি-প্যাল আইনেও দোষ প্রদর্শন করেন। দেশের উন্নতির জন্য অর্থ-সংগ্রহ প্রয়োজন, তাহা এই আইন ছাড়া হয় না। কিন্তু আপীলের সামর্থ্য না থাকার দরুণ দরিদ্র ব্যক্তিরা বিশেষভাবে এই আইনের জন্য অন্যায়ভাবে কষ্টভোগ করেন।

(খ) ফৌজদারী বিভাগে ইয়োরোপীয়দিগকে ভারতীয় বিচারকের দ্বারা বিচার করিবার অপারকতা—সর্বাপেক্ষা বড় গলদ। আর একটি গলদ এই যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবার পূর্বেই তাহার প্রতি দোষীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়। এই প্রথা নিন্দনীয়। বিচারের পূর্বে কোন ব্যক্তিকে এভাবে অপমান করা উচিত নহে। বক্তা বলেন যে, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালীর সহিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। উভয়ের মধ্যে স্বভাবতই পার্থক্য থাকিবে, কিন্তু ফৌজদারী আইনের কঠিন ব্যবস্থা বদলান কর্তব্য। মিউনিসিপ্যাল আদালতের কার্য-প্রণালী মোটেই সন্তোষজনক নহে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রধান দোষ এই যে, ষ্ট্যাম্পের খরচা দিতে

হয়। যাহারা এইরূপ ব্যয় করিতে সমর্থ, তাহারাই দেশীয় আদালত-সমূহে বিচার দাবী করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক দরিদ্র অবস্থায় এই টাকা যোগাড় করিতে পারে না। ফলে অত্যাচারিত হইয়া চোখের জলে, এক ভগবানের নিকট দুঃখ নিবেদন ছাড়া, তাহাদের আর কোন উপায় থাকে না। বক্তা বলিলেন, দেশবাসী সকলের উপর কর বসাইয়া দেওয়ানী আদালতের খরচ তোলা উচিত। সুবিচার সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রার্থনীয়। সুতরাং যে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য লোকে আদালতে উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহাকে ব্যয় বহন করিতে না দেওয়াই সমীচীন। প্রজাদের হিত ও দেশের শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশের দরকার; এবং সেজন্য ব্যক্তি-নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। সেইরূপ দেওয়ানী আদালতের খরচও সকলের নিকট হইতে আদায় করা উচিত।

বক্তা আর একটি দোষের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, মোকদ্দমায় যে পক্ষ জয়লাভ করে, তাহাদিগকে খরচার টাকা ধরিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন এই টাকার পরিমাণ এত বেশী হয় যে, তাহাকে ন্যায্য বলা চলে না। বিশেষভাবে উচ্চ আদালতে আপীল হইলে, মুদ্রণ, তর্জমা প্রভৃতি দফা বাবদ খরচের অন্ত থাকে না।

(গ) যাঁহারা বিচার-কার্য করেন, বক্তা তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) বিচারকগণ—জজ, সাব্-জজ, মুন্সেফ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট। (২) অর্ধ বিচারকগণ—সেটেলমেণ্ট, পুলিশ ও মিউনিসিপ্যাল কর্মকর্তাগণ, জুরী, এসেসর, অ্যাড্‌ভোকেট, উকীল, এটর্ণি ও মোক্তার। (৩) কেরাণীগণ—রেজিষ্ট্রার, ইণ্টারপ্রেটার অনুবাদক, নকলনবীশ ইত্যাদি। ১৮৫৯ সনের ৮ আইন প্রবর্তনের পর হইতে বিচার-কার্য অনেক সরল হইয়াছে; তবে আরো উন্নতির এখনো অবকাশ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার ব্যবস্থা হওয়ায় নূতন মুন্সেফগণ প্রধান সদর আমীনদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অফ্ দি পীস্ রূপে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা ঐ কার্যের উপযুক্ত নহেন। অন্য দিকে তাঁহাদের মধ্যে

সাহসের যথেষ্ট অভাব আছে। বিশেষভাবে মিউনিসিপ্যাল মোকদ্দমায় ইঁহারা মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের হাতের পুতুল মাত্র।

বক্তা সিবিল সার্ভিস হইতে গৃহীত জজ ও অন্য জজদের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখান যে, দ্বিতীয় দফার জজেরা অনেক বেশী যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। ইয়োরোপীয় জজেরা দেশের রীতিনীতি ও লোকাচার না জানার দরুণ তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জজেরা বেশীর ভাগ সুবিচার করিতে সমর্থ হন। কোন্ প্রকার জজের কত মোকদ্দমা আপীলে টিকে নাই, তাহার একটি তালিকা দ্বারা বক্তা নিজ বক্তব্য প্রমাণিত করেন।

তাঁহার মতে বর্তমান-প্রচলিত জুরী-প্রথা বিচার-প্রহসন মাত্র। জুরীরা স্বাধীনভাবে কাজ বা চিন্তা করেন না, জজের দ্বারা চালিত হন। এই প্রথার সংস্কার না করিলে, ইহা দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা কম। এইরূপ জুরী-সাহায্যে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তথ্যসংক্রান্ত প্রশ্নের চরম মীমাংসার জন্য আপীলের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

আদালতের কেরাণীরা অল্পবিস্তর ডালি বা ঘুষ লয়। কিন্তু এ বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীরা সর্বাপেক্ষা অধম। তাহারা অত্যন্ত গরিব করদাতাকেও রেহাই দেয় না।

বক্তা উকিল ও ব্যারিষ্টারদের সুবিচারে সাহায্যার্থ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার ও এটর্ণিরা সদর বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারেন, এজন্য তাঁহাদের কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করিলেও, কোন স্বদেশীয় উকিল উচ্চ আদালতের অরিজিন্যাল সাইডের বিচারকের সম্মুখে ওকালতী করিতে পারেন না। ইহা এক অদ্ভুত ও বিসদৃশ কাণ্ড। মফস্বলে স্মলকজ কোর্ট স্থাপন দ্বারা সুবিচারের সাহায্য হওয়ার অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবিচারই হইতেছে।

ষোড়শ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

ষোড়শ বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পৃষ্ঠপোষক ও কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন—

পৃষ্ঠপোষক—১। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা বাহাদুর, ২। বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর অনারেবল সার জর্জ কাম্পবেল ডি সি এল, কে সি এস আই বাহাদুর, ৩। বাবু প্রেমনাথ মল্লিক।

সভাপতি—ডবলিউ সি ব্যানার্জি বার-অ্যাট-ল।

সহকারী সভাপতি—১। বাবু আশুতোষ ধর, ২। এইচ আর ফিঙ্ক, ৩। বাবু কালীমোহন দাস।

সম্পাদক—প্রসাদদাস মল্লিক।

সহকারী সম্পাদক—গোষ্ঠবিহারী মল্লিক।

ষোড়শ বর্ষের সভ্য-তালিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সমাজের উপরি লিখিত কর্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত ১৩৭ জন সভ্য ছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল—

মিঃ এইচ্ এল্ জনসন মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের সেক্রেটারী, মিঃ জে ওয়ার এডগার সি এস্, মিঃ এইচ্ এস্ বীডন সি এস, রেভারেণ্ড জে লং, রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড এম্ এ, রেভারেণ্ড আর রবিনসন্, রেভারেণ্ড জর্জ কেরী, রেভারেণ্ড ই ষ্টোরো, রেভারেণ্ড ডব্লিউ সি ফাইফ্, রেভারেণ্ড জার্ডিন ডি সি এল্, মিঃ সি সি ম্যাক্রে এম্ এ ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল, মিঃ সি মিলার বি এল্, ব্যারিষ্টার-অ্যাট্-ল, বাবু মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার-অ্যাট্-ল, মিঃ টমাস জোন্স মিঃ এস্ লব এম্ এ, মিঃ জি ডব্লিউ ডব্লিউ বারক্লে, ডাঃ জি এইচ্ ড্যাল এম্ ডি, মিঃ এ বি মিলার বি এ অফিসিয়াল এসাইনি, মিঃ ডব্লিউ এম্ বাউর্ক এম্ এ, মিঃ এম্ ক্যাম্বেল, মিঃ এল্ এ মেণ্ডিস্ এল্ এল্ ডি, মিঃ ই টি রবার্টস্, মিঃ সি গ্রেগরী এল্ এল্, মিঃ সি রাটলেজ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, মিঃ কাউজী এদুল্জী গজ্দার, মিঃ রস্তমজী, ধনজীভয় মেটা, মিঃ মাণিক্জী রস্তমজী, মুন্সী রাধাজীবন ক্ষেত্রী, বাবু আনন্দগোপাল দত্ত, বাবু আশুতোষ মল্লিক, বাবু আশুতোষ ধর বি এ, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ হাকিম, বাবু বিহারীলাল দে, বাবু বিহারীলাল আঢ্য, বাবু বিনোদবিহারী ভাদুড়ী, বাবু বিপিনবিহারী মল্লিক, বাবু ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু ভবানীচরণ বসু,

বাবু বিশ্বেশ্বর রায়, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু বলাইচাঁদ দত্ত বি এল্, বাবু বৈজুনাথ রায়, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ পাল বি এল্, বাবু ব্রজলাল দত্ত, মিঃ জে এ পার্কার, মিঃ ডব্লিউ নিকল, মিঃ এম্ ক্যামেল, মিঃ এম্ সিরকোর, মিঃ বি এইচ্ বেলো, মিঃ জে এস্ গ্যাবরিয়েল, মিঃ এইচ্ ডব্লিউ সেপার্ড, মিঃ টি সি লেড্লী, মিঃ ডব্লিউ সি ফিঙ্ক্, মিঃ জে গান্থার, পণ্ডিত লালবিহারী ন্যায়ভূষণ, পণ্ডিত ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত রাধামাধব ঠাকুর, বাবু হরিপ্রসন্ন রায়, বাবু যাদবচন্দ্র মল্লিক, বাবু যদুনাথ মল্লিক, বাবু যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র বি এ, বাবু কার্তিকচরণ সেন, বাবু কুঞ্জবিহারী ধর, বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণদাস দে এম্ এ, বি এল্, বাবু কৃষ্ণদাস মল্লিক, বাবু কেদারনাথ দত্ত, বাবু ক্ষেত্রমোহন শীল, বাবু ক্ষেত্রমোহন পাল, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু কালিদাস হালদার, বাবু, কৈলাসচন্দ্র প্রধান, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, বাবু ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এল্ এল্, ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, বাবু ব্রজবন্ধু আঢ্য, বাবু চুণীলাল গুপ্ত, বাবু দেবীচরণ পাল, বাবু দামোদরদাস বর্মণ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ দে, বাবু দীননাথ বসু, বাবু গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, বাবু ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য, বাবু গণেশ মিশ্র, বাবু গোষ্ঠবিহারী বসাক, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু হেমেন্দ্রনাথ শীল, বাবু নবীনচন্দ্র আঢ্য, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল এল্ এল্, বাবু নবগোপাল মিত্র, বাবু নারায়ণ সিং, বাবু অক্ষয়কুমার ধর, বাবু পুলিনচন্দ্র রায়, বাবু প্যারীমোহন বাগ্চী, বাবু পীতাম্বর দে, বাবু পেয়ারীলাল মল্লিক, বাবু রামকৃষ্ণদাস ক্ষেত্রী, বাবু রাখালদাস শীল, বাবু রাধামাধব সেন, বাবু রাধাবল্লভ দাস, বাবু রাজকৃষ্ণ দে, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায়, বাবু রামচন্দ্র ঘোষ, বাবু রামলাল ক্ষেত্রী, কবিরাজ রজনীকান্ত রায়, বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ, বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক, বাবু লোকনাথ ঘোষ, বাবু লালমোহন মল্লিক, বাবু মাধবলাল শীল, বাবু মোহনলাল মল্লিক, বাবু মতিলাল ধর, বাবু মন্নুলাল মল্লিক, বাবু মাণিকলাল পাইন, বাবু মধুসূদন চৌধুরী, বাবু মুকুন্দলাল ক্ষেত্রী, ডাঃ মীর আসরফ্ আলি খান্, বাবু নারায়ণচাঁদ ধর, বাবু সুবলদাস সেন, বাবু শ্যামচাঁদ আঢ্য, বাবু সত্যেন্দ্র-

নাথ ঠাকুর আই সি এস্, বাবু সাতকড়ি দত্ত, বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাবু তুলসীদাস দত্ত, বাবু ত্রিলোচন বসু, বাবু তুলসীদাস শীল এল্ এল্, বাবু তুলসীদাস মল্লিক।

ষোড়শ বর্ষের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী

আলোচ্য ষোড়শ বর্ষে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতার জন্য ছয়টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই ছয়টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তৃতা সংস্কৃতে ও তৃতীয় অধিবেশনের বক্তৃতা বাংলায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ

অধিবেশন	বিষয়	প্রবন্ধ-রচয়িতা
প্রথম	Hindoo Music (with practical illustration)	লোকনাথ ঘোষ
পঞ্চম	Hindoo Moral Philosophy	প্রসাদদাস মল্লিক

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
দ্বিতীয়	Vedantic Philosophy of Bhago-bothgeeta	ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয়	Hindoo Drama	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ	Lord Northbrook and his Mission in India	গোষ্ঠবিহারী মল্লিক
ষষ্ঠ	Sympathy	বৈজুনাথ রায়

এই ছয়টি অধিবেশন ব্যতীত অন্যান্য কার্যের জন্য আরও কয়েকটি অধিবেশন হয়।

সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্চ মাসে (১৮৭২ খৃঃ) সভার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও সভাপতি রেভারেণ্ড জেমস্ লং সাহেব বিলাতযাত্রা করেন। তিনি সাহিত্য-সমাজের একজন

বিশেষ হিতৈষী বন্ধু এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সমাজের সভাপতি ছিলেন। গত বর্ষেও তিনি সাহিত্য-সমাজের সভাপতি হন। তাঁহার বিলাত-যাত্রার পর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

তিনজন সভ্যের অকাল মৃত্যুতে সমাজের ক্ষতি

সমাজের নিম্নলিখিত তিনজন সভ্যের অকাল বিয়োগে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজের উন্নতির জন্য ইঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

১। বাবু বিহারীলাল ধর
২। ,, শালিগ্রাম খান্না ক্ষেত্রী
৩। পেয়ারীলাল গুপ্ত

গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের সহানুভূতি

ভারতের বড়লাট বাহাদুর, বাংলার গভর্ণর বাহাদুর, কলিকাতার প্রধান ধর্মযাজক মহোদয়, সার রিচার্ড টেম্পল কে সি এস্ আই এবং অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এই বর্ষে সাহিত্য-সমাজের কার্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি আট ঘটিকার সময় বড়বাজারে ৮০ নং ক্রশ ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের ভবনে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মাননীয় সার রিচার্ড টেম্পল কে সি এস্ আই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য—মিস্ এ আকরয়েড, মিস্ এম্ পিগট, মিসেস্ উইলসন, কলিকাতার লর্ড বিশপ, নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, রেভারেণ্ড ডক্টর জ্যাকব, রেভারেণ্ড ডক্টর আর জার্ডিন, রেভারেণ্ড জি কেরী, রেভারেণ্ড উইলসন, রেভারেণ্ড ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ই পি উড, মিঃ জি ডবলিউ

ডবলিউ বারক্লে, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার ডবলিউ সি ব্যানার্জি, মিঃ জি গন্থার, মিঃ এইচ আর ফিঙ্ক, মাননীয় মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু প্রেমনাথ মল্লিক, বাবু ভোলানাথ মল্লিক, বাবু যদুনাথ মল্লিক, বাবু মুরলীধর সেন, বাবু অক্ষয়কুমার ধর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, বাবু শিবচন্দ্র নন্দী, বাবু শ্রীনাথ রায়, বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক, বাবু টি বি মুখার্জি, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রমানাথ শীল, বাবু রাধামাধব গুপ্ত, বাবু তুলসীদাস দত্ত, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল এল্ এল্, বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র মল্লিক, বাবু অমৃতলাল দে, বাবু রাজকৃষ্ণ আঢ্য, বাবু মাণিকলাল পাইন, বাবু কাত্যায়নীচরণ মিত্র, বাবু হরিকুমার বসু, বাবু নবীনচাঁদ আঢ্য, বাবু শ্রীনাথ বড়াল, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দামোদরদাস বর্মণ, বাবু আর এন্ মল্লিক, বাবু কে এন্ দত্ত, বাবু বি এম মল্লিক, বাবু ও সি মল্লিক, বাবু বলাইচাঁদ দত্ত বি এল্, পণ্ডিত ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভুবনমোহন চক্রবর্তী, পণ্ডিত লোকনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত জয়শ্রীরাম মিশ্র, ডাঃ বি বি দত্ত, মিঃ মিলেট, মিঃ ওয়েন, বাবু এস্ এন ব্যানার্জি, বাবু ব্রজলাল দত্ত, বাবু নারায়ণচাঁদ ধর, বাবু টি এন্ চট্টোপাধ্যায়, বাবু এন এল্ মল্লিক, বাবু কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, বাবু টি ডি মল্লিক, বাবু নিবারণ চৌধুরী, বাবু বি এন্ রায়।

প্রথমে মাননীয় সভাপতি মহাশয় বড়বাজার বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে বাঙালী ও মাড়োয়ারী উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রই ছিল।

পুরস্কার বিতরণের পর, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় গতবর্ষের কার্য-বিবরণ পাঠ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে ঐ কার্য-বিবরণ গৃহীত হয়।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের একখানি পত্র পাঠ করেন। এই পত্রে তিনি কার্যবাহুল্যবশত সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন, সভার কার্যাবলীর সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি আছে। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি আরও কয়েকজন

বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই ধরণের পত্র লেখেন। সমস্ত পত্রগুলিই সভায় পঠিত হয়।

ইহার পরে সভাপতি মহাশয় ব্যারিষ্টার মিঃ ই পি উড বি এ মহোদয়কে "The Life and Philosophical Teachings of Socrates সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। বক্তৃতাটি ইংরেজীতে প্রদত্ত হয়। ইহা ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এবং এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহা প্রায় নয় পৃষ্ঠাব্যাপী। এই আলোচনায় দেশীয় ও বিদেশীয় অনেকেই যোগদান করেন। নিম্নে প্রবন্ধের মর্ম প্রদান করা হইল।

ই পি উডের বক্তৃতার মর্ম

সকল যুগেই সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে দর্শন শাস্ত্র মানবের বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা সূচিত করে। মনুষ্য জাতির হিত কিসে হয়, মানুষের স্বরূপ কি এবং বিশ্বের সহিত মানুষের সম্বন্ধই বা কি—এই সকল বিষয় দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে বড় দার্শনিকের উদ্ভব দুর্লভ, যেখানে তাঁহাদের দেখা যায়, বুঝা যাইবে সেই খানেই জাতির বিশেষ মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহারা যেন ভগবানের বিশেষ স্নেহ পাইয়া তাঁহার দ্বারাই উদ্বোধিত হন।

সকল জাতির মানুষের মধ্যেই ভগবান্ সত্যের এরূপ পূজারীদের সৃষ্টি করিয়াছেন। চীনে কফুসিয়াস, হিন্দুস্থানে বুদ্ধ ও গ্রীসে সক্রেটিস ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান যুগের ইয়োরোপীয় সভ্যতা গ্রীক সভ্যতা, দর্শন ও কলার নিকট ঋণী। গ্রীসের প্রথম অধিবাসিবৃন্দ পেলাসগি নামে পরিচত ছিলেন; ইহারা এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া সমগ্র ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়েন। প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ইহারা হেলেনিক সভ্যতার পত্তন করেন। হেরোডোটাস বলেন যে ইহারা বিভিন্ন দেবতাকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া উপাসনা করিতেন এবং পূজা দিতেন; পরে মিশর হইতে দেবতাদের বিভিন্ন নাম আমদানি করা হয়।

মিশর, এসিয়া মাইনর ও হিন্দুস্থানের সভ্যতার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক

থাকিলেও গ্রীক দর্শনের জন্ম হইয়াছে তথাকার এক ধরণের গুপ্ত সমিতি হইতে। এ গুলি পেলাস্‌গি ধর্ম্মমত সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি হয়। ডোরিয়ানরা সমস্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করার সময় হইতে সম্ভবত এই সমস্ত গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হয়। ইহাদের সভ্যেরা ক্রমে ধর্ম-বিশ্বাসের বিশ্লেষণ, প্রকৃতি ও বিশ্বের কারণ এবং মানবের পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন।

এসিয়া মাইনরের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রীক্ উপনিবেশসমূহে, বিশেষতঃ আয়োনিয়ায় সর্ব প্রথমে গ্রীক্ দর্শনের উদ্ভব হয়। হোমারের কাব্য হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থেলস্, অ্যানাক্সিমেনেস, হেরাক্লিটাস প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। অ্যানাক্সিমেনেস জীবজন্তুর জীবনী পর্যালোচনাপূর্বক বাতাসকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রকৃতির কার্য-প্রণালী স্থাপনা করেন। থেলসের অল্পকাল পরে মিলেটাস্ জনপদস্থ অ্যানাক্সিমেণ্ডার ধারণা করেন যে, বিশ্ব একটি বিশাল বিশৃঙ্খলা বিশেষ এবং তিনি উহার নাম দেন—অনন্ত। এই বিশ্বের মধ্যেই সেই সমস্ত গুণাগুণ অবিদিত কাল হইতে বর্তমান ছিল, যাহাদের যোগাযোগে বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, আর এই যোগাযোগ বাহিরের কোন শক্তির সাহায্যে হয় নাই, ইহা অন্তর্নিহিত শক্তি বা গতিরই বিকাশ মাত্র। ইহার পর এপোলেনিয়া জনপদের ডায়োজেনেস বলেন যে, বিশ্বের মূলে এক বিশেষ বুদ্ধিশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা হইতেই জীবন ও শৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছে; যুক্তিসিদ্ধ ও প্রবৃত্তিসিদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব তিনি ইহার মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত মন ও বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে নাই। এই দার্শনিকগণ জিনিষের উদ্ভব, উৎপাদন ও চলৎকারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিভিন্ন বিভাগসমূহ ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান গড়িবার কল্পনা করিতে পারেন নাই; এমন কি পরবর্তীকালের পাইথাগোরাস ও এমপেডো-ক্লেসও তাহা করেন নাই।

গ্রীক্ দর্শনের এই অবস্থায় জারেক্সেস্ আয়োনিয়া জয় করিয়া এথেন্স আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। তখন রাষ্ট্রনীতিবিদ সাইমন হোমারের অমর কাব্যরাজি ভাল করিয়া বুঝিয়া সেগুলিকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেন

যাহাতে গ্রীসের যুবকদিগের মনে রণোন্মাদনা জাগিয়া উঠে। পারস্য যুদ্ধের পর সুবিখ্যাত এথেনীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ পেরিক্লিস ও তাঁহার উপযুক্ত পত্নী আসপেসিয়া নানা স্থানের বিদ্বন্মণ্ডলীকে এথেন্সে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের উভয়ের কার্য ও উৎসাহ দ্বারা এথেন্স দর্শনের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে যে সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের মতসমূহ বর্ণনা করিয়া বক্তা হেরোডোটাস প্রণীত ইতিহাসের উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ—

"জারেক্সেস্-এর নৌবাহিনী স্যালামিস্ যুদ্ধে ধ্বংস হইবার ১২ বৎসর পরে এবং প্লাটিয়া যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ মার্ডোনিয়াস্-এর অধীনস্থ পারস্য-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবার ৮ বৎসর পরে খৃষ্ট-পূর্ব ৪৬৯ অব্দে এথেন্সের এক সামান্য অবস্থাপন্ন পরিবারে সক্রেটিস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সোফ্রোনিস্কাস্ একজন ভাস্কর ও মাতা একজন ধাত্রী ছিলেন। সক্রেটিস্ প্রথমত পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন পূর্বক কতকগুলি সুন্দর মূর্তি প্রস্তুত করেন। সক্রেটিস্ এরূপ কুৎসিৎ ছিলেন যে, লোক তাঁহাকে অর্ধ-মানব ও অর্ধ-পশু বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা শীঘ্রই ক্রিটো নামে এক ধনবান্ রাষ্ট্রিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি সক্রেটিস্‌কে তাঁহার পিতৃব্যবসা ত্যাগ করিয়া দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। তাঁহারই অর্থে সক্রেটিস্ অ্যানাক্সাগোরাসের শিষ্য দার্শনিক আর্কিলাউসের নিকট দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহার সহিত তিনি, আয়োনিয়ান বিদ্যার প্রধান কেন্দ্রস্থল সামোস্ দ্বীপে অধ্যয়নার্থ গমন করেন। জেনো ও পার্মেনিডেস্ তাঁহাকে কথোপকথনের মধ্য দিয়া তর্কবিদ্যা শিক্ষা দেন। ইহাই পরবর্তীকালে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষার বিষয় হইল।

"ইহার পর মধ্যবয়সে তাঁহাকে স্বদেশের জন্য যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। প্রথমত পোটিডিয়া নামক স্থানে তিনি আল্‌সিবিয়াডেস্‌কে উদ্ধার করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন ; পরে ডেলিয়াম নামক স্থানে আল্‌সিবিয়াডেস্ তাঁহাকে রক্ষা করেন। সর্বশেষে সক্রেটিস্ অ্যাম্ফিপোলিস্ নামক স্থানে যুদ্ধ

করিয়াছিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধে তিনি জেনোফোনের জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহার বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সক্রেটিস্ নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

"তাঁহার মনে যেমন সাহস ছিল, সেই পরিমাণে তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন। তাঁহার আচারব্যবহারও অত্যন্ত সংযত ছিল। আহারবিহার, পোষাকপরিচ্ছদ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাঁহার আশ্চর্যরকম অনাড়ম্বরপ্রিয়তা দেখা যাইত। কোন দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। কোন প্রকার অর্থের লোভ না করিয়া তিনি শিক্ষাদান করিতেন। কিন্তু পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার স্ত্রী জ্যান্টিপি তিনটি সন্তানের জননী হইয়াও স্বামীর সহিত সুব্যবহার করিতেন না। কারণ স্বামীর পরার্থপরতা সহ্য করা জ্যান্টিপির পক্ষে কঠিন হইত।

"জনসাধারণের নিকট কর্তব্য বা ধর্মের কথা প্রচার করা সক্রেটিসের জীবনের ব্রত ছিল। দিবসের প্রথম কয়েক ঘণ্টা তিনি সাধারণত ভ্রমণ-স্থানে ও ব্যায়ামাগারসমূহের নিকট অতিবাহিত করিতেন ; পূর্বে যে সকল বারান্দা বা কুঞ্জে সাইমন উপদেশ দিতেন ও নগরবাসীরা একত্র হইত, সক্রেটিসও সেই সকল স্থানে এমন ভাবে কথা বলিতেন যেন সকলে তাঁহার কথা বুঝিতে পারে। কিন্তু কথায় বা কাজে তিনি কোন সময়েই পাপের প্রশ্রয় দিতেন না, এবং কাহাকেও বিপথে যাইতে দেখিলে তিনি তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তিনি ক্রিটিয়াসের শত্রুতালাভ করেন, যিনি পরে এথেন্সের যথেচ্ছাচারী শাসক হইয়া প্রচার করেন যে, এথেন্সের কেহ দর্শন শিখাইতে পারিবে না। ইহা সত্ত্বেও এথেন্সের তাৎকালীন প্রায় সমুদয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। যুদ্ধের সময় মেগিরিয়ান মনীষী ইউক্লিড রাত্রে বৃদ্ধা রমণীর ছদ্মবেশে পলাইয়া আসিয়া সক্রেটিসের সহিত আলাপ করিতেন।

"দর্শন-শাস্ত্রে সক্রেটিসের বিশেষ দান—তাঁহার প্রণালী। ইহা সক্রেটিসের প্রণালী নামে সুপরিচিত। এই প্রণালী অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহাকে পৃথক্ শাস্ত্ররূপে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হয়, উহার চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সুখ। এই প্রণালীর দ্বারাই তিনি অন্য লোক-

দিগের মনে একটা বৈজ্ঞানিক প্রেরণা জাগাইতে সমর্থ হন। দর্শন-শাস্ত্র শিখাইতেছেন বলিয়া কোন দাবী সক্রেটিস্ করেন নাই, তিনি নিজেকে মাত্র 'সত্যের অনুসন্ধানকারী' বলিয়া প্রচার করিতেন। সক্রেটিস্ একটার পর একটা সূক্ষ্ম ও গভীর প্রশ্ন করিয়া এবং অনুচিত সংজ্ঞাসমূহের গলদ্ একে একে প্রদর্শনপূর্বক সত্যজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

"সক্রেটিস্ আরোহ দর্শন-শাস্ত্রের জনক ছিলেন। তাঁহার তুই হাজার বৎসর পরে বেকন এই প্রণালী পুনরায় আবিষ্কার করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পরিভাষা নির্ণয়ের প্রণালী তিনিই দেখাইয়া যান; অবশ্য পরে তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও অ্যারিষ্টট্‌ল উহার সবিশেষ উন্নতিসাধনপূর্বক তর্কশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক চিন্তাপ্রণালীকে পরিশুদ্ধ করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।"

ইহার পর বক্তা সক্রেটিসের দর্শন ও কর্তব্যশাস্ত্র লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করেন। মনুষ্যের ধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সক্রেটিসের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ধর্ম-পথে চলিয়া যে কেবল সুখভোগ হয়, তাহা নয়; ধর্মের পথ অতি কঠিন এবং বিনা পরিশ্রম ও কষ্টে সুখ ভোগ করা সম্ভবপর হয় না।

বক্তা জেনোফোন, প্লেটো প্রভৃতির লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পান যে, আত্মার অমরত্ব, ভগবানের গুণসমূহ প্রভৃতিতে সক্রেটিস্ বিশ্বাসী ছিলেন। অতঃপর বক্তা বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করেন কিরূপে ৭০ বৎসর বয়সে, খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে সত্যের জন্য সক্রেটিস্ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লন।

ই পি উডের বক্তৃতার আলোচনা

"সক্রেটিশের জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁহার দর্শন'' সম্বন্ধে মিঃ ই পি উড মহোদয় বক্তৃতা দিবার পর উহার আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহিত্য-সমাজের অন্যতম সরকারী সম্পাদক বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় বলেন—ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সক্রেটিস্ সম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক লিখিলেও, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হয় নাই। এ যুগের

তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুতন্ত্রবাদী মানবের পক্ষে আজিকার বিষয়টির কোন মূল্য নাই, কারণ ইহা অর্থের সন্ধান দেয় না; তথাপি দৈনন্দিন জীবনে সক্রেটিসের জীবন-কাহিনী সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ। প্রত্যেক সভ্যতা-গঠনে ভৌগোলিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতি সম্পর্কীয় এই তিনটি উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রত্যেক সভ্যতাই এই তিনটির দ্বারা প্রভাবান্বিত। গ্রীক্‌দের মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষের মূলেও ভৌগোলিক সংস্থান ছিল। এরূপ সুন্দর দেশে আদর্শ জলবায়ুর মধ্যে বর্ধিত নরনারী যে সভ্যতার উচ্চস্তরে উপনীত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু সক্রেটিস্ দেখিতে অতি কদাকার ছিলেন। তাহা হইলে কি হয়? তাঁহার আকার দেখিয়া তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আন্দাজ করা সম্ভবপর ছিল না। গ্রীক্‌দের উপর তাঁহার প্রভাব যে কিরূপ মঙ্গলকর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই তাঁহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু সক্রেটিস্ বিনা বাধায় তাঁহার দার্শনিক সংস্কারসমূহ সাধন করিতে পারেন নাই। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং প্রতিষ্ঠিত মতসমূহের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তবে যাহা সত্য, তাহা সর্বত্রই জয়লাভ করে। সুতরাং সক্রেটিস্ শেষ পর্যন্ত নিজ দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম দার্শনিক বাক্যসমূহের অর্থ-নির্দেশের পথটা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। আমার নিকট সক্রেটিসের মৃত্যু-দৃশ্য সর্বপেক্ষা বেশী ভাল লাগে। সমবেত ৬০০ শত বিচারকের সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, দৈবশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বিচারকগণকে বলিলেন—"আমার পক্ষে এবং আপনাদের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা বিচার করিবাব ভার আমি আপনাদের এবং ভগবানের হাতে অর্পণ করিলাম।"

তৎপরে বিচারে তাঁহার বিরুদ্ধে ছয় জন বিচারক বেশী ভোট দেওয়ায়, সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড হইল। জীবন রক্ষার জন্য আয়োজন করিলে, তিনি নির্বাসিত হইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। মৃত্যুবরণ করিয়া বিচারকদের সম্বোধনপূর্বক মাত্র এই কয়টি কথা বলিলেন—"আমার মৃত্যুর এবং আপনাদের বাঁচার ইহাই প্রকৃত সময়; তবে এই দুইটি অবস্থার কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, তাহা ভগবানই জানেন।"

সক্রেটিস্ যে জগতের লোকের কাছে এত প্রিয় হইয়াছেন, তাহার একটি কারণ তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যু। নিজ দেহের বিনিময়ে তিনি সত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই ঘটনায় কোন লোক বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর একটি মাত্র আছে, তাহা যীশু খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ। বক্তা সক্রেটিসের গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া গ্রীসের বর্তমান দুর্দশার জন্য বহু আক্ষেপোক্তি করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পদার্থবিদ্যার জনক বেকন সক্রেটিসের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাতিগত বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, এ বিষয়ে উভয়েরই অবহিত হওয়া কর্তব্য। ইংল্যণ্ড ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে সাহায্য করিবে, ইহা বিধাতার অভিপ্রেত। সুতরাং উভয়দেশের মধ্যে যাহাতে সম্প্রীতি বর্ধিত হয়, তাহা করাই সমীচীন।

মিঃ গান্থার বলেন—বক্তা তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন, সক্রেটিস্ তাঁহার শিষ্যগণকে সুখান্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে সক্রেটিস কখনো এরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই। সক্রেটিস্ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, সুখলাভের জন্য তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও সংযত হইবার উপদেশ দেন নাই। সুখলাভ না হইলেও কর্তব্যপরায়ণ ও সংযত হইতে হইবে, কারণ ইহাই করা উচিত, এইরূপ উপদেশই সক্রেটিস্ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠ হওয়াই মানুষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইবে। এ কথা তাঁহার বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে। হারকিউলিস্ এবং পাপ ও পুণ্যের উপাখ্যানও এখানে স্মরণ করা উচিত। দর্শনশাস্ত্র বলিতে কি বুঝায়, তাহার উপর নির্ভর-পূর্বক সক্রেটিস নূতন কোন দর্শনশাস্ত্র শিখাইয়াছেন কি না? পূর্ববর্তী বক্তা বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ভারতের শাসনভার ইংরেজ কখনো স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিবে না। আর ইংরাজ যে তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে, এমন অবস্থাও কখন উপস্থিত হইবে না।

নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর অতঃপর বলেন বক্তা ও তাঁহার

পরবর্তী দুইজন ভদ্রলোকের বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে, তাঁহার মতে দেশের প্রতি সুবিচার করা হইবে না। বক্তা বলিয়াছেন, সক্রেটিস্ যে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুপ্রেরণা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও উহার সমৃদ্ধ নীতি বা স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে একটুও খবর রাখেন, তাঁহারা বর্তমান বক্তার সহিত এই বিষয়ে একমত হইবেন যে, সক্রেটিস্ যদি সত্যসত্যই ভারতবর্ষের নিকট ঋণী নাও হন, তথাপি তিনি যে ভারতীয় শাস্ত্রের কথা অবগত ছিলেন এবং তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সভ্যতার ঊষাকালে গ্রীস জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য ভারতবর্ষের নিকট হইতে যত ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কোন দেশের নিকট হইতে তত করে নাই। মিসর, আরব, গ্রীস ও রোমবাসিগণ বিপদ্‌সঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেন, শুধু দেশের পণ্যবিক্রয় বা অর্থলোভে নয়, উহার জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতির পরিচয় লাভের জন্যও বটে। বিশেষত গ্রীস হইতে দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ভারতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া যাইতেন। যে সমস্ত তত্ত্বের জন্য গ্রীস্‌বাসীরা সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি—

১। আত্মার অমরত্ব। ইহা বর্তমান কালে বহু ভক্ত খৃষ্টানকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। গ্রীক্‌গণ যখন অসভ্য অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত—সক্রেটিসের জন্মের বহু পূর্বে, তখন এই তত্ত্ব ভারতবাসীদের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ অথর্ববেদে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

"অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ন্তূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চ নো নঃ। ত্বমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যুরাত্মানং ধীরমজরং যুবানং।"

অর্থাৎ আত্মাকে কামনাহীন, মৃত্যুহীন, ধীর, যৌবন-বিশিষ্ট অমর, স্বয়ংজাত, রসতৃপ্ত ও সর্বদা পরিপূর্ণ জানিয়া লোক মৃত্যুভয়ের অতীত হয়।

ঈশ্বরের একত্ব এবং ত্রিত্ববাদও ভারতেই প্রথম দেখা যায়। মিল প্রণীত "বৃটিশ ভারত" নামক পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া

অধ্যাপক উইলসন্ যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই—প্রধান দেবতা তিনজন সগুণ, ভগবানের প্রতীক্ মাত্র, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে এই গুণত্রয় সত্যসত্যই দেবতায় পরিণত হয়।

২। জন্মান্তরবাদ। গ্রীক্ ও অন্যান্য জাতি হিন্দুদিগের এই তত্ত্ব মানিয়া লইয়াছিল।

৩। ভগবানের অখণ্ডত্ব বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্ব। সমস্ত প্রাণিজগতের মধ্যে তাঁহার সত্তা বিদ্যমান্—এইরূপ ধারণা গ্রীক্‌দের মধ্যেও দেখা যায়।

প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষাতেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মৌলিক কথা পাওয়া যায়। সংস্কৃত, গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষার মধ্যে পরবর্তী সময়ে পরস্পর পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, এক সময়ে উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য দেখা যায় যে, সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় বহু একজাতীয় শব্দ আছে। ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন, বেদের ছন্দ অংশ খৃষ্ট-পূর্ব বার শত অব্দে, মন্ত্র অংশ খৃষ্ট-পূর্ব এক হাজার অব্দে, ব্রাহ্মণ অংশ খৃষ্ট-পূর্ব আট শত অব্দে এবং সূত্র অংশ ছয় শত অব্দে রচিত হয়। এই মত গ্রহণযোগ্য। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃত ভাষা ও ঐ ভাষায় রচিত দর্শন-শাস্ত্র খুব প্রাচীন। শাস্ত্রে কথিত আছে, যবনগণ (গ্রীক্), পল্লবীগণ (পারস্য দেশবাসী) এবং কম্বোজগণ প্রথমত ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ধর্ম বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ইহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চিরকাল যোগ ছিল, তাহা গ্রীক্ ও সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করা যায়। গ্রীক্ পুরাণ যে হিন্দু পুরাণকে ভিত্তি করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণ করা কঠিন নয়। গ্রীক্‌দের স্বর্গের রাজার নাম 'জুপিটার'। হিন্দুরা তাহাকে 'দ্যৌপিতার' (স্বর্গীয় পিতা) বলে। গ্রীক্ দেবতার হস্তে, তাঁহার শক্তির পরিচায়ক বজ্র রহিয়াছে। হিন্দুর দেবতাও বজ্রধারী। 'সিরিস্' গ্রীক্‌দের ঐশ্বর্যের দেবতা। ভারতে তিনি 'শ্রী' নামে পরিচিতা। উভয়ের গুণাবলীই একরূপ। 'শিব', 'জিয়ো', জোভ' প্রভৃতির মত শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সময়ের অল্পতাবশত আমি নীরস বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে নিরস্ত হইলাম।

ইহার পর রেভারেণ্ড ডক্টর জার্ডিন বলেন,—আমার মনে হয় মূল বক্তা মিঃ উড, হিন্দু দর্শনের নিকট গ্রীক্ দর্শনের ঋণ অস্বীকার করেন নাই। থেলস্, পাইথাগোরাস্ ও অন্যান্য গ্রীক্ দার্শনিকগণ মিসর, ভারত প্রভৃতি দেশ পর্যটন করিয়া, এই সমস্ত স্থানের চিন্তাধারা নিজেদের দর্শনশাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা সত্য কথা। কিন্তু সক্রেটিসের কীর্তি এই যে, তিনি দর্শনশাস্ত্রের এক নূতন লক্ষ্য ও নব প্রণালী আবিষ্কার করেন। দর্শনকে বাস্তব ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিয়া মনস্তত্ত্ব—বিশেষত নীতিশাস্ত্রের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার নিকট দর্শনের উদ্দেশ্য সুখ নহে,—জীবনের সমুদয় কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্যতা অর্জন। সক্রেটিসের জীবনী ভাল করিয়া আলোচনা করিলে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে দার্শনিক তত্ত্ববিচারের বেলায় কোন প্রকার গোঁড়ামি বাঞ্ছনীয় নহে। দর্শনের সমস্ত সত্য যে সক্রেটিস একাই দেখিতে পাইয়াছেন, ইহা তিনি কোন দিন প্রচার করেন নাই; তিনি নিজেকে দর্শনের একজন নগণ্য অনুসন্ধানকারী বলিয়া মনে করিতেন। সক্রেটিসের এই বিনয় সকলের প্রণিধানযোগ্য হওয়া উচিত।

কলিকাতার রাইট রেভারেণ্ড লর্ড বিশপ সভার সাফল্যে আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলেন যে গ্রোট, জুয়েল ও অন্যান্য বিখ্যাত ইয়োরোপীয় লেখকগণ সক্রেটিসের জীবনী ও দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখা কর্তব্য।

পূর্ববর্তী বক্তার অনুরোধে রেভারেণ্ড কে এম্ ব্যানার্জি বলেন—নাটোরের রাজা বাহাদুর কয়েকটি দুরূহ ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলি এইরূপ সভায় সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হইতে পারে না। হিন্দু ও গ্রীক্ দর্শনের উৎপত্তিস্থল এক—এ বিষয় তিনি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু কোন্ দেশের পুরাণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা লইয়া বিবাদ করায় কোন লাভ নাই। এ সম্বন্ধে তিনি হাস্যোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেন। স্কটলণ্ডের রাণী মেরী কুইন এবং ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ্—উভয়ের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী ছিলেন? নিম্নলিখিতরূপে এই প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছিল—

স্কটল্যাণ্ডের রাণীই স্কটল্যাণ্ডের সুন্দরী রমণীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা এবং এলিজাবেথই ইংল্যণ্ডের সুন্দরী রমণীকুলের মুকুটমণি।

বস্তুত প্রত্যেক দেশের পুরাণ বা কাহিনী তত্তৎ দেশের লোকের নিকট প্রিয় হইবার কথা। দুই দেশের প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে মিল থাকিতে পারে, একই স্থল বা একই উৎস হইতে উহা উদ্ভব হওয়াও সম্ভব, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ ব্যতীত কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে তাহা নির্ণয় করা কঠিন—

অতঃপর নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন।

বক্তা অনুরোধ করিয়াছেন, কেহ যেন 'গ্রীক্ ও সংস্কৃত ভাষার তুলনা-মূলক প্রাচীনত্ব' বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার এই অনুরোধ আমি পালন করিব, কিন্তু এই সভা ত্যাগ করিবার পূর্বে রেভারেণ্ড কে এম ব্যানার্জির রসিকতাপূর্ণ বক্তৃতার উত্তরে আমি দু'একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার উপদেশের মর্ম এইরূপ যে,—ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে যদি আলোচনা কর, তাহা হইলে--কোন বিষয়েরই শেষ পর্যন্ত তলাইয়া দেখিও না, প্রত্যেক বিষয়েরই ভাসা-ভাসা জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিও। আমার মতে তাঁহার এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একথাও বলা উচিত—'পৃথিবীর ইতিহাস জানিয়াই বা কি লাভ, যখন ইহা নীতিশিক্ষা দেয় না।' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত চমৎকার উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইলে, আমাদিগকে বলিতে হয়—সার উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমূলর, গোল্ডষ্টুকার, উইলসন্ ও কোলব্রুক ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাসের উদ্ধারে বৃথাই তাঁহাদের শক্তি ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছেন। ভারত সরকার ক্যানিংহাম ও চেম্বারলেনের মত মেধাবী কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিয়া এদেশের করদাতাদের অর্থ মিছামিছি নষ্ট করিয়াছেন। মিঃ ব্লানফোর্ড ভূতত্ত্ব ও জলবায়ুতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে যে পুস্তকাবলী লিখিয়াছেন, সমস্তকে জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জন দেওয়া উচিত। এইরূপে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমুদয় ভূতত্ত্ববিদ্, পুরাতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক প্রভৃতির পরিশ্রম শুধু ছেলেখেলা। 'গ্রীক্ ও ভারতবর্ষের তুলনামূলক প্রাচীনত্ব,

ভাষাতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার আমার ইচ্ছা রহিল।

এই সমস্ত আলোচনার পর মূল বক্তা কয়েকটি আলোচনার উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি সার রিচার্ড টেম্পল মহোদয় সভার পক্ষ হইতে বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক বলেন—আজিকার এই সভার সাফল্য গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। এই সাহিত্য-সমাজের সভ্যগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। সর্বান্তঃকরণে তিনি ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

এইচ্ আর ফিঙ্ক্ মহোদয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিলে, উহা সভার সম্পাদক কর্তৃক সমর্থিত হইয়া রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

ষোড়শ বর্ষের প্রথম অধিবেশন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন শুক্রবার, রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ষোড়শ বর্ষের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টারঅ্যাট্-ল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ভদ্র মহোদয় উপস্থিত হন। বঙ্গদেশের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর ও রেভারেণ্ড এ পি নীল মহোদয়, সভার কার্যে যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশপূর্বক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাঁহাদের উভয়ের পত্র দুইখানি সভায় পঠিত হয়। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

ষোড়শ বর্ষে নূতন সভ্য

ইহার পর সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও হরিমোহন শীল মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্বাচিত হইলেন—

রেভারেণ্ড আর জার্ডিন ডি ডি

মিঃ এম সিরকোর

বাবু নবীনচাঁদ আঢ্য
„ লোকনাথ ঘোষ
„ দীননাথ বসু

শাখা সমিতি গঠন

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণকে লইয়া একটি শাখাসমিতি গঠিত হয়—মিঃ সি সি ম্যাক্রে এম্ এ, মিঃ জি ডব্লিউ ডব্লিউ বারক্লে, মিঃ টি জোন্স্, মিঃ জে এ পার্কার, মিঃ সি ই গজদার, বাবু তুলসীদাস দত্ত, বাবু বিহারীলাল ধর, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু নৃত্যলাল মল্লিক, বাবু গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, শালিগ্রাম ক্ষেত্রী এবং সমাজের বর্তমান বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বাবু লোকনাথ ঘোষ মহাশয়কে "Hindu Music—with practical illustrations" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন।

লোকনাথ ঘোষের বক্তৃতার মর্ম

নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম প্রদত্ত হইল—

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সঙ্গীত মানবের প্রধান আনন্দদানের বিষয় ছিল। আর ইহার প্রভাব এরূপ অসামান্য যে, ইহা অনেক ব্যাধি দূরীকরণে ও হিংস্র প্রবৃত্তির বশীকরণে সমর্থ হয়। যুদ্ধের সময় সঙ্গীতের মনোহারী প্রভাবেই, সৈনিকেরা আপনাপন জীবনের কথা না ভাবিয়াই পাগলের মত সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সভ্যতার ঊষাকালের বহু পূর্বে হিন্দু, চীন, মিসরীয়, এসিরীয় ও অন্যান্য প্রাচীন জাতিগণ সঙ্গীতের চর্চা করিতে ভালবাসিত। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের মন্ত্র ও স্তবের ভিতরেও সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা ও স্তবের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত হইত। সামবেদের ঋক্‌সমূহ ও গীতগোবিন্দের পদাবলী শুধুমাত্র কবিতা নয়, কিন্তু সেগুলি প্রার্থনা-পরিপূর্ণ সঙ্গীত বিশেষ। আমাদের রাগরাগিণীর

নিয়ম মানিয়া শ্রুতিমধুরভাবে এগুলিকে ছন্দাকারে গ্রথিত করা হইয়াছে। আধুনিক সময়ে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ মিঞা তান্‌সেনের সঙ্গীত-গুরু ছিলেন, হরিদাস স্বামী নামে একজন হিন্দু সাধক। আমীর খস্‌রু, পিয়ার খান্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞেরা নায়ক গোপালের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আধুনিক ওস্তাদ ও সঙ্গীত-শিক্ষকদের সম্বন্ধে বক্তা এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা বিচক্ষণ সঙ্গীতজ্ঞ হইলেও, এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক দিক্ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান একেবারেই নাই। অতঃপর বক্তা সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে হিন্দু সঙ্গীতের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, তাহার বিশদ আলোচনা করেন। হিন্দু স্বরের মাত্রা বুঝাইয়া দিয়া তিনি উহার সহিত বিলাতী মাত্রার তুলনা করেন।

বক্তা তারপর "শ্রুতি" বা হিন্দু সঙ্গীতের অপ্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক তাহাদের প্রত্যেকটির নামোল্লেখ করেন। এগুলিকে তিনি গ্রীক্‌দিগের পূর্বব্যবহৃত এবং বর্তমান সময়ে চীনা, আরব ও পার্শীদিগের প্রচলিত মাত্রার সহিত তুলনা করেন।

তিনি হিন্দু সঙ্গীতের তিনটি স্তরের—উদারা, মুদারা ও তারার উল্লেখ করেন। সংস্কৃত সঙ্গীতজ্ঞগণ এগুলিকে ফুস্‌ফুস্, কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত শব্দ এবং আকাশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইতালীয়েরা ইহাদের ভিন্ন নামকরণ করিয়াছে। ন্যাথান প্রণীত সঙ্গীতের ইতিহাসেও এগুলি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত আধুনিক হিন্দু স্বরলিপির তিনি সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনটি সপ্তক প্রকাশের জন্য স্তবকের তিনটি করিয়া লাইন থাকে; ইংরেজদের মত পাঁচটি লাইন ব্যবহৃত হয় না। এই পাঁচটি লাইনের নীচে একটি অতিরিক্ত রেখাও প্রয়োজন মত দেওয়া হয়।

প্রত্যেক সুর বুঝাইবার জন্য ইয়োরোপীয়দের মত আমাদের বিন্দুর মাত্রা লইতে হয় না—ইহার জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর আছে। তাহাদের সময়, স্থায়িত্ব প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য (যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় সঙ্গীতেই) বিভিন্ন চিহ্ন ও প্রতীক্ এই সমস্ত সুরের উপর বসান হয়। ইহার পর বক্তা তাঁহার বিষয়টিকে নিম্নলিখিত দুইভাগে বিভক্ত করেন—

প্রথম ভাগ—কণ্ঠ সম্বন্ধীয়। প্রথমে বক্তা ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী এবং তাহাদের নাম ও বিভাগ প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, রাগ ও রাগিণী হইতে রচিত গীত বা সঙ্গীতের প্রধান চারিটি শাখা আছে—ধ্রুবক বা ধ্রুপদ, লচারকা বা খেয়াল, মানবী বা টপ্পা, গ্রাম্য গীতিকা।

ছত্রিশ রাগিণী বাদে উপরিলিখিতগুলি সুন্দরভাবে বক্তার বন্ধু বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গাবিষ্ণু চক্রবর্তী কর্তৃক সভায় গীত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ—যন্ত্র-সম্বন্ধীয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়গণ বিভিন্ন প্রকার চারিটি ভঙ্গীতে (সংস্কৃত গতি অনুসারে) সেতার বা ত্রিতন্ত্রী বীণার গৎ বাজান। সে চারিটি ভঙ্গীর নাম এই—

১। মন্থর
২। মুণ্ডক
৩। গঙ্গাস্তোত্র
৪। ক্রমানৈক (গৎ)

বক্তা 'স্পষ্টালঙ্কার,' 'সংযোগালাঙ্কার,' তালসমূহ (সংস্কৃত সোম, বিলোম, অতীত, অনাগত), সুরবোধ, লয়বোধ প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যাপূর্বক লয়বোধ বা সময়ের ধারণা সম্বন্ধে সেক্সপিয়ার হইতে নিম্নলিখিত উদাহরণ দেন—

'Ha ! Ha ! Keep time. How sour sweet music is
When time is broke, and no proportion kept.'

অতঃপর বক্তা প্রাচীন ও আধুনিক কালে যন্ত্র সঙ্গীতের বিবিধ ভাগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে ৫০০ শত যন্ত্র-সঙ্গীত উদ্ভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলির ব্যবহার লোকে এখন ভুলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লণ্ডনস্থ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বঙ্গীয় সরকারের সহায়তায় এই সমস্ত যন্ত্রের কতকগুলি পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি (বক্তা) বলেন, সার উইলিয়াম জোন্স ও ক্যাপ্টেন উইলার্ডের মতে বীণা পিয়ানোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যন্ত্র এবং হার্প, লায়ার, ম্যাণ্ডোলিন, হারমোনিয়ম, গীটার, ভায়োলীন, ফ্লুট প্রভৃতি ইয়োরোপীয় যন্ত্রসমূহ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অনুকৃতি মাত্র। মিঃ এফ্ জে ফেটিস্

বলিয়াছেন, পশ্চিমের এমন কিছু নাই, যা প্রাচ্য হইতে আসে নাই। ভারতীয় সঙ্গীতের বর্তমান দুর্দশার জন্য বক্তা অনেক দুঃখ করেন। পূর্বে বিদ্যাশিক্ষার একটা আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল—সঙ্গীত শিক্ষা। এক্ষণে সেই সঙ্গীত অশিক্ষিত ও চরিত্রহীন লোকদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

ভাল সঙ্গীত-গায়কের অভাব এখন বেশ অনুভূত হইতেছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সংস্কৃত সঙ্গীতের ধারা অনুসরণপূর্বক, তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ 'সঙ্গীতসার' প্রণয়ন করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় রীতিমত ভাবে হিন্দু সঙ্গীত শিখাইবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাহাতে অল্পকয়েকজন ব্যতীত হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহানুভূতি দেখাইতেছেন না। বক্তা আশা করেন যে, এই বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতি সকলে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। যাঁহারা বলেন সঙ্গীত পাপের সহচর, তিনি তাঁহাদের উক্তির ঘোরতর প্রতিবাদ করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, ভগবানের মহিমামূলক ও ভক্তিভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের মত পবিত্র ও মনোহারী জিনিষ আর কিছুই নাই।

লোকনাথ ঘোষের বক্তৃতার আলোচনা

বক্তৃতান্তে বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় বলেন—বক্তার এই অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে আমি সভার পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই বক্তৃতায় তিনি পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। হিন্দু সমাজে বর্তমান-কালে সঙ্গীতের এখনো যথোচিত স্থান হয় নাই। কিন্তু তিনি আশা করেন, দেশে নারীজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের উন্নতি হইবে। ইহার পর বাবু গোপালচন্দ্র সেন, বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু নন্দলাল সরকার বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন।

সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, মুসলমান্ প্রভাবে সঙ্গীতের ক্ষতি হইয়াছে কি না—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। কারণ মুসলমানেরা যে সঙ্গীতের ভক্ত ও অনুরাগী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ

রহিয়াছে। ইয়োরোপে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রসমূহ প্রাচ্য হইতে গিয়াছে, এ সম্বন্ধেও সভাপতি মহাশয় বক্তার সহিত একমত হইতে পারেন না। এই সমস্ত প্রশ্ন এবং হিন্দু সঙ্গীত ইয়োরোপীয় সঙ্গীত হইতে শ্রেষ্ঠ কি না, ইত্যাকার মন্তব্য সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এক্ষণে সম্ভব নহে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ১১॥ টার সময় সভার কার্য শেষ হয়।

ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর শুক্রবার (১২৭৯ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ) বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ষোড়শ বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে পণ্ডিত ভুবনমোহন বেদান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কার্য-বিবরণ পাঠের পর পণ্ডিত ত্রিলোচন ন্যায়ভূষণ মহাশয় "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রিলোচন ন্যায়ভূষণের বক্তৃতার মর্ম

নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম উদ্ধৃত হইল—

"সভাপতি মহাশয়ের আমন্ত্রণে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন ন্যায়ভূষণ মহাশয় মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত লক্ষ-শ্লোক-সংহিতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্ম-পর্বস্থ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশ উপনিষদ্স্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদীয় যোগশাস্ত্রের দশমাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক পাঠ ও তাহার সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন, এবং সভ্যগণকে অভিমুখীকরণ ও তাহাদিগকে উক্ত অধ্যায়ের ভাবার্থাবগতি করাইবার মানসে শ্রীধর স্বামীর টীকার আভাসানুরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অবিকল সরল ভাষায় প্রকটিত হইল। যথা—অর্জুন পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে ভগবৎতত্ত্ব এবং বিভূতিসকল শ্রবণ করিয়া ও সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়া কহিতেছেন যে, হে ভগবান্ আপনি যে যে ভাবে চিন্তনীয়

হইবেন সেই সকল ভাব, এবং আত্মযোগ ও বিভূতি যোগ বিস্তারপূর্বক পুনর্বার ব্যক্ত করুন, যে হেতুক আপনার বচনামৃত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি শেষ হইতেছে না। পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যে স্বীয় বিভূতিসকল সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি নিমিত্ত তাহাই এই দশমে পুনর্বার বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে আর উক্ত সপ্তম, অষ্টম ও নবমাধ্যায়ে যে ভজনীয় পরমেশ্বর-তত্ত্ব নিরূপিত আছে সেই পরমেশ্বরের বিভূতিসকল সপ্তমাধ্যায়ের অষ্টমাদি শ্লোক দ্বারা উক্ত হইয়াছে। জল মধ্যে আমি রসস্বরূপ এবং চন্দ্র সূর্যের প্রভাস্বরূপ বেদের প্রণব অর্থাৎ ওঁকার এবং আকাশের শব্দ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রস্বরূপ এবং পুরুষ সকলেতে পৌরুষ অর্থাৎ উদ্যমস্বরূপ যেহেতু উদ্যমেতেই পুরুষেরা স্থিতি করে। হে দেহিগণের শ্রেষ্ঠ! এই বিনশ্বর ভাবকে অধিভূত, পুরুষকে অধিদেব এবং এই দেশ সম্বন্ধে আমাকে অধিযজ্ঞ পদবাচ্য, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা বলিয়া জানিবে। আর যে কেহ অন্তকালেও আমাকে মাত্র স্মরণপূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া যায় সে নিঃসন্দেহরূপে মদীয় ভাব প্রাপ্ত হয় এতদ্বিষয়ে সংশয় নাই, আমাকে স্মরণ মাত্রেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় এবং মদ্রূপতা প্রাপ্তিই তাহার ফল। আর যাগ আমি যজ্ঞ আমি, স্বধা অর্থাৎ পিতৃ প্রয়োজনীয় শ্রাদ্ধাদি আমি, ঔষধ অর্থাৎ ফল পাকান্তে যাহার অন্ত হয় এতাবতা ওষধি শব্দবাচ্য ধান্য বৃক্ষাদি হইতে উদ্ভূত অন্ন অথবা ভেষজাদি আমি, মন্ত্র আমি ঘৃতও আমি, অগ্নি আমি এবং হোম কর্ম আমিই হইয়া থাকি। উক্ত শ্লোকাদি দ্বারা ভগবান্ কর্তৃক এ বিভূতিসকল সংক্ষেপরূপে দর্শিত হইয়াছে। সংপ্রতি সেই বিভূতি সকলের বিস্তার বর্ণনাকরণেচ্ছায় এবং স্বীয় ভক্তির অবশ্য কর্তব্যতা বর্ণন করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিতেছেন—

হে অর্জুন পুনশ্চ আমার উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পরমাত্ম-নিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর, যেহেতুক হিতৈষী হইয়া তোমার পরিতৃপ্তির জন্য বর্ণনা করিব। আর আমার উৎপত্তির বিষয় দেবতারা তথা ঋষিরাও অবগত নহেন, কেননা আমি দেবগণের ও ঋষিদিগের আদিম হইয়াছি অর্থাৎ কারণস্বরূপ হই। অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমাকে কেহ জানিতে

পারে না। যে কেহ আমাকে অজ অর্থাৎ জন্মশূন্য এবং অনাদি ও সর্বলোকের মহেশ্বররূপে জানেন তিনি এই মর্ত্যলোকে মোহশূন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। বুদ্ধি, জ্ঞান, আকুলতা, ক্ষমা, সত্যবাক্য কথন এবং দমন শব্দ বাচ্য বাহ্যেন্দ্রিয় দমন ও শম শব্দার্থ অন্তঃকরণের সংযম এবং সুখ, উদ্ভব, অর্থাৎ জন্ম, অভাব অর্থাৎ অনুৎপত্তি, ভয় এবং অভয় এই সকল আমা হইতে উৎপন্ন হয়। অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়ানিবৃত্তি, আর সমতা অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরাহিত্য, তুষ্টি অর্থাৎ প্রার্থনা ব্যতীত দৈবলাভে সন্তোষ, তপস্যা অর্থাৎ তপশ্চর্যা, দানশব্দার্থ স্বধর্মোপার্জিত ধনাদির সৎপাত্রে অর্পণ; যশ ও অযশ, এতাবতা প্রাণিগণের বুদ্ধি এবং জ্ঞানাদি ও তদ্বিপরীত অজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব সকল আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। সত্যযুগে ভৃগু, মার্কণ্ড, বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ এবং মরীচি এই সপ্তমহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত, সাবর্ণি, এবং স্বারোচিষ প্রভৃতি চারিজন মনুও আমার ভাবপরায়ণ হইয়াছিলেন অর্থাৎ এই সকলেতে আমার প্রভাব আছে, স্থাবর জঙ্গমাদি তাহাদিগেরই প্রজারূপে জন্মিয়াছে; অর্থাৎ স্বীয় প্রভাবানুরূপ তাহাদিগের প্রভাব কহিতেছেন যে, এই লোক সকলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে ব্রাহ্মণাদি তাহারাও ভৃগ্বাদিত্য-সনক-সনন্দাদির যথাক্রমে পুত্র-পৌত্রাদি রূপে এবং শিষ্য-প্রশিষ্যাদি প্রজারূপে জন্মিয়াছে।

অতঃপর যথোক্ত বিভূতিসকলের তত্ত্বজ্ঞানের ফল কহিতেছেন যে, এই ভৃগ্বাদিস্বরূপ আমার বিভূতি এবং ঐশ্বর্যস্বরূপ যোগ যে ব্যক্তি যথার্থরূপে অবগত হন, তিনি সংশয়রহিত যোগ দ্বারা যুক্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই। আর আমি সর্বজগতের উৎপাদক এবং আমা হইতেই সকল বিষয় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ বোধ করিয়া যাঁহারা আমাকে সেবা করেন তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়েন।

আর যাঁহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত হয় সেই মচ্চিত্তব্যক্তিগণ এবং যাঁহাদের প্রাণাখ্য ইন্দ্রিয়সকল আমাকেই প্রাপ্ত অথবা যাঁহাদের জীবন আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এবম্ভূত মদ্গতপ্রাণ ঐ বিবেকিসকল পরস্পর আমাকে যুক্তিযুক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বোধ করান, এবং আপনারা বোধ করিয়া ও মদীয় কীর্তনবিশিষ্ট হইয়া সর্বদা সন্তোষ প্রাপ্ত

হয়েন অর্থাৎ অনুমোদন দ্বারা তুষ্টিলাভ করেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ণকামত্ব জন্য নির্বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। সেই সতত সমাহিত ও প্রীতিপূর্বক ভজনকারী ভক্তগণের নিমিত্ত আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। আর তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তাঁহাদের অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সংসারাখ্য অন্ধকার তাহার নাশ করি। যদি এমত বল যে, কোনস্থানে থাকিয়া অথবা কিরূপ সাধন দ্বারাই বা সেই অন্ধকার নাশ কর, তজ্জন্য কহিতেছেন যে আত্তভাবে স্থিত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থান করিয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দীপ দ্বারা নাশ করি।

অর্জুন মহাশয় ভগবান্‌কে স্তব করিয়া কহিতেছেন যে তুমি পরব্রহ্ম এবং পরমাশ্রয় ও পরম পবিত্র স্বরূপ হও, আর তাহারি কারণ কি? এতদপেক্ষায় কহিতেছেন যে, যেহেতু নিত্য এবং পুরুষ, আর দ্যোতনাত্মক অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ এবং আদি অথচ দৈবত, এতাবত দেবতা সকলের কারণ স্বরূপ, আর জন্মশূন্য, এবং সর্বব্যাপক ইহা তোমাকেই কহিয়া থাকেন। আর যাঁহারা তোমাকে উক্ত প্রকার কহিয়া থাকেন, তাঁহারা কে? এতদপেক্ষায় কহিতেছেন যে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিসকল এবং দেবর্ষি নারদ, অসিত ঋষি, দেবল ঋষি এবং বেদব্যাস ঋষি, ইঁহারা সকলেই উক্তরূপ কহিয়া থাকেন, এবং স্বয়ং তুমিও সাক্ষাৎ আমাকে কহিতেছ হে ভগবান্! যাহা আমাকে বলিতেছেন তৎসমুদয় আমি যথার্থ করিয়া মানি, যেহেতুক হে ভগবান! দেব কিম্বা দানব কেহই আপনার উৎপত্তির বিষয় অবগত নহেন। তবে ইহার ফলিতার্থ কি? এতদপেক্ষায় কহিতেছেন যে স্বয়ং তুমি আপনাকে জান, অন্য কেহ তোমাকে জানে না, আর তুমি আপনাকে যে জান তাহাও আপনা কর্তৃক জান, অন্য কোন সাধন দ্বারা নহে, আর অতিশয় আদরপূর্বক বারম্বার সম্বোধনে কহিতেছেন যে, হে পুরুষোত্তম এবং হে ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতসকলের স্রষ্টা ও হে ভূতেশ অর্থাৎ ভূতসকলের নিয়ন্তা, আর হে দেবদেব অর্থাৎ আদিত্যাদির প্রকাশক এবং হে জগৎপতে অর্থাৎ হে বিশ্বপালক। এই সম্বোধন বাক্য সকল উক্ত পুরুষোত্তমত্ব বিষয়ে হেতুগর্ভ সম্বোধন মাত্র।

যেহেতু তোমার অভিব্যক্তি অর্থাৎ তুমিই জান দেবতা প্রভৃতি স্বয়ং

প্রকাশকতা কেহই জানেন না অতএব স্বয়ং তোমার যে বিভূতি তৎসমস্ত তুমিই কহিতে যোগ্য হও, যে বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক সকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছ অর্থাৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ইত্যাদি

দশমাধ্যায় সমাপনান্তর ভাগবতোত্তম শ্রীধর স্বামী সমগ্রাধ্যায়ের সঙ্কলনার্থ কহিতেছেন যে মনুষ্য সকলেব চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়াদিতে ধাবমান হওয়ায় সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন বিধানার্থ ভগবান্ স্বয়ং এই দশমাধ্যায়ে স্বীয় বিভূতি কহিয়াছেন।

ষোড়শ বর্ষের চতুর্থ অধিবেশন

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ষোড়শ বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, উহা উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদন-ক্রমে গৃহীত হয়। তৎপরে সমাজের সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও হরিমোহন শীল মহাশয়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সভ্য নির্বাচিত হন—বাবু অক্ষয়কুমার ধর, বাবু কৃষ্ণদাস মল্লিক ও রেভারেণ্ড ডবলিউ সি ফাইফ।

সহকারী সম্পাদক গোষ্ঠবাবুর বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সহকারী সম্পাদক গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহোদয়কে "Lord Northbrook and his Mission in India" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন।

বক্তা বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় তাঁহার নির্দিষ্ট বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে,—উচ্চপদে অবস্থিত জীবিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিতে তিনি সর্বদাই দ্বিধাবোধ করেন। কিন্তু বর্তমান ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের জীবনচরিত ও ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় সাধারণের মঙ্গল হইবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি সকলের অনুরোধে তদ্বিষয়ে

বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি হইয়া আসেন, তখন বক্তা তাঁহার নিজের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে কথার উল্লেখপূর্বক তিনি লর্ড মেয়োর আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাপূর্বক লর্ড নর্থব্রুকের পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করেন। বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ কাউওয়েল পার্ল্যামেণ্টে সৈন্য-নিয়ন্ত্রণমূলক যে বিল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় লর্ড নর্থব্রুক বিশেষ যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। বক্তা অতঃপর ওয়াহাটী ও কুকা ষড়যন্ত্রের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের শিক্ষানীতি ঐ প্রদেশের উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবে এবং তিনি আশা করেন যে লর্ড নর্থব্রুক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্রিটিশ শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে রক্ষা করিবেন। অতঃপর বক্তা ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও উঁহাদের সহিত ব্রিটিশ রাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে যাহা বলেন, তাহার মর্ম নিম্নরূপ—

উচ্চশিক্ষিত ইয়োরোপীয় সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, এশিয়ার শাসকগণ নৈতিক আদর্শে ইয়োরোপীয় শাসকগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, প্রাচ্য রাষ্ট্রে যে সুশাসনের অভাব হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, সেখানে মিথ্যা কথন, উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য দোষ উৎকট পরিমাণে দেখা যায়। ভারতের স্বাধীন ও করদ রাজ্যসমূহে মন্দ শাসন, অত্যাচার, দুর্বলতা, আলস্য, নীতি-হীনতা ও কৃতঘ্নতা বিষয়ে তাঁহারা বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অথচ ইতিহাসে বহুবার দেখা গিয়াছে যে, ভারতের অনেক রাজা ও নবাব উচ্চ শ্রেণীর শাসন-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য দেখাইয়া এবং মন্ত্রণা-সভায় বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনুরক্তি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও পররাষ্ট্রনীতিতে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করেন।

এই সম্পর্কে বক্তা ভারতের প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের একখানি ব্যক্তিগতভাবে লিখিত পত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন যে,—তিনি এবং

বিলাতের স্পেকটেটর পত্র ভারতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বক্তার মতে ভারতে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে ভারতের কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে। তিনি পরিশেষে বলেন, লর্ড নর্থব্রুক একজন বিচক্ষণ সুবিবেচক ব্যক্তি, তাঁহার শাসনাধীনে ভারতবর্ষ বহু উন্নতি লাভ করিবে এবং তাহার প্রকৃত অভাব-অভিযোগের প্রতি লর্ড নর্থব্রুকের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে।

পরিশেষে রাজস্ব ও খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পর বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনুরোধ করেন, যেন তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অধিকতর মনোযোগী হন। ভারতের উন্নতির চিন্তা লর্ড নর্থব্রুকের অন্তরে সর্বদাই জাগরুক রহিয়াছে। এই সময়ে আমাদের কর্তব্য, তাঁহার রাজত্বকালে যাহাতে সকল প্রকার অভিযোগের অবসান হয়, তাহার চেষ্টা করা। সেদিন সুদূর নয়, যেদিন ভারতবর্ষ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং জগৎ-সভায় আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

বাবু নৃত্যলাল মল্লিক বক্তার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা সকলে অখণ্ড মনোযোগের সহিত বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বক্তৃতা-শক্তিতে গোষ্ঠবাবু বিলাতী পার্ল্যামেণ্টের কোন বক্তা অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সপ্তদশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের পেট্রন, অনারারী মেম্বর ও কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন—

পৃষ্ঠপোষকগণ

১। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা বাহাদুর

২। সার রিচার্ড টেম্পল কে সি এস্ আই, বাংলার ছোটলাট বাহাদুর

অনারারী মেম্বর

১। কলিকাতার লর্ড বিশপ

২। সার জর্জ ক্যাম্পবেল, ডি সি এল্, কে সি এস আই

৩। বি এইচ এলিস

৪। ই সি বেইলি

৫। জাষ্টিস জে বি ফিয়ার

৬। সি ইউ এইটসিসন্

৭। এ সি লায়াল

৮। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

৯। বাবু প্রেমনাথ মল্লিক

১০। বেতিয়ার মহারাজ-কুমার

সভাপতি

জি সি পাল, অ্যাডভোকেট জেনারেল

সহকারী সভাপতি

১। মিঃ ই পি উড্

২। বাবু আশুতোষ ধর

৩। কালীমোহন দাস

সম্পাদক

বাবু প্রসাদদাস মল্লিক

সহকারী সম্পাদক

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক

সপ্তদশ বর্ষের প্রথম বিশেষ অধিবেশন

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের প্রথম বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব-সম্মতিক্রমে সমাজের সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, ইহা স্থির হয় যে, পূর্ববর্তী নিয়মাবলী পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই; তবে গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অধিকাংশ সভ্যের

সমর্থনে ইহাই নির্ধারিত হয় যে, চতুর্থ নিয়মানুযায়ী দুইজন সহকারী সভাপতির পরিবর্তে তিন জন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইবেন এবং সভার কার্য-পরিচালনার্থ একজন সভাপতি, তিনজন সহকারী সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক ও সভার বার্ষিক অধিবেশনে সমগ্র সভ্যদিগের দ্বারা নির্বাচিত বার জন কার্যনির্বাহক সভ্য থাকিবেন। এই আঠার জনের দ্বারা সভার কার্য্যাবলী নির্বাহিত হইবে।

সপ্তদশ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতি

অতঃপর আলোচ্য বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইলেন—

সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বার-অ্যাট্-ল

সহকারী সভাপতি—১। আশুতোষ ধর ২। কালীমোহন দাস এল্ এল্ ৩। এইচ আর্ ফিঙ্ক

সম্পাদক—প্রসাদদাস মল্লিক

সহকারী সম্পাদক - গোষ্ঠবিহারী মল্লিক

কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য—১। সি সি ম্যাক্রে এম্ এ ২। টি জোন্স ৩। জি ডব্লিউ ডব্লিউ বারক্লে ৪। সি ই গজ্দার ৫। অক্ষয়কুমার ধর ৬। নবীনচন্দ্র আঢ্য ৭। তুলসীদাস দত্ত ৮। হরিমোহন শীল ৯। নিত্যলাল মল্লিক ১০। বলাইচাঁদ মল্লিক ১১। হরিমোহন ধর ১২। আশুতোষ ধর বি এ।

ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা বাহাদুর সমাজের পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হওয়ায় সমাজের সদস্যগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগ সমাজকে ব্যবস্থাপক রিপোর্ট প্রভৃতি উপহার দিতে পত্রযোগে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উক্ত বৈদেশিক বিভাগকে কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

সপ্তদশ বর্ষের বক্তৃতাবলী

সাহিত্য-সমাজের সপ্তদশ বর্ষে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তৃতা সংস্কৃতে ও তৃতীয় এবং ষষ্ঠ অধিবেশনের বক্তৃতা বাংলায় দেওয়া হইয়াছিল।

অধিবেশন	বক্তৃতার বিষয়	বক্তা
প্রথম	Chemical Affinity and Combustion	রাজকৃষ্ণ মিত্র
দ্বিতীয়	The Researches of Yoga Bassisto	লালবিহারী ন্যায়ভূষণ
তৃতীয়	The Increase of Luxury in Bengali Society	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ	Wealth how acquired and enjoyed in the Hindu Society	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চম	The Importance of a well-spent youth	লোকনাথ ঘোষ
ষষ্ঠ	The Difference between Soul and Mind	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
সপ্তম	A Marhatta State and its Rulers	গোষ্ঠবিহারী মল্লিক

এই সাতটি অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাংলার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সাহিত্য-সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া যে সমস্ত তথ্য চাহিয়া পাঠান, সেগুলি যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে সমাজ ভারত ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে তের কপি পুস্তক ও রিপোর্ট প্রভৃতি উপহার পায়।

নির্বাচিত সমিতি গঠন

বিশেষ কার্যনির্বাহের জন্য বর্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি নির্বাচিত সমিতি গঠিত হয়—

মিঃ সি সি ম্যাক্রে এম্ এ, মিঃ টি জোনস্, মিঃ জি ডব্লিউ ডব্লিউ বার্ক্লে এম্ এ, মিঃ সি ই গজ্দার, বাবু অক্ষয়কুমার ধর, বাবু নবীনচন্দ্র আঢ্য, বাবু তুলসীদাস দত্ত, বাবু হরিমোহন শীল, বাবু নৃত্যলাল মল্লিক, বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু আশুতোষ ধর বি এল্ (নং ২) এবং বর্তমান বর্ষের সমস্ত কর্মাধ্যক্ষও এই সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

সপ্তদশ বর্ষের নূতন সভ্য

সপ্তদশ বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্য-সমাজের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন—

মিঃ ই পি উড বি এ, মিঃ বি এইচ্ বিলন, মিঃ সি এস ম্যাকোয়ার, মিঃ ডব্লিউ জে পিডার, বাবু রমানাথ লাহা, বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, বাবু গোপীরমণ রায়, বাবু দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বনমালী মল্লিক, বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ, বাবু যাদবচন্দ্র হালদার, বাবু মহেন্দ্রনাথ দে, বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু বিপিনবিহারী মল্লিক, বাবু কালীপ্রসন্ন সেন, বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তদশ বর্ষে সম্পাদকের নিবেদন

সাহিত্য-সমাজের বয়স সপ্তদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর ভারতের পক্ষে এক অতি দুর্বৎসর, এই বৎসরে সিপাহী-বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। গত সতের বৎসর নানা বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার ভিতরেও সাহিত্য-সমাজ বহু কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিবর্গের মিলনস্থান তৈরী করা এবং তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর একটা প্রীতির বন্ধন স্থাপন করা। সতের বৎসরে কাজ যাহা হইয়াছে, তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, সফলতার পথে সমাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

এই ভারতবর্ষে—যেখানে অধিকাংশ ইয়োরোপীয়ানের স্বার্থ হইল—সর্বাপেক্ষা কম সময়ে সর্বাধিক অর্থোপার্জন এবং যেখানে ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্থকতা ভারতবাসীগণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না, সেখানে কেবল সাহিত্য-সম্পর্কিত সভা পরিচালনা করা কিরূপ কঠিন তাহা সহজে অনুমেয়। এ অবস্থায় দেশীয় ও বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আমাদের এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গত সতের বৎসর কাল সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইয়াছে।

আমরা এখানে এ দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে যে মূল্যবান উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। ভিজিয়ানা-গ্রামের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ও বাংলা দেশের মাননীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর এই সমাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ মহোদয়, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জে বি ফিয়ার, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, বাবু প্রেমনাথ মল্লিক এবং অন্যান্য অনেকে, তাঁহাদের নানাবিধ গুরু কার্যভার সত্ত্বেও আমাদের সভায় যোগদান ও অন্যপ্রকারে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনের বক্তা ও সভাপতি

সম্পাদকের অনুরোধে রেভারেণ্ড ফাদার ই লাঁফো এস্ জে মহোদয় সমাজের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে The Correlation of Physical Forces বিষয়ে পরীক্ষা-সহযোগে একটি বক্তৃতা প্রদান করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। দেশীয় শিক্ষার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, মাননীয় ই সি বেলী, সি এস আই মহোদয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, আমরা তাঁহার নিকটেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

অষ্টাদশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

পৃষ্ঠপোষক

১। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা বাহাদুর

২। সার রিচার্ড টেম্পল, কে সি এস আই, বাংলার ছোটলাট বাহাদুর

অনারারী সদস্য

১। কলিকাতার লর্ড বিশপ

২। সার জর্জ ক্যাম্পবেল, ডি সি এল, কে সি এস আই

৩। সার রিচার্ড গার্থ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

৪। সার উইলিয়্যাম মুইর

৫। আর এইচ্ এলিস্

৬। জাষ্টিস্ জে বি ফিয়ার

৭। সি ইউ এইটসিসন্

৮। এ সি লায়াল

৯। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

১০ বাবু প্রেমনাথ মল্লিক

১১। বেতিয়ার মহারাজ-কুমার

সভাপতি

জি সি পল, অ্যাডভোকেট জেনারেল

সহকারী সভাপতি

(১) মিঃ ই পি উড, (২) বাবু আশুতোষ ধর, (৩) বাবু চন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক

বাবু প্রসাদদাস মল্লিক

সহকারী সম্পাদক

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক

আলোচ্য অষ্টাদশ বর্ষে (১৮৭৪-৭৫) গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সর্বসমেত ১৮৬ জন সদস্য ছিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষের বক্তৃতা

এই বর্ষে সর্বসমেত নিম্নলিখিত ছয়টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনের বক্তৃতা বাংলায় দেওয়া হইয়াছিল।

বক্তৃতা

অধিবেশন	বিষয়	বক্তা
প্রথম	The Character of Nazarene	রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড
দ্বিতীয়	The Life and Character of Raja Dosoruth	প্রসাদদাস মল্লিক
তৃতীয়	The History of the Jains of the Digumbory Sect	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ	The Heart and Lungs, with experiments	মতিলাল মিত্র
পঞ্চম	India's wants—how to remove them	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ষষ্ঠ	Progress	আশুতোষ ধর

সপ্তদশ বর্ষের প্রথম অধিবেশনের বক্তৃতা

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সপ্তদশ বর্ষের প্রথম সাধারণ অধিবেশন শনিবার, ১৯এ এপ্রিল রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি জে বি ফিয়ার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইবার পর, সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং হরিমোহন শীল মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন—

মিঃ বি এইচ বিলন, জে গান্থার এবং বাবু বিপিনবিহারী মল্লিক।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহাশয় সেই দিনের নির্দিষ্ট বক্তা বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে "Chemical Affinity and Combustion with practical experiments" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন, সময়ের অল্পতাবশত তিনি

তাঁহার বক্তৃতার প্রথমাংশ বাদ দিয়া মাত্র 'দহন' সম্বন্ধে আজ বক্তৃতা দিবেন। অতঃপর তিনি 'দহন' কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দেন এবং প্রমাণ করেন যে, বাতাসে অম্লজান আছে বলিয়াই মোমবাতির আলো জ্বলে। এই বায়ুমণ্ডল প্রধানত দুইটি বাষ্প দ্বারা অর্থাৎ অম্লজান ও যবক্ষারজান সহযোগে গঠিত। তিনি এই দুইটি বাষ্প ও কার্বলিক এসিড বাষ্পের গুণাবলী বর্ণনা করেন। এই বাষ্পগুলি ও জল হইতেছে, সাধারণ দহনশীল পদার্থসমূহের দহনশীলতার ফল। অতঃপর বক্তা একটি মোমবাতির দহন-প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর তিনি আলোক জ্বালিবার জন্য ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন উল্লেখপূর্বক দেখান যে আলোর উজ্জ্বলতা ভাস্বর ও কঠিন পরমাণুসমূহের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। এই স্থানে তিনি ড্রামণ্ড আলো সকলকে দেখাইয়া উহার অনতিক্রম্য উজ্জ্বলতার সহিত অদৃশ্যপ্রায় অম্লজান আলোর মৃদুতার তুলনা করেন। পরে উহার উত্তাপের ক্রিয়াসমূহ প্রদর্শিত হয়। বক্তা তাঁহার বক্তৃতাকালে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অতিশয় কৃতকার্যতার সহিত দেখাইতে সমর্থ হন এবং তজ্জন্য ভূরি ভূরি উচ্চ সাধুবাদ লাভ করেন।

সপ্তদশ বর্ষের প্রথম অধিবেশনের বক্তৃতার আলোচনা

বক্তৃতার পরে বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া বলেন যে, বক্তার হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা এবং সুন্দর রাসায়নিক বিশ্লেষণ একথাই সপ্রমাণ করিয়াছে যে, সত্য উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর। বক্তার পক্ষে আরও প্রশংসার কথা এই যে তিনি শেষ মুহূর্তে বক্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও শুধু যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা নহে, অধিকন্তু অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। মল্লিক মহাশয় বলেন যে, এই মত বহুজনমধ্যে বিস্তৃত আছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রহিয়াছে। ইহা ভ্রান্তি মাত্র। অসভ্য ব্যক্তিরা বিশ্বাসপ্রবণ এবং মেঘে মেঘে ও বাতাসে বাতাসে তাহারা ঈশ্বরকে দেখে ;

যে দার্শনিকগণ ইহাদের এই অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য করেন তাঁহারা এবং অসভ্যেরা আদিম মহৎ কারণ সম্বন্ধে তুল্যরূপ অজ্ঞ। কিন্তু যে বিশ্বনিয়ন্তা এই আশ্চর্য ও রহস্যজনক প্রকৃতিকে চালনা করিতেছেন এবং যাঁহার প্রত্যেক কার্যে তাঁহার মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য ও সত্ত্বা প্রকাশিত, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের জ্ঞানে বর্ধিত হয়। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ আলো ও উত্তাপ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য পরীক্ষা দেখিয়াছেন। এক সময় ছিল যখন তাপকে জীবনের মূল তত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা হইত। এমন কি, যে বিদ্যুৎকে আমরা কতকগুলি নিয়ম-কানুন দ্বারা অনুশাসিত বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ বলিয়া জানি, তাহাও এ যাবৎকাল জীবনের রহস্যময় ও ক্ষণস্থায়ী মূলনীতি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রকৃতির ঘটনানিচয় যতই আমরা সাবধানে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখিয়া অধ্যয়ন করিব, ততই সমাজের অজ্ঞতা বিদূরিত হইয়া যাইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিন্দুর মানসলোকে এক অভিনব ও অত্যাশ্চর্য পথ উদ্ঘাটিত করিবে এবং তাহার সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি, যাহা ইয়োরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, অনুশীলনের অবসর পাইবে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত হইয়া বহু জাতীয় ব্যবসার উন্নতিসাধনে আমাদিগকে সমর্থ করিবে। সত্য বটে, বিজ্ঞান-চর্চায় ভারতবর্ষ শিশু মাত্র এবং বিজ্ঞানের যে উচ্চ শিখর তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহা অতি স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইলে ভারতবর্ষ অদূরবর্তী কালে এমন সকল বৈজ্ঞানিক ঋষি উৎপন্ন করিবে, যাঁহারা তাঁহাদের গবেষণার দ্বারা সমগ্র সভ্য মানবসমাজকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন।

পূর্বোক্ত বক্তার ধন্যবাদ সমর্থন করিতে উঠিয়া বাবু আশুতোষ ধর বি এ মহাশয় বলেন, অদ্যকার সন্ধ্যার চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা তিনি অপূর্ব আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি অনেকবার এই সভায় এবং অন্যত্র তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি সানন্দে জানাইতেছেন যে, বর্তমানে সেই অনুরাগ ব্যাপকভাবে ও বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।

অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা অন্তত বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁহার স্বদেশবাসীরা অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন, তাঁহার মতে তাহা সমর্থন-যোগ্য। দেশবাসীরা এ বিষয়ে উদাসীন বলিয়া যে দোষারোপ করা হয়, তাহা অসঙ্গত। কারণ উহার সম্পূর্ণ কারণ এই যে, বিজ্ঞানিক বিষয়সমূহ কৃতকার্যতার সহিত অধ্যয়ন করিতে হইলে, ভারতীয় ছাত্রদের অনেক অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়, অথচ তাহারা কোন উৎপাহ পায় না। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানেন, এই ভারতীয় ছাত্রদের বাধাগুলি কিরূপ বৃহৎ ও অসংখ্য। তজ্জন্য কত যে ছাত্র তাহাদের পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজে যখন কলেজে পড়িতেন, তখন যন্ত্রপাতির অভাবে তিনি অনেক সময় অধ্যাপকের বক্তৃতা বুঝিতে পারিতেন না। বাড়ীতে গিয়া ঐগুলি পরীক্ষাপূর্বক নিজের ভুলভ্রান্তি ও সন্দেহের নিরসন করিবার তাঁহার কোন উপায় ছিল না। তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে, এই সমস্ত যন্ত্রপাতি অনেকগুলি এদেশে আদৌ পাওয়া যায় না এবং যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলি প্রকৃত দর অপেক্ষা বহু চড়া দরে এদেশে বিকায়। তিনি বলিলেন তিনি একটি মাত্র বাধার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ ছাত্রদের তুলনায় ভারতীয় ছাত্রদের অসুবিধাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট; কিন্তু তাঁহার আশা আছে যে, এই অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন ঘটিবে। অতপর বক্তা বক্তব্য বিষয়টি সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি একপ্রকার মৃদু দহন অর্থাৎ ধাতুসমূহে অম্লজানযোগ বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়া প্রশ্বাস ক্রিয়া ও বিভিন্ন প্রকার বাতির গঠন সম্বন্ধে মূলনীতির উল্লেখ করেন।

মিঃ গাম্বার বলেন যে, পূর্ববর্তী বক্তা বাঙালীদের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার অভাবের হেতু গভর্ণমেন্টের সাহায্যের অভাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা সত্য নহে। কারণ ব্যয়সাধ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিবার সুবিধা পাইবা মাত্র যে নূতন নূতন আবিষ্কার হইতে থাকিবে, তাহা নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ শ্রেণীর লোক নহেন যে, গভর্ণমেন্ট বা বেসরকারী লোকের

সাহায্য চাহিয়া নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব করিয়াছেন; তাঁহারা অনেক মূল্যবান্ আবিষ্কার এমন সব উপায়ে করিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেকের করায়ত্ত।

সার আইজাক নিউটন যখন বালক, তখন নিজেকেই ঝড়ের শক্তি মাপিবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন; নির্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া একবার তিনি ঝড়ের স্বপক্ষে অন্যবার বিরুদ্ধে দৌড়িয়া দুই সময়ের মধ্যে স্থানের ব্যবধান হইতে তিনি ঝড়ের গতি নির্ণয় করেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করেন বিদ্যুৎ হইতে আলো হয় এবং আকাশে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকা কালে ঘুড়ি উড়াইয়া আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আহরণ করিয়াছিলেন। কোন ফরাসী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক উলাষ্টনকে তাঁহার গবেষণাগার দেখাইতে বলিলে তিনি তাঁহার ট্রে ও তন্মধ্যস্থ বোতল, কাঁচের নল প্রভৃতি দেখাইয়া বলেন একমাত্র এই ল্যাবরেটারিই তিনি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। উপরি উক্ত উদাহরণসমূহ হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি ব্যতীতও পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা হইতে পারে।

বাবু আশুতোষ ধর পুনরায় উঠিয়া বলেন—সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে অনুমতি দিলে তিনি শেষ বক্তার মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন। মিঃ গান্থার এদেশের ছাত্র-সমাজের মত দুর্দশায় কখনো পতিত হন নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে তাহাদের বিপদ্‌সমূহ বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহাতে তাঁহার যে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সহানুভূতির উদ্রেক হইবে না, ইহা আশ্চর্য নহে। কতকগুলি যন্ত্রপাতি নিতান্ত আবশ্যক এবং অত্যন্ত নগণ্য যন্ত্রাদির জন্যও কিরূপ অধিক মূল্য গ্রহণ করা হয়, তাহা অন্যের ধারণা হইবে না। বক্তা কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বলিলেন যে যন্ত্র ইংল্যাণ্ডে কয়েক পেন্সে পাওয়া যায় তাহা এখানে তত শিলিং লাগে। বক্তা কয়েক জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়াছেন যাঁহারা সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া অসাধারণ কার্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সাহায্য না পাইলে টিন্‌ডাল, ফ্যারাডে, সার হামফ্রে ডেভি, রেগন্যল্ট এবং অন্য অনেকে তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা পৃথিবীকে উপকৃত করিতে পারিতেন না। বক্তা বলেন যে, বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও কোন কোন

ভারতীয় ছাত্র নীরবে ও কৃতকার্যতার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছেন। 'চন্দ্রের ভ্রমণকাহিনী'তে বর্ণিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি যুবক ইংরেজী ভাষা বিন্দুমাত্রও না জানিয়া নিজের জন্য কতকগুলি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন। তিনি শুধু ইংরেজদিগকে বর্তমানে ভারতীয় ছাত্রের মুস্কিলের কথা জানাইতে চাহিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই।

সহকারী সভাপতি এইচ্ আর ফিঙ্ক অতঃপর বক্তৃতাটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, এদেশে এতকাল বিজ্ঞান-চর্চার যে অভাব ছিল এরূপ বক্তৃতা দ্বারা সেদিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। ইহা দ্বারা যদি যুবকদের মন আইন-চর্চা হইতে ফিরিয়া বিজ্ঞানের দিকে আসে তাহা হইলেই ইহা সার্থক। সকলেই জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কত অধিক ছাত্র আইন অধ্যয়নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। এরূপ আইনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফল ভাল হয় না। কবি ও দার্শনিক কোলরিজ বলিয়াছেন, আইন-চর্চা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতা দান করে বটে, কিন্তু উহা মনকে সংকীর্ণ করে এবং পদার্থবিজ্ঞানের মত কিছুই মনকে আর উদার করিয়া তোলে না। বক্তা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। কারণ তিনি এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের আনন্দের আর এক কারণ এই যে, সভার সভাপতি মিঃ ফিয়ার পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিশেষ পরিপোষক।

সভাপতি মিঃ ফিয়ার উঠিয়া বলেন যে, গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের উদ্দেশ্য ঠিক জ্ঞাত না হওয়ায় তিনি একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে বক্তৃতাটি যেমন সুন্দর তেমনি শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সভাক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি অনেকেরই বুঝিতে না পারিবার কথা এবং তাঁহাদের নিকট ঐগুলি যাতুরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, যদিও সময়টা আমোদে কাটিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান-চর্চার মূল্য কি এবং উহা কিরূপ চিত্তাকর্ষক তাহা এই বক্তৃতা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মনে হয় বাবু আশুতোষ ধর মিঃ গাম্বারকে ভুল বুঝিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রের যে বিজ্ঞান-চর্চায়

বাধা অনেক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহার প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে প্রবণতা আছে, যন্ত্রের বা উপকরণের অল্পতা তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বাল্যকালে যে সকল পরীক্ষা আরম্ভ করেন তাহার উল্লেখ করেন। লোকদের মনে বিজ্ঞান-চর্চার ঝোঁক থাকিলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ও উৎসাহের অভাব হইবে না। বর্তমান বক্তৃতার দ্বারাই যুবকদের মনে বিজ্ঞান-চর্চার উৎসাহ জন্মাইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, বিস্তৃতভাবে রাসায়নিক ঐক্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে যে পনের দিনের বেশী প্রয়োজন হয়, তাহা বক্তা যথার্থই বলিয়াছেন। প্রত্যেক প্রকার ঘটনা রাসায়নিক ঐক্যের ক্রিয়া দ্বারা সংঘটিত রূপান্তরসমূহের ফলমাত্র। রাজকৃষ্ণবাবু রাসায়নিক ক্রিয়াধীন অম্লজান ও কার্বনিক এসিডের সংস্পর্শজনিত দহনের যে তাপ ও আলোরূপ প্রকাশ তাহারই প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। এই সংযোগ হইতে কার্বনিক এসিড্ ও জল হয়; অম্লজানের কতকাংশ কার্বনের সহিত মিলিয়া কার্বনিক এসিড্ হয়, আর অম্লজানের অপরাংশ যবক্ষারজানের সহিত মিলিয়া জল হয়। বক্তা যথাক্রমে আলো, ধূম, ঝুল প্রভৃতির আলোচনা করিয়া ইহা হইতে সূর্য ও নক্ষত্রাদির গঠন সম্বন্ধে যে সব আবিষ্কারের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে তাহার উল্লেখ করেন।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

অষ্টাদশ বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন

১২৮১ সালের ৫ই বৈশাখ শুক্রবার (ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল) রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় গার্হস্থ সাহিত্য-সমাজের অষ্টাদশ বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত লালবিহারী ন্যায়ভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক

মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে ই সি বেইলী আই সি এস মহোদয় সভার অবৈতনিক সভ্য নির্বাচিত হইলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আমন্ত্রণে গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক প্রসাদদাস মল্লিক মহোদয় রাজা দশরথের রাজ্য ও জীবন-চরিত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

৺মহেন্দ্রনাথ আঢ্য

মহেন্দ্রনাথ আঢ্য

পিতৃ-পরিচয়

অদ্বৈতবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচাঁদ বাবু জেনারেল পোষ্ট অফিসে কাজ করিতেন। ইহার পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র। এই পুত্রের নাম মহেন্দ্রনাথ। ইনিই "পূর্ণচন্দ্রোদয়ের" পঞ্চম বা শেষ সম্পাদক। ১৩১০ সালের ১২ই বৈশাখ শ্যামচাঁদ বাবুর মৃত্যু হয়।

শ্যাম বাবুর মধ্যম সহোদর বিহারী বাবু হিন্দু স্কুলে তৎপরে সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজে পড়েন। পাঠত্যাগের পরে তিনি কিছুদিন ছোট আদালতে ওকালতী করেন, পরে গভর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি নিম্নতন কর্মচারী হইতে চারিশত টাকা বেতনে প্রধান কর্মচারীর পদে উন্নীত হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে "রায়সাহেব" ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার একজন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্, ইণ্ডিয়া ক্লাবের সম্পাদক, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলের ডিরেক্টর এবং প্রেসিডেন্সী জেলের বেসরকারী পরিদর্শক।

অদ্বৈত বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় পুত্র কুঞ্জলাল বাবু জেনারেল পোষ্ট অফিষে কার্য করিতেন। অদ্বৈত বাবুর মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন;

জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা

১২৭৭ সালে মহেন্দ্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এনট্র্যান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তৎপরে বাড়ীতে পণ্ডিত রাখিয়া তিনি কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা করেন। দুই বা তিন বৎসর তিনি গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিষের কোষাধ্যক্ষের কার্য করিয়াছিলেন।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদন

অতি অল্প বয়স হইতে তিনি এই পত্রের সেবায় ব্রতী হন। মহেন্দ্র বাবু ১৭ বৎসর বয়সে উহার সম্পাদন-কার্যে ব্রতী হন এবং এই কার্যে তাঁহাকে তাঁহার পিতা, খুল্লতাত বিহারী বাবু ও পণ্ডিত জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন।

তিনি ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত "পূর্ণচন্দ্রোদয়" সম্পাদন করেন। গোবিন্দ বাবুর সম্পাদনের শেষ সময় হইতেই "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ হয়। মহেন্দ্রনাথের সময়ে কাগজের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়ে।

১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি দুইটি অমূল্য নিধি হারা হয়। উক্ত শ্রাবণ মাসের ১১ই তারিখে সুপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার শোক ভুলিতে না ভুলিতে আর এক প্রবল শোকে সমগ্র বাঙালী জাতি অভিভূত হইয়া পড়ে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দুই দিন পরে, অর্থাৎ ১৩ই শ্রাবণ, বাংলার আবালবৃদ্ধনরনারীকে কাঁদাইয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাপ্রয়াণ করেন।

এই সময়ে মহেন্দ্র বাবু "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র সম্পাদক। তখন "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র অবস্থা মন্দীভূত হইয়া আসিলেও, তাহার ভাষার মধ্যে বেশ প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতা বর্তমান ছিল—তাহার ভিতরে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাইত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর লিখিত নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় সন্দর্ভ কয়েকটি পাঠ করিলে—এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে হরণ করিয়াছে, নিশা দেড় প্রহরের সময় রাজা রাজেন্দ্রলালকে

মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মিত্র বিয়োগে সমস্ত বঙ্গ কেন—সমগ্র ভারত আজ শোকাকুল, পণ্ডিত-বিয়োগে ইয়োরোপ আমেরিকার পণ্ডিত-সমাজকেও ব্যথিত হইতে হইয়াছে।

যেখানে শিক্ষার আদর আছে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল সেইখানেই পরিচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য ইঁহার কাছে অনেক উপকারের জন্য ঋণী। ইংরেজী বিদ্যায় অগাধ পণ্ডিত হইয়াও রাজেন্দ্রলাল মাতৃভাষাকে ভুলেন নাই। মাতৃভাষার তিনি চিরভক্ত ছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতি করিবার জন্য তিনি জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ডাক্তার মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগী গ্রন্থকারদিগের পরম মিত্র ছিলেন।

"বিবিধার্থ-সংগ্রহে" ডাক্তার মিত্রের বাংলা বিদ্যার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" তাঁহার হাতে বিবিধ ভাবে—বিবিধ অর্থে—বিবিধ জ্ঞানে—বিভূষিত হইয়া, এক সময়ে বঙ্গের যত সাহিত্যানুরাগীকেই পুলকিত এবং উপকৃত করিয়াছিল। বিবিধার্থে বিবিধ প্রকার জ্ঞানগবেষণারই পরিচয় প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছিল। 'বিবিধার্থ-সংগ্রাহকে'র তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানকথার কখনও তিরোভাব হইবে না। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র তিরোভাব হইয়াছে,—কিন্তু তাহার অনেক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে এখনও বিরাজ করিতেছে। ডাক্তার মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল এখনও বিদ্যালয়ের উপকার করিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য যখন যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ডাক্তার মিত্র তখনই তাহাতে সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র স্কুল বুক সোসাইটীর প্রধান সভ্য ছিলেন, গার্হস্থ্য সাহিত্য-সভারও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যখন বঙ্গে পাঠ্য নির্বাচনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন ডাক্তার মিত্রকেই তাহার সভাপতি-পদ পরিশোভিত করিতে হইয়াছিল।

যেখানে সরস্বতীর আদর, সরস্বতীর বরপুত্র ডাক্তার মিত্র সেইখানেই বিরাজ করিয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার মিত্র সভ্যপদ যেরূপে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সভ্যপদে থাকিয়া যেরূপ স্বাধীনতার পরিচয়

দিয়াছিলেন, আমাদের বিশ্বাস আর কোন সভ্যই সেরূপ পারেন নাই। রাজেন্দ্রলাল কাহারও ভ্রূকুটি ভয়ে ভীত হইতেন না, কাহারও তোষামোদ করিতে জানিতেন না, তাঁহার মত স্বাধীনচেতা লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার মিত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাঁহার জন্য এসিয়াটিক্ সোসাইটীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সার উইলিয়াম্ জোন্সের উদ্যোগে সংস্কৃত আরবি প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার জন্য যে এসিয়াটিক্ সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বে—এদেশের আর কোন পণ্ডিতই প্রধান আসন পান নাই, ডাক্তার মিত্রই এসিয়াটিক্ সোসাইটীর প্রধান আসন পাইয়াছিলেন। যে পদে সাহেবদিগেরই একচেটিয়া স্বত্ব, সে স্বত্বের শুদ্ধ ডাক্তার মিত্রের জন্যই একবার ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

ডাক্তার মিত্র সংস্কৃতের সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রগাঢ় অধিকার না থাকিলেও, সংস্কৃতে ডাক্তার মিত্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সংস্কৃত বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও, তাঁহার অনেক বিষয়েই দৃষ্টি ছিল, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, উপনিষদ্ প্রভৃতি সর্ব শাস্ত্রের সঙ্গেই ডাক্তার মিত্রের পরিচয় ছিল। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শাস্ত্রের যেরূপ আলোচনা করেন, ডাক্তার মিত্রও সেইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রত্নতত্ত্ব লইয়াই মিত্র মহাশয় অধিক আলোচনা করিতেন।

আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শাস্ত্রে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়া গিয়াছেন, এখনও অনেকে যেরূপ অধিকার লাভ করিতেছেন, ডাক্তার মিত্র সেরূপ অধিকার লাভে প্রয়াসী ছিলেন না, ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিবার জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না, তাঁহার যত্ন ছিল অসাধারণ জ্ঞানার্জনে; সংস্কৃত রচনায় পটুতা লাভ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন না, দর্শন শাস্ত্রের জটিল তথ্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন না, শব্দশাস্ত্রের দুস্তর সাগর পার হইবার জন্য তিনি উদ্যোগী ছিলেন না, নব্য প্রাচীন স্মৃতি-সংহিতা-সমূহের তন্ন তন্ন বিচারে সমর্থ হইবার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন

না, তিনি ব্যস্ত ছিলেন সর্ব শাস্ত্রের রহস্য জানিতে, সর্ব শাস্ত্রের কোথায় কি আছে তাহারই সন্ধান রাখিতে।

এরূপ আলোচনা প্রাচ্য পণ্ডিতসমাজের অনুমোদিত না হইলেও, পাশ্চাত্য সমাজের অনুমোদিত। ডাক্তার মিত্রও পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারেই সংস্কৃত চর্চা করিয়াছিলেন। ইয়োরোপের মোক্ষমূলর, উইলিয়্যাম্, গোল্ড্‌ষ্টুকার, বোধলিঙ্গ, বেন্‌ফি, বপ প্রভৃতি যে প্রথায় সংস্কৃত আলোচনা করিয়াছিলেন, বঙ্গের মিত্রও সেই প্রথায় সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হইয়াছিল।

ডাক্তার মিত্র সংস্কৃত শাস্ত্রে নির্ভর করিয়াই অনেক প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক আবিষ্কারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল প্রত্নতত্ত্বের বিচারে বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগকেও তাঁহার কাছে পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

ভারতের কোথায় কি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহার সন্ধান লইবার জন্য ডাক্তার মিত্র সর্বদাই ব্যস্ত ছিলেন। আর এইরূপ অনুরাগী দেখিয়াই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান লইতে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। অনুসন্ধানের ফল গুপ্ত থাকে নাই, ডাক্তার মিত্রের অর্জিত প্রায় সমস্ত জ্ঞানই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ব্যয়ে এবং তাঁহার বিদ্যায় অনেক অদৃষ্টপূর্ব সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। পুরী ও বুদ্ধগয়ার ন্যায় অনেক প্রাচীন স্থানের পুরাতন রহস্যও, গভর্ণমেণ্টের উৎসাহে, ডাক্তার মিত্র কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকটিত হইয়াছে।

বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী তিন ভাষাতেই ডাক্তার মিত্র অনেক গ্রন্থ বিরচিত এবং সঙ্কলিত করিয়াছেন। হিন্দী, পারসী এবং উর্দু ভাষাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। ১২২ ভলমে ৬০ খণ্ড পুস্তক পুস্তিকা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। ইংরেজী বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মত সারযুক্ত এবং বিশুদ্ধ ইংরেজী অনেক ইংরেজ পণ্ডিতেও লিখিতে পারেন না, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার মত তেজস্বিনী বক্তৃতা করিতেও অনেক ইংরেজ সমর্থ নহেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রভৃতি পত্রে এবং বিবিধ গ্রন্থে তাঁহার ভাষার কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ প্রভৃতি সভায় তাঁহার বক্তৃতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা ডাক্তার মিত্রের পরামর্শেই পরিচালিত হইত, তিনিই ছিলেন সভার প্রধান মন্ত্রী। সভাপতিপদও অনেক দিন পরিশোভিত করিয়াছিলেন। আর সকলে ছিলেন শিষ্য, মিত্র ছিলেন গুরু। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা ইঁহারই কথায় পরিচালিত হইত। ইনি যাহা বলিতেন, তাহাই হইত, যাহা করিতেন তাহাই সকলের শিরোধার্য হইত।

বঙ্গের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্র ও জমিদারতনয়দিগের শিক্ষা ও পালনের ভার গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লইয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেই সকলের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারপুত্রদিগের আশ্রমটি যতদিন বর্তমান ছিল রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ততদিনই তাহাতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, বঙ্গের অনেক রাজা ও জমিদারকে এক সময়ে না এক সময়ে ইঁহার আদেশ উপদেশ প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল!

এই কার্যে ডাক্তার মিত্র মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতেন। অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও গুণগৌরব দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহার জন্য পাঁচ শত টাকারই পেন্সন বরাদ্দ করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এই আর্থিক সম্মানে রাজেন্দ্রলালকে সম্মানিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, রাজেন্দ্রলালকে গভর্ণমেণ্ট "রাজা" করিয়া তাঁহার ও আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এল্ সম্মান পাইয়াছিলেন। এদেশের ভিতর ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রও ডি এল্ পাইয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষা দিয়া। রাজেন্দ্রলাল-কৃষ্ণমোহনকে পরীক্ষা দিতে হয় নাই।

* "ইংরেজী রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হইলে যখন বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক হইলেন, তখন কোনও কোনও দিন দেখিতাম, রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতার মত অনর্গল ইংরেজী বলিয়া যাইতেছেন, রাজকুমার বাবু লিখিয়া লইতেছেন এবং তাহাই 'হিন্দু পেট্রিয়টে' পরে ছাপা হইয়া যাইতেছে। সে সময় রাজেন্দ্রলালই উহার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নারায়ণ, ২য় বর্ষ, পৃঃ ৮৮৫

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শুঁড়োর মিত্রেরা রাজবংশীয় ; রাজবংশে জন্মিয়া ডাক্তার মিত্র শেষে নিজগুণে ইংরেজ-রাজের কাছে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা পান নাই, সামান্য বিদ্যালয়ে বাল্যপাঠ সাঙ্গ করিয়া চিকিৎসা, পরে ব্যবহারশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, কিন্তু চিকিৎসক বা উকিল হইতে পান নাই। নিজে পড়িয়া তিনি বিলাতী বিদ্যায় বৃহস্পতি হইয়াছিলেন, বাংলায় তাঁহার বাল্যাবধিই অনুরাগ ছিল।

দেশহিতে ডাক্তার মিত্রের অনুরাগ ছিল। ইংরেজরাজের বেতনভোগী এবং পেন্সনভোগী হইলেও তিনি ইংরেজরাজের ভ্রুকুটিভয়ে কখনই সত্য কথা বলিতে বা দেশহিতকরকার্যে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বড় বড় ইংরেজ রাজপুরুষদিগকেও ইঁহার কাছে নম্র ব্যবহার করিতে হইত। দেশী বিলাতী অনেককেই অনেক বিষয়ে ইঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতে হইত। পেট্রিয়টের কৃষ্ণদাস পালকেও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের অনেক রাজা মহারাজাও ইঁহার কথায় উঠিতে বসিতে বাধ্য হইতেন।

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে'।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মান চারিদিকে বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। ডাক্তার মিত্রের শ্রবণশক্তি অনেক দিন দুর্বল হইয়াছিল, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধির গুণে তাঁহাকে শ্রবণশক্তির অভাব জন্য তাদৃশ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। ইঙ্গিতে আভাসে তিনি সকল কথাই বুঝিয়া লইতেন, বড় বড় সমিতি সভায়ও তাঁহাকে কোনরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইত না।

বন্ধুজনের প্রতি ডাক্তার মিত্রের বড়ই অনুরাগ ছিল। বন্ধুজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে ইনি বড় ভালবাসিতেন। ইঁহার সহিত কথা কহিলেই সকলে সুখী হইতেন। ইঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলেই লালায়িত হইত। বিদ্যা, বুদ্ধি, সামাজিকতা, শিষ্টাচার—কোন বিষয়েই ডাক্তার মিত্র কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না।

ডাক্তার মিত্রের নিতান্ত অকালমৃত্যু হয় নাই, বয়সও হইয়াছিল। জন্মিয়াছিলেন ১৮২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী, মরিলেন ১৮৯১ সালের ২৬শে

জুলাই। তথাপি সমগ্র দেশ শোকে অধীর, এরূপ মহাজনের ত আর সর্বদা আবির্ভাব হয় না! বঙ্গদেশে অনেক লোক জন্মিয়াছেন, মরিয়াছেন, এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মত লোক কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? মহাজনের প্রাণ যত দীর্ঘ হয় জগতের ততই মঙ্গল হয়। রাজেন্দ্র-লালের প্রাণ আরও অধিক হইলে জগতের মঙ্গল হইত—সেই মঙ্গলে জগৎ বঞ্চিত হইল বলিয়াই আমরা আজ এরূপ দুঃখিত। বঙ্গের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ—যেমনটি যায় তেমনটি আর হয় না। রাজেন্দ্রলালের অভাব কোন কালেই পূর্ণ হইবে না।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে মহেন্দ্রবাবুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

বিদ্যাসাগর ছিলেন সাধারণের হিতৈষী; অসাধারণ দয়া, দানশীলতা এবং সর্বসহানুভূতি গুণে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ভক্তিভাজন ছিলেন। যিনি সাধারণকে ভালবাসিতেন, তিনি সাধারণের ভক্তিভাজন না হইবেন কেন? বিদ্যাসাগরের মৃতদেহ যখন রাজপথে বাহির হয়, তখন রাত্রি প্রভাত হয় নাই। ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ২২ মিনিটের সময় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়, মৃত দেহ ৪টার সময় শ্মশানাভিমুখে নীত হয়। যে খট্টায় বিদ্যাসাগর শয়ন করিতেন, সেই খট্টায় তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মৃত দেহ বহন করিবার জন্য সকলেই লালায়িত হইয়াছিলেন, মৃত-খট্টায় স্কন্ধস্পর্শ করিবার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভক্তের ত আর অভাব নাই, শোকে যে সকলেরই হৃদয় উদ্বেল হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজে আড়ম্বরের বিদ্বেষী ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার সহোদরেরা রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই, বিনাড়ম্বরে তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পথে সেই অসময়েও লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, শ্মশানভূমিতে লোক ধরে নাই। পথে যে দেখিয়া-ছিল, সেই সঙ্গ লইয়াছিল, সেই করুণ ক্রন্দনে সকলকে আকুল করিয়া-ছিল। যখন মৃতদেহ মেট্রপলিটান্ কলেজের নিকট নীত হইল, সেই সময়ে পুত্র নারায়ণচন্দ্র আর হৃদয়াবেগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তিনি

উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, এই তোমার মেট্রপলিটান কলেজ, এই কলেজের মঙ্গল চিন্তায় তুমি দেহপাত করিয়াছ। তুমি চলিলে, তোমার চরম-কীর্তিস্তম্ভ কলেজ রহিল। বাবা, আশীর্বাদ কর, যেন তোমার অধম সন্তান আমি তোমার এই কীর্তি বজায় রাখিতে পারি।" নারায়ণচন্দ্রের এই কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া সকলেই করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কলেজের অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়েরা আর কিছুতেই ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইল, যথাবিধানে দাহ-সংকারের আয়োজন হইল। সেই সময়ে যতদূর সাধ্য চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইল। চিতা সজ্জিত হইল, বিদ্যাসাগরের দেহ চিতায় স্থাপিত হইল, চিতায় প্রচুর ঘৃত ধূনা প্রক্ষিপ্ত হইল। মহাপুরুষের দেহ জ্বলিয়া উঠিল। গঙ্গাস্নানে কত শত নরনারী মহাপুরুষের দাহ-সংকার দেখিতে আসিল। কত রমণী কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "চল, যাঁহার নাম করিলে সুপ্রভাত হয়, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া আসি।" দাহকার্য সমাপ্ত হইল, বিদ্যাসাগবকে স্বর্গধামে পাঠাইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও ভক্ত অনুরক্তেরা শূন্য হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। কলিকাতার এমন গৃহ ছিল না, যেখানে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-সংবাদে শোকসন্তাপের আবির্ভাব হয় নাই। ছোট বড়, নরনারী এমন লোক নাই, যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-সংবাদে বাষ্পগদগদ না হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া যত কলেজ স্কুল বন্ধ করা হইয়াছিল। হিন্দু স্কুল কলেজের ত কথাই নাই, সাহেবদিগের স্কুল কলেজও বন্ধ হইয়াছিল। যত সরকারি স্কুল ও কলেজ খৃষ্টান মিসনারিদিগের যত বিদ্যালয় সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল। যত সরকারি আপিসের কার্য বন্ধ হইয়াছিল। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল আপিস পূরা একদিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছিল। শুদ্ধ কলিকাতার কেন, বঙ্গের সর্বত্রই স্কুল কলেজ বন্ধ হইবার কথা। এরূপ সার্বজনিক শোক আর কাহারও মরণে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, এরূপ সর্বজনহিতৈষী মহাপুরুষকেও আমরা মরিতে দেখি নাই। বিদ্যাসাগরের মেট্রপলিটান্ তিন দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। যত ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাদুকা

পরিত্যাগ করিয়াছে। শিক্ষকেরাও শোক প্রকাশের জন্য পাদুকা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্তা যত দূর যাইতেছে, ততদূরই শোকস্রোত স্বতঃ প্রবাহিত হইতেছে।

এক সময়ে রাজপুরুষদিগের কাছে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। ৺কৃষ্ণদাস পালের প্রতিপত্তিও রাজপুরুষদিগের কাছে এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে অসাধারণ ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতিপত্তি যতদূর উঠিয়াছিল, কৃষ্ণদাস পালের প্রতিপত্তি ততদূর উঠে নাই। বিদ্যাসাগরের ইঙ্গিতে যে কাজ হইত, কৃষ্ণদাসের কথায়ও সে কাজ হইত কি না সন্দেহ। কৃষ্ণদাস ছোট বড় ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের প্রতিনিধি বলিয়া, মিউনিসিপ্যাল সভাতেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের বক্তৃতা-শক্তি ছিল, সমিতি সভায় সুতরাং তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বক্তৃতা করিতে পারিতেন না বসিয়া গল্প করিতেন; কিন্তু সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তিনি একটু তোত্‌লা ছিলেন। বক্তৃতা করিতে গেলে গোলে পড়িতেন। সাহিত্য বিষয়ে নিজে যে সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন শুনিয়াছি বেথুন সোসাইটিতে তাহা নিজে পড়িতে পারেন নাই। বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই, বিদ্যাসাগর কোন সমিতি সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ছোট বড় কোন ব্যবস্থাপক সভাতেই তিনি আসন পান নাই, হয়ত লন নাই। কিন্তু সমিতি সভায় না বসিলেও বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজকে পরিচালিত করিতেন। রাজপুরুষদিগকেও পরামর্শ দানে পরিচালিত করিতেন। বিধবা-বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে হিন্দুসমাজের কাছে প্রতিপত্তি অনেকটা হারাইতে হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধু-সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। আর বিধবা-বিবাহের জন্য হিন্দুসমাজের বিরাগভাজন হইয়াও যে, বিদ্যাসাগর শেষে আবার সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছিলেন, সে কেবল নিজগুণে। তিনি বিদ্যাসাগর বলিয়াই তাঁহার নষ্ট প্রতিপত্তির আবার স্বতঃ উদ্ধার হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর সকলের বিপদেই সাহায্য করিতেন, ছোট বড় যাহারাই বিপদে পড়িত, তাহারাই বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়া সুপরামর্শ এবং সাহায্য

পাইত। বিদ্যাসাগর যখন কলেজে পড়েন, সে সময়েও সহপাঠীদিগকে সাহায্য করিতেন। কলেজ ছাড়িয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও, তিনি সকলকেই বিপদে আপদে সাহায্য করিতেন। কলেজে পড়িবার সময়, কর্তাদের কোনরূপ অত্যাচার ও অনাচার দেখিলে, তিনি প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইতেন, কলেজ ছাড়িবার পরও, প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া আসেন, যখন কাউয়েল্ সাহেবের পর ৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া, আবার ডিরেক্টর এটকীন্‌সন্ সাহেবের অব্যবহারে পদত্যাগ করেন, সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সণ্ডারস্ সাহেব কিছুদিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে দুইজন নব্য যুবক সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। দুইজনের একজন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত থাকিয়া কোন বিভাগে কাজকর্ম করিতেছেন কি না, ঠিক মনে হইতেছে না।

এই শেষোক্ত ব্যক্তিই যৌবনসুলভ ধৃষ্টতা বশে অতি সামান্য কারণেই সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। পূজনীয় প্রসন্নকুমারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। আমরা তখন সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, নব্য অধ্যাপকের অন্যায় ব্যবহারে আমাদিগকেই প্রথমে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। পূজনীয় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর প্রতি অজাতশ্মশ্রু নব্য অধ্যাপকের অবজ্ঞা দেখিয়াই আমাদিগের অন্তরাত্মা জ্বলিয়া গিয়াছিল, তাই আমরা ধৈর্য রক্ষা করিতে পারি নাই। সংস্কৃত কলেজের যিনি যখনই অধ্যক্ষকতা করিতেন, ছাত্রদিগের প্রতি তখন অতীব উদার ব্যবহার করিতেন। বিদ্যাসাগরের ত কথাই নাই, তিনি ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন, শ্রদ্ধেয় কাউয়েল্ সাহেবও ঠিক বিদ্যাসাগরের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহার ব্যবহারেও আমরা বড়ই প্রীত ছিলাম। ৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী কঠোরতা কাহাকে বলে জানিতেন না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সকল অধ্যক্ষই সম্মান করিতেন। সংস্কৃত কলেজের

ছাত্রদিগের মত বিনয়ী ছাত্রও তৎকালে আর কোন কলেজে বা স্কুলে ছিল না।

কিন্তু একদিন্ অধ্যক্ষ সণ্ডারস্ সাহেবের কাছে আমরা সেরূপ সহানুভূতি পাই নাই। তিনি ধৃষ্ট অধ্যাপকের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, আমাদিগেরই অবমাননা করিলেন, উচ্চ দুই শ্রেণীর সকল ছাত্রকেই অবমানের ক্ষোভে চলিয়া যাইতে হইল। তখন আমাদের সকলেরই বয়স অল্প, অদূরদর্শিতা সকলেরই প্রবলা। বিপদে পড়িয়া সকলেই বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হইলাম, তিনিও আমাদের সকলকেই সুপরামর্শ দিয়া শান্ত করিলেন, আমরাও আবার কলেজে আসিলাম। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই উদারহৃদয় উড্রো সাহেব কিছুদিনের জন্য ডিরেক্টরী ভার পাইলেন, প্রথমেই সংস্কৃত কলেজে আসিয়া সেই নব্য অধ্যাপক যুবককে ক্লাস্ হইতে সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, আমাদিগের প্রতি অব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, স্নেহবাক্যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। আবার সর্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যুবক অধ্যাপকদিগেরও সংস্কৃত কলেজ হইতে তিরোভাব হইল।

বিপদের সময় যদি বিদ্যাসাগর আমাদিগকে আদর না করিতেন, যদি আমাদিগকে সুপরামর্শ না দিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমাদিগকে বিভ্রাটে পড়িতে হইত। এরূপ আশ্রয়দাতা, সুপরামর্শদাতা শিক্ষাদাতা আর কি কেহ কখনও দেখিয়াছ? শুদ্ধ সংস্কৃত কলেজের আমরা নহি, সকলেই বিপদের সময় বিদ্যাসাগরের কাছে এইরূপ আশ্রয় পাইত, বিপদে তিনি সকলেরই সাহায্য করিতেন।

পরোপকারী লোকের প্রতিপত্তি আপনা আপনি বাড়িয়া উঠে। বিদ্যা-সাগরের মত পরোপকারী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর এমন বুদ্ধিমানও নাই বলিলেই হয়। সুতরাং কলিকাতার যত বড় বড় লোকে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ লইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। গৃহবিবাদ, ভ্রাতৃবিরোধ বিদ্যাসাগর অনেক সময়েই মিটাইয়া দিতেন। বিপদে পড়িলে অনেক বড় বড় ধনীকেও বিদ্যাসাগরের সাহায্য লইতে হইত। এক কথায়, বিদ্যা-

সাগর এক সময়ে শুদ্ধ কলিকাতার নহে—বিশাল বঙ্গের প্রায় সকল জমিদার ও ধনশালীর—মুরুব্বি হইয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইবার পরও বিদ্যাসাগর শুদ্ধ নিজের পরার্থপরতা গুণে—আবার সকলের কাছেই পূজ্য হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণসন্তানের যেরূপ তেজস্বিতা থাকা উচিত, বিদ্যাসাগরে আমরা সেইরূপ তেজস্বিতাই বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি। যিনি স্বভাবত তেজস্বী, আত্মনির্ভরতাও তাঁহার নিত্য সহচর। পরমুখাপেক্ষীর তেজস্বী হওয়া—ঠিক যেন পঙ্গুর যুদ্ধসজ্জা, কেবল বিড়ম্বনা। বাল্যাবধি বার্ধক্য পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সমান তেজে কাটাইয়া দিয়াছেন। বাল্যে যেমন একগুঁয়ে ছিলেন, বার্ধক্যেও তিনি সেইরূপ একগুঁয়ে ছিলেন, যাহা ধরিতেন, তাহা কিছুতেই ছাড়িতেন না। পিতামাতার পরম ভক্ত হইয়াও বালক বিদ্যা-সাগরকে এইরূপ স্বভাবের জন্য মধ্যে মধ্যে অবাধ্য বলিয়া পরিচিত হইতে হইত। নিজের জিদ্ বিদ্যাসাগর সহজে ছাড়িতেন না। বাল্যকালে এইজন্য তাঁহাকে পিতার কঠোর শাসনে সর্বদাই শাসিত হইতে হইত। কিন্তু কঠোর শাসনেও বিদ্যাসাগর নিজের নির্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না।

অন্যের পক্ষে হইলে, এরূপ জিদ্ এরূপ নির্বন্ধ হয় ত পরকাল একেবারে নষ্ট করিয়া দিত, হয় ত অবাধ্য বালকের উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দিত। কিন্তু যেখানে অসাধারণ প্রতিভা, সেখানে অনেক সময়ে দোষগুলিও গুণে পরিণত হইয়া থাকে। যে অতি-সাহসিকতা-স্বভাব—বীরের অলঙ্কার, তাহাই অন্যের পক্ষে অদূরদর্শিতার আকর। সংসারে জিদ্-বাজ্ একগুঁয়ে বালক কোটি কোটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোটির ভিতর বিদ্যাসাগর কয়টি, হয় ত একটিও দেখিতে পাইবে না।

যৌবনে এবং প্রাবীণ্যে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতা বিদ্যাসাগরকে কত শত অসাধ্য সাধনে সমর্থ করিয়াছে, বাল্যে সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—সেই আত্মনির্ভরতাই তাঁহাকে জিদ্‌বাজ্ এবং একগুঁয়ে করিয়াছিল। যে গুণে তিনি পরে জগতে বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই গুণই বাল্যে দোষরূপে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল।

আত্মনির্ভরতা ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা শোভা পাইয়াছিল, আত্মনির্ভরতা ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগর ৫০০৲ টাকার চাকরিটা এক কথায় ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তখন বিদ্যাসাগরের আয় অধিক ছিল না। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে এবং অনুষ্ঠানে তাঁহার অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি ঋণজালে জড়িত ছিলেন। কিন্তু বীর-সিংহের তেজস্বী ব্রাহ্মণ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ৫০০৲ টাকার বেতন—কলেজের অধ্যক্ষতা—যত বিদ্যালয়ের পরিদর্শকতা—সমস্তই এক কথায় ছাড়িয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগর বলিতেন, "যাহার ৫৲ টাকায় মাস যায়, সে অর্থের মায়ায় অন্যায় কার্য করিবে কেন? যাহার এক বেলা ভাতেভাত খাইয়া দিন যায়, সে টাকার জন্য কাহারও কড়া কথা সহ্য করিবে কেন।" বিলাস ও বাবুগিরিই যে যত অনিষ্টের মূল, তাহা বিদ্যাসাগরই বুঝিতেন।

বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা পদে পদে প্রকাশ পাইত। তোষামোদ বা পরচ্ছন্দানুবর্তিতা কাহাকে বলে, বিদ্যাসাগর তাহা জানিতেন না। বাল্যাবধি বার্ধক্য পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সকল কাজেই স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যে ভক্তিই তাঁহাকে গুরুজনের কাছে বিনত করিয়া রাখিত, ভয় তাঁহাকে একদিনের জন্যও নরম করিতে পারে নাই। তিনি ভয়ে কাহারও খাতির করিতেন না, কিন্তু স্বভাবত বিনয়ী ছিলেন। যে সকল উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষের কাছে অন্যে মাথা হেঁট করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদিগকে আপনার সমান বলিয়া মনে করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্বসুলভ সদ্ভাব সম্বন্ধ ছিল, তিনি কোন কালেই কাহারও তোষামোদ করেন নাই। গভর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বিদ্যাসাগর নিজের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, বড় আদালতের জজদিগকেও সেই ভাবে দেখিতেন। উচ্চপদে এমন ইংরেজ ছিলেন না, যাঁহার কাছে বিদ্যাসাগরকে ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া কথা কহিতে হইত।

বিদ্যাসাগর বিনয়ের মর্যাদা জানিতেন, কিন্তু তোষামোদকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে কাহারও তোষামোদ করিতেন না, কেহ তোষামোদ করিলেও সুখী হইতেন না। নিজে স্পষ্ট কথা কহিতে ভালবাসিতেন,

অন্যের মুখে স্পষ্ট কথা শুনিলে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি সত্যবাদী লোকের শত অপরাধও ক্ষমা করিতেন, সে বিষয়ে আমরা নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি।

হৃদয় প্রশস্ত এবং উন্নত না হইলে, লোকে তেজস্বী হইতে পারে না। যেখানে দেখিবে মুখে তোষামোদের ছড়াছড়ি, সেইখানেই বুঝিবে, নীচ হৃদয় নর্দমার ভিতর গড়াগড়ি দিতেছে; যেখানে দেখিবে, মুখে কেবল মিষ্ট বাক্য, সেইখানেই বুঝিবে, ভিতরে বিষকুম্ভ। নীচ হৃদয়ে তেজস্বিতা থাকিতে পারে না, শূকরের দেহে মৃগনাভি শোভা পাইবে কেন?

সাহেবসুবার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন মিশিয়াছিলেন, অন্যে সেরূপ মেশেন নাই; কিন্তু অন্যে সাহেবসুবা দেখিলেই পদানত হইয়া পড়েন, বিদ্যাসাগর সেরূপ হইতেন না। অন্যের শালদোশালা চোগাচাপকান শামলা লাট্‌দার হন্টিং ওয়েলিংটন যে সাহেবের কাছে যাইতে ভীত হইত, বিদ্যাসাগরের মোটা চাদর ও চটি জুতা বুক ফুলাইয়া সেই সাহেবের কাছে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিত। বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, "বাল্যকালেও বড় বড় সাহেবদিগের সহিত দেখাশুনা করিতে বা কথাবার্তা কহিতে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা হইত না।" যাঁহার মনে মনে ধারণা ৫৲ টাকা হইলেই সুখে দিন যাইবে, তিনি যে বাদশাহের বাদশাহাকেও ভয় ডর করিতেন না, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক। সেকালের ব্রাহ্মণেরা সম্রাটদিগকেও গ্রাহ্য করিতেন না, বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণের ধর্মই রক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা চিরকালই সমাজের পরিচালক, চিরকালই সম্রাটদিগের মন্ত্রী—পরামর্শদাতা—পরিচালক, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা চিরদিনই দীনতাপ্রিয়, বিলাসবিদ্বেষী, স্বল্পে সন্তুষ্ট। স্বল্পে সন্তুষ্ট বলিয়াই ব্রাহ্মণ চিরকাল তেজস্বী। বীরসিংহের ব্রাহ্মণ স্বল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন বলিয়াই সেরূপ তেজস্বিতা সহকারে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর তেজস্বী ছিলেন, কিন্তু গর্বিত বা স্পর্ধাশালী ছিলেন না। মকরকুম্ভীরাদির আধার বলিয়া সাগর যেরূপ লোকের অধৃষ্য, লোকে সাগর দেখিলে ভয়বিস্ময়ে বিচলিত হয়, বিদ্যাসাগরকে দেখিলেও লোকে

সেইরূপ ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইত। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, অন্তর্ভেদী নেত্র এবং স্থির মুখাকৃতি দেখিলে, সকলকেই সমীহাপূর্বক কথা কহিতে হইত। কিন্তু রত্নের জন্য লোকে যেমন কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সাগরে প্রবেশ করে, দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহ সহানুভূতি প্রভৃতি নানা গুণ-রত্নের আকর বিদ্যাসাগরের কাছে যাইবার সময় সেইরূপ কেহই কোনও বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করিত না। যে ব্যক্তি গর্বিত বা স্পর্ধাশালী, তাহার কাছে লোকে যাইবার জন্য লালায়িত হইবে কেন ?

বিদ্যাসাগর তেজস্বী ছিলেন, গর্বিত বা দৃপ্ত ছিলেন না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের কাছে—উন্নতাবস্থা রাজা মহারাজা জমিদার তালুকদার প্রভৃতির কাছে বিদ্যাসাগর তেজস্বী ছিলেন, অন্যের কাছে তিনি ছিলেন শৈত্য এবং মান্দ্যের আদর্শ।

যিনি বিশ্রম্ভালাপে বালকের ন্যায় অবারিতহৃদয়, যিনি শিশুর সঙ্গে ক্রীড়া করিবার সময় নিজেও ঠিক শৈশবের অভিনয় করিতেন, যিনি সামান্য শ্রমজীবিদিগকে এবং অসভ্য সাঁওতালদিগকেও "ভাই" "দাদা" বলিয়া কথা কহিতেন, তিনিই কত বড় বড় সাহেবসুবার কাছে ছিলেন—তেজস্বিতার অবতার, মূর্তিমতী স্বাধীনতা। তাঁহাকে দেখিলেই সাহেবদিগকে সম্মান প্রদান করিতে হইত। বিদ্যাসাগরের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া যেন সকলকেই জড়সড় হইতে হইত।

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' বিবাহোপলক্ষে অপব্যয় নিবারণের প্রস্তাব

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বাহির হইয়াছিল—

"আমরা শ্রবণে যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম যে, অস্মদ্দেশীয় সুবর্ণবণিক্ জাতীয় দলপতি মহোদয়েরা এমত চেষ্টা করিতেছেন যে, কি ধনবান্ কি মধ্যম শ্রেণীর কি নির্ধনিগণের পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যে যেমত শ্রেণীর মনুষ্য তাঁহাকে তদ্রূপ নানাপ্রকার অপব্যয় করিতে হয়। তাহা না করিলেও কোন ধর্মহানি বা লোকনিন্দা হয় না, অথচ বহুকাল

চলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই অনেকে লোকাচার মধ্যে গণ্য করিয়া সেই সকল অপব্যয়ে অর্থ অপচয় করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন ধর্ম বা উপকার বোধ হয় না, তৎপ্রমাণ দেখুন, কোন ব্যক্তির পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইলে বহু সংখ্যক কুটুম্বদিগকে তৈল হরিদ্রা বণ্টন এবং কন্যাকর্তার ভবনে অনেক ডালা পূর্ণ করিয়া নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্যের, পিতলের, কাংশের, কাষ্ঠের, মৃত্তিকার চিনীয় মৃত্তিকার টীনের গ্লাসের খেলনা শাকানাজ বহুবিধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠাইতে হয়, তাহা ক্রয়কালীন বরকর্তার অধিকার্থ ব্যয় হয়, সেই সকল দ্রব্য কন্যাকর্তার কোন কর্মে লাগে না, অথচ ডালাবাহক লোক বিদায় করিতে হইলে কন্যাকর্তার অধিকার্থ অপব্যয় হয়। বিশেষত বহু সংখ্যক সং তামাসা রোশনাই ও নৃত্য গীতাদিতে অধিকার্থ ব্যয় না করিয়া স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণকে বিদায় দেওনের নিয়ম সংস্থাপন করিতেছেন ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রথা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব আমরা প্রার্থনা করি, দলপতি মহাশয়েরা পুত্রকন্যার বিবাহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগকে দান করিতেছেন, তাঁহারা তাহা অবশ্যই করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিনস্থ বণিক্ মহাশয়দিগকেও এমত অনুমতি করেন যে, তাঁহারাও উক্ত অপব্যয় হইতে বিরত হইয়া সমাজস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এবং অধ্যাপকদিগকে অবস্থানুসারে যথাযোগ্য দান করেন, বিশেষত আরো একটি সুনিয়ম করা কর্তব্য হইয়াছে যে, তাঁহারা ঐ অনর্থক ব্যয় না করিয়া দীনহীন কাঙ্গালিদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহারার্থ দান করেন, তাহা হইলে উভয়দিকেই যশোলাভ করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই, কারণ সকল বিষয়েই সুনিয়ম অবলম্বন করাই বিধেয়।"

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনা

"শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত শর্মিষ্ঠা নাটক নামে যে এক অভিনব নাটক বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া একখণ্ড আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। যদিও

অভিনয় দর্শন ব্যতিরেকে নাটকের প্রশংসা করা যাইতে পারে না, তথাচ শর্মিষ্ঠা নাটক পাঠে আমাদিগের পরম শর্মি উদিত হইল। নাটক নাটিকা সকলের উদ্দেশ্যে এই যে, মানব জাতির জীবদ্দশায় দৈবিক অথবা ভৌতিক কিম্বা মানুষিক ঘটনাবশত যে সকল অবস্থান্তর হইয়া থাকে এবং তত্তদবস্থায় সেই সকল ব্যক্তি যাদৃশী চেষ্টা ও যদ্রূপ আন্তরিক ভাব প্রকাশ করেন বর্ণন দ্বারা কার্য নিবদ্ধ হইয়া তাহা সহৃদয় পাঠক-বর্গের রসভাব প্রকাশ হয়। এই কারণে কি সংস্কৃত কি ইংরেজী সকল ভাষার নাটকই গদ্য পদ্যময় দ্বিবিধ বাক্য দ্বারা বর্ণিতা হওনের প্রথা আছে। ফলত কেবল পদ্যময় বাক্যে অভঙ্গী অথবা অবিকল চেষ্টা ও ভাব সকল প্রকাশিত হইতে পারে না, নাট্যাভিনয়ে ঐ সমুদয়ই সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া থাকে। অপর কেবল একপ্রকার কথোপকথন দ্বারা সহৃদয় সভ্যদিগের প্রমোদ ক্রমাগত থাকিবার সম্ভাবনা হয় না। একারণ নাটকে মধ্যে সঙ্গীত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গীত দ্বারা নূতন ভাবোদয় হওয়াতে আমোদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রসিদ্ধ নাটকনাটিকায় তথাচ সময়ে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ে যে সমস্ত বিষয় দৃষ্ট হয়, মাইকেল দত্ত বাবুর নবপ্রণীত শর্মিষ্ঠা নাটকে তৎসমুদয়ই যথা নিয়মে পরিপাটীরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নবীন নাটক সভ্য জন মাত্রের নিকট প্রশংসনীয় হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থকার মহোদয় নবপ্রণীত নাটকে গর্ভাঙ্ক নামে যে একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও সংস্কৃত নাটক নাটিকায় তাহা দুষ্প্রাপ্য নহে, তথাচ ইংরেজী নাটক যাহার অভিনয় সচরাচর নয়নগোচর হয় না কিন্তু তাহাতেও প্রবন্ধের চকের বিপ্রলাপ বলিয়া দোষারোপ হইতে পারে না যেহেতু অঙ্কান্তর্গত অঙ্ক গর্ভাঙ্ক শব্দের অর্থ। পূর্বাপর পর্যালোচনায় প্রতীয়মানও হইল গ্রন্থকার মহোদয় তদ্রূপ তাৎপর্যই সংস্থাপিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক শর্মিষ্ঠা নাটকের ভূরি ভূরি অংশই যথানিয়মে নিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসা কাহারও বদন হইতে বিনির্গত হইবেক এমত অনুমান হয় না। উক্ত নাটকের দোষের মধ্যে এই যে, স্থানে স্থানে অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সচরাচর কথোপকথনে

যাহা ব্যবহার করিলে লোকে পাণ্ডিত্য প্রকাশক বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকেন পরন্তু গ্রন্থকার বঙ্গভাষা লিখনে নূতন ব্রতী অতএব দোষ দোষমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে গ্রন্থকার মহোদয়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, অনেক ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া যায় শর্মিষ্ঠা নাটক দুষ্প্রাপ্য, অতএব অনুরোধ করি যাহাতে সাধারণের সুলভ হয় তদ্রূপ উপায় করেন। তাহা হইলে গ্রন্থকার যে বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উহা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইবেক!"

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্রের বিবাহে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদকীয় অভিমত

প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ এইখানে করা যাইতেছে। স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দেশহিতকর প্রস্তাব করিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। এই প্রবন্ধ দ্বারা তিনি তাঁহার আন্তরিক সদিচ্ছা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় স্বীয় তনয়ের পরিণয়োপলক্ষে সর্ব প্রকারই সমারোহ করিলেন, ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দান এবং স্বজাতীয় ও বন্ধু বান্ধব লোকদিগকে উপহার উত্তমরূপে দিলেন। আর কৌতুকাবহ কার্যেরও অল্পতার সম্ভাবনা দেখা যায় না, বরং শ্রুত হয় বহুব্যয় পুরঃসর রংতামাসা নৃত্যগীত বাদ্য ও রোসনাই ইত্যাদি করিলেন। অতএব পুত্রের বিবাহোপলক্ষে রাজেন্দ্র বাবুর সকল প্রকারে মহাসুখ্যাতির সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। পরন্তু আমাদের বোধ হয় অথবা নিশ্চয়ই কহিতে পারি যে, ইদানীন্তন সময়ে পুত্রের বিবাহ অথবা অন্য প্রকার উৎসব উপলক্ষে যিনি যত ব্যয়ভূষণ করিয়া কৌতুকাবহ ব্যাপারের সমারোহ করুন, কাহারও তদ্দ্বারা এতাদৃশ সুখ্যাতি হওনের সম্ভাবনা নাই যে, তাহাতে পূর্বতম মহাধনী বদান্যপ্রাপ্ত ৺বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু রামরত্ন মল্লিক প্রভৃতি মহাশয়দের ঐরূপ বিষয়ের সুখ্যাতি খর্ব হইবেক। * * *

অতএব আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করি, তন্মহাশয় তনয়ের পরিণয়োপলক্ষে মুক্তহস্ত হইয়া দেশের রীত্যনুসারে যেমন দান উপহার ও কৌতুককর ব্যাপার নিমিত্ত অকাতরে ব্যয় করিলেন দেশের উপকারী কোন বিষয়ে এই সময়ে সম্ভব মত আনুকূল্য করুন।

* * * *

* * * তাঁহার বদান্যতা প্রকাশ কালে আমরা দেশোপকার বিষয়ের জন্য প্রার্থনা না করিলে আর কাহার নিকট প্রার্থনা করিব। ফলত অনেক দেশেরই সভ্য ও পরিণামদর্শী মহোদয়দিগের এই প্রথা আছে যে, উৎসব অথবা তাদৃশ অন্য প্রকার কোন বিষয়ের উপলক্ষে মুক্তহস্তে যে সময়ে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দেশের উপকার অথবা সাধারণের হিতার্থ বিষয়ে সম্ভবমতে দাতৃত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ধনী মহাশয়দের তাদৃশ ব্যবহার নাই। এই সভ্যতা ও বিদ্যার আলোকময় কালে ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়, অধিকন্তু দেশীয় লোকেরা যে যে বিষয়ে বদান্যতা করিয়া সুখ্যাতি সঞ্চয়ের অভিলাষ করেন, তাহা ক্ষণিক প্রযুক্ত তাঁহাদের সুখ্যাতি ও বদান্যতার চিহ্নও চিরকাল থাকে না। অতএব আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিয়া প্রসঙ্গত সর্ব সাধারণ ধনী মহাশয়কেই জানাই যে, তাঁহারাও যেন এইরূপ বিষয়ে যখন ব্যয়ভূষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দেশের উপকার অথবা সাধারণ কার্যার্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ নিক্ষিপ্ত করেন।"

'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৭৩ বৎসর কাল জীবিত ছিল। এই সুদীর্ঘকাল ইহা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের স্বত্বাধিকারিত্বে একই স্থান হইতে প্রকাশিত ও একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পাদকতায় পরিচালিত হইত। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কোন কারণে ইহার প্রকাশ কখনও বন্ধ হয় নাই বা ইহার

নাম-পরিবর্তন ঘটে নাই। বাংলার একই নামে পরিচালিত দৈনিক সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

Christian Observer পত্র পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে প্রবন্ধাদি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া পত্রস্থ করিত।

সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বহু বাংলা, ইংরেজী এবং অন্যান্য বিবিধ ভাষার পত্রিকা হইতে সংবাদাদি উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করা হইত। ১২৫৭ সালের পূর্ণচন্দ্রোদয়ে যে সমস্ত সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে সংবাদাদি উদ্ধৃত হইত, নিম্নে তাহার একটি তালিকা সঙ্কলিত হইল। পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদনকল্পে তাৎকালিক সম্পাদক অদ্বৈত বাবু যে কিরূপ আয়াস স্বীকার করিতেন, তাহা এই তালিকা-দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হইবে—

(ক) বাংলা সংবাদপত্র

১। সম্বাদ ভাস্কর, ২। বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী, ৩। উপদেশক, ৪। সজ্জনরঞ্জন, ৫। সমাচার চন্দ্রিকা, ৬। রসসাগর, ৭। জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা, ৮। সংবাদ-প্রভাকর, ৯ রসরাজ, ১০। সত্যপ্রদীপ, ১১। রংপুর বার্তাবহ।

(খ) ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্র

১। হরকরা, ২। ইংলিশম্যান্, ৩। করেন্ট্, ৪। আগ্রা মেসেঞ্জার্, ৫। মৌলমীন ক্রনিকেল্, ৬। বেঙ্গল টাইমস্, ৭। দিল্লী গেজেট, ৮। মর্ণিং ক্রনিকেল্, ৯। ফ্রি প্রেস্, ১০। ইণ্ডিয়ান্ টাইমস্, ১১। মফঃসলাইট্, ১২। বোম্বাই টাইমস্, ১৩। বোম্বাই টেলিগ্রাফ্, ১৪। লাহোর ক্রনিকেল্, ১৫। স্পেক্টেটর্, ১৬। বোম্বাই গেজেট, ১৭। বেঙ্গল রেকর্ডার, ১৮। কলম্বো অব্জারভার, ১৯। ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া, ২০। বোম্বাই কুরিয়র, ২১। নটিংহ্যাম গার্ডিয়ান, ২২। হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর, ২৩। সুলতান উল আখবয়, ২৪। মাদ্রাজ স্পেক্টেটর্, ২৫। খ্রীষ্টিয়ান্ এড্‌ভোকেট্ ২৬। ফ্রেণ্ড্ অফ্ চায়না।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চারিখানি সংবাদপত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ বৎসরে হিন্দু কলেজের ছাত্র যদুনাথ পাল কর্তৃক "সংবাদ-রসরত্নাকর" নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের

একস্থানে তিনি সাহায্যপ্রার্থী হইয়া সমসাময়িক চারিখানি সংবাদপত্রের কাছে নিবেদন জানান—"পূর্বদিগস্থ দিক্‌পাল শ্রীযুক্ত প্রভাকর-সম্পাদক, পশ্চিমদিগস্থ চন্দ্রিকা-সম্পাদক, উত্তরদিগস্থ ভাস্কর-সম্পাদক, দক্ষিণদিগস্থ পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক, ইঁহারা অস্মাদির প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের পত্রিকাকে দীর্ঘজীবি করুন।" এই নিবেদনে যদু বাবু "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়"কে দক্ষিণদিগস্থ দিক্‌পালরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

দেশের সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের সেবার ভার লইয়া সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের জন্ম হয়। আর ৭৩ বৎসর কাল কায়োমনোবাক্যে এই ত্রিমূর্তির সেবা করিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় নিজের আরব্ধ ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছে। দেশবাসিগণের অর্থ যাহাতে বাহ্যিক আড়ম্বর ও নাচ-তামাসায় ব্যয়িত না হইয়া, দেশকল্যাণকর কার্যে নিয়োজিত হয় —এ বিষয়ে নানা সময়ে ও নানা ভাবে বিবিধ সম্পাদকীয় সন্দর্ভ ইহাতে প্রকাশিত হইত।

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

৺নিমাইচাঁদ দে
(১৮৭৫—১৯৪২)

নিমাইচাঁদ দে

জন্ম ও বাল্যজীবন

পরলোকগত নিমাইচাঁদ দে মহাশয় ১২৮২ সালে (ইং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) হুগলী জেলার বালিগড়ি নামক গ্রামে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বালিগড়ি গ্রাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত।

তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার পিতা ক্ষেত্রমোহন দে মহাশয় পরলোক গমন করেন। ইহাতে তাঁহার মাতৃদেবী তাঁহাকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিতাইচাঁদ দে মহাশয়কে লইয়া অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। নিতাইচাঁদ দে মহাশয় নিমাই বাবু অপেক্ষা দশ বৎসরের বড়।

ক্ষেত্রনাথ দে মহাশয়ের আথিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। বাল্য-কালে অর্থাভাবে উভয় ভ্রাতাকে কণ্টকাকীর্ণ সংসারপথে অতিকষ্টের মধ্য দিয়া পথ চলিতে হইয়াছে। অর্থের অভাবে নিমাই বাবুর বিদ্যাশিক্ষাও ব্যাহত হইয়াছিল। সেই হেতু তিনি বাল্যকালে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তি হন এবং সামান্য বাংলা লেখাপড়া ছাড়া আর কোনরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোকানে শিক্ষানবিশ

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোনার গহনা রং করিবার কার্য শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় একটি দোকান খুলিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে মাত্র দশ বৎসর বয়সে নিমাই বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোকানে শিক্ষানবিশ-রূপে যোগদান করিলেন। গহনা রং করিবার কার্য শিক্ষা করিয়া তিনি নিতাই বাবুর দোকানে কাজ করিতে থাকেন।

বিবাহ ও নবীনভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতার লিণ্টন ষ্ট্রীটস্থ ৺বেণীমাধব দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোকান ত্যাগ করিয়া কলিকাতার সোনাপটিতে নিজে গহনা রং করিবার দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। প্রায় ৬।৭ বৎসর উক্ত গহনা রং করিবার দোকান চালাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উক্ত কার্যে কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইলেও তাহাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির তেমন আশা নাই। ইহাতে তিনি উক্ত ব্যবসা ত্যাগ করিয়া নূতন পথে পদার্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। উক্ত সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়া তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সোনাপটিতে সোনারূপা খরিদ-বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই কার্যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হন। এই ব্যবসায়ে স্বীয় অদম্য উৎসাহ, কঠোর পরিশ্রম, সাধুতা ও অমায়িকতা তাঁহাকে উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বর্তমানেও তাঁহার দুইখানি সোনারূপার দোকান সোনাপটিতে বর্তমান।

জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ

সনাতন হিন্দুর পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চতুর্বর্গ লাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। প্রথম জীবন দুঃখদৈন্যের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইলেও পরবর্তী জীবনে নিমাই বাবু অর্থোপার্জন এবং কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মানব জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য সাধনে তিনি বিশেষ অবহিত হইতে পারেন নাই। জীবনের অবসন্ন অপরাহ্নে পুত্র-কন্যার উপর সংসারভার ন্যস্ত করিয়া—"শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্"—এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে নিমাই বাবুর কর্ম-প্রবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠিল। তিনি জনহিতকর ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া ধর্ম ও মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু শুধু ইচ্ছাই

মানব জীবনে কর্ম সম্পাদনে একমাত্র উপাদান নহে—সময় ও সুযোগ—এই দুই বস্তুকে উপেক্ষা করা চলে না। সময় ও সুযোগের অভাবে সংসারে অনেক ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকিয়া যায়—অনেক মহতী কামনা-লতিকা ফুলফল-পল্লবে সজ্জিত হইয়া ধরণীর বুকে অম্লান সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু নিমাই বাবুর জীবনে সময় ও সুযোগ অবস্থানুসারে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধির দিব্য তোরণে পেঁছাইয়া দিল।

নবদ্বীপ আতুরাশ্রমে জমিদান

শ্রীধাম নবদ্বীপে 'আতুরাশ্রম' নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের হিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু স্থানাভাবে উহার কার্য সুচারুরূপে চলিতে পারিত না। নিমাই বাবু তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে নবদ্বীপ ধামে গমন করিয়া উক্ত আশ্রমের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত হন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে উক্ত আতুরাশ্রমের পাশে আড়াই কাঠা জমি ক্রয় করিয়া উক্ত জমি আতুরাশ্রমকে দান করেন। ঐ কার্য রেজিষ্টার্ড দলিলের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

'নিমাইচাঁদ দে ইণ্ডিয়ান মেটার্নিটি ওয়ার্ড' প্রতিষ্ঠা

কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ লেডি ডাফ্‌রিণ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের নবগৃহ নির্মাণের সময় তিনি উক্ত হাসপাতালে স্বীয় নামে একটি প্রসূতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন দিবসে 'নিমাইচাঁদ দে ইণ্ডিয়ান্ মেটার্নিটি ওয়ার্ড' প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার তৎকালীন গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সনের হস্তে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। এই অর্থের দ্বারা লেডি ডাফ্‌রিণ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের ত্রিতলে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ওয়ার্ডের নাম—"নিমাইচাঁদ দে ইণ্ডিয়ান্ মেটার্নিটি ওয়ার্ড।" এই ওয়ার্ডে দশটি বেড্ আছে। তাহাতে যে কোন প্রসূতি স্থান পাইতে পারে। সুবর্ণবণিক্ জাতির জন্য তিনি কোন বেড নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন

নাই—জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য বেড্‌গুলি উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এই ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার পর হইতে বেড্‌গুলির একটিও একদিনের অধিক খালি পড়িয়া থাকে নাই। সুতরাং এই ওয়ার্ডের দ্বারা জনসাধারণ যে কিরূপ উপকৃত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

নিমাই বাবুর প্রতিষ্ঠিত এই ওয়ার্ডের কার্য যাহাতে অর্থাভাবে কোনদিন বন্ধ হইয়া না যায়, এই জন্য তিনি উক্ত বেড্‌গুলির খরচ বির্বাহের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা প্রদানের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৭৯।২৯নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ সুবৃহৎ অট্টালিকা এই মাসিক ব্যয়ের জন্য একটি ট্রাষ্ট ডিড্ দ্বারা কয়েকজন ট্রাষ্টীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ট্রাষ্টি-গণ উক্ত বাড়ীর আয় মাসিক ২০০৲ শত টাকা হাসপাতালে প্রদান করিবেন। সুতরাং অর্থাভাবে এই ওয়ার্ড বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে।

পারিবারিক জীবন ও মৃত্যু

নিমাই বাবুর পারিবারিক জীবন সুখশান্তিময় ছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ হরিচরণ ও কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রনাথ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সোনারূপা ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান চালাইতেছেন।

নিমাই বাবু বিগত ৮ই বৈশাখ তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অনুক্রম